ইমাম তাহাভী র.

জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ



ইমাম তাহাভী (র.)ঃ জীবন ও কর্ম

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভী (র.) ঃ জীবন ও কর্ম
ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্

ইফাবা গবেষণা ঃ ৩৪
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯০৭
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬১
ISBN : 984-06-0433-3

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ১৯৯৮
ফাল্গুন ১৪০৪
যিল্কদ ১৪১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা

মূল্য ঃ ৭২.০০ (বাহাত্তর) টাকা মাত্র

Imam Tahabi (Rh.) : Jiban O Karma, by Dr. Muhammad Safiqullah, Published by Research Department of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mokarram, Dhaka-1000. March 1998
Price : Tk. 72.00 US$ 4.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

হিজরী তৃতীয় শতকের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ্, ইসলামী শরীয়াতে ইজতিহাদের অন্যতম যুগস্রষ্টা ব্যক্তিত্ব, ইসলামী চিন্তাবিদ ইমাম তাহাভী (র.)-এর নাম অবিস্মরণীয়। পবিত্র হাদীসের প্রামাণ্যতা-নির্ভর ফিকহের বস্তুনিষ্ঠতা বিশ্লেষণ, নিরূপণ ও এ দু'য়ের সমন্বয় পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থাবলী রচনায় তাঁর অবদান মুসলিম উম্মাহর মূল্যবান সম্পদরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। হানাফী ফিকহ্-এর অনুসৃতি সূত্রে মহান ফকীহ্ হিসেবে তাঁর ইজতিহাদ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর কর্মকাণ্ডের সম্পূরক মনে করা হয়।

বাংলাদেশে হানাফী ফিকহ্-এর অনুসারীরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের চাহিদা ছাড়াও অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীদেরও ফিকহ্-এর হাদীস-ভিত্তিক হানাফী ভাষ্য জানা প্রয়োজন। ড. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্ তাঁর এই অভিসন্দর্ভে ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনী ও ইল্‌মে হাদীসের চর্চা-গবেষণা ও এর আলোকে বস্তুনিষ্ঠ ফিক্‌হী ফয়সালার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত গুরুত্ববহ এ বিষয়টি হানাফী ফিকহ্-এর উৎসে হাদীস-ভিত্তিকতার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও প্রচলিত সংশয়বাদিতা ও অস্পষ্টতার কুয়াশা কাটিয়ে ওঠা, হানাফী ফিকহ্-এর মজবুত ভিত্তির যৌক্তিকতার পরিবেশ সৃষ্টি ও দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা করছি। তদুপরি যারা ফিকহে হানাফী সম্পর্কে এমন মন্তব্য করছেন যে, এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক নেই। তাদের অমূলক মন্তব্য ও ধারণার অপনোদন হবে ইনশা-আল্লাহ্। মূল অভিসন্দর্ভের নাম ছিল 'ইমাম তাহাভীর জীবনী ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান'। আমরা সঙ্গত কারণে বইটির নামকরণ করেছি 'ইমাম তাহাভী ঃ জীবন ও কর্ম'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এ. এইচ. এম. মুছতবা হোছাইন বইটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সম্পাদনা করেছেন।

বইটি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা আন্তরিক সহযোগিতা দান করেছেন আমি তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আল্লাহ্ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান
পরিচালক
গবেষণা বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর অন্যতম প্রাজ্ঞ আলিম, হাদীস বিশারদ ও মুজতাহিদ ফকীহ্ ছিলেন ইমাম তাহাভী (র.)। হাদীস, ফিকহ্ ও আকায়িদসহ ইসলামের বহু বুনিয়াদী বিষয়ে তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদীস সংকলন করার ক্ষেত্রে সনদের বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষার পাশাপাশি ফিকহের আলোকে মতনগুলির উপর বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিকতা আরোপ ও পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস সাধনের যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন তা আজ অবধি ইসলামী গবেষক মহলে শ্রদ্ধার সাথে সমাদৃত। তিনি একই সঙ্গে হাদীস, ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহের উপর পারদর্শী ছিলেন। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারী। ফলত তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হাদীসে নববীর সাথে ফিকহে হানাফীর কোথাও বিরোধ তো নেই-ই বরং অন্যান্য ফিকহের তুলনায় ফিকহে হানাফী হাদীসে নববীর সাথে অধিকতর সাযূজ্যপূর্ণ।

ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে হাফেয ইব্ন আবদুল বার (র.) বলেন, তিনি হানাফী ফিকহ্ সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তেমনি অন্যান্য ফিকহ্ সম্পর্কেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী হানাফী (র.)-এর মতে, ইমাম তাহাভী তৃতীয় তাবাকার মুজতাহিদ ছিলেন। তিনি ইমাম আবুল হাসান কারখী, শামসুল আইম্মা সারাখ্সী, ফখরুল ইসলাম বাযদূবী ও ফখরুদ্দীন কাযী খান (র.) প্রমুখের ন্যায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উসূল ও মূলনীতির অনুসরণ পূর্বক ইসলামী শরীয়াতের সকল ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করে গিয়েছেন যেখানে ইমাম আবূ হানীফার পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ কোন বক্তব্য ছিল না। হযরত শাহ আবদুল আযীয ও মাওলানা আবদুল হাই লাখ্নৌভী (র.) তাঁকে 'মুজতাহিদে মুনতাসিব' তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ-এর সারিতে গণ্য করেছেন।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হানাফী ফিকহের অনুসারী। ফলে অনেক দিন থেকেই ইমাম তাহাভীর ইসলামী গবেষণা পদ্ধতির ব্যাপক বিশ্লেষণের অভাব অনুভব করা হচ্ছিল। সেই অভাব পূরণের জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ বিশিষ্ট গবেষক

www.pathagar.com

[ছয়]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মাওলানা মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্‌র 'ইমাম তাহাভীর জীবনী এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি 'ইমাম তাহাভী (র.) ঃ জীবন ও কর্ম' শিরোনামে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আমরা এ কাজে সাফল্যের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি এবং পাঠক ও পাঠিকাদের দু'আ ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

মুহাম্মদ মোরশেদ হোসেন
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ভূমিকা

এই অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হলো ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যালোচনা এবং হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করা। আর এই কারণেই এর শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে 'ইমাম তাহাভীর জীবনী ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান'।

তিনি ছিলেন হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ (৮ম-৯ম খ্রীঃ) শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ হাদীস শাস্ত্রবিদ। হিজরী তৃতীয় শতাব্দি ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ কালেই সিহাহ্ সিত্তাহ্ সংকলকগণ নিজ নিজ পদ্ধতি ও শর্তানুসারে হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদের প্রখ্যাত গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। এ যাচাই-বাছাই-এর ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান মাপকাঠি ছিল 'ইসনাদ'। ফলে হাদীসের মতনের তুলনায় ইসনাদের প্রতিই তাঁরা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তাহাভী (র.) এ ক্ষেত্রে এক স্বতন্ত্র ও অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনি সনদের সাথে সাথে মতনের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনিই সর্বপ্রথম কঠিন এবং দূর্বোধ্য হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সংকলনের কাজে হাত দেন। আর তা হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এক অতুলনীয় অবদান। এছাড়া তিনিই সর্বপ্রথম 'আহ্কাম' সম্বলিত সকল হাদীস একত্রে সন্নিবেশ করে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করেন। হানাফী মাযহাব সম্পর্কে বিপক্ষ মতাবলম্বী আলিমগণ অভিযোগ করে বলে থাকেন যে, এ মাযহাবের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত কিয়াসের উপর প্রতিষ্ঠিত, হাদীসের উপর নয়। ইমাম তাহাভী (র.) এসব অভিযোগ খণ্ডনে সহীহ্ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হাদীস উপস্থাপন করেন। কিছু কিছু হাদীস বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী হওয়ায় এক দল লোক হাদীসকে শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ইমাম তাহাভী (র.) দুর্বার দুঃসাহস নিয়ে এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রমাণ করেন যে, তাদের এ দাবী অমূলক ও ভিত্তিহীন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এ সব অতুলনীয় অবদান সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া একান্তই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অতীব বিস্ময়ের ব্যাপার আমাদের জানামতে এ যাবৎ কোন গবেষক তাঁর এ সব অতি মূল্যবান অবদানের সঠিক মূল্যায়নে এগিয়ে আসেন

www.pathagar.com

নি। তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা ও পর্যালোচনায় তেমন কেউ ব্রতী হন নি।

অথচ প্রাতঃস্মরণীয় এ ইমামের কর্মমুখর জীবন আমাদের জন্য নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দিশারী স্বরূপ। এসব কথা বিবেচনা করেই গবেষণা সন্দর্ভের জন্য আমরা এই তথ্যবহুল বিষয়বস্তুটি নির্বাচন করেছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণাকর্মে হাত দিয়ে এগিয়ে চলার পথে আমরা নানান জটিল সমস্যায় সম্মুখীন হই। কারণ, এমনিতেই হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দির মনীষীগণের জীবনী সম্পর্কীয় উপকরণ উদ্ধার করা বেশ দূরূহ ব্যাপার। জীবনী গ্রন্থকার এবং ঐতিহাসিকগণ তাহাভী (র.)-এর জীবনের অতি সামান্য তথ্যই তাঁদের গ্রন্থসমূহে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং জীবন-যৌবনের অনেক কিছুই আমাদের অজানা থেকে যায়। এমনকি তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের ঘটনাটিও গ্রন্থকারগণ অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। অনেক অনুসন্ধানের পরও আমরা তাঁর পরিবার পরিজনের তেমন কিছু বর্ণনা পাই নি। তাঁর জীবন চরিত এবং কর্ম সাধনা সম্পর্কে লিখিত প্রামাণ্য গ্রন্থের সংখ্যাও বেশী নয়। আমরা অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করেছি ঐতিহাসিক, জীবনী গ্রন্থকার ও রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মূল গ্রন্থাবলী থেকে।

হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, ইলমুশ্-শুরূত, ইলমুল-কালাম, ইলমুর-রিজাল, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা চৌত্রিশটি বলে জানা যায়। এগুলো বিশ্বের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অজ্ঞাত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় এবং কিছু কিছু কালচক্রের আবর্তনে বিলুপ্তির কারণে এর অধিকাংশই আমাদের হস্তগত হয় নি। আমাদের নিকট প্রাপ্তব্য তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর আলোকেই হাদীস শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক যথাসম্ভব আমরা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

তাঁর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যেমন বিভিন্ন প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে আমরা সাহায্য-সহায়তা নিয়েছি তেমনি তাঁর সম্পর্কে লিখিত কিছু কিছু পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা থেকেও আমরা উপাদান গ্রহণ করেছি।

অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুকে আমরা যথাক্রমে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে 'ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিক অবস্থা'-এর বিষয়টি তুলে ধরেছি। কারণ, এই জড়জগতে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিত্বের প্রতিভারই স্ফুরণ এবং বিকাশ লাভ নির্ভর করে তার উপযুক্ত পরিবেশ পরিমণ্ডল এবং কতকগুলি সামাজিক সংস্থাপনগত বৈশিষ্ট্যের উপর। এদিকে দৃষ্টি রেখেই আমরা এ-অধ্যায়কে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনী' স্থান লাভ করেছে। ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর বংশীয় পরিচয়, পারিবারিক পরিচিতি, ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা, কর্মোদ্দীপনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং সূক্ষ্ম

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই এ অধ্যায়ে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত বিধৃত করেছি।

তৃতীয় অধ্যায় হচ্ছে 'ইমাম তাহাভী (র.)-এর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ' সম্পর্কে বর্ণনা। হাদীস সংগ্রহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের সমসাময়িক মুহাদ্দিস ও আলিমগণের নিকট থেকে অনন্য মনে জ্ঞান আহরণ করা ছিল তৎকালীন যুগে অনস্বীকার্য। আবার প্রকৃত আলিম হিসেবে অভিহিত হওয়ার পর দূর-নিকটের অজস্র জ্ঞান-পিপাসূ এ আলিমের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য উপস্থিত হয়ে থাকতেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম তাহাভীর স্তর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এ অধ্যায়ে আমরা তাঁর উল্লেখযোগ্য শায়খ্ ও শাগেরদ্গণের তালিকা প্রদান করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'হাদীস শাস্ত্রে ইমাম তাহাভী (র.)-এর অবদান'। ইমাম তাহাভী (র.)-এর যুগ পর্যন্ত হাদীস সংকলনের একটি ধারা প্রচলিত হয়ে আসছিল। তাহাভী (র.) তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে এর সাথে আর একটি নতুন পদ্ধতির সংযোজন করেন। এছাড়া তিনি কঠিন ও দুর্বোধ্য অনেক হাদীস বিশ্লেষণ করে হাদীস ব্যাখ্যার একটি নব পর্যায়ের সৃষ্টি করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর এ সকল অবদানের মূল্যায়ন করাই এ অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য। প্রসংগত উল্লেখ্য, পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও গবেষক মিঃ ব্রোকেলম্যান একান্ত ভুলবশত 'সহীহুল আসার' নামক একটি হাদীস গ্রন্থকে আল্লামা তাহাভী (র.) কর্তৃক সংকলিত বলে উল্লেখ করেছেন। এর ফলে পরবর্তী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ মারাত্মক ভ্রমে পতিত হন। আর অনেকেই এর ভিত্তিতে তাঁদের গ্রন্থে ভুল সিদ্ধান্ত পরিবেশন করেন। অথচ উক্ত গ্রন্থটি হলো ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'শারহু মা'আনিল আসর'কে কেন্দ্র করে লেখা একটি ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ যা আমাদের ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণার সময় ধরা পড়ে। তাই জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের এ নতুন সিদ্ধান্তটি এর যথার্থতাসহ অত্র অধ্যায়ে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'ইমাম তাহাভী (র.)-এর অবশিষ্ট অবদান'। হাদীস শাস্ত্র ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় তাঁর মৌলিক ও সাধারণ অবদানের সঠিক তথ্য তুলে ধরার তাগিদে রচিত মূল্যবান গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। এ অধ্যায়ে হাদীস ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তাঁর প্রণীত গ্রন্থাদি সম্পর্কে যথাযথ আলোচনাও সমালোচনা তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম রয়েছে 'হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং ইমামগণের দৃষ্টিতে আল্লামা তাহাভী (র.)'। হাদীস ও ফিক্হ্-শাস্ত্রে তিনি কোন পর্যায়ের রাভী বা মুজতাহিদ তা নির্ণয়ের লক্ষ্যে তাঁর পরবর্তী নির্ভরযোগ্য ইমাম ও বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতামত উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। সাথে সাথে তাঁর সম্পর্কে যে সকল বিরূপ

www.pathagar.com

সমালোচনা রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করে ন্যায়বিচারের খাতিরে সে সব সমালোচনা পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এ উদ্দেশ্যেই আমরা এ অধ্যায়ে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং বিভিন্ন ইমামের মন্তব্য ও সমালোচনা তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি।

বক্ষ্যমান অভিসন্দর্ভের তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞানী-গুণীজনের ব্যক্তিগত গ্রন্থশালা থেকে আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ ইসহাক, ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুখতারুদ্দীন আহ্মদ আরযু, পাটনা খোদা বখ্শ লাইব্রেরীর জনাব ওয়াসি উল্লাহ্ ফয়সাল, সাহরাণপুরের প্রখ্যাত মাওলানা ও বিশিষ্ট লেখক মরহুম হাকীম মুহাম্মদ আইউব, প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান প্রমুখ। আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এ ছাড়া বহু সুধী এবং বহু প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহায়তা আমি অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। মাওলানা মুস্তাক আহ্মাদ কুতুবখান, (রংপুর, তিস্তা মাদ্রাসা) দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদ্রাসা, জামি'আ ইসলামিয়া যমীরিয়া কাসিমুল উলূম পটিয়া, পাঁচলাইশ ওয়াজিদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ এবং ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী। ভারতের কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা লাইব্রেরী, কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা জামি'আ মাদানিয়া লাইব্রেরী, পাটনা খোদা বখ্শ্ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, বেনারস জামি'আতুস্ সালাফিয়া লাইব্রেরী, লক্ষ্মৌ নাদওয়াতুল উলামা লাইব্রেরী, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সমূহ, নয়া দিল্লীর হামদর্দ্ গ্রন্থাগার, দারুল উলূম দেওবন্দ এবং মাযাহিরুল উলূম সাহারণপুর মাদ্রাসা কুতুবখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি এবং দুর্লভ সাময়িক পত্র-পত্রিকা আহরণ করতে উদারভাবে সুযোগ দেওয়ার জন্যে গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে আমার ঋণ অকপটে স্বীকার করছি।

গবেষণা সন্দর্ভের সূচনায় যিনি আমাকে এ কাজের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি হচ্ছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর মরহুম ডক্টর আফতাব আহমদ রহমানী। তাঁর কাছে আমি ঋণী। আমার গবেষণা সংশ্লিষ্ট দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য উপাদান উপকরণ আহরণের লক্ষ্যে ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফর এবং টাইপ, বাঁধাই ইত্যাদি কাজের জন্য সুপারভাইজারের সুপারিশক্রমে যাঁরা আমাকে অম্লান বদনে আর্থিক আনুকূল্য প্রদান করেছিলেন তাঁরা হলেন বাংলাদেশ মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর আবদুল বারী এবং প্রফেসর সৈয়্যদ আলী আহসান। তাঁদের ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধ্য।

www.pathagar.com

[এগার]

আমার গবেষণা নির্দেশক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান। তিনি আমার জন্য যেভাবে ত্যাগ তিতীক্ষা ও শ্রম স্বীকার করেছেন, নিরন্তর উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন সত্যিই তার তুলনা হয় না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুধু আজ কেন, কোন দিনই তাঁর এ ঋণ আমার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ডক্টর এ. বি. এম. হাবীবুর রহমান চৌধুরী আমার কো-সুপারভাইজার। গবেষণা কাজে তিনি আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন এবং অনেক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে আমার থিসিসটি আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। এ জন্য তাঁর নিকটও কৃতজ্ঞ। দেশ-বিদেশের আরও অনেক সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ ও সহানুভূতি পেয়েছি সে কথা আজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বারবার স্মরণ করছি। নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেরা উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। সবশেষে গ্রন্থটি প্রকাশের বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা বিভাগের সম্মানিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রমকে কবূল করুন। আমীন!

ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

সংকেতসূচি

আইনী	ঃ	বদরুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ মাহ্মুদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মূসা ইব্ন আহ্মদ আইনী (র.)
আত্ তামাদ্দুন	ঃ	তারীখুত্ তামাদ্দুনিল ইসলামী
আন্ নুজূমুয যাহিরাহ্	ঃ	আন্ নুজূমুয যাহিরাহ্ ফী মুলুকি মিস্র ওয়াল কাহিরাহ
আবূ হাতিম	ঃ	মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্ন আবী হাতিম
আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী	ঃ	আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল-হাদীস
আল-মুখ্তাসার	ঃ	আল-মুখ্তাসার ফী আখবারিল বাশার
আল-বিদায়াহ্	ঃ	আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ
আমানী	ঃ	আমানিল আহ্বার ফী শারহি মা'আনিল আসার
আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ্	ঃ	আল-জাওহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ
আস্ সুবকী	ঃ	তাজুদ্দীন আবদুল ওয়াহাব আস্ সুবকী
ওয়াফায়াত	ঃ	ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান ওয়া আমবাহু আবানাইয্ যামান
ইব্ন খাল্লিকান	ঃ	কাযী আহ্মদ উরফে ইব্ন খাল্লিকান
ইবনুল আসাকির	ঃ	আবুল কাসিম ইব্ন হাসান উরফে ইবনুল আসাকির
ইবনুস্ সালাহ্	ঃ	ইমাম হাফিয আবূ আমর উসমান ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন উসমান ইব্ন মূসা আশ-শাফিঈ উরফে ইবনুস্ সালাহ্
ইব্ন হাজার আল-আসকালানী	ঃ	আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন শাফিঈ উরফে হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী
কাশফূয্ যুনূন	ঃ	কাশ্ফুয্ যুনূন আন্ আসমাইল কুতুবি ওয়াল-ফুনূন
কাশ্ফ্	ঃ	কাশ্ফুল-আসতার আন রিজালি মা'আনিল আসার
আল-ইবার	ঃ	কিতাবুল ইবার
খাতীব	ঃ	হাফিয আবূ বকর আহমাদ ইব্ন আলী উরফে আল-খাতীব আল-বাগদাদী
খঃ	ঃ	খণ্ড

www.pathagar.com

খৃ.	ঃ	খৃষ্টীয় সন
খুলাসাহ	ঃ	খুলাসাতু তাহ্যীব ও তাহ্যীবিল কামাল
জঃ	ঃ	জন্ম
ড.	ঃ	ডক্টর
তারাজিমুল আহ্বার	ঃ	তারাজিমুল আহ্বার মিন রিজালি মা'আনিল আসার
তা. বি.	ঃ	তারিখ বিহীন
দ্রঃ	ঃ	দ্রষ্টব্য
পৃঃ	ঃ	পৃষ্ঠা
মাঃ	ঃ	মাসিক
মুকাদ্দিমাতু আমানী	ঃ	মুকাদ্দিমাতু আমানিল আহবার
মুকাদ্দিমাতু ইবনিস্ সালাহ্	ঃ	কিতাবু উলূমিল হাদীস উরফে মুকাদ্দিমাতু ইবনিস্ সালাহ্
মৃ.	ঃ	মৃত্যু
ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ	ঃ	ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ
মাকরীযী	ঃ	আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-মাকরীযী
মুহাযারাত	ঃ	মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ
যাহাবী	ঃ	আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ শামসুদ্দীন উরফে ইমাম যাহাবী (র.)
রা.	ঃ	রাদিয়াল্লাহু আনহু
র.	ঃ	রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি
রাফ'উল ইস্র	ঃ	রাফ'উল ইস্র আন কুযাতি মিস্র
সং	ঃ	সংস্করণ
সুয়ূতী	ঃ	হাফিয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)
সাম'আনী	ঃ	আবদুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ আস্ সাম'আনী
হামাভী	ঃ	আবূ আবদিল্লাহ্ ইয়াকূত আল-হামাভী
হাফিয ইব্ন কাসীর	ঃ	আবুল ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইব্ন শায়খ আবূ হাফস শিহাবুদ্দীন উরফে হাফিয ইব্ন কাসীর (র.)
হিঃ	ঃ	হিজরী সাল

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ১-৬০

আব্বাসী খিলাফতের পতন যুগের সূচনা ১
সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের আগমন ২
তুর্কীদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং খলীফাগণের উপর তাদের প্রভাব ৩
খিলাফতের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা এবং স্বাধীন রাজ্যসমূহের অভ্যুদয় ৪
ইমাম তাহাভীর সময়ে মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৭
মিসরে তূলূনী শাসন ৭
মিসরের সামাজিক অবস্থা ১১
মিসরের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ১৭
সিহাহ্ সিত্তাহ্ সংকলকগণের কোন্ কোন্ শায়খ ইমাম তাহাভী (র.)-এর শায়খ ছিলেন ৪১
ইমাম বুখারী (র.) ৪২
ইমাম মুসলিম (র.) ৪৭
ইমাম আবূ দাউদ (র.) ৪৯
ইমাম তিরমিযী (র.) ৫১
ইমাম নাসাঈ (র.) ৫২
ইমাম ইব্ন মাজা (র.) ৫৫
ইমাম মাতুরীদী (র.) ৫৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনী ৬১-১০০

ইমাম তাহাভীর নাম, বংশ পরম্পরা, জন্ম ও জন্মস্থান ৬১
তাঁর পিতামহের রাজনৈতিক তৎপরতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ ৬৯
প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও ইমাম মুযানী (র.)-এর সংস্পর্শে তাঁর আগমন ৭২
ইমাম তাহাভী (র.)-এর মায্হাব পরিবর্তন এবং এর কারণ ৭৮

www.pathagar.com

হানাফী আলিমগণের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ ও ইব্ন তূলূনের সাথে সম্পর্ক ৮৫
মিসরের কাযীর সেক্রেটারী পদে নিয়োগ এবং নাইব-এ কাযী পদে উন্নতি লাভ ৮৯
গ্রন্থ রচনা ও ইল্‌ম চর্চায় আত্মনিয়োগ ৯৩
ইন্তিকাল ও দাফন ৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর উল্লেখযোগ্য উস্‌তাদ ও শাগেরদ্‌বৃন্দ ১০১-১২৪

বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম তাহাভীর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ১০১
ইমাম তাহাভী (র.)-এর হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দ এবং উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের তালিকা ১০৪

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম তাহাভী (র.)-এর অবদান ১২৫-২৩০

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১২৫
বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য ১২৭
হাদীস গ্রন্থ সংকলনে ইমাম তাহাভী (র.)-এর প্রধান উদ্দেশ্য ১২৮
ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ইখ্‌তিলাফুল হাদীস ১৩০
ইখ্‌তিলাফুল হাদীস ১৩১
তাবীলু মুখ্‌তালাফিল হাদীস ১৩৪
মুশকিলাতুল হাদীস ওয়া বায়ানুহু ১৩৬
ইবকারুল আবকার ফী মুশকিলিল আখ্‌বার ১৩৮
আত-তাহকীক ফী আহাদীসিল খিলাফ ১৩৯
বানাতুল-আফকার ফী মা'নীল-আখ্‌বার ১৩৯
মুশকিলাতুল আহাদীসিন-নাবাবিয়্যাহ ওয়া বায়ানিহা ১৪০
শারহু মা'আনিল-আসার সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য ১৪১
শারহু মা'আনিল-আসার-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা ১৪৬
মুশকিলুল্ আসার ১৯৪
কিতাবু নাকযি্ কিতাবিল-মুদাল্লিসীন আলাল-কারাবীসী ২২০
আত্ তাসবিয়াতু বায়না 'হাদ্দাসানা' ওয়া 'আখ্‌বারানা' ২২২
সুনানুশ্ শাফিঈ (র.) ২২৬
সাহীহ্ ল আসার ২২৮

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর কতিপয় বিশিষ্ট অবদান ২৩১-২৫৩

ইমাম তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থসমূহের তালিকা ২৩২
আকাইদ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ২৩২
তাফসীর সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ২৩৯
ফিকহ্ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি ২৪০

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামগণের দৃষ্টিতে আল্লামা তাহাভী (র.) ২৫৪-৩০২

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ২৫৪
হাদীস শাস্ত্রবিদ, ফকীহ্, ইমাম ও ঐতিহাসিকগণের মন্তব্য ২৫৫
ইব্ন নাদীম (র.) কর্তৃক বিরূপ সমালোচনা এবং এর যথার্থতা ২৬৫
হাফিয ইব্ন হাজার (র.) কর্তৃক বিরূপ মন্তব্য এবং এর নিরীক্ষা ২৬৬
হাফিয বায়হাকী (র.) এবং ইব্ন তাইমিয়া (র.) কর্তৃক বিরূপ সমালোচনা ২৬৯
বায়হাকী (র.)-এর বিরূপ সমালোচনার মূল কারণ ২৭৪
ইব্ন তাইমিয়্যার সমালোচনার সারকথা ২৮১
রিজাল শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের উৎস ২৮৮
ইমাম নাসাঈ (র.)-এর একটি হাদীসের সমালোচনা ২৯২
হাদীসকে প্রাধান্য দানের রীতি, তার সম্পর্কে ইব্ন তাইমিয়্যার সমালোচনার কারণ ২৯৭
রাদ্দুশ্ শামস্ হাদীসের পর্যালোচনা ২৯৮

উপসংহার ৩০৩-৩০৬

গ্রন্থপঞ্জি ৩০৭-৩২০
পরিশিষ্ট ৩২১
ক. ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'ইখ্তিলাফুল ফুকাহা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির নমুনা ৩২১-৩২২
খ. শারহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপির নমুনা ৩২৩-৩২৮
গ. নুখাবুল-আফকার ফী শারহি মা'আনিল-আসার ৩২৯-৩৩৪
ঘ. আল-মু'তাসার মিনাল মুখ্তাসার মিন্ মুশকিলিল আসার'-এর হস্তলিপির নমুনা ৩৩৫-৩৩৮
ঙ. তাসহীহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপি ৩৩৯-৩৪২
চ. ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'আশ-শুরূতুল কাবীর' গ্রন্থ থেকে নমুনা ৩৪৩-৩৪৪

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমকালীন রাজনৈতিক সামাজিক এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আব্বাসী খিলাফতের পতন যুগের সূচনা

ইমাম আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী (র.) (জঃ ২৩৯/৮৫৩-মৃঃ ৩২১/৯৩৩)-এর জন্ম নিয়ে পণ্ডিতগণের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। তবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সাম'আনীর (মৃঃ ৫৬২/১১৬৬) বর্ণনানুসারে তিনি দশম আব্বাসী খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগে (২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১) জন্মগ্রহণ করেন।[১] আর উনিশতম খলীফা কাহির বিল্লাহ্-এর খিলাফত কালে (৩২০/৯৩২-৩২২/৯৩৪) ইন্তিকাল করেন। আব্বাসী রাজবংশ যদিও ৫২৪ বছর (১৩২/৭৫১-৬৫৬/১২৫৮) যাবৎ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল কিন্তু এর ক্রম-অবনতি ও পতনের সূচনা হয় খলীফা মুতাওয়াক্কিলের যুগ থেকেই।[২]

---

১. আবদুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ আস্ সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (LEYDEN ঃ E. J. BRILL IMPRIME RIE ORIENTALE LONDON ঃ LUZAC & CO. 46 GREAT RUSSELL STREET, 1912), পৃঃ ৩৬৯।

২. মুহাম্মদ খাদ্‌রী বেক ঃ মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যা, (আদ্-দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ্, দারুল ফিক্‌রি'ল আরাবী, মিস্‌র, তা, বি,) পৃঃ ৪৮৪। এই প্রসংগে ঐতিহাসিক ইব্ন খালদূনের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

ان الدولة فى الغالب لا تعدوا اعمار ثلاثة أجيال ، والجيال هو عمر شخص واحد من العمر الوسط فيكون اربعين الذى هو انتهاء النمو و النشوء إلى غايته – قال تعالى : حَتّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَة ... ولهذا يجرى على ألسنة الناس فى المشهور أن عمر الدولة مائة سنة

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব তিনটি প্রজন্মের বয়সসীমা অতিক্রম করে না। একটি প্রজন্মের বয়সসীমা হয় একটি ব্যক্তির মধ্যম বয়সের সমপরিমাণ। আর এর পরিমাণ হচ্ছে চল্লিশ বছর। এ পরিমাণ সময়ে সে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভের শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ 'ক্রমে সে (মানুষ) পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হয়।'(সূরা আহ্কাফ ঃ ১৫)। এ কারণেই মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, একটি সাম্রাজ্যের বয়স হচ্ছে, একশ' বছর।

ইব্ন খালদূন ঃ মুকাদ্দিমা, ৪র্থ সং (দারুল-কলম, বৈরূত, লেবানন, ১৯৮১) পৃঃ ১৭০-১৭১।

www.pathagar.com

এই ক্রম-অবনতির মূল কারণ ছিল পরবর্তী খলীফাগণের দুর্বলতা এবং তাঁদের উপর তুর্কী সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র প্রভাব। আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খুরাসানী ও পারসিকদের অবদান ছিল সর্বাধিক। ফলে খিলাফতের প্রাথমিক যুগে খুরাসানীগণ সেনাবাহিনীতে এবং পারসিকগণ শাসন বিভাগে একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন।[৩] প্রাথমিক পর্যায়ের খলীফাগণ ছিলেন সুদক্ষ। ফলে সর্বত্র তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজমান ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও খুরাসানী এবং পারসিকগণের ক্রমবর্ধমান শক্তি-প্রভাবে শংকিত হয়ে খলীফা মানসূর তাঁর খিলাফত কালে (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৭৪) আবূ মুসলিম খুরাসানীকে হত্যা (১৩৭/৭৫৫) করে এবং খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর যুগে (১৭০/৭৮৬-১৯৩/৮০৯) বারমাকীগণের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে পদচ্যুত বা হত্যা (১৮৭/৮০৩) করে তাঁদেরকে অনেকখানি নির্মূল করতে প্রয়াস পান। তবে খলীফা আমীনের যুগে (১১৩/৮০৯-১৯৮/৮১৩) আরব ও পারসিকদের মধ্যে বেশ তিক্ততা ও প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। পরিশেষে আমীনের পতনের ফলে প্রতিযোগিতায় আরবরা পরাজিত হয় এবং পারসিকরা জয়লাভ করে। এতে সাম্রাজ্যে পারসিকদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[৪]

সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের আগমন

সপ্তম আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিম বিল্লাহ্ স্বীয় খিলাফত লাভের (২১৮/৮৩৩-২২৭/৮৪২) পূর্বেই পারসিকদের ধৃষ্টতা এবং আরব সেনাবাহিনীর দুর্বলতা লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে মামূনের মৃত্যুর পর যখন তিনি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন তখন পারস্য সেনাবাহিনীর একটি বিরাট অংশ মামূনের পুত্র আব্বাসকে খলীফা নিয়োগ করার ষড়যন্ত্র করে।[৫] এতে তিনি সেনাবাহিনীতে তুর্কীদের ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন এবং ২২০/৮৩৫ সালে তুর্কিস্তান, মাওয়ারা'উন্ নাহার, বুখারা, সমরকন্দ, ফরগানা, আশ্রুসানা প্রভৃতি শহর থেকে বার হাজার তুর্কী গোলাম ক্রয় করে তাদের সুসজ্জিত

---

৩. জুরজী যায়দান ঃ তারীখুত্ তামাদ্দুনিল ইসলামী, ১ম খঃ, ২য় সং (মু'আস্সাসাতু দারিল হিলাল, ১৯৬৮) পৃঃ ৯৪।

৪. জুরজী যায়দান ঃ আত্ তামাদ্দুনুল ইসলামী, ৪র্থ নতুন সং (দারুল হিলাল, ১৯৫৮), পৃঃ ১৭৭।

৫. ইব্ন জারীর আত্ তাবারী ঃ তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ৭ম খঃ (মাতবা'আতুল ইসতিকামাহ, কায়রো, ১৩৫৮/১৯৩৯), পৃঃ ২২৩; আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ৩য় সং, ১ম খঃ (মাতবা'আতুল-লাজনাহ ওয়াত্-তালীফ ওয়াত্ তারজুমাহ্ ওয়ান নাশ্র, কায়রো, ১৩৭১/১৯৫২), পৃঃ ৩-৪।

www.pathagar.com

পোষাকে ভূষিত করেন।[৬] এভাবে ধীরে ধীরে তুর্কী সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাগদাদ শহরে তাদের অবাধ ঘোরাফেরার ফলে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। এতে খলীফা 'সুর্‌রা-মান্‌রা'আ' নামক একটি শহর নির্মাণ করে তুর্কীদের সেখানে স্থানান্তরিত করেন।[৭] ক্রমে রাজনীতির ক্ষেত্রে তুর্কীদের প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি লাভ করে যে, খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ্ তাঁর খিলাফতকালে (২২৭/৮৪২-২৩২/৮৪৪) তুর্কী নেতা আশনাসকে ২২৮/৮৪৩ সালে সুলতান পদ দান করে তাঁকে মণিমুক্তা খচিত মুকুট ও পোষাক পরিধান করান।[৮] তুর্কীদের আগমনের বার বছর পর আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন (১৩২/৮৪৭)। তিনি তুর্কীদের প্রভাব থেকে অব্যাহতি লাভের প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হন এবং অতি নির্মমভাবে উযীর ফাত্হ্ ইব্ন খাকানসহ তুর্কীদের হাতে নিহত হন।[৯]

মুতাওক্কিলের হত্যার ফলে খলীফাগণের ক্ষমতার বিলুপ্তি ঘটে। এবং তুর্কীরা সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়ে। খলীফাগণের নাম শুধুমাত্র মুদ্রায় অংকিত থাকত এবং খুত্‌বায় উচ্চারিত হতো। বাকী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল তুর্কী নেতৃবৃন্দ। এমনকি খলীফাগণের জীবনের প্রতিও তাদের পক্ষ হতে মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি হয়। তারা একজন খলীফাকে হত্যা করে আরেকজনকে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করতো।[১০]

তুর্কীদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং খলীফাগণের উপর তাদের প্রভাব

মুতাওয়াক্কিলের পর তাঁর পুত্র আল-মুন্‌তাসিরকে তুর্কীরা খলীফা পদে নিয়োগ করে। (৪ শাওয়াল ২৪৭/১১ ডিসেম্বর ৮৬১)। মাত্র ৬ মাস পর (৫ রবিউল আওয়াল ২৪৮/৭ জুন, ৮৬২) তিনি পরলোক গমন করেন।[১১] তখন তুর্কী নেতারা হারুণীয়ায় এক

---

৬. ইব্ন্ তাগরী বারদী ঃ আন নুজূমুয্ যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল কাহিরাহ, ২য় খঃ (ওয়াযারাতুস্ সাকাফাহ ওয়াল ইরশাদ, মিস্‌র, ৮৮৫/১৪৮০), পৃঃ ২৩৩।

৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩।

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৩।

৯. ইব্নুল আসীর ঃ তারীখুল-কামিল, ৭ম খঃ, ১ম সং (মাতবা'আতুস্ যাহারিয়্যাহ, মিস্‌র, হিঃ ১৩০১), পৃঃ ৩২; আবুল ফিদা ঃ আল-মুখ্‌তাসার ফী আখ্‌বারিল বাশার, ৩য় খঃ (দারুত-তাবা'আতিল-আরাবিয়্যাহ, বৈরুত), পৃঃ ৫২; আহমাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, ৩য় সং. (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০।

১০. মুহাম্মদ খাদ্‌রী বেক্ ঃ মুহাযারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়্যাহ (দারুল ফিক্‌রিল আরাবী, মিস্‌র) পৃঃ ২৭০।

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৭০।

www.pathagar.com

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে বুগা আল-কাবীর বুগা আস-সাগীর এবং আতামাস এই তিন জন তুর্কী নেতা মিলে যাঁকে খলীফা মনোনীত করবেন একমাত্র তিনিই খলীফা হবেন। সুতরাং এই তিন নেতা আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনুল মুতাসিমকে 'আল্-মুসতাঈন' উপাধি দিয়ে ২৪৮/৮৬২ সালে খলীফা মনোনীত করেন।[১২] এরপর ২৫২/৮৬৬ সালে তুর্কীরা তাঁকে খিলাফত থেকে বরখাস্ত করে। এর দশমাস পর তারা বন্দী অবস্থায় তাঁকে হত্যা করে।[১৩] পরবর্তী খলীফা আল-মু'তায বিল্লাহ্কেও (২৫২-৮৬৬-২৫৫/৮৬৮) তুর্কীরা অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে।[১৪] আল-মু'তায এরপর তারা মুহাম্মদ আল-মাহতাদীকে (২৫৫/৮৬৮) খলীফা মনোনীত করে। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ, সুদক্ষ শাসক, শরী'আতের অনুসারী এবং নিষ্ঠাবান। কিন্তু তুর্কীদের রোষবহ্নি থেকে তিনিও রেহাই পান নি। মাত্র এগার মাস খিলাফত অধিষ্ঠিত থাকার পর ২৮ বছর বয়সে তিনি একদল বিদ্রোহী তুর্কীদের হাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় ২৫৬/৮৭০ সালে শহীদ হন।[১৫] এরপর তুর্কীরা খলীফাগণকে নিজেদের হাতের ক্রীড়নক করার মানসে কম বয়স্কদের খিলাফতে অধিষ্ঠিত করতে থাকে। তারা আল-মুকতাদির বিল্লাহ্ জা'ফর ইবনুল মু'তাযিদকে তের বছর বয়সে খিলাফতে অধিষ্ঠিত করে।[১৬] ২৫ বছর (২৯৫/৯০৮-৩২০/৯৩২) খিলাফতের পর ৩৮ বছর বয়সে তুর্কী নেতা মু'নিস-এর সমর্থকদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁকে নির্মমভাবে যবাই করে পরিধেয় বস্ত্র ছিনিয়ে বস্ত্রহীন অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা হয়।[১৭] খলীফা আল্-কাহির বিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনুল মু'তাযিদও (৩২০/৯৩২-৩২২-৯৩৪) তুর্কীদের শিকারে পরিণত হন। তারা তাঁর চক্ষুদ্বয়ে উত্তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে নির্দয়ভাবে তাঁকে চিরতরে অন্ধ করে দেয়।[১৮]

খিলাফতের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা এবং স্বাধীন রাজ্যসমূহের অভ্যুদয়

খলীফাগণের দুর্বলতার সুযোগে এক দিকে তুর্কীরা সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় আর অন্য দিকে সমগ্র খিলাফত জুড়ে অরাজকতা, বিশৃংখলা ও বিদ্রোহের

---

১২. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৪৪।
১৩. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন্ নুজূমুয্ যাহিরাহ্, ২য় খঃ, পৃঃ ৩২৫।
১৪. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৪; ইব্ন তাগরী বারদী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩৭; খাদরী বেক ঃ মুহাযারাত, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৮।
১৫. আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬১।
১৬. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১-২৭।
১৭. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), ৬০; আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০০; খাদরী বেক্ ঃ মুহাযারাত, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫৭।
১৮. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, পৃঃ ১০৬; আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ১০০।

www.pathagar.com

দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। প্রাদেশিক গভর্নর ও শাসকগণ স্ব স্ব এলাকায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক হয়ে বসেন। কেন্দ্রীয় শাসনের আনুগত্যের পরিবর্তে নিজস্ব শাসন পদ্ধতি পরিচালনা করেন। এতে খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। ইব্ন খালদূন খলীফা আল্-মুনতাসির-এর যুগ (২৪৭/৮৬১- ২৪৮/৮৬২) থেকে মুসতাক্ফীর যুগ (৩৩৩/৯৪৪-৩৩৪/৯৪৫) পর্যন্ত আব্বাসী হুকূমতের অবস্থার পর্যালোচনা করে বলেন ঃ এ সময় খলীফার উপর তাঁর স্বজন, বন্ধুমহল এবং ক্ষমতাশালীরা প্রভাব বিস্তার করে। মুতাওয়াক্কিলের নিহত হওয়ার (২৪৭/৮৪৭) পর থেকে খলীফাগণ এ সকল ব্যক্তিদের অধীনস্থ হয়ে পড়েন। বাগদাদে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে আলী (রা.)-এর বংশধরগণ প্রকাশ্যে তাঁদের দাওয়াত প্রচার করতে থাকেন। আবূ আবদল্লাহ্ আশ্-শাঈ[১৯] ২৮৬/৮৯৯ সালে স্বীয় অনুগামীদের এক বিরাট দল নিয়ে আফ্রিকায় আল-মাহ্দী ইব্ন জা'ফর[২০]-এর নামে আনুগত্যের শপথ নিতে থাকে।[২১] এই আবূ আবদিল্লাহ্ আশ্-শাঈ আগলার বংশের (১৮৪/৮০০-২৯৬/৯০৯) সর্বশেষ শাসক (২৯০/৯০৫-২৯৬/৯০৯) যিয়াদাতুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে ২৯৬/৯০৯ সালে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে ফাতেমী বংশের এক নতুন সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। মরক্কো, মিসর এবং সিরিয়া আব্বাসী সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফাতিমী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সাম্রাজ্য ২৭০ বছর (২৯৬-৯০৯-৫৬৫/১১৭০) পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে।[২২]

২৫০/৮৬৪ সালে খলীফা আল-মুসতাঈনের যুগে (২৪৮/৮৬২-২৫২/৮৬৬) হাসান ইব্ন যায়িদ তবারাস্তানে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁকে সত্যের আহ্বানকারী উপাধিতে

---

১৯. তিনি সান'আ এবং মতান্তরে কূফার অধিবাসী ছিলেন। তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইব্ন হাওশাব তাঁকে একজন দাঈ (আহ্বানকারী) হিসেবে মরক্কো পাঠান। তাঁর প্রচেষ্টায় আফ্রিকায় মাহদী উবায়দুল্লাহ্-র হুকূমত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাহ্দীর খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভের পর ২৯৮/৯১১ সালে তিনি এবং তাঁর ভাই আবুল আব্বাস মাহ্দী কর্তৃক নিহত হন।

ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৮ম খঃ, পৃঃ ৯১; আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল-বাশার, ৩য় খঃ, পৃঃ ৮১-৮৩।

২০. আলিমগণ তাঁর বংশ সম্পর্কে মতপার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। যাঁরা তাঁর ইমামতের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁরা তাঁর বংশ হযরত আলী (রা.)-র বংশ বলে উল্লেখ করেন। অপর এক দলের মতে তাঁর বংশের যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। আর এক দল আলিম তাঁকে য়্যাহূদা বলে উল্লেখ করেছেন।

আবুল ফিদা ঃ আল-কামিল, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮০-৮১।

২১. ইব্ন খালদূন ঃ কিতাবুল-ইবার, ৩য় খঃ, পৃঃ ২৮১।

২২. আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত,) পৃঃ ৮০; ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৮১।

www.pathagar.com

ভূষিত করা হয়। দায়লাম গোত্রের লোকেরা তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তবারাস্তান এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এ রাষ্ট্র ৩০১/৯১৪ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২৩]

২৫৫/৮৬৯ সালে খলীফা আল-মুহতাদী-এর সময়ে (২৫৫/৮৬৮-২৫৬/৮৬৯) আলী ইব্ন মুহাম্মদ সাহিবুয্-যানজ নামক এক ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটে। তিনি নিজকে আলী (রা.)-এর বংশদ্ভূত বলে দাবী করেন।[২৪] তিনি বসরার পার্শ্ববর্তী এলাকায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ২৭৫/৮৭০ সালে তিনি বসরা দখল করে ব্যাপকভাবে লোকজনকে হত্যা করেন। ২৭০/৮৮৩ সালে মুওয়াফফিক এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর তাকে পরাজিত ও নিহত করেন। তার অধিকাংশ সহচর পানিতে ডুবে মরে এবং তার কর্তিত মস্তক বাগদাদে প্রেরিত হয়। তার এই পতনের পর সর্বস্তরের জনসাধারণ চীৎকার করে 'আল্লাহ্র হামদ' পড়তে থাকে।[২৫]

খলীফা আল-মু'তামিদ ২৬১/৮৭৫ সালে নাসর ইব্ন আহ্মদকে[২৬] 'মা-ওরাউন্ নাহার'-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিছু দিনের মধ্যে তিনি খিলাফতের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেই একজন স্বাধীন সর্বময় শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। খুরাসান এবং আশেপাশের এলাকায়ও তিনি তাঁর প্রভূত্ব কায়েম করেন। এভাবে সামানিয়া রাজত্বের সৃষ্টি হয় এবং তা গৌরবের সাথে ৩৮৯/৯৯৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়।[২৭]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শেষ শতক পর্যন্ত কায়রাওয়ান এবং আফ্রিকায় আগলাবী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল।[২৮] অতঃপর তাদের মাওয়ালী বণূ তাফ্জ তথায় ৩৬০/৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে। ২৫৩/৮৬৭ সালে খলীফা আল-মু'তায-এর

---

২৩. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, পৃঃ ৪৮-৫১; আবুল-ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৫; ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮১।

২৪. 'যানজ'-এর অধিবাসীরা তাঁর অনুগামী ছিল বলে তাঁকে 'সাহিবুয্-যান্জ' বলা হয়। তিনি মূলত আব্দুল কায়স গোত্রের লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন ঈসা ইব্ন যায়িদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়ন ইব্ন আলী (রা.) বলে দাবী করেন। আবূল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, পৃঃ ৫৯

২৫. আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, পৃঃ ৬৭; ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২৭-৩২৮।

২৬. ইবনুল আসীর ঃ আল কামিল, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১০; আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, পৃঃ ৬৪; ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১১।

২৭. ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, পৃঃ ২৮১।
প্রসংগত উল্লেখ্য সামানীয় রাজ্য ১২৬ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বংশের শাসকদের সংখ্যা ছিল মোট ১০ জন।

২৮. ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, পৃঃ ২৮১-২৮২।

www.pathagar.com

যুগে (২৫২/৮৬৬-২৫৫/৮৬৮) ইয়াকুব ইব্নুল লায়স আস্-সাফ্ফার[২৯] সিজিস্তান, হারাত এবং বুশানজ নামক এলাকাগুলো দখন করেন। তিনি ২৫৫/৮৬৮ সালে কারমাল, পারস্য এবং শীরায দখল করে সাফারিয়া রাজত্ব স্থাপন করেন। ২৯৮/৯১১ সাল পর্যন্ত এ রাজত্ব স্থায়ী ছিল।[৩০]

ইমাম তাহাভীর সময়ে মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

মিসরের তূলূনী হুকূমত প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এখানকার রাজনীতিতেও তেমন স্থাতিশীলতা ছিল না। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ইন্তিকালের (৪৩/৬৬৪) পর থেকে নিয়ে তূলূনী শাসন প্রতিষ্ঠিত (২৫৪/৮৬৮) হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিসরে নিরানব্বই জন শাসক নিযুক্ত হন। কোন কোন শাসক একাধিক বারও মিসরের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। একমাত্র আবদুল আযীয ইব্ন মারওয়ান ব্যতীত অন্যান্য শাসকগণের কার্যকাল সাধারণত দুই বছরের অধিক স্থায়ী হয় নি।[৩১]

মিসরে তূলূনী শাসন

খলীফা আল-মু'তাসিমের আমলে (২১৮/৮৩৩-২২৭/৮৪২) সর্বপ্রথম মিসর তুর্কীদের[৩২] শাসনাধীনে আসে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ 'খারাজ' বা কর আদায়ের শর্তে

---

২৯. ইয়াকুব ইব্ন লায়স এবং আমর ইব্ন লায়স 'সিজিস্তান'-এ তামার কাজ করতেন, এজন্য তাদের 'আস্-সাফ্ফার' বলা হয়। ইয়াকূব সিজিস্তানের সালিস ইবনুল শনাদার-এর সাথে মিলে খারিজীদের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই করতে থাকেন। সালিস-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন দিরহাম ইবনুল-হাসান। কিন্তু তিনি আব্বাসীদের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদ প্রেরিত হন। অতঃপর ইয়াকূব তাঁর সাথীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ বংশের শাসকদের মোট সংখ্যা ছিল চার জন। ২৯৮/৯১১ সালে সর্বশেষ শাসক আল-মা'দাল ইব্ন আলী ইব্ন লায়স থেকে সামানীয়গণ ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়।
ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭২; ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৯৩; সাইয়্যিদ মুফ্তী মুহাম্মদ আমীমুল ইহ্সান ঃ তারীখ-এ ইসলাম, (প্রকাশক, সায়্যিদ মুহাম্মদ নু'মান, কুলুটোলা, ঢাকা, ১৯৬৯ খ্রীঃ) পৃঃ ১১৬।

৩০. আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭-৫৮; ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭২; ইব্ন খালদূন ঃ আল-ইবার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯৩-২৯৪।

৩১. আবদুল মাজীদ মাহ্মূদ ঃ আবূ জা'ফর আত্-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস, ১ম সং (প্রকাশক, আল্-মাজলিসুল আ'লা লি রিআয়াতিল ফুনূন ওয়াল-আদাব ওয়াল-উলূমিল ইজ্তিমা'ইয়্যাহ্, কায়রো, ১৩৬৫/১৯৭৫), পৃঃ ১৩।

৩২. খলীফা আল-মু'তাসিম তাঁর কৃতদাস তুর্কী নেতা আসনাস-কে ২১৯/৮৩৪ সালে মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত করেন। আসনাস আমুরিয়াহ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। তিনি মূসা ইব্ন আবিল-আব্বাসকে তাঁর পক্ষ থেকে মিসরের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। ইব্ন তাগরী বারদী ঃ নুজূমুয্-যাহিরাহ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৯-২৩২।

www.pathagar.com

তুর্কীরা খিলাফতের পক্ষ থেকে মিসরের শাসনভার গ্রহণ করতো। কিন্তু তুর্কী শাসকগণ রাজধানী ছেড়ে সুদূর মিসরে অবস্থান করা পছন্দ করতেন না। তাঁরা মিসরে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে শাসন কাজ পরিচালনা করতেন। ২৫৪/৮৬৮ সাল পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে মিসর শাসিত হতে থাকে।[৩৩] তারপর উক্ত সালের রামাযান মাসে মিসরের ওয়ালী আয়খূয ইব্ন আওলুগ্ তারখা নামক তুর্কী নেতার[৩৪] পদচ্যুতির[৩৫] পর আহ্মাদ ইব্ন তূলূন[৩৬] মিসরের শাসনকর্তা নিয়োজিত হন। তিনি মিসরে অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

খলীফা আল-মু'তামিদ যখন তাঁর ভাই আল্-মুওয়াফ্ফিক-এর হাতে কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং আল-মুওয়াফ্ফিক খিলাফতের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী[৩৭] হয়ে দাঁড়ায় তখন আল মু'তামিদ ইব্ন তূলূনের নিকট সাহায্য চেয়ে চিঠি লেখেন। ইব্ন

---

৩৩. আবদুল মাজীদ মাহ্মূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী ওয়া আসারুহু, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩।

৩৪. মিসরের শাসনকর্তা আহ্মাদ ইব্ন মুযাহিম-এর পর ২৫৪/৮৬৮ সালের রবীউস্ সানী মাসের প্রথম দশকে আরমুয মিসরের ওয়ালী নিযুক্ত হন। তিনি সাড়ে পাঁচ মাস মিসরের শাসক পদে নিয়োজিত ছিলেন।

ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪১-৩৪২।

৩৫. কারো কারো মতে 'বাকবাক' (মতান্তরে 'বায়কবাক')-এর হত্যার পর ইব্ন তূলূন মিসরের ওয়ালী পদ লাভ করেন। ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬।

৩৬. 'তূলূন' বুখারা ও খুরাসানের আমিল নূহ্ ইব্ন আসাদ সামানী-র মুক্ত গোলাম ছিলেন। তিনি ২২০/৮৩৫ মতান্তরে ২২৪/৮৩৯ সালে খলীফা মামূনের নিকট তূলূনকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করেন। নিজস্ব যোগ্যতা ও দক্ষতার ফলে তিনি আমীর পদ লাভ করেন। ২২০/৮৩৫ সালে দাসী হাশিম অথবা কাসিম-এর গর্ভ থেকে পুত্র আহ্মাদ জন্মলাভ করে। আহ্মাদ ছোটবেলায় কুরআন হিফয করেন। অতঃপর দীনী জ্ঞান-অন্বেষণে নিয়োজিত হন এবং হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রথমে সামান্ত অতঃপর দামেশ্ক এবং পরে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ইব্ন্ তাগরী বারদী ঃ আন্-নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১-৬।

৩৭. এ সময় আল-মুওয়াফ্ফিকই ছিলেন একমাত্র নির্দেশদাতা। তিনিই শাসনকর্তাদের নিযুক্তও বরখাস্ত করতেন, সেনাবাহিনী পরিচালনা করতেন, দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন, সীমান্ত এলাকার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন, উযীর ও আমীরদের পরিচালনা করতেন এবং তাঁর হাতেই ছিল সকল সম্পদের কর্তৃত্ব। এ প্রসংগে আল-মু'তামিদের বিখ্যাত কবিতা প্রণিধানযোগ্য ঃ

أليس من العجائب ان مثلى * يرى ماقل ممتنعا عليه
وتوكل باسمه الدنيا جميعا * وما من ذالك شئ فى يديه
اليه تحمل الا موال ظرا * و يمنع بعض ما يجبى اليه

এটি কি একটি আশ্চর্যজনক বিষয় নয় যে, আমার মত ব্যক্তি দেখতে পায় যে, অতি সামান্য বস্তু তার জন্য আজ নিষিদ্ধ। তার নামেই সমস্ত দুনিয়া ভক্ষণ করা হয়। অথচ এর

www.pathagar.com

তূলূন তখন খলীফাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে মিসরে স্থানান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানান। খলীফা এ আহ্বানে সাড়া দেন, কিন্তু পথিমধ্যে আল-মুওয়াফ্ফিকের ইংগিতে মসেলের শাসনকর্তা ইসহাক ইব্ন কুন্দজ তাঁকে বাধা দেন এবং তিনি লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যান।[৩৮] খলীফার এ সাহায্য প্রার্থনা থেকে বুঝা যায় ইব্ন তূলূন একজন ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন এবং তাঁর সময়ে মিসরের রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। এ যুগে খিলাফতের সাথে মিসরের সম্পর্ক ছিল শুধু বাহ্যিক পর্যায়ের। মিসরের উপর খিলাফতের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেবল মিম্বারে খলীফাদের জন্য দু'আ করা হতো এবং খিলাফতের পক্ষ থেকে কাযী নিয়োগ করা হতো।[৩৯]

২৭০/৮৮৪ সালে আহ্মাদ ইব্ন তূলূনের ইন্তিকালের পর ২৯২/৯০৪ সাল পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের মাঝে মিসর ও সিরিয়ার নেতৃত্ব বহাল থাকে।[৪০] তারপর খলীফা আল-মুক্তাফা কর্তৃক প্রেরিত মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান আল-কাতিব[৪১] দশ হাজার সৈন্য

কোন একটি বস্তুতেও তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই। তার নিকটই সমুদয় সম্পদ প্রাথমিকভাবে বয়ে আনা হয়। অথচ এর কিয়দাংশও তার জন্য উপস্থাপন করা হলে তা নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ইব্ন কাসীর ঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, নতুন সং, ১১শ খঃ (দারুল ফিক্র, বৈরুত ১৩৯৮/১৯৭৭), পৃঃ ৪৩; আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ৩য় সং, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৫; ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইসর আন-কুযাতি মিস্র, ১ম খঃ (প্রকাশক, ওয়াযারাতুত্ তারবিয়্যাহ ওয়াত্ তা'লীম, মাতবা'আতুল্-আমীরিয়্যাহ, কায়রো ১৩৭৬/১৯৭৫), পৃঃ ১৫১।

৩৮. ইব্ন কাসীর ঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৩; আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫।

৩৯. আবদুল মাজীদ মাহ্মুদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪।

৪০. তূলূনী বংশে সর্বমোট ৫ জন শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁরা নিম্নরূপ ঃ
ক. আহ্মাদ ইব্ন তূলূন (২৫৪-২৭০ হিঃ),
খ. খুমারাওয়াহ্ ইব্ন আহ্মাদ (২৭০-২৮২ হিঃ),
ঘ. হারুন ইব্ন খুমারাওয়াহ (২৮৩-২৯২ হিঃ),
ঙ. শায়বান ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন তূলূন (হিঃ ২১ সফর ২৯২-২৯ সফর ২৯২)।
ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১-১৩৮।

৪১. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান তূলূনী খাদিম লূ'লূ-এর কাতিব ছিলেন। কুযাঈ-এর বর্ণনানুসারে একদা আহ্মাদ ইব্ন তূলূন বসে বসে কিতাব পড়ছিলেন। তখন সেখানে ইরাক থেকে আগত এক যুবক উপস্থিত হন। আহ্মাদ তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে খাদেম লূ'লূকে নির্দেশ দিলেন ঃ 'যুবকটির শির নিয়ে আস'। তিনি কারণ স্বরূপ বললেন, আমি কয়েক বছর থেকে এ গ্রন্থে দেখছি এর মত একটি ব্যক্তির হাতে আমার সন্তানদের রাজত্বের পতন

www.pathagar.com

নিয়ে ২৯২/৯০৪ সালে (সফর মাসে) মিসর আক্রমণ করেন।[৪২] হারূন ইব্ন্ খুমারাওয়াহ তাঁর মুকাবেলায় অবতীর্ণ হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন।[৪৩] তাঁর মৃত্যুর পর শায়বান ইব্ন আহ্মাদ নিজকে মিসরের ওয়ালী ঘোষণা করেন। মাত্র সাত দিন ক্ষমতায় থাকার পর তিনি মুহাম্মদ ইবন সুলায়মানের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদে প্রেরিত হন। এভাবে মিসর থেকে তূলূনী শাসনের অবসান ঘটে। মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান বাগদাদে অতি নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায়। তার সৈন্য বাহিনী মিসরের বহু লোককে পশুর মত যবাই করে।[৪৪] তূলূনী যুগের পর মিসর পুনরায় কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসে। খলীফা ও শাসকদের দুর্বলতার কারণে এ সময় মিসরে গোলযোগ চলতে থাকে। অবশেষে ৩২৩/৯৩৫ সালে মিসরে আখ্শীদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৫]

আমরা ইমাম তাহাভীর (র.) যুগ পর্যন্ত আব্বাসী খিলাফতের প্রশাসন ব্যবস্থার প্রতি তাকালে দেখতে পাই, এ খিলাফতের প্রথম যুগে 'আন্দালুস' এবং 'মরক্কোর' কিছু অংশ ছাড়া গোটা ইসলামী সাম্রাজ্য বাগদাদের অনুগত ছিল। বাগদাদ থেকেই প্রাদেশিক গভর্নরগণের নিয়োগ প্রদান করা হতো। প্রদেশে উসূলকৃত খারাজ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হতো। প্রদেশের অফিস-আদালত, বিচার-ফয়সালা, সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান বাগদাদ খলীফার ইংগিতেই পরিচালিত হতো।

এরপর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে খলীফার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি পরিশেষে কেন্দ্রীয় শক্তির কাঠামো ভেংগে পড়ে। আর প্রদেশগলো প্রশাসনের আওতা থেকে মুক্ত হতে থাকে। প্রকৃত অর্থে তখন ইসলামী হুকূমত বিভিন্ন

ঘটবে। কিন্তু খাদিম হত্যা না করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাঁর প্রতি সহানূভূতিশীল হন। কালক্রমে ঐ যুবক নেতৃত্ব লাভ করেন এবং তাঁর হাতেই তূলূনী রাজত্বের অবসান ঘটে।

ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন্-নুজূমের যাহিরাহ, ৩য় খ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১১-১১৩।)

৪২. ইব্ন কাসীর ঃ আল বিদায়াহ, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৯।

৪৩. কারো কারো মতে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের সাথে যুদ্ধ চলাকালীন সময় তিনি একরাতে যখন নিশাগ্রস্থ ছিলেন তখন তার কোন এক গোলাম তাকে যবাই করে। কারো কারো মতে তার চাচা 'শায়বান' এবং 'আদ্দী' তাকে রাতের বেলায় হত্যা করে। সিবৃত ইবনুল জাওযীর বর্ণনানুসারে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের সাথে যুদ্ধ চলাকালে একদা 'হারুনের' সেনাবাহিনী পরস্পর আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। হারূন ইব্ন খুমারাওয়াহ তাদের শান্ত করার উদ্দেশ্যে তথায় গমন করলে জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান।

ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৯-১১১।

৪৪. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

৪৫. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫; ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৫১।

www.pathagar.com

স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪৬] এদের পরস্পরের সম্পর্ক ছিল কখনও পরস্পর বিরোধিতা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শত্রুতার পর্যায়ের। প্রত্যেক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সেনাবাহিনী, অফিস, আদালত, বিচার ব্যবস্থা, মুদ্রা এবং শাসনকার্য ছিল ভিন্নতর। এদের কেউ কখনও বাগদাদের খলীফার আনুগত্য প্রকাশ করলেও তা ছিল একান্তই বাহ্যিক। বাস্তবক্ষেত্রে এর কোন প্রভাব ছিল না। এ সকল স্বাধীন রাজ্যের পরস্পরের হানাহানীর ঘটনা সমূহ ইতিহাসের পাতাকে মলীন করে রেখেছে। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই ত্যাগ করে তারা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অবিরাম গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে রোমকরা ইসলামী রাজ্যের উপর অতর্কিত হানা দিত এবং বিভিন্ন এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতো। যানজী এবং হাবশীরা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় লুটতরাজ অব্যাহত রাখত।[৪৭]

মিসরের সামাজিক অবস্থা

মানুষ স্বভাবগতভাবে সামাজিক জীব। তাই নিজের অস্তিত্ব এবং প্রয়োজনের তাগিদে তাকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়।[৪৮] সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী এবং বিভিন্ন পেশার লোক বাস করে। কোন সমাজের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে ঐ সমাজে বসবাসরত অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়।

ইমাম তাহাভীর (র.) যুগে (২৩৯/৮৫৩-৩২১/৯৩৩) আব্বাসী খিলাফতের অধীনে জনগণ সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। ১. আরব, ২. পারসিক এবং ৩. তুর্কী।

উমাইয়া যুগে খিলাফতের সর্বস্তরে আরবদের প্রাধান্য ছিল। প্রশাসন এবং সেনাবাহিনী কোনক্ষেত্রেই অনারবদের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল না।[৪৯] আব্বাসী

৪৬. আব্বাসী খিলাফতের আওতাধীন এলাকায় ৩২৪/৯৩৫ সালে নিম্নলিখিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল ঃ

(ক) বসরায় ইব্ন রাইক-এর (খ) পারস্যে আলী ইব্ন বূয়াহ-এর (গ) ইস্ফাহান, রায় এবং জীল অঞ্চলে আবূ আলী আল-হাসান ইব্ন বুয়া-এর (ঘ) মূসিল, দীয়ার-ই-বাকার এবং রাবী'আ এ বানূ হামাদানের, (ঙ) মিসর এবং সিরিয়ায় আখশীদীন্দের, (৭) আফ্রিকা এবং মরক্কো ফাতিমীদের, (ছ) খুরাসান এবং মা-ওয়ারাউন্ নাহার সামা'আনীদের, (জ) তাবারাস্তান এবং জুরজান দায়লামীদের, (ঝ) খুজিস্তান বারবারীদের, (ঞ) বাহরাইন, ইয়ামামাহ এবং হাজার এ কারামতীদের হস্তগত ছিল।

আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯১।

৪৭. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯০।

৪৮. ইব্ন খালদূন ঃ মুকাদ্দমা, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫-৩৬।

৪৯. উমাইয়া আমলে ইসলামী বিশ্বে তিন ধরনের লোক ছিল। আরব, যিম্মী এবং মাওয়ালী। যিম্মীদের তুলনায় মাওয়ালীদের মর্যাদা সমাজে অধিক ছিল। কিন্তু তাঁরা কদাচিৎই প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

জুরজী যায়দান ঃ আত্-তামাদ্দুনুল-ইসলামী, ৪র্থ খঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭০-৭১।

www.pathagar.com

খিলাফতের প্রতিষ্ঠার মূলে খুরাসানীদের অবদান ছিল অপরিসীম। এ কারণে প্রাথমিক যুগে তাঁরা খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে অধিষ্ঠিত ছিল।[৫০] পারসিকরা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী সমাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর তাদের নিজস্ব তাহ্যীব-তামাদ্দুনকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দেয় নি। তাঁরা যেমন ইসলামী সমাজ থেকে বহু কিছু গ্রহণ করেছে তেমনি ইসলামী সমাজকেও তাঁদের তাহ্যীব-তামাদ্দুন এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি দ্বারা বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। কারণ তাঁরাও বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী ছিল। এ সময় অনেক ফার্সী কিতাব আরবীতে অনূদিত হয়, বহু ফার্সী শব্দ আরবী ভাষায় স্থান পায়। তাদের শাসন পদ্ধতির অনুকরণে ইসলামী সমাজে শাসন পদ্ধতি চালু হয়।[৫১] এ সময় আরবগণ বিভিন্ন কারণে সমাজে দুর্বল হয়ে পড়ে।[৫২] আল-মু'তাসিমের যুগে (২১৮/৮৩৩-২২৭/৮৪২) দফতর থেকে আরবদের অনেকের নাম কেটে দেয়া হয়। তাদের ভাতাও অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। গভর্নরের পদও তাদের জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যায়।[৫৩]

আরব এবং পারসিক এ দু'টি বিরাট জনপদের মাঝে খলীফা মু'তাসিমের যুগ থেকে আর একটি বিশাল জনপদ গড়ে উঠে ইসলামী সাম্রাজ্যে। আর এরা হলো তুর্কী বংশদ্ভূত।[৫৪] তুর্কীরা ছিল মরুচারী, দৈহিক ক্ষমতার অধিকারী, সাহসী, অভিজ্ঞ তীরন্দায এবং রণপ্রান্তরের বীরযোদ্ধা।[৫৫] তুর্কীদের চেহারা ছিল আকর্ষণীয় এবং লাবণ্যময়। খলীফাদের রাজ প্রাসাদে ঐশ্বর্যশালী ও ধনীদের ঘরে তুর্কী দাসীরা অধিক হারে স্থান পায়। এ যুগের অধিকাংশ খলীফার মাকে আমরা তুর্কী বংশদ্ভূতা হিসেবে দেখতে

---

৫০. প্রথম খলীফা আবুল আব্বাস আস্ সাফফাহ্-এর মন্ত্রী ছিলেন খালিদ বারমাকী। খালিদের পর তাঁর পুত্র ইয়াহ্ইয়াহ্ বারমাকী অত্যন্ত প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। এমনকি খলীফা হারূনের যুগে বারমাকী খান্দান খিলাফতের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে পড়েন।
মুহাম্মদ খাদরী বেক ঃ মুহাদারাতু তারীখিল উমামিল ইসলামিয়াহ (আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ্ দারুল-ফিক্‌রিল-আরাবী, মিস্‌র, তা, বি,) পৃঃ ১১১-১১৮।

৫১. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৪।

৫২. খলীফা আমীনের পরাজয়ের পর আরবদের প্রতিপত্তির অবসান ঘটে। মামূনের যুগে আরবরা রাস্তায় খলীফার সাথে দেখা করে বলত ঃ "হে আমীরুল মু'মিনীন! আমাদের প্রতিও দৃষ্টি রাখুন যেমন অনারবদের প্রতি আপনি দৃষ্টি দিয়ে থাকেন।"
ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭৬।)

৫৩. আল-মাক্‌রীযী ঃ খিতাত, নতুন সং, ২য় খঃ, (দারুস্ সাদির, বৈরুত, তা, বি,) পৃঃ ২৯৪।

৫৪. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩।

৫৫. জুরজী যায়দান ঃ আত্-তামাদ্দুন, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭০।

www.pathagar.com

পাই।[৫৬] অথচ উমাইয়্যাহ যুগের একমাত্র দ্বাদশ খলীফা তৃতীয় ইয়াযিদ ছাড়া অন্য কোন খলীফার মা অনারব বংশদ্ভূতা ছিলেন বলে তখনকার ইতিহাসে দেখা যায় না।[৫৭] রক্তের এ পারস্পরিক সংমিশ্রণের ফলে আরবদের স্বকীয়তা, জাতীয় সত্তা এবং সামাজিক মর্যাদা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাম্মদ কারদ আলীর মন্তব্য এই আব্বাসীয়রা তাদের মাঝে বিদেশী রক্তের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাদের আরবী রক্ত নষ্ট করে দেয়। তারা নিজস্ব শ্রেণীকে পরিত্যাগ করে এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় অন্যদের সাহায্য নিয়ে স্বজাতীয় মনোভাব নষ্ট করে দেয়। এর ফলশ্রুতি হিসেবে অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিরা মূলের মর্যাদা লাভ করে আর মূল প্রত্যাখ্যাত হয় এবং মহৎ সম্মানী ব্যক্তিবর্গ লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হতে থাকে।[৫৮]

আব্বাসী খিলাফতের প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রী লোকদের সামাজিক পদমর্যাদা ছিল কতকটা উমাইয়্যা যুগের মতোই। তবে আব্বাসীয় আমলে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে স্ত্রী লোকদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অংশ নিতে দেখা যায়।[৫৯]

কিন্তু আমাদের আলোচ্য যুগে বা তৎকালীন সমাজে তুর্কী, পারসীয় এবং রূমী দাসীদের আগমনের ফলে পুরুষরা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি উদাসীন এবং দাসীদের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আর এতে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি আস্থা হারা হয়ে পড়ে।[৬০] তখনকার জনগণের আর্থিক দিক বিবেচনা করলে তাদেরকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) সাধারণ শ্রেণী এবং (খ) বিশেষ শ্রেণী। বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল খলীফা, তাঁর পরিবারবর্গ, রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাঁদের অনুচর ও সহচরবৃন্দ। সাধারণ শ্রেণীর লোকজন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল যেমনঃ আলিম, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষিজীবী এবং সাধারণ প্রজা। এদের অধিকাংশ ছিল অসচ্ছল।[৬১] আলিমরা সাধারণত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর আলিম

---

৫৬. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫।
এ প্রসংগে উল্লেখ্য, খলীফা আল-মু'তাসিমের মা মারদাহ, আল-মুতওয়াক্কীলের মা খারযুমিয়্যাহ, আল-মুক্তাফির মা হীসক এবং আল-মুতাযিদ বিল্লাহ্-এর মা ছিলেন তুর্কী দাসী।
(আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫)

৫৭. Philip K. Hitti : History of the Arabs, seventh edition, (SMARTIN)

৫৮. মুহাম্মদ কারদ আলীঃ আল-ইসলাম ওয়াল হাদারাতুল আরাবিয়্যাহ, ২য় খ, (মাতবা'আতু দারিল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৩৫৪/১৯৩৬), পৃঃ ৮।

৫৯. যেমন খলীফা মাহ্দীর স্ত্রী এবং হারুনুর রশীদের মা খায়যুরান, আল-মাহদীর কন্যা উলাইয়া, হারুনুর রশীদের স্ত্রী এবং মামূনের মা যুবায়দাহ এবং মামূনের স্ত্রী বূরান খিলাফতের কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন।
P.K. Hitti : History of the Arabs, P. 333.

৬০. জুরজী যায়দান ঃ আত্-তামাদ্দুন, ৫ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৭।

৬১. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৪।

www.pathagar.com

খলীফা এবং আমীরদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। যেমন বিচারক, খতীব ইত্যাদি। ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর জীবনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারী দায়িত্বে ছিলেন। এ জাতীয় আলিমগণ সমাজে তুলনামূলকভাবে সুখী ও সমৃদ্ধশালী ছিলেন। এঁদের অনেকেই উযীর এবং আমীরদের অনুরোধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৬২] যে সকল আলিম শাহী দরবার থেকে দূরে অবস্থান করতেন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন দরিদ্র, এমনকি তাঁদের উপজীবিকার পথ আদৌ সুগম ছিল না।[৬৩]

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর মুসলিম সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা পণ্যসহ জল ও স্থল পথে প্রায় সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে আরও সহজতর করার উদ্দেশ্যে তাঁদের এ ভ্রমণ বৃত্তান্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কিছু কিছু গ্রন্থও লিপিবদ্ধ করেন। তাঁরাই ভূমধ্যসাগর, ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, মধ্য আফ্রিকা ও এশিয়া তথা বিশ্ব বাজারে স্বীয় উত্তরসূরীদের জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করে গেলেন।[৬৪]

আব্বাসী খিলাফতের এ যুগে রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রধান উৎস ছিল, জিয়া কর এবং খারাজ। এগুলো খলীফা এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট লোকদের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো। এর কিছু অংশ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কারমূলক খাতে ব্যয় করা হতো। অবশিষ্ট ধনসম্পদের একটা মোটা অংশ খলীফা এবং আমীরগণের ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন খাতে খরচ হতো। যেমন লেখক, কবি-সাহিত্যিক স্তুতিকারীগণের অনুদান এবং ভোগ বিলাসের সামগ্রী, মনিমুক্তা ও দাস-দাসী ক্রয় ইত্যাদি। এ সব কারণে সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ ছিল খলীফা এবং আমীরগণের প্রতি।[৬৫] খলীফা এবং আমীরগণের ধন সম্পদের স্বল্পতা দেখা দিলে তাঁরা জোরপূর্বক সমকালীন বিত্তবানদের কষ্টার্জিত ধনভাণ্ডারে হানা দিতো। এভাবে তাঁরা নিজ প্রবৃত্তির চাহিদাকে মেটানোর চেষ্টা করতো।[৬৬] তুর্কী নেতাদের ধন-লিপ্সা ছিল অপরিসীম। তারাও সরকারী চাকুরে এবং বড় বড় আমীরগণের ধন সম্পদ জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করতো।[৬৭] এমনকি তারা খলীফাগণকেও রেহাই দেয় নি। পঞ্চাশ হাজার দীনারের দাবীতে একবার তুর্কী

---

৬২. আহ্‌মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২১।
এ প্রসংগে কাযী ইব্‌ন বাক্‌কার কৃত 'কিতাবুল-আখবার ওয়াল মারূফ বিল-মুওয়াফফিকিইয়্যাত' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এটি 'আল মুওয়াফ্‌ফিক বিল্লাহ্‌'-এর জন্য তাঁরই নির্দেশক্রমে সংকলন করেন।
জুরযী যায়দান ঃ আত্‌ তামাদ্দুন, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯১।
৬৩. আহ্‌মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২১।
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫ ও ১২১।
৬৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪-১১৫।
৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৫।
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩।

www.pathagar.com

নেতারা আল-মু'তায-এর রাজপ্রাসাদে অনুপ্রবেশ করে। তিনি তাদের দাবী পূরণে অক্ষম হলে তারা খলীফাকে পা ধরে টানা-হিঁচড়া করে প্রাসাদের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে। তারপর নির্মমভাবে তারা তাঁকে হত্যা করে।[৬৮] তারা আল-মু'তায-এর বৃদ্ধমাতা কাবীহাকেও ছাড়ে নি। তারা তাঁর সকল সম্পদ ছিনিয়ে নেয় এবং তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে আদৌ কুণ্ঠাবোধ করে নি।[৬৯] সমাজে উদ্ভূত এই উদ্ভট পরিস্থিতির ফলে ধন সম্পদ গোপন রাখা, দারিদ্র প্রদর্শন এবং খলীফা ও তার লোকদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয়। আর তখন দারিদ্রের প্রশংসায় বহু আরবী কবিতা ও গদ্য রচিত হয়।[৭০]

সম্পদ লুণ্ঠনের এই জঘন্য পরিবেশের ফলে জনসমাজে ভীষণ বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়। আইন-শৃংখলা দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। সরকারী কর্মচারী এমনকি মন্ত্রীগণের মধ্যেও অর্থের মোহ বেড়ে যায়।[৭১] হিজরী তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে ইসলামী বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা কোথাও সম্পদের সুষম বন্টনের রূপ তেমন দেখতে পাই না। এ কারণে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের জীবন যাত্রায় স্পষ্ট বৈষম্য দেখা দেয়। খলীফা, উযীর এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ বিরাট ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে। তাঁদের নির্মিত প্রাসাদগুলো ছিল নযীরবিহীন। যেমন খলীফা আল-মু'তাযিদের প্রাসাদ 'সুঁরাইয়্যা' আল-মুকতাফি-এর প্রাসাদ 'আত্তাজ' এবং মিসরের আমীর ইব্ন

---

৬৮. আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খণ্ড, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৮-৫৯; ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৬-৭৭।

৬৯. ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭০।

এ প্রসংগে তুর্কীদের প্রতি কাবীহার অভিশাপ বাণীটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

اللهم ! أخذ صالحا كما هتك ستري وقتل ولدي وشتت شملي ، و أخذ مالي و غربني عن بلدي وركب الفاحشة مني

হে আল্লাহ্! তুমি সালিহ্কে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর, যেমনভাবে সে আমার গোপনীয়তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করেছে। আমার সন্তানকে হত্যা করেছে। আমার সুসংবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আমার সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। আমাকে দেশান্তর করেছে এবং আমার প্রতি অশালীন আচরণ করেছে।

৭০. ইব্ন আব্দ রাব্বিহী ঃ আল-ইক্দুল ফারীদ, ১ম খঃ।

৭১. উল্লেখ্য, মন্ত্রীগণ ক্ষমতার অপব্যবহার করে সম্পদ আহরণে বেশ শক্তি প্রয়োগ করত। কেননা, তাঁদের আশংকা ছিল অতিসত্তর এই খলীফার পতন ঘটতে পারে অথবা এমন কোন ব্যক্তি খিলাফতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, যিনি হয়তো তাঁকে পসন্দ করবেন না অথবা কোন শত্রুর ষড়যন্ত্রের কারণে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন। আর এমতাবস্থায় তাঁর হাতে সম্পদ না থাকলে তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানকর জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

জুরজী যায়দান ঃ আত-তামাদ্দুন, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

www.pathagar.com

তূলূনের নির্মিত 'জামি' ইব্ন তূলূন' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৭২]

ইমাম তাহাভীর সময়ে তথা তূলূনী যুগে মিসরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই উন্নত। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মিসর ছিল উন্নতির চরম শিখরে। উল্লেখিত জামি' ছাড়াও ইব্ন তূলূন মিসরে ষাট হাজার দীনার ব্যয় করে একটি 'বীমারিস্তান', আশি হাজার দীনার দ্বারা 'হিসনুল-জাযীরাহ' এবং পঞ্চাশ হাজার দীনার ব্যয় করে 'আল-মায়দান' নামক প্রসাদ ও খেলার মাঠ নির্মাণ করেন।[৭৩] এ সময় 'ফুস্তাত' শহর উন্নতির দিক থেকে বাগদাদ শহরকেও ছাড়িয়ে যায়। এ প্রসংগে আল্-মাক্দিসী-এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ "নিঃসন্দেহে এটি (ফুস্তাত নগরী) বাগদাদের সৌন্দর্য ম্লানকাদরী, ইসলামের গৌরবজনক বাণিজ্য কেন্দ্র ও শান্তির নগরী (مدينة السلام) থেকেও শ্রেষ্ঠতম"।[৭৪]

এ সময় মিসরের অধিকাংশ গ্রামবাসী ছিল খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী। তারা কিব্তী ভাষায় কথা বলতো।[৭৫]

মুসলমানগণ সাধারণত ফুস্তাত এবং ইসকান্দারিয়ায় বসবাস করতো। শুধুমাত্র বসন্তের মৌসুমে পশু চরানোর উদ্দেশ্যে তারা গ্রামগঞ্জে যাতায়াত করতো। খলীফা মামূন তাঁর খিলাফত কালে (২১৬/৮৩১) যখন কিব্তীদেরকে যুদ্ধে পরাভূত করেন তখন থেকেই মুসলমানগণ গ্রামে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।[৭৬] ইমাম তাহাভীর সময়ে এমনকি তাঁর পরেও মিসরের গ্রামগঞ্জে বসবাসরত মুসলমানগণের সংখ্যা ছিল নগণ্য।[৭৭]

---

৭২. আমীর ইব্ন তূলূন 'জাবাল-ই-যাশকুর' এ ২৬৩/৮৭৭ সালে তাঁর ঐতিহাসিক জামি'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৬৫/৮৭৯ সালে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। আহ্মাদ আল্-কাতিব-এর বর্ণনানুসারে এতে খরচ হয় এক কোটি বিশ হাজার দীনার। এর প্রথম খতীব ছিলেন আবূ ইয়াকুব আল-বাল্খী। ইব্ন তূলূন এ মসজিদকে মূল্যবান গালিচা দ্বারা সুসজ্জিত করেন। প্রতি জুমু'আর দিনে এখানে একজন চিকিৎসক থাকতেন যাতে কোন মুসল্লী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-মাক্রীযী ঃ আল-খিতাত, ৩য় খঃ (লেবানন, ১৯৫৯) পৃঃ ২১৭-২১৯; ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আল-নুজূম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮-১১।

৭৩. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূময্ যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২-১৬।

৭৪. انها (مدينة الفسطاط) ناسخ بغداد و مفخرالإسلام و متجر الانام و أجل من مدينة السلام

মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল মাক্দিসী ঃ আহসানুত তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল আকালীমা (মাত্বা'আতু ব্রীল, লিডেন ১৯০৬ খ্রী) পৃঃ ১৯৭।

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৭।

৭৬. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূময্ যাহিরাহ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১৬;
আল-মাকরীযী ঃ খিতাত, ১ম খঃ, (মাতবা'আতুন-নীল, মিসর, হিঃ ১৩২৬) পৃঃ ১২৮।

৭৭. আবদুল-মজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত্-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭।

www.pathagar.com

মিসরের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আব্বাসীয় যুগ ছিল বিভিন্নমুখী শিক্ষা সংস্কৃতি ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাকেন্দ্র। খলীফা আল-মামূন প্রতিষ্ঠিত (৮৩০ খৃঃ) 'বায়তুল হিকমাহ্' জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সার্বজনীন কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।[৭৮] বস্তুত খলীফা মামূন ছিলেন মুক্ত বুদ্ধি-বিবেক এবং স্বাধীন চিন্তা-চেতনার ধারক। তিনি শুধু মু'তাযিলা মতবাদের পৃষ্ঠপোষকই নন; বরং তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের একজন সক্রিয় প্রবক্তা।[৭৯] তাঁর পরবর্তী খলীফা আল-মু'তাসিম এবং আল-ওয়াসিক বিল্লাহ্ও মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী ছিলেন। এ সকল খলীফার যুগে হাদীস চর্চা ছিল নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত। এমন কি মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী না হওয়ার কারণে এ সময় অনেক মুসলমান নির্যাতিত হন। এরপর খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল ২৩৪/৮৪৯ সালে এ সম্পর্কিত অত্যাচার অনাচার (المحنة)-এর অবসান ঘটিয়ে পুনরায় পবিত্র হাদীস অনুশীলনের পথ সুগম করেন।[৮০] তিনি মুহাদ্দিসগণকে সামাররা নগরীতে আমন্ত্রণ জানান এবং পবিত্র হাদীস শিক্ষাদানের রাজকীয় নির্দেশ জারী করেন।[৮১]

এভাবে ইসলামী জগতে পুনরায় হাদীস চর্চা শুরু হয়।

আমাদের আলোচ্য যুগে যখন আব্বাসী খিলাফতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গড়ে উঠে। তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভূত ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রধানগণ নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসেন। হিজরী তৃতীয় শতকের শেষাংশ থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান

---

৭৮. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ঃ বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ১ম সং, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ২।

৭৯. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহাল ইসলাম, ৩য় খঃ, ৭ম সং (মাকতাবাতুন নাহদাহ ওয়াল মিসরিয়্যাহ, কায়রো), পৃঃ ১৬)।

প্রসংগত উল্লেখ্য, খলীফা মামূন ২১২/৮২৭ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা জনগণের উপর এ মত চাপিয়ে দেন।

ইবনুল আসীর ঃ তারীখুল-কামিল, ৬ষ্ঠ খঃ, (দারু সাদির, বৈরুত ১৮৭১), পৃঃ ৪২৩।

৮০. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহাল ইসলাম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮২।

উল্লেখ্য, 'খালকুল কুরআন' মতবাদের ক্ষেত্রে আলিমগণ যে কঠোর পরীক্ষা ও যুলুম নির্যাতনের শিকার হন তা 'আল-মিহনাহ' নামে খ্যাত। মিহনাহ (المحنة) অর্থ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। স্বর্ণে খাদ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হলে বলা হতো : امتحنت الذهب والفضة। আমি স্বর্ণ ও রূপাকে পরীক্ষা ও যাঁচাই বাছাই করেছি। আম্বিয়া কেরাম (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার দীন প্রতিষ্ঠায় যে পাশবিক উৎপীড়ন ও অমানুষিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন তাকেও 'মিহনাহ' বলা হয়।

আহ্মাদ আমীন ঃ যুহাল ইসলাম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৬।

৮১. সুয়ূতী ঃ তারীখুল খলীফা, পৃঃ ২৪০।

www.pathagar.com

অনুশীলনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় অতুলনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয়।[৮২]

ইমাম তাহাভীর সময়ে মিসরের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা সম্পর্কে আলোচনা করব।

হযরত উমর ফারূক (রা.)-এর খিলাফতকালে (১৩/৬৩৪-২৩/৬৪৪) ইসলামের বিজয় পতাকা আরবের বাহিরে উড্ডীন হতে থাকে এবং কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র পারস্যদেশ এবং রূম সাম্রাজ্যের একটি বিরাট অংশ ইসলামী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সময় প্রখ্যাত সাহাবী আমর ইবনুল আস (রা.) ২০/৬৪০ সালে মিসর জয় করেন।[৮৩] মিসর অভিযানে তাঁর সাথে সাহাবা-ই কিরামের একটি জামা'আতও শরীক ছিলেন। শুধুমাত্র রায়তুর রিযওয়ানে[৮৪] অংশগ্রহণকারী একশ' সাহাবী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাথে মিসরে প্রবেশ করেন। এর পর মুসলমানগণ দলে দলে মিসরে উপনীত হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। সুয়ূতীর বর্ণনানুসারে প্রায় তিন শতাধিক সাহাবী মিসরে অনুরূপ স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে আসেন।[৮৫]

বিশেষ করে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.), আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.), আবূ হুরায়রাহ (রা.), আবূ যার (রা.), আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.), আবদুল্লাহ্ ইবনুয্ যুবায়র (রা.), আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারাহ (রা.), যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা.), সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) দিহয়াতুল কালবী (রা.), উবাদাহ ইবনুস্ সামিত (রা.), জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের মিসর আগমনের ফলে সেখানে কুরআন, হাদীস এবং তাফসীর শিক্ষাদানের কেন্দ্র গড়ে উঠে।[৮৬] মিসরবাসীগণ কোন কোন সাহাবী থেকে কত

---

৮২. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৪-৯৫।

৮৩. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খঃ (মাতবা'আতু ইদারতি'ল-ওয়াতান, ১২৯৯/১৮৮২) পৃঃ ৬৩-৭২, আল মাকরীযী ঃ খিতাত, ১ম খঃ (দারুস সাদির, বৈরুত), পৃঃ ২৮৮, ২৯৮।

৮৪. হিজরী ষষ্ঠ সালে হুদায়বিয়ার প্রান্তরে এ বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়। কুরায়শগণ হযরত উসমান (রা.)-কে আটক করে রাখলে জনরব উঠে যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। সাহাবীগণ এর প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্দেশ্যে এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে যে বায়'আত গ্রহণ করেন তাকেই 'বায়'আতুর রিয্ওয়ান' বলা হয়।
খাদ্রী বেক ঃ তারীখুল উমাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৫-১২৬।

৮৫. সুয়ূতী ঃ দুরারু'স্ সাহাবাহ ফী মান দাখালা মিসরা মিনাস সাহাবাহ, মূল ঃ হুসনু'ল মুহাযারাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৯।

৮৬. আবূ আমর খলীফাহ্ ইব্ন খাইয়্যাত শাহাবুল আসকারী (মৃঃ ২৪০/৮৫৪) তাঁর রচিত 'কিতাবুত্ তাবাকাত' নামক গ্রন্থে গোত্র অনুসারে মিসরে আগত সাহাবাগণের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করেছেন।
আবূ আমর খাইয়্যাত ঃ কিতাবুত্ তাবাকাত, ২য় সং, (দারু'ত-তাইয়্যিবাহ, রিয়াদ, ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ২৯১-৩০৬।

www.pathagar.com

সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন তার একটি তালিকা প্রদান করেছেন[৮৭] আবুল কাসিম আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল হিকাম আল-কুরাসী। এছাড়া সাহাবীগণের যুগেই মিসরে বসবাসকারী সাহাবীগণ থেকে বিশেষ বিশেষ হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন এলাকার সাহাবী এখানে আসেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ্য, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উনাইস আল-জুহানী (রা.) অথবা উকবাহ ইব্ন আমির (রা.)-এর নিকট থেকে কিসাসের হাদীস সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) দীর্ঘ এক মাসের সফর শেষে মিসরে এসে উপনীত হন।[৮৮]

অনুরূপভাবে সাইব ইব্ন খাল্লাদ আনসারীও مَن سترَ مسلِما سترَه الله (যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করে আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি গোপন করেন) হাদীসটি বিশেষ সূত্রে লাভ করার উদ্দেশ্যে সুদূর মিসরে আগমন করেন।[৮৯]

পক্ষান্তরে মিসরের মুহাদ্দিসগণও মক্কা মু'আয্যমা, মদীনা মুনাওওয়ারা, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে গমন করে পবিত্র হাদীস সমূহ আহরণ করে মিসরে নিয়ে আসেন। যেমন ঃ আবদুর রহমান ইব্ন হুজায়রাহ আল-খাওলানী (র.), আবূ আবদুল্লাহ্ আল-মিসরী (র.) (মৃঃ ৮৩/৭০২)। তাঁরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) (মৃঃ ৩২/৬৫৩), আবূ যার গিফারী (রা.), (মৃঃ ৩২/৬৫৩) এবং আবূ হুরায়রাহ (রা.) (মৃঃ ৫৮/৬৭৮)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে তা মিসরে বর্ণনা করেন।[৯০] প্রখ্যাত তাবিঈ আবুল খায়ের মারসাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-ইয়াযানী (র.)[৯১] (মৃঃ ৯০/৭০৯) তাঁর হাদীসের শিক্ষক প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) (মৃঃ ৪৫/৬৬৫), ইব্ন উমর (রা.), আবূ উমামাহ (রা.) এবং উকবাহ ইব্ন আমির (রা.) থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস শ্রবণ করে মিসরে নিয়ে আসেন। হযরত আবূ বকর (রা.) (১৩/৬৩৪), উমর (রা.) (২৩/৬৪৪) এবং বিলাল (রা.) (মৃঃ ২০/৬৪১) থেকে বর্ণিত অনেক বিরল হাদীস আবদুর রহমান[৯২] ইব্ন উসাইলাহ আ'স সুনাবিহী (রা.)-এর মাধ্যমে মিসরে পৌঁছে।

---

৮৭. আবদুর রহমান ইব্ন আবদিল হিকাম ঃ ফাতূহ মিস্র ওয়া আখ্বারিহা, (মাতবা'আহ ব্রীল, লীডেন, ১৯২০ খ্রীঃ), পৃঃ ২৪৮-৩১৯।

৮৮. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৭-১০৮।

৮৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৭।

৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১, এবং ২য় খঃ, পৃঃ ১১৫।

৯১. ইয়াযীদ ইব্ন আবী হাবীব, জা'ফর ইব্ন রাবী'আহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন ইউনুস তাঁকে স্বীয় যুগে মিসরের মুফ্তী বলে উল্লেখ করেন।

৯২. ইব্ন সা'দ ঃ আত্-তাবাকাত, ৭ম খঃ, (প্রকাশস্থল ঃ লীডেন, ১৩৩৮), পৃঃ ১৯৯-২০০ ।

www.pathagar.com

সাহাবীগণের যুগেই মিসরের মুহাদ্দিসগণ এমন খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন যে, কোন কোন সাহাবী মিসরের প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ তাবিঈগণের ধর্মীয় জটিল বিষয়ে ইজ্‌তিহাদ ও ফাত্‌ওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর সনদের মাধ্যমে উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল মুগীরাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর খিদমতে জনৈক তাবিঈ একটি জটিল বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ইব্‌ন হুজায়রাহ এবং তাঁর পুত্র বর্তমান থাকা অবস্থায় এ বিষয়ে কেন আমার নিকট জানতে আসলে?[৯৩]

উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র.) (মৃঃ ১০১/৭২০) তাঁর খিলাফত কালে (৯৯/৭১৭-১০১/৭২০) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) (মৃঃ ৭৪/৬৯৩)-এর মাওলা[৯৪] হযরত নাফি' (র.) (মৃঃ ১১০/৭২৮)-কে পবিত্র হাদীস শিক্ষাদানের জন্য মিসরে পাঠান।[৯৫] হযরত নাফি' (র.)-এর নিকট থেকে যে সকল মুহাদ্দিস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ

---

৯৩. মূল হাদীসটি এই ঃ روى ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة أن رجلا سأل ابن عباس رضى الله عنه مسئلة ، فقال : تسألنى و فيكم ابن حجيرة وولده

ইব্‌ন লাহইয়া'আহ (র.) ওবায়দুল্লাহ ইব্‌ন মুগীরা (র.) থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)কে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তখন তিনি বলেন, তুমি আমাকে প্রশ্ন করছ অথচ তোমাদের মাঝেই রয়েছেন ইব্‌ন হুজায়রাহ এবং তাঁর পুত্র।

সুয়ূতীঃ হুস্‌নুল মুহাযারাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬১।

৯৪. ইসলামের ইতিহাসে 'মাওলা' (مولى -এর বহুবচন موالى) একটি সুপরিচিত পরিভাষা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে 'মাওয়ালী' দেশ ও জাতির সর্বস্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই 'মাওলা' এমন একটি শব্দ যার একুশটি অর্থ হতে পারে। একদিকে প্রভু আবার অন্যদিকে গোলাম বা দাস অর্থেও এটা ব্যবহৃত হয়। প্রাক ইসলামী যুগে 'মাওলা' পদটি শুধুমাত্র প্রভু, হালীফ, প্রতিবেশী, সাহায্যকারী ও চাচাত ভাই ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হতো। দাস অর্থে কখনও ব্যবহৃত হতো না। কিন্তু ইসলামী যুগে 'মাওলা'-এর অর্থের ব্যাপকতা আসে এবং তা বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন পর্যায়ে। তবে শুরুতে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দাসকে 'মাওলা' বলা হতো, অন্য কথায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে পর্যায়ক্রমে দাসই 'মাওলায়' উন্নীত হতো।

আ. হা. ইয়াহ্‌য়ার রহমান ঃ মাওয়ালী এবং ইসলামী উলূমে তাঁহাদের অবদান (থিসিস ঢাঃ বিঃ) পৃঃ ১।

৯৫. بعثه عمر بن عبد العزيز إلى مصر ، يعلمهم السنن ، فاقام بها مدة

তাঁকে [নাফি'কে (র.) উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) মিসরে প্রেরণ করেন তথাকার জনগণকে হাদীস শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে। তখন তিনি তথায় নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবস্থান করেন।

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২।

www.pathagar.com

করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন লায়স ইব্ন সা'দ (র.) (৯৪/৭১৩-১৯৫/৮১১)।[৯৬]

তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) (৮০/৬৯৯-১৫০/৭৬৭ এবং ইমাম মালিক (র.) (৯৩/৭২২-১৭৯/৭৯৫)-এর সমসাময়িক ছিলেন। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) (১৬৪/৭৮১-২৪১/৮৫৫ তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ লায়স (র.) মিসর অধিবাসী রাবীগণের মধ্যে অধিক প্রতিষ্ঠিত, বহু জ্ঞানের অধিকারী এবং বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।[৯৭] হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। হাদীস ও ফিকহ্-এর বহু গ্রন্থে তাঁর মতামতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ ইমাম লায়স (র.) ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম মালিক (র.)-এর তুলনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। তবে তাঁর অনুসারীগণ তাঁর এ অবদান সংরক্ষণ করতে না পেরে তাঁর যশ ও খ্যাতি ধ্বংস করে দেয়।[৯৮]

ইমাম লায়স (র.) এবং ইমাম মালিক (র.) এই দু'জনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বহু পত্র বিনিময় হয়। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে মদীনা বাসীগণের ইজ্মা একটি

---

৯৬. তিনি ইব্ন শিহাব যুহরী, আতা, নাফি' প্রমুখ শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের মধ্যে শু'আয়ব ইবনুল লায়স, আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারক অন্যতম। ইব্ন সা'দ তাঁকে বিশ্বস্ত রাবী বলে উল্লেখ করেন। তিনি শুধু অগাধ সম্পদের অধিকারী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন দানবীর ও সমাজ দরদী।

ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল-আয়ান ওয়া আমবাহু আবনাইয্ যামান, ৪র্থ খঃ (দারুস্ সাদির, বৈরুত, ১৯৭১) পৃঃ ১২৯; সূয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪।

৯৭. مافى هؤلاء المصريين أثبت من الليث و هو كثير العلم ، صحيح الحديث

ইব্ন হাজার ঃ আর রাহমাতুল গায়াসিয়্যাহ বিত্ তারজুমাতিল লায়সিয়্যাহ, ১ম সং, (বুলাক, ১৩০১/১৮৮৪) পৃঃ ২-১৮।

৯৮. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪।

মূল আরবী ঃ كان الليث افقه من مالك إلا انه ضيعه اصحابه

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম লায়স-এর বাৎসরিক আয় ছিল কয়েক লক্ষ মুদ্রা। তাঁর জ্ঞানের বিশালতা এবং ব্যক্তিত্ব ও বৈভবের কারণে মিসরের শাসকগণের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল।

আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন ঃ

كان نائب مصر وقاضيها من تحت أوامر الليث وكان إذا رابه من أحد شئ كاتب فيه فيعزله وقد أراده المنصور ان يو ليه إمرة مصر فامتنع ،

মিসরের শাসনকর্তা এবং বিচারক (কাযী) লায়িস (র.)-এর নির্দেশাবলীর আওতাধীন ছিলেন। তাঁদের কারও সম্পর্কে তাঁর কোন সন্দেহের উদ্রেক ঘটলে তিনি খলীফার নিকট পত্র বিনিময় করতেন এবং তাকে বরখাস্ত করা হত। খলীফা মানসূর তাঁকে একসময় মিসরের শাসক নিয়োগ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

নির্ভরযোগ্য দলীল স্বরূপ। কিন্তু ইমাম লায়স (র.) ইমাম মালিক (র.)-এর সাথে পত্র বিনিময়কালে উক্ত বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।[৯৯]

মিসরের আর একজন উল্লেখযোগ্য রাবী এবং ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ছিলেন ইয়াযীদ ইব্ন্ হাবীব (র.)[১০০] (মৃঃ ১২৮/৭৪৬)। এরপর তাঁর শিষ্যগণের মাধ্যমে মিসরে পবিত্র হাদীসের জ্ঞান বিস্তার লাভ করতে থাকে। এসকল প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের মধ্যে হায়াত ইব্ন শুরায়হ্ আত্ তুজাইবী, আবূ যুর'আহ্ (মৃঃ ১৫৮/৭৭৫),[১০১] আবদুল্লাহ্ ইব্ন লাহ্ইয়া'আহ (র.) (মৃঃ ১৭৪/৭৯০) অন্যতম।[১০২]

---

৯৯. ইবনুল কায়্যিম ঃ ই'লামুল মুকিঈন আন রাব্বিল আলামীন, ৩য় খঃ, (মাতবা'আতুস-সা'আদাহ্, মিস্র, ১৩৭৪/১৯৫৫) পৃঃ ৯৪-১০০।

১০০. আবদুল মজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর আত্ তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪-২৫।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য, ইমাম লায়স, ইব্ন লাহয়া'আহ্ প্রমুখ ইয়াযীদ ইব্ন আবূ হাবীব (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ স্বীয় যুগে মিসরের ইমাম এবং মুজতাহিদ ছিলেন। ইব্ন ইউনুসের মতে তিনি ছিলেন, মিসরের মুফ্তী এবং মিসরে প্রথম ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হালাল হারাম-এর মাস'আলা প্রদানকারী ব্যক্তি।

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৩।

১০১. তিনি একজন আবিদ এবং যাহিদ ছিলেন। আবূ হাতিম (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

هو احب الى من الليث بن سعد و من المفضل بن فضالة

তিনি আমার নিকট লায়স ইব্ন সা'দ এবং মুফাদ্দাল ইব্ন ফাদালা-এর তুলনায় অধিক পছন্দনীয় ছিলেন।

ইবনুল মুবারক (র.) বলেন ঃ

ماوصف لى أحد ور أيته إلا كانت رؤيته دون صفته الا حيوة بن شريح فإن رؤته كانت اكبر من صفته عرض عليه قضاء مصر فابى

আমার নিকট যাঁরই গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তাঁকে দেখার পর আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, বর্ণনার তুলনায় তাঁর মধ্যে উপস্থিত গুণাবলী কম। তবে হায়াত ইব্ন সুরায়হ্-এর ব্যতিক্রম। কেননা, তাঁর বর্ণিত গুণাবলীর তুলনায় তাঁর চরিত্রে অবস্থিত গুণাবলী আরও অধিক। একবার তাঁর নিকট মিসরের কাযীপদ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬৪।

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪।

১০২. তিনি মিসরের কাযী, বহু হাদীস বর্ণনাকারী এবং ইল্ম অন্বেষণে বহু স্থান ভ্রমণকারী ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল 'আবূ খারীতাহ'। আহ্মাদ ইব্ন মুঈন প্রমুখ সমালোচক তাঁকে বিশ্বস্ত রাবী বলে উল্লেখ করেন। তবে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাত্তান (র.) তাঁকে দুর্বল বলেছেন। ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৫ম খঃ (প্রকাশ মহল ভারত, ১৩২৬) পৃঃ ৩৭৩-৩৭৯; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ।

www.pathagar.com

মিসরে যে সকল হাদীসের হাফিয নিষ্ঠার সংগে হাদীস শিক্ষাদানে রত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম নিম্নরূপ ঃ

উকায়ল ইব্ন খালিদ ইব্ন আকীল আবূ খালিদ আল-আয়লী (মৃঃ ১৪১ হিঃ), ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ আল-আয়লী (মৃঃ ১৫৯), সাঈদ ইব্ন আবী মারয়াম আল-জামহী (১৪৪/৭৬১-২২৪/৮৩৪), আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ আত-তিন্নীসী,[১০৩] আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র আল-হুমায়দী আবূ বাকার (মৃঃ ২১৯/৮৩৪)[১০৪] ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুকায়র আল-কুরাশী আল-মাখযূমী আল-মিস্রী (১৫৫/৭৭২-২৩১/৮৪৫।[১০৫]

---

১০৩. তিনি ইমাম মালিক (র.) থেকে মুআত্তা বর্ণনাকারীগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি ইমাম মালিক, লায়স ইব্ন সা'দ প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন, ইমাম যাহিলী ও অন্যান্যরা হাদীস বর্ণনা করেন। আল্লামা আইনী (র.) বলেন ঃ

اكثر عنه البخارى فى صحيحه ، وقال كان اثبت الشاميين ، وروى ابو داؤد و النسائى و الترمذى عن رجل عنه ولم يخرج له مسلم

ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, তিনি শাম দেশের হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত বর্ণনাকারী। ইমাম আবূ দাউদ (র.) ইমাম নাসাঈ (র.) এবং ইমাম তিরমিযী (র.) একজন রাভীর মাধ্যমে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.) থেকে কোন হাদীস উল্লেখ করেন নি।

তিনি দিমাশ্কের অধিবাসী ছিলেন। এরপর তিনি মিসরের তিন্নীস শহরে স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করেন। বদ্রুদ-দীন আইনী ঃ উমদাতুল কারী, ১ম খঃ, (দারুল ফিক্র তাঃ বিঃ, পৃঃ ৬৮; ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ১ম খঃ, ২য় সং, (দারু ইহ্য়াইত তুরাসিল্ আরবী, বৈরুত, ১৪০২) পৃঃ ১৪।

১০৪. তিনি মুসনাদ-ই-হুমায়দী-এর সংকলক এবং সহীহুল বুখারী-এর হাদীসের প্রথম রাবী। তিনি ছিলেন কুরায়শ বংশদ্ভূত। ইব্ন উয়ায়নাহ এবং তাঁর স্তরের রাবীদের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সংগী ছিলেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে অনন্য মনে ফিক্হ্ শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর সাথে একত্রে মিসর গমন করেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ইন্তিকালের পর তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই ইহলোক ত্যাগ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬; আইনী ঃ উমদাতুল কারী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহায়ারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৬।

১০৫. ইমাম বুখারী (র.) স্বীয় সহীহ্ গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন স্থানে রিওয়ায়াত করেছেন। সুয়ূতীর মতে তিনি ইমাম মালিক (র.) থেকে মুআত্তা শুনেছেন। আইনী (র.) বলেন ঃ

وهو من كبار حفاظ المصريين واثبت الناس فى الليث بن سعد

মিসরের হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। আর লায়স ইব্ন সা'দ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত।

আইনী ঃ উমদাতুল ক্বারী, ১ম খঃ, পৃঃ ৪৭; ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ১ম খঃ, পৃঃ ১৮; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খঃ, পৃঃ ১৯৬।

www.pathagar.com

সিহাহ্ সিত্তাহ্-এর সংকলকগণ উপরোক্ত হাফিযগণের নিকট থেকে তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফরের দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে সুদূর মিসর গিয়েও উপনীত হয়েছেন। এই সুযোগে মিসরের মুহাদ্দিসগণও তাঁদের নিকট থেকে বহু হাদীস শ্রবণ করেন। ইমাম নাসাঈ (র.) মিসরে আগমন করে সেখানেই থেকে যান।[১০৬] পক্ষান্তরে মিসরের আলিমগণও পৃথিবীর বিখ্যাত হাদীস শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে উপস্থিত হয়ে সেখান থেকেও হাদীস সংগ্রহ করে মিসরে নিয়ে আসেন। ইমাম তাহাভী (র.) হিজরী ২৬৮ সালে সিরিয়া সফর করে বায়তুল মুকাদ্দাস, গাযা এবং আসকালান-এর বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস সংগ্রহ করে। ২৬৯ হিজরী সালে পুনরায় মিসরে ফিরে আসেন।[১০৭]

এই ব্যাপক হাদীস চর্চার পাশাপাশি মিসরের মাটিতে ফিকহ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অনুশীলনও উল্লেখযোগ্য। ইমাম লায়স (র.)-এর যুগে কিছু কিছু মিসরবাসী মদীনা সফর করে ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করে ফিকহ্ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁরা মিসর ফিরে এসে মালিকী মাযহাবের প্রসার ঘটান এবং ইমাম মালিকের মতানুসারে ফাত্ওয়া দিতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান হচ্ছেন উসমান ইবনুল-হিকাম আল জুযামী (র.) (মৃঃ ১৬৩/৭৮০)।[১০৮]

---

১০৬. আল্লামা সূয়ূতী (র.) ইমাম নাসাঈ (র.) সম্পর্কে বলেন ঃ

واستوطن مصر ، فاقام بزقاق القناديل

তিনি মিসরে বসতি স্থাপন করেন এবং আল-কানাদীল গলীতে অবস্থান করেন।

হাকিম (র.) বলেন ঃ كان النسائى افقه مشايخ مصر فى عصره

ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁর যুগে মিসরের শায়খগণের মধ্যে সর্বাধিক ফিকহ্ শাস্ত্রবিধ ছিলেন।
সূয়ূতী: হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৭; ডক্টর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ঃ মুহাদ্দিস প্রসংগ, ১ম সং, (ইউনিক প্রেস রাজশাহী, ১৯৭৫) পৃঃ ৮৭।

১০৭. হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায়, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান), পৃঃ ৩০।

১০৮. সূয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪-১৬৫।
উল্লেখ্য, ইমাম সূয়ূতীর এই বরাত অনুযায়ী প্রথম প্রচারক ছিলেন উসমান। কিন্তু আল-মাকরীযীর মতানুসারে মিসরে সর্বপ্রথম ইমাম মালিকের মত প্রচার করেন আবদুল রহীম ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (মৃঃ ১৬৩/৭০০)।
মাকরীযী ঃ খিতাত, ৪র্থ খঃ (মাতবা'আতুন নীল, মিস্র, ১৩২৪/১৯০৬), পৃঃ ১৪৫।

www.pathagar.com

এরপর মিসরে মালিকী মাযহাবের যে সকল আলিম ফিকহ্ শাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন মুসলিম আল-ফিহ্রী (১২৫/৭৪৩-১৯৭/৮১৩),[১০৯] আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (১২৮/৭৪৬-১৯৬/৮০৬)[১১০] এবং আশহাব ইব্ন আবদুল আযীয আমিরী (১৪০/৭৫৭-২০৪/৮১৯)।[১১১] হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষপাদ পর্যন্ত মিসরে মালিকী মাযহাবের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনগণ এককভাবে মালিক মাযহাবের অনুসারী ছিল। আর আলিমগণ ছিলেন একমাত্র এই মাযহাবেরই পৃষ্ঠপোষক এবং প্রচারক।

মিসরের মাটিতে মালিকী মাযহাবের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ও প্রতিপত্তির সময়ে হাদীস, ফিকহ্ এবং অন্যান্য শাস্ত্রের বিপুল ভাণ্ডার নিয়ে আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস

---

১০৯. ইনি ইমাম মালিক (র.) এবং সুফিয়ান (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন আদদী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

كان من أجلة العلماء وثقاتهم ، لا أعلم له حد يثا منكرا

তিনি বিশিষ্ট আলিম এবং বিশ্বস্ত রাভীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর কোন হাদীস মুনকার বলে আমার জানা নাই।

ইব্ন সালিহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ مارأيت اكثر حديثا منه ، حدث بمائة الف حديث

তাঁর থেকে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী আর কাউকে আমি দেখিনি। তিনি এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সূয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪।

১১০. তিনি ইমাম মালিক (র.) থেকে মাসাইল বর্ণনা করেন। ইব্ন হিব্বান-এর মতে তিনি একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম মালিকের নিকট তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মালিকী মাযহাবের ফার্'আত রচনা করেন।

সূয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৫।

১১১. কারো কারো মতে তাঁর নাম ছিল, মিস্কীন এবং উপাধি ছিল আশ্হাব।

সূয়ূতী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ فقيه ديار مصر صاحب مالك ، انتهت اليه الرياسة بمصر

তিনি (আশহাব) ছিলেন মিসর দেশের ফকীহ্। ইমাম মালিক (র.)-এর সহযোগী। মিসরে (মালিকী মাযহাবের) তিনিই ছিলেন একচ্ছত্র নেতৃত্বের অধিকারী।

ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ ما أخرجت مصر افقه من أشهب لو لا طيش فيه

মিসরের ভূখণ্ড আশহাবের (র.) চেয়ে ফিকহ্ শাস্ত্রে অধিক কোন জ্ঞানী জন্ম দেয়নি। যদি না তাঁর মধ্যে ক্রোধ না থাকত।

সূয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৬।

www.pathagar.com

আশ-শাফিঈ (র.)[১১২] (১৫০/৭৬৭-২০৪/৮১৯) ৪৯ বছর বয়সে ১৯৯/৮১৫ সালে মিসরে আসেন।[১১৩]

মিসরে তিনি পাঁচ বছর অবস্থান করে তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এবং এখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন।[১১৪] তিনি মিসরে আসার পর মালিকী মতাবলম্বীগণ তাঁর চরম বিরোধিতা করেন। এমনকি কেউ কেউ তাঁর মৃত্যুও কামনা করেন।[১১৫] কিন্তু অল্প

---

১১২. ইমাম শাফিঈ (র.)-এর প্রপিতা হযরত আস সা'ইব (রা.) বদর যুদ্ধের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) 'গাযাহ' (ফিলিস্তিন)-এ জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন মতে তিনি আসকালান অথবা ইয়ামান অথবা মিনা শহরে জন্মলাভ করেন। দুই বছর বয়সে তাঁকে মক্কায় আনা হয় এবং এখানে তিনি সাত বছর বয়সে কুরআন হিফ্য করেন এবং দশ বছর বয়সে মুও'আত্তা মুখস্থ করেন। এরপর মদীনায় ইমাম মালিকের খিদমতে উপস্থিত হন। প্রথম দিন ইমাম মালিক (র.) তাঁকে যখন মুও'আত্তা খুলে পড়তে বলেন তখন তিনি মুখস্থ শুনাতে শুরু করেন। বালক শাফিঈ-র এ তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি এবং হাদীসের প্রতি উৎসাহ দেখে ইমাম মালিক (র.) মন্তব্য করেন ঃ ان يك احد يفلح فهذ الغلام (কেউ যদি সফলতা লাভ করে তবে তিনি হবেন এ বালক)। তিনি পনের বছর বয়সে ফাত্ওয়া দানের অনুমতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আল-উম্ম, আল-আমালী, আল-কুব্রা, আল-ইসলাউস সাগীর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইব্ন যুলাক-এর মতে, তিনি প্রায় একশ'টি পুস্তিকা রচনা করেন। সূয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

১১৩. মিসর গমনের অব্যবহিত পূর্বে ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও মতামত প্রকাশ এবং স্থায়ী বসবাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে তৎকালীন ইসলামী জগতের রাজধানী বাগদাদ যান। সেখানে তখন হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। এ ছাড়া ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন এবং আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) তখন বাগদাদে হাদীসের দরস্ দিতেন। ফলে ইমাম শাফিঈ (র.) দু'বছর বাগদাদ অবস্থানের পর পবিত্র মক্কায় ফিরে যান। কিছুদিন পর তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারায় লিপিবদ্ধ গ্রন্থাবলী নিয়ে পুনরায় বাগদাদ গমন করেন। এবার আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল (র.) প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি এমন একটি স্থানের অন্বেষণে ছিলেন যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তখনও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় নি। এ কারণে তিনি তখন মিসরের যমীনকে তাঁর জন্য উপযুক্ত স্থান মনে করেন।
সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫৭।

১১৪. ইমাম নববী ঃ তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগাত, ১ম খঃ (প্রকাশস্থল, মিস্র) পৃঃ ৪৮। প্রসংগত উল্লেখ্য, কারো কারো মতে ইমাম শাফিঈ (র.) ৩৮ বছর বয়সে মিসরে আসেন এবং ২০ বছর মিসরে অবস্থান করে সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

১১৫. যেমন ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনুল হিকাম বর্ণনা করেন ঃ سمعت اشهب يدع على الشافعى بالموت আমি আশহাবকে (র.) ইমাম শাফিঈ (র)-এর মৃত্যুকামনা করতে শুনেছি।
ইমাম শাফিঈ (র.) আশহাবের উক্ত বদ্ দু'আ শুনে নিম্ন শ্লোকটি পড়েন ঃ

تمنى رجال ان أموت وان أمت فتلك سبيل لست فيها بوحد

www.pathagar.com

দিনের মধ্যেই ইমাম শাফিঈ (র.) মিসরে এমন প্রভাব সৃষ্টি করেন যে, মালিকী মাযহাবের দু'জন বিশিষ্ট ফকীহ্ আশহাব ও ইব্ন ওয়াহাবের প্রখ্যাত শিষ্য বিশিষ্ট ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্নিল হিকাম (১৮২/৭৯৮-২৬৮/৮৮২) মালিকী মাযহাব ত্যাগ করে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অনুসারী হন।[১১৬]

এরপর দলে দলে লোক ইমাম শাফিঈ (র.)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁর মত অনুসরণ করতে থাকে। সৌভাগ্যবশত তিনি মিসরের মাটিতে তাঁর শিষ্য হিসেবে এমন কিছু বিশিষ্ট আলিম পেয়েছিলেন যাঁরা তাঁর মাযহাবের পৃষ্ঠপোষকতায় চরম ত্যাগ স্বীকার করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ আল-বুওয়ায়তী আবূ ইয়াকুব ইউসুফ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (মৃ. ২৩১/৮৪৬), রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল মু'আয্যিন (১৭৪/৭৯১-২৭০/৮৮৪), হারমালাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আত-তুজায়বী (১৬৬/৭৮২-২৪৩/৮৫৮) এবং আল-মুযানী আবূ ইব্রাহীম ইসমাঈল ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (১৭৫/৭৯১-২৬৪/৮৭৮) প্রমুখ বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ও ফিক্হ্ শাস্ত্রবিদ। তাঁরা সমগ্র মিসরে শাফিঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠায় সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের মধ্যে আল-বুওয়ায়তী (র.) ইমাম শাফিঈ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর শিক্ষাগারে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁর প্রতিভার প্রশংসায় স্বয়ং ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ আমার মজলিসে আমার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে আবূ ইয়াকূবই সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি। আর তিনিই আমার সহচরবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।[১১৭]

পরবর্তীতে খালকুল কুরআনের মাস'আলায় অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শনের ফলে আল্লামা বুওয়ায়তী (র.) বাগদাদে বন্দী হন এবং কারাগারে আবদ্ধ থাকা অবস্থায়

কিছু কিছু ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করছে। আমি যদি মারাই যাই তবে এটি এমন এক পথ যাতে আমি একক গমনকারী নই।

ঈসা ইবনুল মুনকাদির আল-মালিকী একদা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সামনে ধিক্কার করে বলেন ঃ

ياكذا دخلت هذه البلدة وأمرنا واحد ورأينا واحد ، ففرقت بيننا و القيت بيننا الشر ، ففرق الله بين روحك وجسدك

হে একই ব্যক্তি! তুমি যখন আমাদের এ শহরে প্রবেশ করেছিলে, তখন আমাদের মাঝে ছিল ঐকমত্য এবং আমাদের সবকিছুই একই সূত্রে গাঁথা। তুমি আমাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। আমাদের মধ্যে কুভাব জন্ম দিয়েছ। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আত্মা ও দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করুন।

ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (মাতবা'আতুস্ সা'আদাহ্, ১৯৪৮), পৃঃ ৭৮, আল-কিন্দী ঃ আল-বুলাত ওয়াল কুযাত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৩৮।

১১৬. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৯।

১১৭. মূল আরবী ঃ **ليس أحد احق بمجلسى من أبى يعقوب ، وليس أحد من اصحابى أعلم منه.**

www.pathagar.com

ইন্তিকাল করেন।[১১৮] রাবী ইব্ন সুলয়মান ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মায্হাব ও গ্রন্থাবলীর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর এ প্রিয় শিষ্যকে জ্ঞান দানে আগ্রহ প্রকাশ করে বলতেন ঃ

'হে রাবী! যদি তোমাকে জ্ঞান ভক্ষণ করিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো তবে আমি তোমাকে তা ভক্ষণ করিয়ে দিতাম।'[১১৯]

তিনি জামি' আল্-ফুস্তাতে অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। তারপর ইব্ন তূলূনের আহ্বানে তিনি জামি' 'ইব্ন তূলূনে হাদীস শিক্ষা দান করেন। শুধুমাত্র 'আস সুনানুল আরবা'আ'-এর সংকলকগণই নন বরং ইমাম তাহাভী এবং ইমাম আবূ যুরআহ আর-রাযী প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণও তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[১২০]

ইমাম শাফিঈর ছাত্রগণের মধ্যে ইমাম মুযানী (র.) ছিলেন একজন মুজ্তাহিদ। শাফিঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-মুখ্তাসা'র সম্পর্কে ইব্ন যুরায়জ মন্তব্য করেন ঃ

'ইমাম মুযানী (র.)-এর 'মুখ্তাসার' নামক গ্রন্থটি পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়াই পৃথিবী থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ করবে।'[১২১]

এভাবে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে মিসরে মালিকী মাযহাবের পাশাপাশি শাফিঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তা মিসরের সর্বত্রই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাযহাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবে তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন মিসর হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্রের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। তখন ইমাম তাহাভী (র.) মিসরের উর্বর ভূমিতে জন্মলাভ করেন।

এ সময় মিসরে হানাফী মাযহাবের তেমন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কেননা, ইরাকের আলিমগণের সাথে মিসরের আলিমগণের যোগসূত্র খুব একটা ছিল না।

---

১১৮. ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন ঃ أنت تموت فى الحديد
তুমি জিঞ্জিরাবদ্ধ অবস্থায় মারা যাবে।
সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৭; আবুল ফিদা ইব্ন কাসীর ঃ আল-বিদায়াহ্, ১০ম খঃ, নতুন সং (দারুল ফিক্র, বৈরূত, ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ৩০৮।

১১৯. মূল আরবী ঃ ياربيع ! لو امكننى ان اطعمك العلم لاطعمتك

১২০. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৯-২৩০; সয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৬-১৯৭, ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ (মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, আল-মদীনাতুল মুনাওওয়ারা; পৃঃ ২৪৫, আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬১-১৬২।

১২১. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭১; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৮।
আরবী ঃ يخرج مختصر المزنى من الدنيا عذراء لم يفتض

www.pathagar.com

বরং পবিত্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মু'আয্যমা ও মদীনা মুনাওওয়ারা যাতায়াতের মাধ্যমে তথাকার ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের সাথেই তাঁদের গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে।[১২২] মিসরে হানাফী মাযহাবের প্রসার লাভ করে তথায় নিযুক্ত সুপ্রসিদ্ধ কাযীগণের মাধ্যমেই[১২৩] তাঁরা সেখানে মালিকী ও শাফিঈ ফিক্হ্-এর পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণ হানাফী ফিক্হ্-এর শিক্ষা দান করতেন। এখানে বিচারক পদে নিযুক্ত প্রথম হানাফী আলিম ছিলেন আল্লামা ইসমাঈল ইব্ন সামী আল-কূফী (১৬৪/৭৮১-১৬৭/৭৮৩)।[১২৪] তাঁর মাধ্যমেই সেখানে হানাফী মাযহাবের প্রবেশ ঘটে। সাঈদ ইব্ন আবী মারয়াম (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

ইসমাঈল ইবনুল ইয়াসা' মিসরে সর্বপ্রথম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের সূত্রপাত ঘটান। মিসরবাসীগণ ইতোপূর্বে এ মাযহাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।'[১২৫]

---

১২২. আবদুল মাজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯।

১২৩. খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আবূ ইউসুফের হাতে বিচার বিভাগের ভার ন্যস্ত করার পর থেকে সম্রাজ্যের সকল কাযী তিনি নিযুক্ত করতেন। আর স্বাভাবিকভাবে তাঁরা হতেন হানাফী ফিক্হের অনুসারী। আল্লামা তায়মুর পাশা মিস্রী (র.) লেখেন ঃ

لما قام هارون الرشيد فى الخلافة ولى القضاء إلى ابى يوسف ماحب ابى حنيفة بعد سنة سبعين و مائة فاصبحت تولية القضاء بيده فلم يكن يولى ببلاد العراق وخراسان و الشام و مصر الى اقصى عمل افريقية إلا من اشاربه ،

হারুন রশীদ যখন খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন তখন তিনি ১৭০ হিজরী সালে ইমাম আবূ হানীফার (র.) সহচর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-কে বিচার বিভাগের দায়িত্ব প্রদান করেন। তখন থেকে বিচার বিভাগ তাঁর অধীনস্ত হয়। আর তখন থেকেই ইরাক, খুরাসান, সিরিয়া, মিসর এবং আফ্রিকার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত কাযী বা বিচারক তাঁর ইঙ্গিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন।

সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান ঃ (নভেম্বর ৯ম খঃ, ৫ম সং, ১৩৬১/১৯৪২ দিল্লী), পৃঃ ৩৫৬।

১২৪. ইব্ন হাজার তাঁর পিতার নাম 'আল-ইয়াসা' বলে উল্লেখ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইসর আন কুযাতি মিস্র, ১ম খঃ (আল মাতবা'আতুল আমীরিয়্যা কায়রো, ১৯৭৫) পৃঃ ১২৬।

১২৫. পূর্বোক্ত। সুয়ূতী তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

كان محمودا عند أهل البلد إلا انه كان يذهب إلى قول ابى حنيفة رحمة الله ولم يكن اهل البلد يومئذ يعرفونه ،

তিনি (ইসমাঈল ইবনুল ইয়াসা') শহরবাসীগণের নিকট প্রশংসিত ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতাবলম্বী। শহরবাসীগণ তখনও তাঁকে চিনত না।

হুসনুল মুহাযারাহ, ২য় খঃ (মাতবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিস্র, ১২৯৯ হিঃ) পৃঃ ১১৭।

www.pathagar.com

এরপর ১৭৭/৭৯৩ সালে হানাফী মতের অনুসারী বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব মুহাম্মাদ ইব্ন মাসরূক আল-কিন্দী (র.) মিসরের কাযী পদে নিযুক্ত হন।

তিনি ছিলেন কূফার অধিবাসী। তাঁর পূর্ববর্তী কাযীগণ সরকারী নথিপত্র বস্তায় বেঁধে নিজেদের সাথে আনা নেওয়া করতেন। তিনি সর্বপ্রথম সুশৃংখলভাবে দফতরের ব্যবস্থা করে সংশিষ্ট কাগজপত্রে সীল মোহর লাগিয়ে সেগুলো দফতরের মধ্যেই সযত্নে সংরক্ষিত রাখার নিয়ম চালু করেন।[১২৬] কিন্তু তিনি আবার ব্যবহারের দিক থেকে ছিলেন খুব কঠোর। এ কারণে ইসহাক ইবনুল ফুরাত আত্ তুজায়বীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।[১২৭] তিনিও হানাফী মতের অনুসারী ছিলেন, কিন্তু পূর্বসূরীগণের মতামত সম্পর্কে অবহিত থাকার কারণে এবং স্বাধীন চিন্তা ও ইজতিহাদে দক্ষতা থাকায় ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁকে নিয়োগ করার সুপারিশ করেন।[১২৮] এরপর ১৯৪/৮১০ সালে হয়রত আবূ বকর (রা.)-এর বংশদ্ভূত ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ হাশিম ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আব্দুল্লাহ্ (মৃঃ ১৯৬/৮১১) মিসরের কাযী পদ অলংকৃত করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

"তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের অনুসারী। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মিসরের কাযী পদে বহাল ছিলেন।[১২৯] মৃত্যু পর্যন্ত কাযী পদে অধিষ্ঠিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে এমন কাযীগণের সংখ্যা ছিল নগণ্য।"

---

১২৬. আবদুল কাদির আল-কুরাশী ঃ আল-জাওহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ, ২য় খঃ (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩২/১৯১৪) পৃঃ ১২৩।

১২৭. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৮।

১২৮. ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ

اشرت إلى بعض الولاة أن يولى اسحق بن الفرات القضاء ، فانه يتخير و عالم بإختلاف من مضى

আমি কাযী পদে ইসহাক ইব্ন ফুরাতকে নিয়োগ করার জন্য জনৈক শাসককে ইঙ্গিত করি। তিনি বিষয়কে নির্বাচন করতে পারেন এবং পূর্ববর্তী আলিমগণের মতবিরোধ সম্পর্কে অবহিত আছেন।

ইব্ন্ হাজার ঃ তাহযীবুত তাহ্যীব, ১ম খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৫ হিঃ) পৃঃ ২৪৭।

ইব্ন হাজার ঃ তাহ্যীবুত তাহযীব্, ১ম খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ, ডিকান, হিঃ ১৩২৫) পৃঃ ২৪৭।

১২৯. আরবী ঃ كان يذهب مذهب أبى حنيفة فاقام حتى توفى.

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৮।

www.pathagar.com

সম্ভবত এই সুপ্রসিদ্ধ কাযী হাশিমের মাধ্যমেই মিসরে হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ প্রভাব পড়ে। এরপর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর শিষ্য ইব্‌রাহীম ইবনুল জাররাহ মিসরের কাযী পদে (হিঃ ২০৫-২১২) অধিষ্ঠিত হন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

'তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর বিভাগীয় কার্য পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। তবে ইরাক থেকে তাঁর পুত্র তাঁর নিকট এসে পৌঁছার পর তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁর কার্যাবলীর অবনতি সাধিত হয়।"[১৩০]

এভাবে মিসরে হানাফী কাযীগণের আগমনের ফলে তথায় হানাফী মাযহাব সম্পর্কে জনগণের সুধারণা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। অবশ্য কাযী মুহাম্মদ ইব্‌ন আবিল্ লায়স-এর যুগে (হিঃ ২২৬-২৩০) তাঁর দুর্ব্যবহার ও তাঁর মু'তাযিলা পন্থী হওয়ার কারণে হানাফী মাযহাব সম্পর্কে জনগণের মনে কিছু ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।[১৩১]

মিসরে হানাফী মাযহাব প্রসারের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে দু'জন প্রখ্যাত কাযীর অবদান ছিল সবচাইতে বেশী। তাঁদের একজন হচ্ছেন মুহাদ্দিস বাক্‌কার ইব্‌ন কুতায়বাহ (১৮২/৭৯৮-২৭০/৮৮৪) এবং অপরজন ছিলেন বিশিষ্ট ফকীহ্ ও মুহাদ্দিস আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ ইমরান (র.) (মৃঃ ২৮৫/৮৯৮ হিঃ)।[১৩২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের কাছে তাজুদ্দীন ইবনুস্-সুব্‌কীর মন্তব্য যথার্থ নয় বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর মন্তব্য ছিল ঃ

"মিসরে শাফিঈ মায্‌হাবের প্রসার ঘটার পর থেকে সেখানে বিচারপতি এবং খতীব পদে একমাত্র শাফি'ঈ আলিমগণই নিযুক্তি লাভ করতেন। আর এর পূর্বে সেখানে নিযুক্তি লাভ করতেন একমাত্র মালিকী মাযহাবের আলিমগণ। অতএব কাযী বাক্‌কারের পূর্বে এ অঞ্চলে কোন সময়েই হানাফী আলিমগণের প্রবেশাধিকার ঘটে নি। অবশ্য

---

১৩০. كان يذهب إلى قول أبى حنيفة و لم يكن بالمذموم فى و لايته حتى قدم عليه ابنه من العراق فتغيرت حالته وفسدت أحكامه

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৮।

১৩১. সুয়ূতীর, মতে তিনি হিজরী ২৩৫ সাল পর্যন্ত কাযী ছিলেন। তিনি মু'তাযিলা মতবাদ পোষণ করতেন। তাঁর যুগে মালিকী এবং শাফিঈ মাযহাবের ফকীহ্‌গণের মসজিদে অনুষ্ঠান করা নিষিদ্ধ ছিল। তিনি খালকুল কুরআনের মাস'আলায় আলিমগণকে নির্যাতন করেন। পরিশেষে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল কর্তৃক তিনি অপসারিত ও দণ্ডিত হন।

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৯; সায়্যিদ কুতুবুদ্‌দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ), (মাসিক বুরহান, ৯ম খঃ, ৬ষ্ঠ সং, ডিসেম্বর, ১০৬১/১৯৪২) পৃঃ ৪৩৬-৪৪০।

১৩২. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত)।

www.pathagar.com

কাযী বাক্‌কার দীর্ঘকাল পর্যন্ত মিসরের বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।"[১৩৩]

কারণ কাযী বাক্‌কারের পূর্বে মিসরের কয়েকজন কাযী হানাফী মতাবলম্বী ছিলেন। এছাড়া আল-মাকরীযীর বক্তব্যও ইবনুস্-সুব্‌কীর মন্তব্যের পরিপন্থী। তিনি এ প্রসংগে বলেন ঃ

"মিসর বাসীগণ সর্বদা মালিকী এবং শাফিঈ মাযহাবের অনুসরণ করতেন। আর কাইদ জাওহারের তথায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানকার বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করতেন এই দুই মাযহাব অথবা হানাফী মাযহাবের মতাবলম্বী আলিমগণ।[১৩৪]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.)[১৩৫] ও মিসরের মুফ্‌তীগণের বর্ণনায় সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন নি। তিনি **فى المفتيين من أهل مصر** অনুচ্ছেদ ইমাম তাহাভীর উল্লেখ এমনভাবে করেছেন যে, পাঠকের নিকট তিনি শাফি'ঈ অথবা মালিকী মতাবলম্বী

---

১৩৩. মূল আরবী

منذ ظهر مذهب الشافعى لم يلى قضاء مصر ولا خطابتها إلا شافعى ، وقبل ظهور مذهب الشافعى بالديار المصرية لم يكن يلى الخطابة و القضاء ألامن هو على مذهب مالك ، فلم يكن للحنفية مدخل فى هذه البلاد فى وقت من الاوقات ألا القاضى بكار ، فانه ولى الديار المصرية مدة

তাজুদ্-দীন আবদুল ওয়াহাব আস্ সুবকী ঃ তাবাকাতুশ্-শাফিঈয়্যা আল-কুব্‌রা, ১ম খঃ, ১ম সং, (আল মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ, ১৩২৪/১৯০৭), পৃঃ ১৭৪।

১৩৪. **ومازال مذهب مالك و مذهب الشافعى رحمها الله تعالى يعمل بها اهل مصر ، ويولى القضاء من كان يذهب إليها او الى مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى الى ان قدم القائد جوهر؛**

আল-মাকরীযী ঃ আল-খিতাত, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৬।

১৩৫. শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন আইয়্যূব (৬৯১/৭৯১/১৩৮৯) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী এবং ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (র.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। হাফিয ইব্‌ন রজব (র.) বলেন, ইসলামী সকল বিষয়ে তাঁর দখল ছিল। তবে তাফসীর শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। আল্লামা যাহাবী (র.) বলেন, ইবনুল কায়্যিম (র.) হাদীস-এর মতন এবং রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তিনি ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের অধ্যয়নে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন এবং এর বিষয়গুলো অত্যন্ত বিস্তৃত আকারে লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি সাদরিয়া মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন ধরে অধ্যাপনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ (১) তাহযীব সুনানি আবী দাউদ, (২) যাদুল-মা'আদ, (৩) ই'লামুল মুকীঈন, (৪) কিতাবুদ্ দাঈ ওয়াদ-দু'আত প্রভৃতি।

আবুল হাসান আলী নাদভী ঃ তারীখ-ই-দাওয়াত ওয়া আযীমাত, ২য় খঃ ৫ম সং (মাজলিস-ই-তাহ্‌কীকাত ওয়া নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, লক্ষ্ণৌ ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ৩৪৫-৩৪৮।

www.pathagar.com

বলে প্রতীয়মান হবে।[১৩৬]

তিনি যে একজন প্রখ্যাত হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ সেদিকে ইবনুল-কায়্যিম (র.) সামান্যতম ইংগিতও করেন নি। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

প্রখ্যাত ফকীহ্ আশহাব এবং ইবনুল কাসিম সামান্য কিছু বিষয় ব্যতিরেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমাম মালিক (র.)-এর অনুসরণ করতেন। এরপর মিসরে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সাথীগণ যথা - ইমাম মুযানী, বুওয়াইতী, ইব্ন আবদুল হিকাম প্রমুখ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁদের পর মিসরের জনগণের উপর মালিকী এবং শাফিঈ মাযহাবের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। তবে অল্প কিছু আলিমের কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব কিছু অভিমত ছিল। যেমন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন ইউসুফ ও আবূ জাফর তাহাভী (র.) প্রমুখ।'[১৩৭] মিসরে হানাফী মাযহাবে প্রসারের ক্ষেত্রে আসাদুদ-দীন ইবনুল ফুরাতের অবদান অপরিসীম। তিনি জ্ঞানের অন্বেষণে সুদূর মরক্কো থেকে মিসর আসেন। তিনি ইমাম মালিক (র.)-এর শিষ্য ইবনুল কাসিম থেকে ইল্ম হাসিল করার পর ইরাকে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীর খিদমতে পৌছেন এবং তাঁর নিকট থেকে ফিকহ্ শাস্ত্রের বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। এ প্রসংগে ফকীহ্ তায়মুর পাশার মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান তাঁর শিষ্য আসাদুদ্-দীন ইব্নুল ফুরাতকে ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান ভক্ষণ করিয়ে দেন।"'[১৩৮] এরপর তিনি মিসরে ফিরে এসে মিসর বাসীদের নিকট ইরাকে 'ইসলামী কানূন' রচনা সম্পর্কে যে প্রতিবেদন পেশ করেন এর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ ঃ

"ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথীগণের মধ্যে যাঁরা গ্রন্থ প্রণয়নে আত্ম-নিয়োগ করেন তাঁরা ছিলেন চল্লিশ জন। শীর্ষস্থানীয় দশজনের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ, যুফার, দাউদ তাঈ, আসাদ ইব্ন আম্র, ইউসুফ ইব্ন খালিদ সিম্তী, আসাদুদ্ দীন ইবনুল ফুরাত এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ যায়দাহ (র.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

---

১৩৬. ইবনুল কায়্যিম ঃ ই'লামুল মুকিঈন, ১ম খঃ (মাত্বা'আতুস্ সা'আদাহ, মিস্র), পৃঃ ২৭।

১৩৭. মূল আরবী ঃ

واشهب وابن القاسم على غلبة تقليد لمالك الا فى الأقل ، ثم اصحاب الشافعى كالمزنى والبويطى وابن عبد الحكم ثم غلب عليهم تقليد مالك و تقليد الشافعى إلا قوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن على بن يوسف و ابى جعفر الطحاوى ،

ইবনুল কায়্যিম ঃ ই'লামুন মুকিঈন, (সা'আদাহ, মিস্র ১৩৭৪/১৯৫৫) পৃঃ ২৭।

১৩৮. মূল আরবী ঃ **زقه محمد بن الحسن الشيبانى الفقه زقا**

ইবনুল কায়্যিম ঃ ই'লামুন মুকিঈন, ১ম খঃ, (মাত্বা'আতুস্ সা'আদাহ, মিস্র ১৩৭৪/১৯৫৫), ২৭।

www.pathagar.com

ইয়াহ্ইয়া ত্রিশ বছর যাবৎ সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১৩৯] সম্ভবত এই আসাদ ইবনুল-ফুরাত তাঁর সময় পর্যন্ত ইরাক প্রদেশে রচিত ইসলামী কানূনের কপিগুলি সংগে করে মিসরে নিয়ে যান।"[১৪০]

এভাবে মিসরে মালিকী ও শাফিঈ ফিক্হ্ গ্রন্থের পাশাপাশি হানাফী ফিকহ্ গ্রন্থ ও বিশেষভাবে স্থান লাভ করে। এ সকল গ্রন্থ অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ আগ্রহের সাথে পাঠ করতেন। যেমন ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র.) সম্পর্কে বলেন ঃ

"তিনি সর্বদা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর গ্রন্থরাজি মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতেন।"[১৪১]

ইমাম তাহাভীর যুগ পর্যন্ত মিসরের প্রখ্যাত হানাফী আলিমগণ মিসরের স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন না। তাঁরা কখনও কাযী হিসেবে ইরাক থেকে মিসরে এসেছিলেন। আবার কখনও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে এসেছেন। আর কেউ কেউ মিসরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ও এসেছেন।[১৪২] ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভীই হচ্ছেন মিসরের অধিবাসী প্রথম হানাফী আলিম। যিনি সকল মাযহাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়ে হানাফী মাযহাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন।[১৪৩]

তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে মিসরে হাম্বলী মাযহাবের প্রসার ঘটে নি। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) তৃতীয় শতাব্দীর (১৬৪/৭৮০-২৪১/৮৫৫) লোক ছিলেন। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর আগে ইরাক সীমান্তের বাইরে তাঁর মাযহাব তেমন প্রসার লাভ করে নি। আল্লাম সূয়ূতী (র.) এ প্রসংগে বলেন ঃ

তাঁরা (হাম্বলী ফকীহ্গণ) মিসরীয় শহরসমূহে খুবই স্বল্প সংখ্যক ছিলেন। সপ্তম শতাব্দী এবং তার পরবর্তী যুগের পূর্বে তথায় তাদের অস্তিত্বের খবর আমি শুনতে পাই নি। কারণ, ইমাম আহ্মাদ (র.) ছিলেন তৃতীয় শতাব্দীর মনীষী। ইরাকের বাইরে তাঁর

---

১৩৯. كان أصحاب أبى حنيفة رحمه الله تعالى الذين دونوا الكتاب اربعين رجلا وكان فى العشرة المتقدمين ابو يوسف وزفر وداؤد الطائى واسد بن عمرو و يوسف بن خالد السمتى ويحيى بن ذكريا بن ابى زائدة ، وهو الذى يكتبها لهم ثلثين سنة .

আবদুল কাদির আল-কুরাশী ঃ আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪০।

১৪০. সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন, ইমাম তাহাভী (প্রবন্ধ), (মাসিক বুরহান, ১ম খঃ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৩৬১/১৯৪২), পৃঃ ৪২৪-৪২৬।

১৪১. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯।

১৪২. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১।

এ প্রসংগে আলী ইব্ন মা'বদ ইব্ন শাদ্দাদ (মৃঃ ২১৮ হিঃ) এবং আলী ইব্ন মা'বদ ইব্ন নূহ্ (মৃঃ ২৫৭ হিঃ)-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৪৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২।

www.pathagar.com

মাযহাব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে প্রকাশ লাভ করে নি। আর এ যুগেই মিসরে মামলূকগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা সেখানে অবস্থিত তিন মাযহাবের ইমামগণকে হত্যা, নির্বাসন এবং বিতাড়নের মাধ্যমে নির্মূল করে। তথায় রাফিযী ও শী'আ মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করে। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রান্তভাগ পর্যন্ত তারা ক্ষমতার মসনদে সমাসীন ছিল। এরপর অন্যান্য সকল মাযহাবের ইমামগণ মিসরে এসে সমবেত হন। হাম্বলী ইমামগণের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম মিসরে প্রবেশ করেছেন বলে আমি জানতে পেরেছি তিনি হলেন বিখ্যাত 'উমদাহ' গ্রন্থের সংকলক হাফিয আবদুল গনী মাক্‌দিসী।[১৪৪] আল্লামা সূয়ূতী (র.) সম্ভবত তাঁর জানামতে উপরোল্লিখিত বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা 'আল-মাক্‌দিসী'-এর পূর্বেই মিসরে হাম্বলী মাযহাবের লোকদের দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।" তাই তিনি বলেন ঃ

"ফুস্‌তাত নগরীতে সকল মাযহাব প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান ছিল। সেখানে কারামিয়া মতবাদীদের পৃথক মহল্লা এবং মু'তাযিলী ও হাম্বলী মতাবলম্বীগণের ভিন্ন ভিন্ন মিলন কেন্দ্র ছিল। আর তথায় তখন ফাতিমী সম্প্রদায়ের মতানুসারেই ফাত্‌ওয়া প্রদান করা হতো।"[১৪৫] তাছাড়া ৪০৫/১০১৫ সালে হাম্বলী ফকীহ্ আবুল আব্বাস আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আস্ সা'দী মিসরের সম্মানিত কাযী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৪৬]

মিসরে সর্বপ্রথম ইল্‌মুল কিরা'আত শিক্ষা দেন নবী করীম (সা.)-এর সাহাবী উবায়দ ইব্‌ন মাখমার আল-মু'আফিরী আবূ উমায়্যাহ।[১৪৭] মিসরে বিশিষ্ট কিরা'আত বিশেষজ্ঞ হযরত নাফি' (র.)-এর কিরা'আত সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। মিসরের অধিবাসী প্রসিদ্ধ কারী ওয়ারশ (র.) (মৃঃ ১৯৭ হিঃ) নাফি' (র.) থেকেই কিরা'আত শিক্ষা

---

১৪৪. هم بالديار المصرية قليل جدا ، ولم اسمع بخبرهم فيها إلا فى القرن السابع وما بعده وذلك أن الامام احمد كان فى القرن الثالث و لم يبرد مذهبه خارج العراق الا فى القرن الرابع ، وفى هذا القرن ملكت العبيديون مصر وأفنوا من كان بها من ائمة المذاهب الثلاثة قتلا ونفيا و تشريدا واقاموا مذهب الرفض والشيعة و لم يزولوا منها إلى أوخر القرن السادس فتراجعت اليها الأئمة من سائر المذاهب ، و اول امام من الحنابلة علمت حلوله بمصر الحافظ عبد الغنى المقدسى صاحب العمدة ،

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৪।

১৪৫. মূল আরবী ঃ

وسائر المذاهب بالفسطاط موجودة ظاهرة ، و ثم محلة للكرامية و جلبلة للمعتزلة و الحنبلية ، والفتوى اليوم على مذهب الفاطمى

মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ আল-মাক্‌দিসী ঃ আহসানুত্ তাকাসীম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০২।

১৪৬. ইব্‌ন আব্বাস ঃ রাফ'উল ইসর আন-কুযাতি মিসর, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০১।

১৪৭. আল-মাকরীযী ঃ খিতাত, ৪র্থ খঃ, পৃঃ ১৪৩; ইবনুল আসীর ঃ উসদুল গাবাহ্, ৩য় খঃ (প্রকাশক ঃ জামইয়্যাতুল মা'আরিফিল-মিস্‌রিয়্যাহ, মিস্‌র, ১২৭৮/১৮৬১) পৃঃ ৩৫৩।

www.pathagar.com

করেন।[১৪৮] সাকলাব ইব্ন শানীনাহ আবূ সাঈদ আল-মিস্‌রী (মৃঃ হিঃ ১৯১) (র.) ও নাফি' (র.) থেকে ইলমুল কিরা'আত বুৎপত্তি লাভ করেন এবং মিসরেই তিনি কিরা'আত শিক্ষা দান করেন। ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা ইয়াকূব ইবনুল আযরাক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাঁর কাছ থেকে ইলমুল কিরা'আত শিক্ষা করেন।[১৪৯] আল-মাক্‌দিসী মিসরের কিরা'আত শাস্ত্রের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

তথায় পবিত্র কুরআনের সাতটি পঠন পদ্ধতিরই প্রচলন ছিল। তবে সেখানে কারী ইব্ন আমির (র.)-এর কিরা'আত ছিল কম প্রচলিত। মিসরবাসীগণ কারী নাফি' (র.)-এর পঠন পদ্ধতিকেই অধিক পছন্দ করতেন এবং তাঁর কিরা'আত অনুসারে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[১৫০]

ইমাম তাহাভী (র.) শৈশবে কুরআন হিফ্‌য করার পর 'আল্‌-কিরা'আতুস্‌ সাব্‌'আ' পড়েন এবং এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর অন্যান্য কিরা'আত বিশেষজ্ঞগণ তাঁর নিকট থেকে ইল্‌ম কিরা'আত শিক্ষা করেন।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ন্যায় ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও মিসরের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। হাফিযুল হাদীস আবূ সাঈদ আবদুর রহমান ইব্ন আহমাদ ইব্ন ইউনুস ইব্ন আবুল আ'লা আস্‌ সাদাফী (২৮১/৮৯৪-৩৪৭/৯৫৮) মুহাদ্দিসগণের হাদীস বর্ণনার অনুকরণে সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) সহ মিসরের ইতিহাস সম্পর্কিত তিনটি অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। প্রথমটি শুধুমাত্র মিসরে জন্মগ্রহণকারী আলিমগণের বিস্তারিত জীবনালেখ্য সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি মিসরের ভৌগলিক সীমারেখার বাহিরে থেকে মিসরে আগত আলিমগণের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তাঁর রচিত তৃতীয়টির নাম 'কিতাবুল আকীদ ফী তারীখিস্‌ সাঈদ'।

আলোচ্য সময়কালে আর একজন খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন ইয়াকুব আল-কিন্দী (২৮৩/৮৯৫-৩৫০/৯৬১)। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'কুয়াতু মিস্‌র' এবং 'খিতাতু মিস্‌র'।'[১৫১]

---

১৪৮. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্‌, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৭।

১৪৯. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্‌, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৭।

১৫০. আরবী ঃ

والقراءات السبع فيه مستعملة غير ان قراءة بن عامر اقلها ، والغالب عليهم والمختار عندهم قراءة نافع

আল-মাক্‌দিসী ঃ আহ্‌সানুত্‌ তাকাসীম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০২-২০৩

১৫১. 'তাজুত্‌ তাবাকাত' (লেখকের নামের উল্লেখ নাই) হস্তলিপি, ক্রমিক নং ২৩৫৫, প্রগ্রেস নং ২৫৭০, কেটালগ নং ৬৭৪, (পাটনা, খোদা বখ্‌শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, ভারত) পৃঃ ৩৮৩।

www.pathagar.com

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইরাকের আলোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এর অবদান ছিল সুদূর প্রসারী ও অনন্য সাধারণ। আল-মাক্‌দিসী এই এলাকার প্রশংসায় বলেন ঃ

"ইরাক হচ্ছে বিজ্ঞজন অধ্যুষিত অঞ্চল এবং বিশিষ্ট আলিমগণের জন্মভূমি। এখানকার আবহাওয়া সকল দিক থেকে অনুকূল ও মনোরম। ইহা খলীফাগণের মনোনীত ও পসন্দনীয় স্থল। এই অঞ্চলে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের শিরোমণি ইমাম আবূ হানীফা (র.) (৮০/৬৯৯-১৫০/৭৬৭) এবং কিরা'আত শাস্ত্রবিদগণের অগ্রদূত সুফিয়ান সাওরী (র.) (৯৭/১৬১) (র.)-কে জন্ম দেয়। এখানেই আবূ উবায়দাহ, ফাররা; কিরা'আত শাস্ত্রবিদ আবূ আমর, হামযাহ এবং কাসাঈ জন্মগ্রহণ করেন। এ ছাড়া এখানে আরো বহু ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ইল্‌ম কিরা'আতের অভিজ্ঞ সাহিত্যিক, সম্ভ্রান্ত নেতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্‌ভীরু, শরীফ, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিবর্গ জন্মলাভ করেন।"[১৫২]

খলীফা মুতাওয়াক্‌কিলের যুগ থেকে বনূ বূয়াহ-এর শাসনামল পর্যন্ত তাফসীর, ফিকহ্ এবং আরবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইরাকের প্রাধান্য ছিল সর্বদা স্বীকৃত। এখানে ইমাম তাহাভীর সমসাময়িক তিনজন হানাফী ফকীহ্ ছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

(ক) আবুল হাসান কারখী (র.) (২৬০/৮৭৪-৩৪০/৯২৫)। মোল্লা আলী আল-কারী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ আবূ খাযিম এবং আবূ সাঈদ আল-বুরদাঈর পর হানাফী মাযহাবের নেতৃত্ব তাঁর নিকট সমাপ্তি লাভ করে।[১৫৩]

(খ) বিশিষ্ট ফকীহ্ আবূ তাহির আদ-দাব্বাস (র.)[১৫৪] (গ) আত-তাবারী আহ্‌মাদ

---

১৫২. ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪৯; আহ্‌মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৫; ব্রোকেলম্যান ঃ তারখুল আদাবিল আরাবী (আরবী অনুবাদ) ৪র্থ সং, ৩য় খঃ (দারুল মা'আরিফ, মিস্‌র।) পৃঃ ৮১; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৮।

১৫৩. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন আসামিল কুতুবি ওয়াল ফুনূন, ১ম সং, (মাতবা'আতুল আলম, মিস্‌র, হিঃ ১৩১০), পৃঃ ২৩৮; আহ্‌মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৬-১৬৭; ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল আদাবিল-আরাবী (মু'আররাব), ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৮২।

১৫৪. আরবী ঃ

هذاإقليم الظرفاء ومنبع العلماء ، لطيف الماء، عجيب الهواء و مختار الخلفاء ، اخرج أبا حنيفة فقيه الفقهاء وسفيان سيد القراء ومنه كان ابو عبيدة والفراء و ابو عمرو صاحب المقر ، وحمزة و الكسائى و كل فقيه و مقرئ واديب وسرى وحكيم و داه وزاهد و نجيب و ظريف و لبيب .

আল-মাক্‌দিসী ঃ আহসানুত্ তাকাসীম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৩।

www.pathagar.com

(মৃঃ ৩৪০ হিঃ)।[১৫৫]

ইমাম তাহাভীর যুগে ইরাকে কালাম[১৫৬] শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তখন বাগদাদে আল-জুব্বায়ী[১৫৭] (২৩৫/৮৪৯-৩০৩/৯১৫) মু'তাযিলা মতালম্বীদের পথিকৃৎ ছিলেন। তিনি এ মতবাদের সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেন।[১৫৮] এ সময় বসরায় আশা'ইরাহ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা আবুল হাসান আলী ইব্ন ইসমাঈল

---

১৫৫. মূল আরবী ঃ أنتهت اليه رياسة الحنفية بعد أبى حازم وأبى سعيد البردعى

ইমাম কারখীর পুরোনাম উবায়দুল্লাহ্ ইবনুল হুসাইন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ আল-মুখ্‌তাসার, শারহু জামিইল কাবীর, শারহু জামিউস্-সাগীর ইত্যাদি।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্ ফী তাবাকাতিল হানাফিয়্যাহ, ১ম খঃ (মাতবা'আতুস্ সা'আদাহ, মিস্‌র, ১৩২৪) পৃঃ ১০৮-১০৯।

১৫৬. পুরোনাম আবূ তাহির মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ানা আদ-দাব্বাসা। তাঁর সম্পর্কে আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) বলেন ঃ

كان امام اهل الرأى بالعراق وكان من أهل السنة و الجماعة صحيح المعتقد أخذ عن القاضى ابى خازم عبد الحميد عن عيسى بن ابان عن محمد ، وكان يوصف بالحفظ و معرفة الروايات ولى القضاء بالشام و خرج منها إلى مكة فمات بها

তিনি ছিলেন ইরাকে আহলুর-রায়গণের ইমাম। আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আহ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী। তিনি কাযী আবূ খাযিম আবদুল হামীদ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কাযূ আবূ খাযিম ঈসা ইব্ন আবান থেকে এবং তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে শিক্ষার্জন করেন। তিনি ছিলেন হাফিয, রিওয়ায়াত-অভিজ্ঞাত এবং সিরিয়ার কাযী পদে অধিষ্ঠিত। তিনি সিরিয়া থেকে মক্কায় গমন করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

আবদুল হাই ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৭।

১৫৭. পুরোনাম আবূ আমর আত্ তাবারী আহ্‌মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহমান। ইনি ইব্ন আবূ সাঈদ আল-বুরদাঈ-এর নিকট ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। তিনি আবুল-হাসান আল-কারখীর জীবদ্দশায় বাগদাদে ফিকহ্-এর দারস্ দিতেন। মুল্লা আলী কারী (র.) তাঁকে একজন বড় ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং আল-কারখী ও তাহাভীর স্তরের ফকীহ্ বলে উল্লেখ করেন।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫।

১৫৮. কালাম শাস্ত্রের সংজ্ঞায় হাজী খালীফা (র.) বলেন ঃ

هو علم يقتدر به على اثبات العقائد الدينية بايراد الحجج عليها ودفع الشبهة عنها.

ইলমুল-কালাম এমন একটি জ্ঞান যার দ্বারা দলীল উপস্থাপনের মাধ্যমে দীনী-আকীদা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় এবং আকীদা সম্পর্কিত সন্দেহ অপনোদন করতে পারে।

www.pathagar.com

আল-আশ'আরী[১৫৯] (২৭০/৮৮৩-৩২৪/৯৩৫)-এর অভ্যুদয় ঘটে। তিনি আবূ আলী আল-জুব্বায়ী-এর বিশিষ্ট ভক্ত এবং চল্লিশ বছর যাবৎ মু'তাযিলা মতবাদের অনুসারী ছিলেন। তারপর বস্‌রার জামি' মসজিদে একটি ঘোষণার মাধ্যমে তিনি মু'তাযিল মতবাদ পরিত্যাগ করেন। এবং তারপর হতে এ মতবাদ খণ্ডন কল্পে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী পরিচালনা করেন।

তিনি একজন বিশিষ্ট উসূলবিদ এবং আশাইরা মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাম'আনীর মতে উসূল শাস্ত্রে তিনি ৭৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬০] তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত গ্রন্থগলো উল্লেখযোগ্য ঃ

১. কিতাবুল ইবানা (كتاب الإبانة)

২. কিতাবুল লাম' (كتاب اللمع.)

৩. কিতাবুল মু'জিয (كتاب الموجز.)

৪. কিতাবুল ইযাহ্ ওয়াল বুরহান (كتاب الإيضاح و البرهان.)

৫. কিতাবুশ্ শারহিত্ তাফযীল ও ফির রাদ্দি আলা আহলিল ইফকি ওয়াত্ তাদলীল (كتاب الشرح التفصيل فى الرد على أهل الافك و التضليل)

ইরাকের আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হচ্ছেন যাহিরী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা দাউদ ইব্ন আলী ইব্ন খালফ (২০২/৮১৭-২৭০-৮৮৪)। তিনি ফিকহ্ এবং হাদীসের ইমাম। মুজতাহিদ এবং আল্লাহ্‌ভীরু ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এবং তাঁর অনুসারীরা হাদীসের বাহ্যিক ভাবের অনুসারী বলে তাঁদের 'আহলুয যাওয়াহির' বলা হয়।[১৬১]

বাগদাদের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও তাফসীর শাস্ত্রবিদ আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (২২৪/৮০৮-৩১০/৯২৩) ছিলেন ইমাম তাহাভীর (র.) সমসাময়িক। তিনি হাদীস, তাফসীর, ফিকহ্, ইল্‌মুল কিরা'আত, মা'আনী প্রভৃতি

---

১৫৯. কাশফুয্ যুনূন, ২য় খঃ, ১ম সং (মাতবা'উল আ'লাম, মিস্‌র, হিঃ ১৩১০) পৃঃ ৩২৬। জুব্বায়ী শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সাম'আনী-এর মতে: جبى বসরায় একটি জনপদের নাম। হামাভীর মতে, এটা বাগদাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের একটি নহরের নাম।

ইব্ন খাল্লীকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, পৃঃ ৩৬৮।

১৬০. ইব্ন খাল্লীকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬০৮।

১৬১. বিশিষ্ট সাহাবী আবূ মূসা আল-আশ'আরী (র.)-এর বংশদ্ভুত বলে তাঁকে আল-আশ'আরী বলা হয়। তিনি বস্‌রার অধিবাসী ছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। আর রাওয়ায়াহ আল-উশফান্দী সড়কে তাঁকে দাফন করা হয়। সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৯।

www.pathagar.com

বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। শীরাযী তাঁকে একজন মুজতাহিদ বলে উল্লেখ করেন।[১৬২] ইমাম নাবাবী (র.) বলেন, উম্মাহ্-এর ইজমা' অনুসারে তাফসীর-ই-তাবারীর সমকক্ষ কোন তাফসীর সংকলিত হয় নি।[১৬৩] তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থ সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। ইবনুল জাওযী (র.) এটাকে ইতিহাস শাস্ত্রে অনবদ্য বলে উল্লেখ করেন।[১৬৪]

তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ঃ

১. আল-আদাবুল-হামীদা ওয়াল আখ্লাকুন্-নাফীসা,
২. ইখ্তিলাফুল ফুকাহা,
৩. তারীখুর রিজাল,
৪. তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূক,
৫. জামি'উল বায়ান ফী তাফ্সীরিল কুরআন,
৬. তাহযীবুল আদাব,
৭. কিতাবুল বাসীর ফিল-ফিকহ্,
৮. আল-জামি' ফিল-কিরা'আত,
৯. কিতাবুত তাবসীর ফিল-উসূল,
১০. কিতাবুল-হাকীক ফিল ফিকহিল লাতীফ,
১১. কিতাবুয্ যাকাত প্রভৃতি।[১৬৫]

হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে খুরাসান এবং মা-ওয়ারা উন্ নাহার[১৬৬] প্রভৃতি রত্নপ্রসবিনী এলাকা হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্রে এমন মহৎ ব্যক্তিগণের জন্ম দেয় যাঁদের

---

১৬২. সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৯; ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১১; ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী ঃ আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরীদী, ১ম সং, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪০৪/ ১৯৮৩), পৃঃ ২৫৮।

১৬৩. আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ (দারুত তাবা'আতুল আরাবিয়্যা, বৈরুত) পৃঃ ৬৮; ইবনুল আসীর ঃ আল-কামিল, ৭ম খঃ।

এ প্রসংগে উল্লেখ্য, তিনি কোন কোন বিষয়ে চার মাযহাবের বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। যেমন তাঁর মতে স্বর্ণ এবং রৌপ্য নির্মিত বাসন কোসনে শুধু পান করা নিষিদ্ধ। খাওয়া দাওয়া, গোসল ও হাত মুখ প্রক্ষালন ইত্যাদি নিষিদ্ধ নয়। তাঁর দলীল এই হাদীস ঃ

الذى يشرب فى آنية الذهب و الفضة إنما يجرجرفى بطنه نار

যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পান করে তার পেটে আগুন নড়াচড়া করতে থাকে।

আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬১।

১৬৪. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭৭-৫৭৮।

১৬৫. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয্ যুনূন, (দারুল ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ৪৩৭।

১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭।

www.pathagar.com

তুলনা ইসলামী জগতে বিরল। আল-মাক্‌দিসী (মৃঃ ৩৯৬/১০০৬) এ অঞ্চলের প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেন ঃ

"ইহা একটি মহামর্যাদাপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মহত্বের অধিকারী এবং জ্ঞানী। ইহা পূণ্যের খনি, জ্ঞানের আধার, ইসলামের সুদৃঢ় স্তম্ভ ও মহাদূর্গ। এখানকার শাসকগণ হচ্ছেন সর্বোত্তম শাসক এবং সেনাবাহিনী হচ্ছে উত্তম সেনাবাহিনী। এখানকার ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ ছিলেন শাসকগণের সমমর্যাদা সম্পন্ন।"[১৬৭]

সিহাহ্ সিত্তাহ্ সংকলকগণের কোন্ কোন্ শায়খ্ ইমাম তাহাভী (র.) এর শায়খ্ ছিলেন

এই সুজলা সুফলা উর্বর এলাকায় ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন এই সিহাহ্ সিত্তা সংকলকগণেরই সমসাময়িক।

এমনকি তাঁর কোন কোন শায়খ কোন কোন সিহাহ্ সিত্তাহ্ সংকলকের শায়খ ছিলেন। এর একটা নাতিদীর্ঘ তালিকা নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক সংখ্যা	সিহাহ্ সিত্তাহ্-এর সংকলক	সংকলকের মৃত্যু সন	সংকলকের মৃত্যুকালে ইমাম তাহাভীর বয়স	উভয়ের একই শায়খ
১.	আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী	২৫৬	১৭	
২.	মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিশাপূরী	২৬১	২২	হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী এবং ইউনূস ইব্ন আবদিল আলা
৩.	ইব্ন মাজাহ-আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ	২৭৩	৩৪	হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী
৪.	আবু দাউদ-সুলায়মান ইবনুল আশ'আস	২৭৫	৩৬	হারুন ইব্ন সাঈদ, রাবী ইব্ন সুলায়মান আল-জীযী এবং আবদুল গানী ইব্ন রিফা'আহ্
৫.	আত-তিরমিযী আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা	২৭৯	৪০	
৬.	আন-নাসাঈ আবূ আবদির রাহমান আহ্মাদ ইব্ন শু'আয়ব	৩০৩	৬৪	হারুন ইব্ন সাঈদ, রাবী আল-জীযী এবং ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক

---

১৬৭. ইসমাঈল পাশা ঃ হাদয়াতুল-আরিফীন আসমা-উল মুআল্লিফীন ওয়া আসারুল মুসান্নিফীন মিন কাশফিয-যুনূন, ৬ষ্ঠ খঃ (দারুল-ফিক্‌র, মিস্‌র, ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ২৬-২৭।

www.pathagar.com

আল্লামা তাহাভীর সমসাময়িক সিহাহ্ সিত্তাহ্-এর এ সকল সংকলকগণ সম্পর্কে আমরা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই ঃ

ইমাম বুখারী (র.)

সহীহ্ বুখারীর সংকলক মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল।[১৬৮] মুসলিম অধ্যুষিত এবং ইসলামী সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাভূমি বুখারা নগরে জন্মগ্রহণ (১৯৪/৮১০-২৫৬-৮৭০) করেন।

শৈশবকালেই তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। মায়ের স্নেহময় কোলে তিনি আশৈশব লালিত-পালিত হন।[১৬৯] তিনি যখন মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভে রত ছিলেন, তখনই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষা লাভের উদগ্র বাসনা জাগ্রত হয়। এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) নিজেই বলেন ঃ

'মক্তবের প্রাথমিক লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইল্হাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তারও কম।'[১৭০]

---

১৬৮. এখানে সামানীয় রাজত্ব (২৬১/৮৭৪-৩৮৯/৯৯৯) প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, আসাদ ইব্ন সামান। আর শাসকগণের উপাধি ছিল, সুলতানুস্ সালাতীন। আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, পৃঃ ২৬৯; ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী, আল-আকীদাতুল ইসলাম, পৃঃ ২৬৬-২৬৭।

১৬৯. আরবী ঃ

إنه اجل الأقاليم و اكثرها أجلة و علماء ، وهو معدن الخير و مستقر العلماء وركن الاسلام المحكم وحصنه الاعظم ، و ملكه خير الملوك وجنده خير الجنود ، فيه يبلغ الفقها درجة الملوك

আল-মাক্দিসী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯৪।

১৭০. তাঁর পুরোনাম আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইবনুল মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ। 'বারদিযবাহ' শব্দের অর্থ কৃষক। তাঁর প্রপিতা বারদিযবাহ ছিলেন অগ্নিউপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ বুখারার তৎকালীন গভর্নর আল-ইয়ামানুল জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম বুখারীর দাদা ইব্রাহীম সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় নি। তবে তাঁর পিতা ইসমাঈল ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস।

আহ্মাদ আলী সাহারাণপূরী ঃ মুকাদ্দিমাতু সহীহিল বুখারী, ১ম সং, (নূর মুহাম্মদ, আসাহ্হুল মাতাবি, করাচী, ১৩৫৭/১৯৩৮) পৃঃ ৩; ড. যুবায়র সিদ্দিকী ঃ Hadith literature, Calcutta University, 1961), P. 89.

www.pathagar.com

তিনি দশ বছর বয়স থেকে হাদীস মুখস্থ করতে শুরু করেন। এগার বছর বয়সে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দালিখী (র.) কর্তৃক বর্ণিত একটি সনদে ভুল ধরে দেন।[১৭১] ষোল বছর বয়সে তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ্ ইব্নুল মুবারক (র.) (১১৮/৭৩৬-১৮১/৭৯৭)[১৭২] এবং ইমাম ওয়াকী' (র.)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নেন। ১৭২/৮৮৫-২১০/৮২৫ সালে তিনি মা ও বড় ভাই আহ্মাদ সমভিব্যাহারে হজ্জে গমন করেন। এই সফরে তিনি ছয় বছর পর্যন্ত হিজাযে অবস্থান করে। সেখানকার খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে একাগ্রমনে হাদীস শ্রবণ করেন। এরপর তিনি হাদীসের অনুসন্ধানে মিসর গমন করেন। পরবর্তী ষোল বছর তিনি এ কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

এ ষোল বছরের এগার বছর তিনি সমগ্র এশিয়া পর্যটন করেন এবং পাঁচ বছর বস্রায় অতিবাহিত করেন।[১৭৩] এরপর তিনি জন্মভূমি বুখারায় প্রত্যাবর্তন করে

---

১৭১. প্রসংগত উল্লেখ্য, শৈশবকালে ইমাম বুখারী (র.) তাঁর চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তখন এক রাতে তাঁর মা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি তাঁকে বলেন ঃ তোমার অধিক দু'আ-এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার সন্তানের চোখের জ্যোতি ফেরৎ দান করেছেন। সকাল বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে তিনি পৃথিবীর আলো দেখতে পান।
ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী লি ফাতহিল বারী, মুকাদ্দিমাতু শারহিল বুখারী, ২য় সং, (দারু ইহায়াইত্ তুরাসিল্ আরাবী, বৈরুত, লেবানন, তা, বি,) পৃঃ ৪৭৮; মুল্লা আলী আল-কারী ঃ মিরকাত, ১ম সং, (মাজলিসু ইশা'আতিল মা'আরিফ, মুলতান ১৩৮৬/১৯৬৬), পৃঃ ১৩।

১৭২. ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৭৮-৪৭৯।
মূল আরবী ঃ
ألهمت حفظ الحديث وأنافي الكتاب، قلت : وكم أتى عليك إذ ذاك ؟ فقال عشر سنين او اقل

১৭৩. দাখিলী তাঁর হাদীসের সূত্র বর্ণনায় বলেন ঃ সুফিয়ান আবূয যুবায়র তিনি ইব্রাহীম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। এ সনদ শুনে বালক বুখারী বলেন, আবূয যুবায়র ইব্রাহীমের নিকট থেকে কোন হাদীস আদৌ বর্ণনা করেন নি। এতে মুহাদ্দিস দাখিলী (র.) তাঁকে ধমক দেন। তখন ইমাম বুখারী (র.) বলেন, 'আপনার নিকট মূল গ্রন্থটি বর্তমান থাকলে একবার তা খুলে দেখুন।' তিনি তখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে মূল গ্রন্থটি দেখে এসে বললেন, 'হে বালক! সনদটি কিরূপ হবে?' ইমাম বুখারী (র.) তখন বলেন, এখানে আবূয যুবায়র হবে না। বরং আসল বর্ণনায় সূত্র হবে, যুবায়র ইব্ন সাদ্দী ইব্রাহীম থেকে। তখন তিনি বালক বুখারী থেকে কলম নিয়ে তাঁর মূল গ্রন্থ ঠিক করে বলেন, 'তুমিই সঠিক বলেছ।'
ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৭৯; খতীব বাগদাদী ঃ তারীখ বাগদাদ, ২য় খঃ (মাকতাবাতুল খান্জী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১), পৃঃ ৭।

www.pathagar.com

ইন্তিকালের কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। তখন বুখারার শাসক ছিলেন খালিদ ইব্ন আহ্মাদ আয-যাহলী। তিনি ইমাম বুখারীকে তাঁর সংকলিত জামি' এবং তারীখুল কবীর গ্রন্থদ্বয় নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) সুস্পষ্ট ভাষায় তা অস্বীকার করে বলেন, তাঁর এ জিনিসের প্রয়োজন হলে তিনি যেন আমার নিকট আমার মসজিদে কিংবা আমার ঘরে উপস্থিত হন। এতে তাঁদের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।[১৭৪]

এরপর ইমাম বুখারী (র.) সমরকন্দের নিকটবর্তী খরতংক নামক একটি গ্রামে চলে যান। এখানে তিনি একরাতে নামাযান্তে দু'আ করে বলেন, হে আল্লাহ্! এই বিশাল পৃথিবী আমার প্রতি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাই তুমি আমাকে তোমার নিকট নিয়ে যাও। এরপর একমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ৬২ বছর বয়সে এখানে ইন্তিকাল করেন।[১৭৫]

ইমাম বুখারী (র.) তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইমাম মুসলিম (র.) একদিন ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কপালে চুম্বন করেন। এরপর তিনি তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে সকল উস্তাদের উস্তাদ, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক বলে উল্লেখ করেন।[১৭৬] হাদীস শাস্ত্রবিদ ইব্ন খুযায়মার মতে, আকাশের নীচে ইমাম বুখারী (র.) অপেক্ষা হাদীসের বড় আলিম ও হাকিম আর কেউ নেই।[১৭৭]

---

১৭৪. ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৭৯।

১৭৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম সং, ২য় খঃ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ১২৩-১২৪।

১৭৬. ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৯৪।

প্রসংগত উল্লেখ্য, হাকিম নিশাপূরীর মতে, বুখারার শাসক খালিদ ইমাম বুখারীকে তাঁর প্রসাদে উপস্থিত হয়ে তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর জামি' এবং তারীখুল কাবীর পড়াবার আদেশ দেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র.) এ আদেশ পালন করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, এই কিতাব আমি বিশেষভাবে কিছু লোককে শুনাব এবং কিছু লোককে শুনাব না তা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ ঘটনার পর ইমাম বুখারী (র.)-কে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৯৪।

১৭৭. ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯৪; তাকী উদ্দীন নাদাভী ঃ মুহাদ্দিসীন-ই-ইযাম আওর উনকে কারনামে, ১ম সং, (মাজলিস-ই-নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, ১৯৮৩), পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী (র.) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে পূর্ণ ষোল বছর সময়ে তাঁর 'আল-জামি'[১৭৮] গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে তিনি ৭২৭৫ টি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।[১৭৯]

প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি অযূ ও গোসল করে দুই রাক'আত নফল নামায আদায় করতেন। এরপর তিনি ইস্তিখারার মাধ্যমে হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন।[১৮০] এ গ্রন্থটি ফিক্হের অধ্যায়মালার অনুকরণে সজ্জিত। গ্রন্থের অধ্যায় বিন্যাসে ইমাম বুখারী (র.) একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। সকল অধ্যায়ের জন্য তিনি যথাযোগ্য হাদীস পান নি বলে বহু অধ্যায় হাদীস শূন্য থেকে যায়। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে শিরোনাম নির্দ্ধারণ করেন।[১৮১]

---

১৭৮. ডক্টর সুবহী সালিহ্ ঃ উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ্, ১৫ ম সং, (দারুল-ইল্ম্, বৈরুত, লেবানন, ১৯৮৪), পৃঃ ৩৯৭।

১৭৯. শামসুদ্দীন যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২য় খঃ, (দারু ইহ্ইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৯৫৬), পৃঃ ৫৫৬।

১৮০. এর পুরোনাম ঃ আল-জামিউস্ সাহীহুল মুসনাদুল মুখ্তাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি (সা.) ওয়া সুনানিহী ওয়া আয়্যামিহী।'

ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬; মানাযির আহ্মাদ গীলানী ঃ তাদবীন-ই-হাদীস, ১ম সং, (মাকতাবাহ্ থানভী, দেওবন্দ, ১৯৮৩।) পৃঃ ৯; আইনী ঃ উমদাতুল-কারী, ১ম খঃ (দারুল ফিক্র তা, বি,) পৃঃ ৫।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী (র.) এ গ্রন্থ সংকলনে প্রেরণা লাভ করেন তাঁর শিক্ষক বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ (র.)-এর মজলিস থেকে। তিনি একদিন তাঁর ছাত্রগণকে সম্বোধন করে নবী করীম (স.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস ও সুন্নাত সমূহের সমন্বয়ে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেন। শিক্ষকের এ বাসনাটি ইমাম বুখারী (র.)-কে আন্দোলিত করে এবং তিনি অনতিবিলম্বে হাদীস গ্রন্থ সংকলনের কাজ শুরু করেন। এই সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.) থেকে নিম্নে বর্ণিত একটি কারণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি এক রাতে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-কে স্বপ্নে দেখেন। আর তখন তিনি যেন পাখা হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর উপর থেকে মাছির আক্রমণ প্রতিহত করছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানকারীগণ এর ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র.)-কে বলেন যে, তুমি রাসূলের (স.) প্রতি আরোপিত সকল মিথ্যার প্রতিরোধ করবে। বস্তুত এ স্বপ্নই তাঁকে এ সহীহ্ গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করে।

অবশ্য এ দু'টি বর্ণনায় দুই প্রকারের কারণের উল্লেখ থাকলেও এই কারণ দু'টির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সম্ভবত তিনি উস্তাদের মজলিস থেকে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসার পর তারই অনুকূলে এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন।

ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫; মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ৫৩৮-৫৪০।

১৮১. বুখারী শরীফে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা নয় হাজার বিরাশী (৯০৮২) টি। মু'আল্লাক (المعلق.) মুতাবি'আত (المتابعات.) ও মাওকূফাত (الموقوفات.)

www.pathagar.com

ইমাম বুখারী (র.) এ গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আলী ইব্ন মাদীনী (র.) (১৬১/৭৭৮-২৩৪/৮৪৯), আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) (১৬৪/৭৮১-২৪১/৮৫৫), এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) (১৫৮/৭৭৫-২৩৩/ ৮৪৮)-এর নিকট পেশ করেন। তাঁরা সকলেই গ্রন্থটিকে খুব পসন্দ করেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে স্পষ্টভাষায় স্বাক্ষ্য দান করেন।[১৮২] অধিকাংশ আলিমের মতে আল্লাহ্র কিতাবের পর আসমানের নীচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সাহীহুল বুখারী।[১৮৩]

ইমাম বুখারী (র.)-এর রচিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আত্-তারীখুল আওসাত (التاريخ الاوسط)

২. আত্-তারীখুল-সাগীর (التاريخ الصغير)

৩. কিতাবুয্-যু'আফা ওয়াল কাবীর (كتاب الضعفاء والكبير)

৪. তানভীরুল আইনাইন বি-রাফইল - ইয়াদায়ন ফিস্-সালাত

(تنوير العينين برفع اليدين فى الصلوة)

৫. খায়রুল কালাম ফিল কিরা'আতি খালফাল ইমাম

(خير الكلام فى القراءة خلف الامام)

৬. কিতাবু খালকি আফ'আলিল ইবাদ (كتاب خلق افعال العباد)

৭. আল-আদাবুল মুফরাদ (الادب المفرد)

৮. আল-জামি'উল কাবীর (الجامع الكبير)

৯. আল-মুসনাদুল কাবীর (المسند الكبير)

বাদ দিলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় সাত হাজার তিনশ' সাতানব্বই (৭৩৯৭) টি আর একাধিকবার উল্লেখিত হাদীস বাদ দিয়ে মোট হাদীসের সংখ্যা হয় দুই হাজার ছয়শ' দুই (২৬০২) টি। অপর এক হিসাব মতে এ পর্যায়ে হাদীসের সংখ্যা হয় দুই হাজার সাতশ' একষট্টি (২৭৬১) টি। কিন্তু আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.)-এর মতে একাধিকবার উল্লেখিত হাদীসসহ সহীহ্ বুখারীতে সন্নিবেশিত মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে সাত হাজার দুইশ' পঁচাত্তর (৭২৭৫) টি আর পুনরুল্লেখিত হাদীসসমূহ বাদ দিয়ে হিসাব করলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার। এ সংখ্যা গণনায় পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন ছাত্র এ গ্রন্থটি শ্রবণ করেন। তাঁদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যা কম বেশী হওয়ায় এ পার্থক্য দেখা দেয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ঃ উমদাতুল কারী, ১ম খঃ, (দারুল ফিক্র), পৃঃ ৬; আবদুল আযীয আল-খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, ২য় সং, (আল-মাতবা'আতুল আরাবিয়্যাহ, মিস্র, ১৩০৭ হি. পৃঃ ৪০।

১৮২. বদরুদ্দীন আইনী ঃ উমদাতুল কারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫।

১৮৩. ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬।

www.pathagar.com

১০. কিতাবুল আশরিবাহ (كتاب الاشربة)
১১. কিতাবুল হিবাহ (كتاب الهبة)
১২. আসাসুস্-সাহাবাহ (اساس الصحابة)
১৩. কিতাবুল ইলাল (كتاب العلل)
১৪. কিতাবুল ভিজদান (كتاب الوجدان)
১৫. কিতাবুল মাবসূত (كتاب المبسوط) ইত্যাদি।[১৮৪]

ইমাম মুসলিম (র.)

ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমসাময়িক ইমাম মুসলিম (র.)[১৮৫] খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপূরে জন্মগ্রহণ (২০২/৮১৭ অথবা ২০৬/৮২১-২৬১/৮৭৫) করেন।

হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক, হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি শহরে উপস্থিত হয়ে তথায় অবস্থানকারী হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[১৮৬] ইমাম বুখারী (র.) যখন নিশাপূরে উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর নিকট থেকে যথেষ্ট উপকৃত হন।

ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তিন

---

১৮৪. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ১ম সং, (বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২, ১৯৭০।) পৃঃ ৫৪৮।

১৮৫. ইব্ন হাজার ঃ হুদা আস্ সারী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮।
প্রসংগত উল্লেখ্য, ব্রোকেলম্যান ইহার তেতাল্লিশ (৪৩) টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন যে, আল-ওয়াদ-এর বর্ণনানুসারে এর ব্যাখ্যা গ্রন্থের সংখ্যা ষাট (৬০) টি। হাজী খলীফা'র মতে এর শারহ গ্রন্থের সংখ্যা বিরাশী (৮২) টি। এগুলোর মধ্যে হাফিয ইব্ন হাজার (র.)-এর ফাতহুল বারী, আল্লামা আইনী (র.)-এর উমদাতুল কারী এবং আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাসতল্লানী (র.)-এর ইরশাদুস্-সারী সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।
ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল আদাব, ৪র্থ সং, ৩য় খঃ (দারুল মা'আরিফ, মিস্র), পৃঃ ১৬৩-১৭৫; হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ (দারুল ফিক্র), ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৫৪১-৫৫৫; আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪২-৪৩।

১৮৬. ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল আদব, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ১৭৮-১৭৯; ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭৬-৫৭৭; ইব্ন হাজার ঃ তাহ্যীব, ৯ম খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, দিকান, ১৩২৬ হিঃ।) পৃঃ ৪৭-৫৫; সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, পৃঃ ১২৪।

www.pathagar.com

লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে তাঁর সহীহ্ গ্রন্থ সংকলন করেন।[১৮৭] তিনি এ গ্রন্থের হাদীস সমূহকে পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেন নি। তিনি এতে ইসনাদের উপর বিশেষ জোর দেন। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর গ্রন্থে এক একটি হাদীস বিভিন্ন ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, যা একই ধরনের বা সামান্য পরিবর্তিত বিভিন্ন মতন-এর সূচনা হিসেবে কাজ করে। এ ধরনের নতুন ইসনাদ মূল গ্রন্থে 'হা' (তাহ্বীল) অক্ষর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থের শুরুতে ইমাম মুসলিম (র.) উসূলুল হাদীস এর একটি মূল্যবান উপক্রমণিকা (মুকাদ্দিমা) সংযোজন করেছেন।[১৮৮]

ইমাম মুসলিম (র.) হাদীস সম্পর্কিত চব্বিশটি[১৮৯] গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. কিতাবুল কুনা ওয়াল-আস্মা (كتاب الكنى و الاسماء)
২. কিতাবুল মুনফারিদাত ওয়াল ওয়াহদান (كتاب المنفردات والوحدان)
৩. কিতাবুল ইনতিকা বিজুলূদিস-সিবা (كتاب الانتقاء بالجلودالسبا)
৪. কিতাবুত্ তাবাকাত (كتاب الطبقات)
৫. কিতাবুত্ তারীখ (كتاب التاريخ)
৬. মুসনাদুল কাবীর (مسند الكبي)
৭. কিতাবুল আক্রান (كتاب الاركان)

---

১৮৭. তাঁর পুরোনাম আসাকিরুদ্দীন আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইব্ন দাউদ ইব্ন কূশাদ আল-কুশাইরী। প্রসংগত উল্লেখ্য, হাফিয যাহাবী (র.)-এর মতে তিনি হিজরী ২০৪ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনুল আসীর এবং ইব্ন খাল্লিকানের মতে তিনি হিঃ ২০৬ সালে জন্মলাভ করেন।

হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায; ২য় খঃ ৩য় সং, (দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল ইসলামী), বৈরুত, ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃঃ ৫৮৮; তাকী উদ্দীন নদ্ভী ঃ মুহাদ্দিসীন-ই-ইযাম, পৃঃ ১৬৭।

১৮৮. তিনি খুরাসান-এ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ, রায় এ মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান, আবূ গাস্সান; হিজায এ সাঈদ ইব্ন মানসূর, আবূ মাস'আর; ইরাক এ আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা এবং মিসরে হারমালাহ্ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

ডক্টর সুবহী সালিহ্ ঃ উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃঃ ৩৯৮।

১৮৯. ইমাম মুসলিমের নিজের বর্ণনানুসারে একাধিকবার উল্লেখিত হাদীস বাদ দিলে তাঁর এ গ্রন্থের হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজার (৪০০০) টি। আর একাধিকবার উল্লেখিত হাদীসসহ মোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে সাত হাজার, দুইশ' পচাঁত্তর (৭২৭৫) টি।

আবদুল আযীয আল-খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, পৃঃ ৪৭।

www.pathagar.com

৮. কিতাবু হাদীসি আমর ইব্ন শু'আইব (كتاب حديث عمر وبن شعيب) ইত্যাদি।[১৯০]

ইমাম আবূ দাউদ (র.)

সুনানু আরবা'আহ্-এর সংকলকগণের মধ্যে বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ ইমাম আবূ দাউদ[১৯১] (২০২/৮১৭-২৭৫/৮৮৯) (র.) ও ছিলেন ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমসাময়িক। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া, হিজায, ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন। ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, উসমান ইব্ন আবী শায়বা, মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম, কা'নাবী, আবূ দাউদ তায়ালিসী প্রমুখ বহু মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁর ইল্মে হাদীসের উস্তাদ।[১৯২]

ইমাম আবূ দাউদ (র.) ছিলেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক, এর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম

---

১৯০. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৮।

প্রসংগত উল্লেখ্য, এই গ্রন্থে তাফসীর সম্পর্কিত হাদীস সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে আবদুল আযীয (র.) এটিকে জামি' এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তবে কাশফুয-যুনূন-এর সংকলক এটিকে আল-জামি' বলে উল্লেখ করেছেন। হাফিয আবূ আলী নিশাপূরী ইমাম মুসলিম (র.) এর সহীহ্ গ্রন্থকে ইমাম বুখারী (র.) এর জামি' গ্রন্থের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ আলিমের মতে ইমাম বুখারী (র.)-এর জামি' সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। ব্রোকেলম্যান সহীহ্ মুসলিমের আঠারটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। আর হাজী খলীফা এর পনেরটি ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম নববী (র.)-এর আল-মিনহাজ, আবুল ফারজ ঈসা ইব্ন মাসঊদের ইকমালুল ইকমাল, আহ্মাদ আল-কাসতল্লানী (র.)-এর আল-ইবতিহাজ এবং মাওলানা শাব্বীর আহ্মাদ উসমানী (র.)-এর ফাতহুল মূলহিম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৫৫৫-৫৫৮; ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল আদব, ৩য় খঃ পৃঃ ১৮০-১৮৩; তাকী উদ্দীন নদ্ভী ঃ মুহাদ্দিসী-ই-ইযাম আওর উনকে কারনামে, পৃঃ ১৮১-১৮৮; আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬-৪৮।

১৯১. Suhaib Hasan Abdul Ghaffar : Criticism of Hadith among Muslims with reference to sunan ibn Maja, 2nd Edition (Ta-Ha Publishers, London, 1407 1986), P. 118.

১৯২. ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ১ম খঃ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৬-১২৮; ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল আদব, ৩য় খঃ (প্রাগুক্ত) পৃঃ ১৮০-১৮৩; আবুল ফিদা ঃ আখ্বারুল বাশার, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫; ইব্ন নাদীম ঃ ফিহরিস্ত (দারুল মা'আরিফ, বৈরুত, পৃঃ ৩২২; তাকী উদ্দীন ঃ মুহাদ্দিসীন-ই-ইযাম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭২।

www.pathagar.com

দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহ্ ভীরু ব্যক্তি।[১৯৩]

ইমাম তিরমিযী (র.) এবং ইমাম নাসাঈ (র.) হাদীসে তাঁর ছাত্র। আশ্চর্যের বিষয়, ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) একদিকে ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর উস্তাদ, অপর দিকে ইমাম আহ্মাদ (র.)-এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবূ দাউদ (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্মাদ (র.) নিজেও ইমাম আবূ দাউদ (র.) থেকে উতায়রাহ-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৯৪]

ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাঁর সুনান গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে সর্বমোট চার হাজার আটশ' হাদীস স্থান পেয়েছে। এ সব হাদীস আহ্কাম সম্পর্কিত এবং এর অধিকাংশই মাশহুর পর্যায়ের।[১৯৫] তাঁর এ গ্রন্থটি ফিকহ্ শাস্ত্রের রীতিতে সজ্জিত। ফিক্হ-এর সকল বিষয়ই এতে আলোচিত হয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করেই হাফিয আবূ জা'ফর ইব্ন জুবায়র গরনাতী (মৃঃ ৭০৮/১৩০৮) সুনানু আবী দাউদ সম্পর্কে বলেন ঃ ফিকহ্ সম্পর্কিত হাদীস সমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ায় সুনানু আবূ দাউদের যে বিশেষত্ব তা সিহাহ্ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থের নেই।[১৯৬]

---

১৯৩. তাঁর নাম ঃ সুলায়মান ইবনূল আশ'আস ইব্ন ইসহাক ইব্ন বাশীর ইব্ন শাদ্দাদ ইবন আমর। তিনি সিজিস্তান-এ জন্মগ্রহণ করেন। ইব্ন খাল্লিকানের মতে এটি বসরার নিকট একটি গ্রামের নাম। শাহ আবদুল আযীয (র.)-এর মতে সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর। ইয়াকূত হামাভী (র.)-এর মতে এ স্থানটি খুরাসানে অবস্থিত। এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবূ দাউকে সানজারীও বলা হয়। প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম আবূ দাউদের উর্দ্ধতন পিতা ইমরান বনূ আযদ গোত্রের অধিবাসী। ছিলেন। তিনি হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফ্ফীন প্রান্তরে শহীদ হন।

খাতীব ঃ তারীখু বাগদাদ, ৯ম খঃ (মাক্তাবা-আল-খাঞ্জী, কায়রো ১৩৪৯/১৯৩১), পৃঃ ৫৫-৫৯; ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, ২য় খঃ (মাকতাবাতুল কুদ্সী, কায়রো, ১৩৫০), পৃঃ ১৬৭; তাকী উদ্দীন নদভী ঃ মুহাদ্দিসীন-ই-ইযাম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৯।

Dr. M. Zubayr siddiqi ঃ Hadith literature (Calcútta University. 1961) P. 103.

১৯৪. হাফিয যাহাবী ঃ তায্কিরাতুল হুফ্ফায, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯১।

১৯৫. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূমুয্ যাহিরাহ্, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৩।

১৯৬. হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরা, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯১-৫৯২।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর চাল-চলন এবং আখ্লাক ও চরিত্রে ইমাম আহ্মাদ (র.) এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ওয়াকা ইবনুল-জাররাহ (১২৯/৭৪৬-১৯৭/৮১৩ (র.)-এর সাথে সাদৃশপূর্ণ। আর তিনি ছিলেন সুফিয়ান (র.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সুফিয়ান ছিলেন মনসূর (র.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর মানসূর

www.pathagar.com

ইমাম তিরমিযী (র.)

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম তিরমিযী (র.)[১৯৭] জীহুন নদীর বেলাভূমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে জন্মগ্রহণ (২০৬/৮২১-২৭৯/১৯২) করেন। ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন তাঁর সমসাময়িক। হাদীস শাস্ত্রে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে হিজায, খুরাসান, ইরাক প্রভৃতি দেশ সফর করেন। তিনি ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম আবূ দাউদ (র.) প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ইমাম বুখারীর (র.) কোন কোন শিক্ষক যথা কুতায়বাহ্ ইব্ন সাঈদ (১৪৯/৭৬৬-২৪০/৮৫৪), আলী ইব্ন হাজর (মৃঃ ২৪৪/৮৫৮), ইব্ন বাশ্শার প্রমুখ থেকে হাদীস শ্রবণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র.)-এর সাথী ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) নিজেও তাঁর থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন সূতীক্ষ্ণ ও প্রখর স্মৃতির অধিকারী। পরিণত বয়সে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন।[১৯৮]

ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

ছিলেন ইব্রাহীম (র.)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর ইব্রাহীম ছিলেন আলকামা (র.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামা (র.) ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামা (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) ছিলেন তাঁর চালচলন এবং আখ্লাক ও চরিত্রে নবী করীম (সা.)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাহ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯২।

১৯৭. আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৬-৮৭; ডক্টর সুবহী সালিহ্ ঃ উলূমুল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১; হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাহ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯২-৫৯০।

১৯৮. সুয়ূতী ঃ মুকাদ্দিমাত যাহরির রুয়া।
প্রসংগত উল্লেখ্য অনেক প্রথিতযশা মুহাদ্দিস-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ঃ
ক. ইমাম আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী (র.) (মৃঃ ৩৮৮/৯৯৮),
খ. ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.),
গ. ইমাম সিরাজুদ্দীন উমর ইব্ন আলী (র.) (মৃঃ ৮০৪/১৪০১),
ঘ. ইমাম ওয়ালি উদ্দীন আল-ইরাকী (র.),
ঙ. ইমাম আবূ যুর'আহ আহ্মাদ ইব্ন আবদুর রাহীম আল-ইরাকী (র.) (মৃঃ ৮২৬/১৪২২,
চ. হাফিয আলা উদ্দীন মুগলাতায়ী (র.) (মৃঃ ৭৬২/১৩৬১),
ছ. কুতুবুদ্দীন আবূ বকর আল-ইয়ামান (র.) (মৃঃ ৬৫২/১২৫৪),
জ. মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (র.) প্রমুখ।
হাজী খলীফা ঃ কাশ্ফুয যুনূন, ২য় খঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০৪-৫।

www.pathagar.com

১. আল্-জামিউস্ সহীহ্, (الجامع الصحيح) [১৯৯]
২. কিতাবুশ শামাঈল, (كتاب الشمائل) [২০০]
৩. তাসমিয়্যাতু আসহাবি রাসূলিল্লাহ্ (সা.) (تسمية اصحاب رسول الله)
৪. কিতাবু নাওয়াদিরি রাসূলিল্লাহ্ (সা.), (كتاب نوادر رسول الله)
৫. আত্-তারীখ, (التاريخ)
৬ আল-ইলাল। (العلل)

ইমাম নাসাঈ (র.)

ইমাম তাহাভীর সমকালীন খুরাসানের আর একজন বিশিষ্ট হাদীসবেত্তা ছিলেন

---

১৯৯. তাঁর পুরোনাম ঃ আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ইব্ন সাওরাহ ইব্ন মূসা ইব্ন যাহ্যাক আস-সূলামী আত্-তিরমিযী আল-বূগী (র.)।

২০০. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ; (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮১, ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৮; ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৮৭; যাহাবী ঃ তাযকিরা, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৩৩-৬৩৪; ইব্ন নাদীম ঃ ফিহরিস্ত, পৃঃ ২৩৩; যাহাবী ঃ মীযানুল-ই'তিদাল, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৭; যিরাক্লী ঃ আল-আ'লাম, ৭ম খঃ, ২য় সং (যাযবাদাহ), পৃঃ ২১৩; আল-ইয়াফিঈ ঃ মির'আতুল জানান, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৩।
প্রসংগত উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযী (র.) একবার শুনেই বহু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করে নিতে পারতেন। একবার জনৈক মুহাদ্দিসের বর্ণিত দু'টি হাদীসাংশ তিনি লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু উক্ত মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর কোন দিন সাক্ষাৎ হয় নি। ফলে তিনি মনে মনে সেই মুহাদ্দিসের সন্ধানে উদগ্রীব ছিলেন। একদিন মক্কা শরীফের পথে সেই মুহাদ্দিসের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। আর তখন তিনি তাঁর নিকট থেকে হাদীস শুনার বাসনা প্রকাশ করেন। তিনি তখন প্রস্তাব করেন যে, তিনি হাদীসগুলো পড়বেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) সেগুলো তাঁর লিখিত পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নেবেন। তিরমিযী (র.) এর ধারণা ছিল যে, পৃষ্ঠাগুলো তাঁর সাথেই রয়েছে। কিন্তু পরে খুঁজে দেখলেন যে, সেগুলো সাথে নেই বরং কিছু সাদা কাগজ তাঁর সাথে রয়েছে। মুহাদ্দিস তখন হাদীস পড়তে শুরু করেন এবং ইমাম তিরমিযী (র.) কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা সামনে রেখে সেগুলোর প্রতি তাকাতে থাকেন। কিন্তু মুহাদ্দিসের নিকট বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং তিনি এতে ক্ষুব্ধ হন। ইমাম তিরমিযী (র.) তখন ব্যাপারটি তাঁকে খুলে বলেন এবং সে সব হাদীস তাঁর মুখস্থ আছে বলে জানান। মুহাদ্দিস তখন তাঁকে হাদীসগুলো পাঠ করতে বলেন। তিরমিযী (র.) তখন সব হাদীস মুখস্থ পাঠ করেন। মুহাদ্দিস এবার তাঁর স্মৃতির পরীক্ষা করার জন্য অন্য চল্লিশটি হাদীস তাঁকে পড়িয়ে শুনান এবং সেগুলো শুনাবার জন্য তাঁকে বলেন। ইমাম তিরমিযী (র.) তৎক্ষণাৎ সে হাদীসগুলো হুবহু আবৃত্তি করে শুনান।
যাহাবী ঃ তাযকিরা, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৩৫।

www.pathagar.com

ইমাম নাসাঈ (র.)[২০১] (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫)। তিনি নিজ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার পর পনের বছর বয়সে 'বালখ্' গমন করেন।

সেখানে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতায়বাহ ইব্ন সাঈদ (র.)-এর নিকট এক বছরেরও অধিককাল হাদীস অধ্যয়ন করেন।[২০২] তিনি হাদীস অন্বেষণে ইরাক, সিরিয়া, হিজায এবং জাযীরা সফর করেন। এরপর তিনি মিসর-এ স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ, আলী ইব্ন খুশরম, মাহমূদ ইব্ন গীলান, ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে যে সকল মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের মধ্যে ইমাম তাহাভী, ইমাম আবুল কাসিম তাবরানী (মৃঃ ৩৬০/৯৭০/৯৭১), আবুল বাশার দুলাবী (মৃঃ ৩৯০/৯২৩) এবং আবূ বকর

---

২০১. হাজী খলীফা এ গ্রন্থটিকে সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকারী বলে মন্তব্য করেন। ইমাম তিরমিযী (র.) এ গ্রন্থ সংকলন করে হিজায, ইরাক এবং খুরাসানের আলিমগণের সামনে পেশ করেন তাঁরা সকলেই এটিকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

من كان فى بيته فكانما النبى صلى الله عليه وسلم فى بيته يتكلم

যার ঘরে তিরমিযী গ্রন্থ আছে তার ঘরে যেন একজন নবী অবস্থান করছেন, যিনি তার সাথে কথা বলেন।

এ গ্রন্থটিকে 'সুনান' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ, এতে ফিকহ্ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অধ্যায় সমূহকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র.) ফিকহ্ শাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রতিটি অনুচ্ছেদের শিরোনাম স্থাপন করে তৎসম্পর্কিত অধিক বিশুদ্ধ হাদীস অনুচ্ছেদের শুরুতে বর্ণনা করেন। এরপর আর যে সকল সাহাবী থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তিনি তাঁদের নাম উল্লেখ করেন। তিনি রাভীদের পরিচয়, তাঁদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি বর্ণনা করেন এবং তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে প্রতিটি হাদীসের স্তর সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট মন্তব্য পেশ করেন। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন আইনশাস্ত্র বিদ্গণের মন্তব্য তুলে ধরেন। তিনি প্রায় প্রতিটি অনুচ্ছেদেই 'আবূ ঈসা বলেন' বলে হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো তুলে ধরেন।

ব্রোক্যালম্যান জামি' তিরমিযী-এর এগারটি শারহ্ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। সম্প্রতি আল্লাম ইউসুফ বিন্নৌরী (র.)' মা'আরিফু সুনান' নামে ছয় খণ্ডে এর একটি অসমাপ্ত ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেন। এরও পূর্বে আল্লামা আবদুর রহমান মুবারকপূরী 'তুহ্ফাতুল আহওয়াযী' নামে এর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলন করেন।

হাজী খলীফা ঃ কাশফ্, ১ম খঃ (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৩৭৫-৩৭৬; ব্রোক্যালম্যান ঃ তারীখুল আদাব, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯০-১৯১।

২০২. ব্রোক্যালম্যান-এর ১৯টি শারহ্ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন। তিনি এর ৩টি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থের নামও উল্লেখ করেন। (১৪৪) যিরাক্লী ঃ আল-আ'লাম, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১৩, ইব্ন নাদীম ঃ ফিহ্রিস্ত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৩।

www.pathagar.com

ইবনুস্-সুন্নী (মৃঃ ৩৬৪/৯৭৪/৯৭৫) প্রমুখ প্রতিথযশা মুহাদ্দিসগণ রয়েছেন।[২০৩] মিসরের আলিমগণ যখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা শুরু করেন তখন তিনি ৩০২/৯১৪ সালে দিমাশ্ক নগরীতে গমন করেন। তথাকার লোকেরা আলীর (রা.) সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো। এ ভুল ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি এক মসজিদে হযরত আলী (রা.)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে হযরত মু'আবিয়াহ (রা.) এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ 'মু'আবিয়াহ (রা.) কাটায় কাটায় লাভ করলেই তাঁর জন্য যথেষ্ট।' এতে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েন।

তিনি তখন তাঁকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে মক্কায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন। সাফা এবং মারওয়াহ পাহাড়ের মাঝে তাঁকে দাফন করা হয়।[২০৪] ইমাম নাসাঈ (র.) ছিলেন তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁকে তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস বলে অভিহিত করেন।[২০৫] ইমাম নাসাঈ রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে ঃ [২০৬]

---

২০৩. তাঁর পুরোনাম ঃ আহ্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন শু'আইব আলী ইব্ন সিনান ইব্ন বাহর আবূ আবদির রহমান আল-নাসাঈ।

২০৪. Z. Siddiqi ঃ Hadith Literature, (Ibid) p. 112.

২০৫. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৮; ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ঃ মুহাদ্দিস প্রসংগ, ১ম খঃ (১ম সংস্করণ, রাজশাহী, ১৯৭৫), পৃঃ ৮৮-৮৯; ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাত, ২য় খঃ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৯; ইব্ন হাজার ঃ আত-তাহযীব ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৩৬-৩৯; আল-ইয়াফিঈ ঃ মির'আতুল জানান, ২য় খঃ (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৪০; যিরাক্লী ঃ আল-আ'লাম, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১৩।

২০৬. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ১৮৮; ইব্ন খাল্লিকান ঃ আল-ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৭৭; Z. Siddiqi ঃ Hadith Literature, (Ibid), p. 112.

প্রসংগত উল্লেখ্য, আল্লামা যিরাকলীর মতে প্যালেষ্টাইনের রামলা নামক শহরের জামি' মসজিদে তাঁকে হযরত মু'আবিয়া (র.)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। তখন তাঁকে প্রহার করা হয়, এতে তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করা হয়।

যিরাক্লী ঃ আল-আ'লাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪।

ইমাম দারা কুত্নীর মতে নাসাঈ হজ্জের উদ্দেশ্যে মিসর থেকে রওয়ানা হন। এরপর দিমাশ্কে তিনি বিপদে পতিত হন। তিনি ঐ মুহূতেই তাঁকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং মক্কা ভূমিতেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৮।

www.pathagar.com

১. কিতাবুস্-সুনান (كتاب السنن)
২. কিতাবুয্ যু'আফা ওয়াল্ মাতরুকীন (كتاب الضعفاء والمتروكين)
৩. কিতাবুল কুনা ওয়াল আসামী (كتاب الكنى و الاسمى)
৪. কিতাবুত্ তামঈয (كتاب التميز)
৫. কিতাবুল জারহ্ ওয়াত তা'দীল (كتاب الجرح والتعديل)
৬. খাসাইসু আলী (রা.) (خصائص على رضى الله عنه)
৭. মুসনাদু আলী (রা.) (مسند على رضى الله عنه)
৮. মুসনাদু মালিক (র.) (مسند مالك)
৯. কিতাবুল জুমু'আহ (كتاب الجمعة)
১০. কিতাবুল মুদাল্লিসীন (كتاب المدلسين)
১১. আ'মালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ (اعمال اليوم والليلة)
১২. আল-ইখ্ওয়াত (الاخوات)
১৩. আসমাউর রুওয়াত তামঈযু বায়নাহুম (اسماء الرواة تمين وا بينهم)
১৪. মা আগরারা শু'বাহ আলা সুফিয়ান ওয়া সুফিয়ান আলা শু'বাহ
ماغررشعبة عل سفيان و سفيان على شعبة
১৫. মুসনাদু মানসূর ইব্ন যাযান (مسند منصور ابن زازان) প্রভৃতি।[২০৭]

ইমাম ইব্ন মাজা (র.)

ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমসাময়িক খুরাসানের আর একজন হাদীস বিশেষজ্ঞ ছিলেন ইমাম ইব্ন মাজাহ[২০৮] (২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬) (র.)। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক এবং তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী।

---

২০৭. যাহাবী ঃ তাযকিরা, ২য় খঃ, (দাইরাতুল মা'আরিফ; হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩৩), পৃঃ ২৬৮।

২০৮. ইমাম নাসাঈ (র.) প্রথম আস্ সুনানুল-কাবীরাহ নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। মিসরের আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিত হন। এরপর রামলার শাসক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ এ গ্রন্থের সবগুলো হাদীস কি বিশুদ্ধ? ইমাম নাসাঈ (র.)-এর জবাবে বলেন ঃ 'এর সবগুলো হাদীস বিশুদ্ধ নয়।' তখন আমীর তাঁকে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ হাদীসের একটি সংকলন করার জন্য অনুরোধ জানান। এতে তিনি 'সুনানুল কাবীরাহ' থেকে দুর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে ছাটাই করে 'আল-মুজ্তাবা' বা 'সুনানুস্ সুগ্রা' নামে একটি সংকলন করেন। এটিই সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত। হাফিয আবূ আলী এবং খতীব বাগদাদী (র.) ইমাম নাসাঈর অনুসৃত শর্ত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ তাঁর শর্ত ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়েও কঠিন।

ইমাম নাসাঈ (র.) এ গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেন। আল্লামা আবুল হাসান আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ আসারী (মৃঃ ৫৬৭/১১৭১/১১৭২)

www.pathagar.com

তিনি কাযভীনের খ্যাতিসম্পন্ন মুহাদ্দিস আলী ইব্ন মুহাম্মদ (মৃঃ ২৩৩/৮৪৭), আমর ইব্ন রাফী' (মৃঃ ২৪৭/৮৬১), হারুণ ইব্ন মূসা তামীমী (মৃঃ ২৪৮/৮৬১) প্রমুখ থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। এরপর ২৩০/৮৪৫ সালে বাইশ বছর বয়সে তিনি আরও হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সফরে রওয়ানা হন। তিনি ইরাক, বসরা, কূফা, বাগদাদ, মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, মিসর, রায় প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করে বহু মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[২০৯]

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র.)-এর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থটি সর্বশ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ হাদীস বিশারদের মতে এটিই সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ।[২১০] তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

'আল-ইম'আন' নাম দিয়ে সর্বপ্রথম সুনানুন নাসাঈ-এর ভাষ্য রচনা করেন। এরপর হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন আলী দিমাশ্কী (মৃঃ ৭৬৫/১৩৬৩/১৩৬৪)-এর অসম্পূর্ণ একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেন। এরপর শায়খ সিরাজুদ্দীন উমার ইব্ন আলী ইব্ন মুলাক্কিন (মৃঃ ৮০৪/ ১৪০১/ ১৪০২)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ লেখেন। আল্লামা সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১/১৫০৫), আল্লামা সিন্ধী (১১৩৯/১৭২৬), ইশফাকুর রহমান, আবদুর রহমান পাঞ্জাবী (র.) (মৃঃ ১৩১৫ হিঃ) ও আবূ ইয়াহ্ইয়া শাহজাহানপূরী (মৃঃ ১৩৩৮ হিঃ) এবং আবূ তায়্যিব মুহাম্মদ আতা উল্লাহ্ হানীফ তূজিয়ানী প্রমুখ এ সুনান গ্রন্থের হাশিয়া বা পদটিকা রচনা করেন।

হাজী খলীফা ঃ কাশফ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬, ব্রোক্যালম্যান ঃ তারীখুল আদাব, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৬-১৯৮; ডক্টর এম. মুজিবুর রহমান ঃ মুহাদ্দিস প্রসঙ্গ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৫-১২০।

২০৯. ব্রোক্যালম্যান ঃ তাবীখুল আদাব, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৬-১৯৮; যাহাবী ঃ তাযকিরা, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪১; ইব্ন কাসীর ঃ আল-বিদায়া, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৩; ডক্টর এম. মুজিবুর রহমান ঃ হাদীস প্রসঙ্গ, পৃঃ ১০৬-১০৭।

২১০. তাঁর পুরোনাম আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ আব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন মাজাহ আর রাবঈ আল-কাযভীনী।

প্রসংগত উল্লেখ্য, 'মাজাহ' কার নাম এ সম্পর্কে পণ্ডিতগণ দ্বিমত পোষণ করেছেন। মুরতাযা যাবীদী শাহ আবদুল আযীয এবং নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালীর মতে 'মাজাহ' তাঁর আপন মাতার নাম। কিন্তু আবুল কাসিম রাফিঈ, খালীল কাযভীনী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে 'মাজাহ' তাঁর পিতা ইয়াযাদের উপাধি ছিল। ইব্ন মাজাহ অনাবর বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু আরবের রাবী'আহ গোত্রের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে আর-রাবঈ বলা হয়। কারণ তাঁর বংশ রাবী'আহ গোত্রের মাওলা ছিলেন। ইব্ন খাল্লিকানের মতে 'রাবী'আহ' নামে কয়েকটি গোত্র রয়েছে। এগুলোর মধ্যে তিনি কোন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি। তাঁর জন্মস্থান কাযভীন আযরবায়জান প্রদেশের একটি শহর। ইহা বর্তমানে ইরানে অবস্থিত। এ শহর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর সময় বিজিত হওয়ার পর থেকেই ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য।

www.pathagar.com

১. তাফসীরুল-কুরআন,

২. তারীখু কাযবীন ইত্যাদি।[২১১]

ইমাম মাতুরীদী (র.)

ইমাম তাহাভী (র.)-এর যুগে সমরকন্দ-এ কালাম শাস্ত্রের অনন্য প্রতিভার অধিকারী ইমাম মাতুরীদী (র.)[২১২] (মৃঃ ৩৩৩/৯৪৪/৯৪৫)-এর উদ্ভব ঘটে। তিনি ছিলেন

ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ৪র্থ খঃ (দাররুস্ সাদির, বৈরুত) পৃঃ ২৭৯; ইব্ন তাগরী রাবদী ঃ আন-নুজূমুয্-যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭০; যিরাকলী ঃ আল-আলাম, ৮ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান ঃ আল-হিযযাহ বি-যিকরিস্ সিহাহ্ আস-সিত্তাহ, (কানপুর, ১২৮৩) পৃঃ ১২৮; শাহ আবদুল আযীয দিহলুভী ঃ বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (করাচী, ১৯৭০) পৃঃ ২৯৯।

২১১. হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাহ, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৩৬; তাকী উদ্দীন ঃ মুহাদ্দিসীন-ই ইযাম, পৃঃ ২৬০-২৬২; Suhaib Hasan ঃ Criticism of Hadith, (Ibid). p. 138.

২১২. কোন কোন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস যেমন রাযীন ইবন মু'আবিয়াহ আস-সারকাসতী (মৃঃ ৫২৫/১১৩০) তাঁর 'আত-তাজবীদ বিস-সিহাহ্ ওয়াস সুনান' গ্রন্থে এবং তাঁর পরে ইবনুল আসীর (মৃঃ ৬০৬/১২০৯) তাঁর 'জামি'উল উসূল' গ্রন্থে ইমাম মালিক (র.)-এর মু'আত্তাকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন। আবার কোন কোন মুহাদ্দিস সুনান ইব্ন মাজাহ অপেক্ষা সুনানু দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করেন। প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ নির্ভুল হাদীস গ্রন্থ হিসেবে প্রথমোক্ত পাঁচটি গ্রন্থকেই গণ্য করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ের (متاخرين) মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কেউ কেউ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ পাঁচখানি মাত্র নয় বরং ছয়খানি। হাফিয আবূল ফযল ইব্ন তাহির আল-মাক্দিসী (মৃঃ ৫০৭/১১১৩) সর্বপ্রথম ইব্ন মাজাহকে সহীহ্ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে ঘোষণা করেন। এভাবে ইব্ন মাজাহ সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ হাদীস গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে। এরপর হাফিয আবদুল গণী আল-মাক্দিসী (মৃঃ ৬০৯/১২০৩) তাঁর এ মতকে মেনে নেন। ইব্ন তাইমিয়া, ইব্ন খাল্লিকান, শামসুদ্দীন আল-জাযরী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণও ইব্ন মাজাহকে সিহাহ্ সিত্তাহ্র ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করেন। ইব্ন মাজাহ (র.) তাঁর এ গ্রন্থটি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হাদীস সমালোচক আবূ যুর'আহ-এর নিকট সমালোচনার জন্য পেশ করেন; তখন তিনি এ গ্রন্থটিকে পসন্দ করেন এবং তাঁর আশাব্যক্ত করে বলেন ঃ

"আমি মনে করি, এ গ্রন্থখানি লোকদের হাতে পৌঁছলে, বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত সকল বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।" শাহ আবদুল আযীয গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন ঃ

وفى الواقع ازحسن ترتيب وسرد احاديث بے تكرار واختصار آں اين كتاب دار دهيچ ايك از كتب ندارد

বাস্তব ক্ষেত্রে, হাদীসকে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করণ, পুনরাবৃত্তি ত্যাগ করণ এবং সংক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

মাতুরীদী শাখার প্রধান। তিনি এবং ইমাম আবুল হাসান আল-আশ'আরী এবং ইমাম তাহাভী (র.) একই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর এ আন্দোলনটি বহু দূরদূরান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে।[২১৩] ইমাম মাতুরীদী (র.) শিক্ষা অর্জন করেন তৎকালীন যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন ইসহাক আল-জুযাজানী (র.), আবূ নাসর আহ্মাদ ইব্ন আব্বাস (র.), নাসীর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-বালখী (র.) (মৃঃ ২৬৮/৮৮১) (র.) এবং মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আর-রাযী (র.) (মৃঃ ২৪৮/৮৬২) (র.)-এর নিকট থেকে।

তিনি ছিলেন ফিক্হ্, তাফসীর, হাদীস এবং কালাম শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। প্রখ্যাত ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ মাহমূদ আল-কাফাভী (র.) তাঁর প্রশংসায় বলেন ঃ

"মাতুরীদী ছিলেন কালাম শাস্ত্রবিদগণের ইমাম এবং মুসলমানগণের আকীদা বিশুদ্ধকারী। মহান আল্লাহ্ তাঁকে সঠিক পথ লাভে সাহায্য করেছেন এবং তিনি সুদৃঢ় দীনের সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়েছেন। তিনি মূল্যবান গ্রন্থাবলীর রচয়িতা এবং বাতিল আকীদা-পন্থীদের মতবাদ খণ্ডনকারী।"[২১৪]

আকারে উল্লেখ করার যে বৈশিষ্ট্য এ গ্রন্থ ধারণ করে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য অপর কোন হাদীস গ্রন্থ ধারণ করে না।

এ গ্রন্থে সর্বমোট চার হাজার হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলো বত্রিশটি অধ্যায় এবং পনেরশ' অনুচ্ছেদে বিভক্ত।

হাফিয আলা উদ্দীন মুগলতাঈ (র.) পাঁচ খণ্ডে এর কিছু অংশের ব্যাখ্যা রচনা করেন। এরপর আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করে এর নাম করণ করেন' মিস্বাহুয যুজাজাহ আলা সুনানি ইব্নি মাজাহ'। অন্যান্য যে সকল মুহাদ্দিস এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ

ক. বুরহানুদ্দীন ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-হালাপ্পী (মৃঃ ৮৮১/১৪৩৭),

খ. কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা (মৃঃ ৮০৮/১৪০৫), এবং

গ. সিরাজুদ্দীন উমর ইব্ন আলী ইব্ন মুলাক্কান, প্রমুখ।

হাজী খলীফা ঃ কাশফুয্-যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪; ব্রোকেলম্যান ঃ তারীখুল-আদাব, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৮-১৯৯; আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০১-১০২।

২১৩. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯৭; ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৩০; যারকানী ঃ আল-আ'লাম, ৮ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫।

২১৪. তাঁর বংশ পরম্পরা এই ঃ আবূ মানসূর মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমূদ আল-হানাফী আল-মুতাকাল্লিম আল-মাত্রীদী আস-সামারকান্দী। প্রসংগত উল্লেখ্য, তাঁর জন্ম সাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মাঝে একাধিক মত রয়েছে। কারো কারো মতে তিনি ২৬০/৮৭৩ সালে অপর একমতে তিনি ২৭০/৮৮৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তবে এ সম্পর্কিত গবেষক

www.pathagar.com

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ছিলেন কালাম শাস্ত্রের পথিকৃৎ। আর ইমাম মাতুরীদী ছিলেন এর পূর্ণতা বিধানকারী। তিনি কুরআন, হাদীস, প্রজ্ঞা এবং যুক্তির মাধ্যমে ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর উপস্থাপিত মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উগ্রপন্থী মু'তাযিলা, কারামিয়া এবং বাতিনিয়া মতবাদীদের বাতিল আকীদা খণ্ডন করেন।[২১৫] ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পর তাঁর শিষ্যগণ ফিকহ্ শাস্ত্র অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। আকীদার ক্ষেত্রে তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার (র.) থেকে বর্ণিত বিষয়গুলোকেই চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ কালাম শাস্ত্রে মনোনিবেশ করে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আহ-এর মতবাদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মু'তাযিলা মতবাদীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। আর কিছু সংখ্যক আলিম বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমন চরম মতপোষণ করেন যা আহলুস্ সুন্নাহ্-এর নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে নি। এ সময়ে ইমাম মাতুরীদী (র.) মধ্যপথ অবলম্বন করে অতি দৃঢ়তার সাথে কালাম শাস্ত্র অনুশীলন করেন।[২১৬] তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. তাবীলাতুল কুরআন (تأويل القران)
২. আল-জাদল (الجدل)
৩. আল-উসূল (الاصول)
৪. আল-মাকালাত (المقالات)
৫. আত্ তাওহীদ (التوحيد)
৬. বায়ানু ওয়াহমিল মু'তাযিলা (بيان و هم المعتزلة)
৭. রাদ্দু আওয়ালিল আদিল্লাহ লিল কা'বী
৮. রাদ্দু কিতাবি ওয়াঈদিল ফুস্সাক লিল-কা'বী (رد كتاب واعد الفساق للكعبى)
৯. রাদ্দু উসূলিল খামসাহ লি আবী মুহাম্মদ বাহিলী (رد اصول الخمسة لا بى محمد باهلى)

ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলীর মতে তিনি খলীফা-আল-মুতাওয়াক্কিলের যুগে (২৩২/৮৪৭-২৮৭/৮৬১) জন্মলাভ করেন এবং খলীফা আল-মুত্তাকী-এর যুগে (৩২৯/৯৪১-৩৩৩/৯৪৪) সালে ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৪৬; ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী ঃ আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরীদী, ১ম সং, (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ), পৃঃ ২৬৫।

২১৫. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৭।

২১৬. ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী ঃ আকীদাতুল ইসলাম ওয়াল ইমামুল মাতুরীদী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭১।

www.pathagar.com

১০. রাদ্দু কিতাবিল ইমাম লি-বা'যির রাওয়াফিয (رد كتاب الامام لبعض الروافض)
১১. আর রাদ্দু আলাল কারামিতাহ্ (الرد على الكرامية)
১২. রাদ্দু তাহ্যীবিল জাদল লিল-কা'বী (رد تهذيب الجدل للكعبى)
১৩. মা'খাযুশ-শারাঈ[২১৭] (ما خذ الشرائع)

২১৭. ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী ঃ আকীদাতুল ইসলাম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৩; আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৫।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনী

ইমাম তাহাভীর নাম, বংশ পরম্পরা, জন্ম ও জন্মস্থান

আহ্‌মাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামাহ্‌ ইব্‌ন সালমাহ্‌ ইব্‌ন আব্‌দুল মালিক ইব্‌ন সালমাহ্‌ ইব্‌ন সুলাইম ইব্‌ন সুলাইমান ইব্‌ন জনাব।[১] তাঁর উপনাম আবূ জা'ফর।[২] তিনি ইয়ামানের সুবিখ্যাত গোত্র আয্‌দ হাজার-এর অন্তর্ভুক্ত। এ গোত্রের দিকে

---

১. কাসিম ইব্‌ন কাত্‌লুবাগা ঃ তাজুত্‌ তারাজিম ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ (মাক্‌তাবাতুল 'আনী, বাগদাদ, ১৯৬২) পৃঃ ৮-৯; উমাররিয়া কাহ্যালাহ ঃ মু'জামুল মুআল্লিফীন, ২য় খঃ, (মাক্‌তাবাতু'ল মুসান্না, বৈরুত, তাঃ বিঃ), পৃঃ ১০৭; আবদুল কাদির ইব্‌ন আবিল ওয়াফা ঃ আল-জাওয়াহিরুল্ল মুযিয়্যাহ্‌, ১ম সং, ১ম খঃ, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩২), পৃঃ ১০২।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অধিকাংশ জীবনী লেখক তাহাভীর বংশ পরম্পরা বর্ণনায় আবদুল মালিক পর্যন্ত একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্‌ন খাল্লিকান 'সালমাহ' নামটি উল্লেখ করেন নি। ইব্‌ন নাদীম 'সালামাহ' এর স্থলে 'সাল্‌মাহ' এবং 'সালমাহ'-এর স্থলে 'সালামাহ' বলে বর্ণনা করেন। সুয়ূতী 'সালমাহ' নামের স্থলে 'মাসলামা' বলে উল্লেখ করেন। সাম'আনী তাঁর 'আনসাব' গ্রন্থে ৫টি স্থানে ইমাম তাহাভীর দাদার নাম বর্ণনা করেছেন। তিনি এসকল স্থানের কোথাও তাঁর দাদার নাম 'সালাম' বলেছেন, আবার কোথাও 'সালমাহ' এবং কোথাও 'সালামাহ' বলে উল্লেখ করেন। আবদুল কাদির এ বংশ পরম্পরা বর্ণনায় তাহাভীর সর্বশেষ দাদার নাম 'হাব্বান' বলে উল্লেখ করেন। আল্লামা আইনী (র.) এ নামটি 'জাওয়াব' বলে উল্লেখ করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁর নাম 'হামিদ' বলে বর্ণনা করেন। তিনি 'সুলাইম' নামটির উল্লেখ করেন নি। হাফিয যাহাবী 'সালমাহ' পর্যন্ত উল্লেখ করেন। ইব্‌ন আসাকির 'আবদুল মালিক' এর পরবর্তী নাম 'সালমাহ' পর্যন্ত বর্ণনা করেন। হামাভী 'সুলাইম' পর্যন্ত বর্ণনা করেন। ইব্‌ন কাসীর 'আবদুল মালিক' পর্যন্ত বর্ণনা করেন। ইব্‌ন তাগরী বারদীও 'আবদুল মালিক' পর্যন্ত উল্লেখ করেন।

ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৩; ইব্‌ন নাদীম ঃ ফিহরিস্ত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০৭ ; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারা, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৮ ; আবদুল মজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর আত্‌-তাহাভী (কায়রো) পৃঃ ৪১ ; আবদুল কাদির কুরাশী, জাওযাহিরুল মুযিয়্যাহ্‌, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩২, বদরুদ্দীন আইনী ঃ মুগানিল আখ্‌বার (মাখতুত, দারুল কুতুব, মিস্‌র, ক্রমিক নং-৭২) ; ইব্‌ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ

www.pathagar.com

সম্পর্কিত করে তাঁকে আয্‌দী[৩] এবং হাজরী[৪] বলা হয়। মিসর[৫] বিজয়ের (২০/৬১)

(হায়দারাবাদ ডিকান, ১৩২৯), পৃঃ ২৭৪ ; হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ৩য় খঃ, ১ম সং (দাইরাতুল মাআরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, তাঃ বিঃ) পৃঃ ২৯ ; ইব্‌ন আসাকির ঃ তারীখ, ২য় সং, (দারুল মাসারাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃঃ ৫৭ ; হামাভী ঃ মুজামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ, ১ম সং (মাত্‌বা'আতুস্ সা'আদাহ, ১৩২/১৯০৬), পৃঃ ৩০; ইব্‌ন কাসীর ঃ আল-বিদায়া, ১১শ খঃ, নতুন সংস্করণ, (দারুল ফিক্‌র, বৈরুত, ১৩৯৮/১৯৭৮), পৃঃ ১৭; ইব্‌ন তাগরী বারদী ঃ আন্ নুজূমুয যাহিরাহ, ৩য় খঃ (ওয়াযারাতুস্ সাকাফাহ, মিসর), পৃঃ ২৩৯।

২. আরবগণ আপন সন্তানের নামানুসারে উপনাম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু জা'ফর নামে তাহাভীর কোন সন্তানের কথা আমাদের জানা নেই। কখনও কখনও সন্তান ছাড়াই উপনাম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বার কুনিয়াত ছিল 'আবূ বাকরাহ'। ইব্‌ন হাজার ঃ রাফউল ইব্‌র, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪০।

৩. বংশ পরম্পরা বর্ণনাকারীগণ ব্যক্তিকে প্রথমে গোত্র এরপর গোত্রীয় শাখা, এরপর তার নিজস্ব শহর এবং শেষে তার গ্রামের প্রতি আরোপ করে থাকেন। এজন্য তাহাভীকে আয্‌দী, হাজ্‌রী, মিস্‌রী এবং তাহাভী বলা হয়। 'أزد'-এর 'زاء' কে কখনও 'سين' দ্বারা পরিবর্তন করে 'الأسد'ও বলা হয়। আযদ আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র, এটি কাহ্‌তানী গোত্রসমূহের মধ্যে অন্যতম। আযদ-এর বংশধর বহুভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করে। স্থানের নামানুসারে তাদের নামকরণ করা হয়। যেমন, আযদ শানু'আহ, আযদ আম্মান, ইত্যাদি। আল্লামা সাম'আনী উক্ত আযদ গোত্রকে তিনভাগে বিভক্ত করেন ঃ (ক) আযদ শানু'আহ, এদের বংশ পরম্পরা এই ঃ আযদ ইবনুল গাওস ইব্‌ন নাবাত ইব্‌ন সালিম ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন কাহলাম ইব্‌ন সাবা (খ) আল-আযদ ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমির। (গ) আযদুল হাজরা এদের বংশ পরম্পরা এই ঃ হাজর ইব্‌ন জুয়াইলাহ ইব্‌ন লাখমা এরা 'কাহলান' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুযাঈ তাঁর খিতাত এ বর্ণনা করেন যে, এরা মিসর বিজয়ে অংশগ্রহণ করে। তারপর তাঁরা মিসরে বসতি স্থাপন করেন।

সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (লাইডেন, ১৯১২), পৃঃ ২৭ ; কালকাশাদন্দী ঃ নিহায়াতুল আরব, ১ম সং, (মিস্‌র, ১৯৫৯), পৃঃ ৪১১।

৪. 'হা' অক্ষর ফাত্‌হা বিশিষ্ট, 'জীম' সুকূন বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর 'রা'। হাজর নামে ৩টি গোত্র ছিল। যেমন ঃ (ক) মারব্-হামীর। মুখতারুল হাজরী এ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। (খ) হাজর রাঈন। সাঈদ ইব্‌ন আবূ সাঈদ তাল-হাজরী এ গোত্রের লোক। (গ) আয্‌দ গোত্র ইমাম তাহাভী (র.) এ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

আবদুল কাদির ঃ আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ১০২ ; সাম'আনী ঃ আল আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫৭।

৫. মিসর ইব্‌ন ইয়াসার ইব্‌ন হাম ইব্‌ন নূহ্ (আ.)-এর নামানুসারে মিসরকে 'মিসর' নামে অভিহিত করা হয়। সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযীরা, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০; মুল্লা আলী-আল-কারী ঃ আল-আসমারু'ল জানিয়্যাহ (মাখতুতাহ, খোদা বখ্‌শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত, নং ২৪৫১), পৃঃ ৯১।

www.pathagar.com

পর তাঁর পূর্ব পুরুষগণ মিসরে এসে বসবাস করতে থাকেন। ইমাম তাহাভী (র.) মিসরে জন্মগ্রহণ (২৩৯/৮৫৩) করেন এবং এখানেই ইন্তিকাল (৩২১/৯৩৩) করেন। এ কারণেই তাঁকে মিস্‌রী বলা হয়।[৬] তাঁর নিজস্ব বাসস্থান তাহা[৭] গ্রামের প্রতি সম্পৃক্ত করে তাঁকে 'তাহাভী' বলা হয়। এই ঐতিহাসিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রামটি মিসরের সাঈদ[৮] এলাকায় অবস্থিত।[৯] এটি সাঈদের একটি জেলা। আবুল আব্বাস কালকাশান্দীর মতে ঃ 'তাহা' (طحا)-এর - 'طاء' এবং 'حاء' অক্ষরদ্বয় 'যবর' বিশিষ্ট এবং এর শেষে একটি 'الف' রয়েছে। প্রাচীনকালে এটি ছিল একটি কর্মব্যস্ত নগরী। এ কারণেই তখন এটি 'তাহা' নামেই পরিচিত ছিল। বর্তমানকালে এটি আশমুনীয়দের কর্মস্থল। হানাফী মাযহাবের ইমাম ও মুহাদ্দিস আবূ জা'ফর তাহাভী (র.)-কে এই স্থানের দিকে আরোপ করেই 'তাহাভী' বলা হয়ে থাকে।[১০] 'সাঈদ' এলাকায় 'তাহা' নামে ৩টি গ্রাম আছে। এর

---

৬. আবদুল মাজীদ মাহমুদ ঃ 'আবূ জা'ফর আত-তাহাভী', (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৪।

৭. "طحا"শব্দের ' ط ' এবং ' ح ' অক্ষরদ্বয় ফাতহা বিশিষ্ট। "الطحو" এবং "الدحو"। সমার্থবোধক। এশব্দ দু'টোর অর্থ বিছানো বা বিন্যস্ত করা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (৯১ঃ৬)।
হামাভী ঃ মুজামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০ ; রাগিব ঃ আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন (মায়মুনিয়াহ প্রেস, মিস্‌র, হিঃ, ১৩২৪), পৃঃ ৩০৪; আবদুল মাজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৫।
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মিসরের 'তাহা' নামে পাঁচটি শহর আছে। (ক) তাহা নূর, (খ) তাহা আল-মারজ, (গ) তাহা বুশ, (ঘ) তাহা আল-বীশা এবং (ঙ) তাহা আল-আমিদাহ।

৮. মিসরের উচ্চভূমীকে 'সাঈদ' বলা হয়। এটি ফুস্‌তাতের দক্ষিণ দিক থেকে শুরু করে দক্ষিণের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটাকে 'সাঈদ' বলার কারণ, এই ভূ-খণ্ডটি ক্রমাগতভাবে উচ্চগামী। অর্থাৎ যতই দক্ষিণ দিকে প্রবেশ করা যায় ততই যেন উঁচুতে আরোহণ করা হয়। এই অঞ্চলে ২০টি এলাকায় বিভক্ত। এর একটি এলাকার নাম 'তাহা'। কারো কারো মতে, বালুকণা ও ময়লাবিহীন স্বচ্ছ ও উত্তম ভূখণ্ডকে 'সাঈদ' বলা হয়। ইসলামী যুগে আরবরা মিসরের উঁচু এবং সুন্দর ভূখণ্ডীকে 'সাঈদ' নামে আখ্যায়িত করে। দৈর্ঘ্যভাবে এটা উটের সফরে বার দিনের পথ।
মাকরীযী ঃ খিতাত, ১ম খঃ, নতুন সং, (দারুস-সাদির, বৈরুত), পৃঃ ১৮৯ ; কালকাসান্দী ঃ সুবহুল আ'শা, ১ম সং, ৩য় খঃ, (আমীরিয়াহ প্রেস, কায়রো, ১৩৩২/১৯১৪), পৃঃ ৩৮০।

৯. যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ৩য় খঃ, পৃঃ ৩০; মুল্লা আলী আলী-কারী ঃ আল-আসমারু'ল জানিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৮।

১০. আবুল আব্বাস আহ্‌মাদ আল-কাল কাসান্দী ঃ সুবহুল-আশা', ৩য় খঃ, পৃঃ ৩৮১।
মূল আরবী ঃ

أما طحا فبفتح الطاء والحاء المهلتين و ألف في الأخر، كانت في القديم مدينة ذات عمل، ولذلك تعرف بطحا المدينة، وهي الآن عمل الأشمونين واليها ينسب ابوجعفر الطحاوى إمام الحنفية و محدثهم،

www.pathagar.com

মধ্যে ২টি বানী সুওয়াইফ (بني سويف)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং অপরটি আল-মুনইয়া (المنيا)-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এসবগুলোই নীল নদের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত।[১১] মিসরের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ড. আহ্মাদ আমীনের মতে, তাহাভীর জন্মস্থান 'তাহা' মিসরের উচ্চ ভূমির 'আল-মুনইয়া' এর জেলা সমূহের একটি।[১২] নির্ভরযোগ্য স্থান বর্ণনামূলক গ্রন্থ 'তাকভীমুল বুলদান'-এর সংকলকের মতেও 'তাহা' আল-মুনইয়া জেলায় অন্তর্গত।[১৩] হামাভীর মতে 'তাহা' নীল নদের পশ্চিম দিকে উত্তর সাঈদে অবস্থিত একটি জেলার নাম। আবূ জা'ফরকে এ জেলার দিকেই সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে।[১৪] সাম'আনী-এর মতে 'তাহা' সাঈদ অঞ্চলের নিম্নাংশের একটি গ্রাম। এখানে লাল কাদামাটি দিয়ে কলস তৈরী করা হয়।[১৫] আমাদের জানামতে সকল ঐতিহাসিক 'তাহা'কে মিসরের 'সাঈদ' বা উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি গ্রাম কিংবা একটি শহব বলে উল্লেখ করেছেন। একমাত্র ইব্ন তাগরী বারদী উপরোক্ত মতের বিপরীত বক্তব্য পেশ করে বলেন ঃ[১৬]

وطحا قرية من قرى مصر من ضواحى القاهرة بالوجد البحرى

কিন্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তাঁর এ বর্ণনা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ তাঁর এ বর্ণনা ইমাম তাহাভীর অব্যবহিত কালের ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সাথে

---

১১. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২।

১২. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহরুল ইসলাম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২।

মূল আরবী ঃ كان أبوجعفر الطحاوى من طحا وهى بلدة قديمة كانت فى الوجه القبلى من اعمال المنيا

১৩. ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনুল মালিক ঃ তাক্ভীমুল বুলদান, (দারুত্ তাবা'আহ আস্ সুলতানিয়াহ্, প্যারিস, ১৮৪০), পৃঃ ১০৫।

১৪. হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০।

মূল আরবী ঃ

طحاكورة بمصر شمالى الصعيد ، فى غربى النيل ... و اليها ينسب ابوجعفر

১৫. সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬৮।

মূল আরবী ঃ

• الطحاوى : بفتح الطاء والحاء المهلتين، هذه النسبة للطحاوى، قرية بأسفل ارض مصر من الصعيد يعمل فيها كيزان، يقال له الطحوية من طين أحمر،

১৬. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন্-নুজূমুয-যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৯।

www.pathagar.com

সংগতিপূর্ণ নয়।[১৭] দ্বিতীয়ত তাহাভীর পিতামহ 'সালামাহ' যখন মিসরের গভর্ণরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন তিনি 'আস-সাঈদ'-এ চলে আসেন। এবং সেখান থেকে সরকারী বাহিনীর মোকাবেলা করেন।[১৮] তৃতীয়ত ইমাম তাহাভী নিজেই বর্ণনা করেন যে, সাঈদ-এ তাঁর পিতামহ 'সালামাহ' কর্তৃক পরিত্যক্ত তাঁর এক খণ্ড যমীন আছে।[১৯] এছাড়া 'البحرى'[২০] এবং 'الضواحى'[২১] মিসরের ভিন্ন ভিন্ন দু'টি এলাকার নাম। সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, তাহা 'সাঈদ'-এর একটি শহর এটি সাগর তীরবর্তী বা মিসরের নিম্ন এলাকায় অবস্থিত কোন স্থান নয়।

আল্লামা হামাভী (র.)-এর মতে ইমাম তাহাভী (র.) 'তাহা' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন না। তিনি এর নিকটবর্তী 'তাহাতূত' নামক একটি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এটি

---

১৭. যেমন আল-মাক্‌দিসী যিনি ৪র্থ হিজরী শতাব্দীতে মিসর ভ্রমণ করেন, তিনি বলেন ঃ

ان طحا قرية بصعيد مصر، يعمل بها ثياب الصرف الرفيعة، ومنها كان الفقيه الامام ابوجعفر

'তাহা' মিসরের সা'ঈদ এলাকার একটি গ্রাম। এখানে পশমের উন্নতমানের কাপড় তৈরি হত। ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবূ জা'ফর এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

আল-মাক্‌দিসী ঃ আহসানুতুত্ তাকাসীম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০২।

১৮. কিন্দী ঃ আল-বুলাত ওয়াল কুযাত, (Leyden E.J. Brill, Imprimer Ieorientale London: Luzac & Co., 46, Great Russele Street, 1912, Page- 168-171.

১৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ঃ সীরাতু আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন (মাতবা'আতুত্ তারাক্কী, দিমাশ্‌ক, হিঃ ১৩৫৮/১৯৩৯), পৃঃ ২১৬-২১৭।

২০. আরবী ঃ البحرى: وهوكل ماسفل عن القاهرة إلى البحر الرومى حيث مصب النيل، وإنماسمى بحريا لان منتهاه البحر الرومى،

'আল-বাহরী' কায়রোর নিম্নাঞ্চল। এটি রোম সাগরের নিকটস্থ, যেখানে নীল নদ অবস্থিত। এটিকে 'বাহরী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, এর পরিসমাপ্তি রোম সাগরের নিকটে।

কালকাসান্দী ঃ সুবহুল আশা, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪০২।

২১. আরবী ঃ الضواحى : جمع ضاحية، وهى فى أصل اللغة البارزة للشمس، وكانها سميت بذلك لبروز قراها للشمس، بخلاف المدينة لغلبة الكن بها ، وهوما يجاور القاهرة من جهة الشمال من القرى

'আদ-দাওয়াহী' দাহিয়াহ্-এর বহুবচন। এর মূল আভিধানিক অর্থ, সূর্যের জন্য অবারিত। এ এলাকাকে এ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে, এর গ্রামগুলো সূর্যের সম্মুখে অবারিত। 'আল-মাদীনা' শব্দটি এর বিপরীত। কেননা শহরের অধিকাংশ স্থানই সূর্যরশ্মি থেকে আচ্ছাদিত থাকে। 'দাওয়াহী' বলতে কায়রোর নিকটবর্তী উত্তর দিকের গ্রামসমূহকেই বুঝানো হয়।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪০২।

www.pathagar.com

১০ ঘর বিশিষ্ট একটি ছোট্ট গ্রাম। এই গ্রাম অনুসারে 'তাহাতূতী' নামে আখ্যায়িত হওয়া তিনি পসন্দ করতেন না।[২২] হামাভী (র.) 'তাহাতূত' গ্রাম সম্পর্কে উপরোল্লিখিত বর্ণনা দেয়ার অব্যবহিত পরেই এ গ্রামে সম্পর্কে আর একটি বিপরীত বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

'তাহাতূতকে 'তাহাতূতুল হিজারাহ্‌ত' বলা হয়। এটি মিসরের সাঈদ অঞ্চলে নীল নদের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি বিরাট গ্রাম। আর এটি ফুস্‌তাতের সন্নিকটে সাঈদের নিম্নভূমিতে অবস্থিত। ইমাম তাহাভী এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে এ স্থলের দিকে সম্পর্কিত না করে তাহা-এর দিকে সম্পর্কিত করার কারণ উহা যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি।"[২৩] হামাভীর এ বর্ণনা পর্যালোচনার যোগ্য। কারণ, মিসরের স্থানসমূহের বর্ণনামূলক কোন গ্রন্থে 'সাঈদ' এলাকায় 'তাহাতূত' নামক কোন গ্রামের বর্ণনা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয়ত হামাভীর পূর্বসূরী কোন ঐতিহাসিক ইমাম তাহাভীকে 'তাহাতূত' নামক গ্রামের অধিবাসী বলে উল্লেখ করেন নি।

তৃতীয়ত 'তাহাতূত' গ্রাম সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা দু'টি পরস্পর বিরোধী।

চতুর্থত নীল নদের পূর্বে অবস্থিত 'তাহা' নামক গ্রাম এবং ফুস্‌তাত-এর নিকটবর্তী স্থানের দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। এ সব কারণে ইমাম তাহাভীকে 'তাহা' স্থানের অধিবাসী বলাই যুক্তিসঙ্গত।[২৪] ইমাম তাহাভী (র.)কে আল-জীযাহ (-الجيزة) শহরের

---

২২. আবূ আব্‌দিল্লাহ্ ইয়াকুত আল-হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০, সুয়ূতী ঃ লুববুল লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব।

২৩. হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১।

মূল আরবী ঃ

طحطوط : ويقال إنها طحطوط الحجارة ، قرية كبيرة بصعيد مصر على شرقى النيل ، قرية من الفسطاط بالصعيد الادنى ، و من هذه القرية الطحاوى،الفقيه وإنما انسب إلى طحا كما ذكرنا

২৪. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৯-৫২।

এ প্রসঙ্গে আবদুল মাজীদ মাহমূদের 'তাহা'-এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাহা আল-আ'মাদাহ'-এর হাটের তারীখ শনিবার দিন তথায় গমন করেন। এটা 'আল-মুনইয়া' থেকে মটর গাড়ীতে আধ ঘন্টার রাস্তা। এখানে মুসলমানদের এবং কিব্‌তীদের পৃথক পৃথক বাসস্থান রয়েছে। বাসীন্দাদের অধিকাংশ মালিকী মাযহাবের অনুসারী। এখানকার বাজার বেশ বড় এবং এখানে প্রচুর লাল রং-এর পাতিল পাওয়া যায়। বাজারের পার্শ্ববর্তী কোন কোন গ্রাম আল্লামা ইমাম তাহাভীর (র.) নামে প্রসিদ্ধ।

হামাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২।

www.pathagar.com

দিকে আরোপ করে 'আল-জীযী'[২৫] বলা হয়। কারণ এ শহরেই ইমাম তাহাভী (র.) ২৩৯/৮৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬]

---

২৫. সাঈদ প্রদেশের ৯টি জেলার মধ্যে একটির নাম 'আল-জীযিয়া' (الجيزية) এর জেলা শহরের নাম 'আল-জীযা' (الجيزة)। কাল কাসন্দী বলেন ঃ

القبلى وهو المعبرعنه بالصعيد ، وبه تسعة أعمال، العمل الاول : الجيزية وهوا قربها الى الفسطاط و القاهرة ومقر ولايته مدينة الجيزة ، (بكسر الجيم واسكان الياء المثناة تحت وفتح الزاء المعجمة وبعدها هاء) ومرقعهافى الاقليم موقع الفسطاط، طولها و عرضها واحد، وايها ينسب الربيع الجيزى، روى الأم عن الشافعى ، قال فى "الروض المعطار" ويقال إن بهاقبركعب الاحبار ، وهى مدينة لطيفة على ضيفة النيل الغربية مقابل جزيرة المقياس و النيل بينها ، وبعض هذا العمل ياخذ فى جهة الشمال الى الوجه البحرى ، قال فى الروض " و الجيزة احتطها عمرو بن العاص رضى الله عنه

'আল-কুবালিকে' আস্-সাঈদ বলা হয়। এখানে নয়টি এলাকা আছে। প্রথম এলাকাটির নাম আল-জীযাহ। আল-জীযাহ-এর মর্যাদা 'আল-ফুসতাতে'র মর্যাদার অনুরূপ। এটি দীর্ঘ ও প্রস্থে সমপরিমাণ। আর-রাবী' আল-জীযীকে এ স্থানের প্রতি সম্পৃক্ত করেই 'আল-জীযী' বলা হয়। তিনিই ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে তাঁর 'আল-উম্ম' গ্রন্থটির রিওয়ায়াত করেছেন। 'আর-রাওদ আল-মু'আত্তার' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কারও কারও মতে কা'আব আল-আহবার (রা.)-এর কবর এখানে অবস্থিত। এটি একটি সুন্দর শহর। এটি পশ্চিম নীলের তীরবর্তী একটি সুন্দর শহর। এটি আল-মিকয়াসের বিপরীতে অবস্থিত। এ দু'টি শহরের মাঝে নীল নদ প্রবাহিত। এর উত্তরের কিছু অংশ সমুদ্রগামী। 'আর-রাওদ' গ্রন্থে আরও উল্লেখ আছে, হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) আল-জীযাহ শহরের পরিকল্পনা অংকন করেছিলেন।

২৬. ইমাম তাহাভীর জন্ম সম্পর্কে আলিমগণের ১০টি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো ঃ ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৮৮, এবং ৩৩১ হিজরী সন। এই বর্ণনাগুলোর মধ্যে হিঃ ২২৯ সালে ইমাম তাহাভীর জন্ম হওয়ার বর্ণনাটি বর্তমান কালে বহুল প্রচলিত। মুতা'আখ্খিরীন আলিমদের অনেকেই এ মতকে সঠিক বলে গন্য করেছেন। তাঁরা এর উপর শ্লোকও রচনা করেছেন ঃ

طحاوى كى توفى اور تولد اور زمان عمر – محمد مصطفى هے مصطفى اور محمد هے

ইমাম তাহাভী (র.)-এর মৃত্যু, জন্ম এবং আয়ুষ্কাল হচ্ছে 'মুহাম্মদ মুস্তাফা হায়' (৩২১ হিজরী), 'মুস্তাফা' (২২৯ হিঃ) এবং মুহাম্মদ হায়' (৯২ বছর)।

সম্ভবত আল্লামা আইনী (র.) এ মতটি গ্রহণ করেছেন বলে এটি এতো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এটি নির্ভরযোগ্য বিশিষ্ট জীবনী গ্রন্থকারদের বর্ণনার বিপরীত। কারণ, প্রায় পনের জন অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক ও আলিমের মতে তাহাভী ২৩৯/৮৫৩ সালে জন্মলাভ করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ ইব্ন আসাকির, হাফিয যাহাবী, ইব্ন নুকতাহ, ইয়াকুত হামাভী, ইবনুল জাওযী, হাফিয ইব্ন হাজার, সুয়ূতী, আবদুল কাদির আল-কুরাশী, ইব্ন তাগরী বারদী, আবদুল আযীয দিহলুভী, ফু'আদ সিজগীন প্রমুখ। আমাদের মতেও তাহাভীর (র.) জন্ম ২৩৯/৮৫৩ সাল হওয়াই সঠিক। এর কারণ নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

ইব্ন খাল্লিকানের বর্ণনা মতে ১১ রাবীউল আওয়াল, রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর জন্ম

(ক) প্রসিদ্ধ মতে তাঁর আয়ুষ্কাল বিরাশি বছর। যেমন যাহাবী (র.) বলেন ঃ **وانه مات فى بضع وثمانين سنة** (তিনি মারা যান উননব্বই বয়সে) **ثمانين** অর্থ আশি। আর **بضع**- শব্দ তিন থেকে নয় সংখ্যাকে বুঝায়।

শাহ আবদুল আযীয (র.)ও একথা বলেছেন। সকল ঐতিহাসিকের মতে তিনি হিঃ ৩২১ সালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর জন্ম ২২৯ হিজরী ধরা হলে তাঁর আয়ুষ্কাল বিরানব্বই বছর হবে। অথচ এটা ঐতিহাসিকদের ঐকমত্যের বিপরীত। ইব্ন কাসীর বলেন ঃ

توفى فى مستهل ذى القعدة عن ثنتين و ثمانين سنة وذكر ابو سعيد السمعانى انه ولدفى سنة تسع و عشرين و مائتين، فعلى هذا يكون قد جاوز التسعين ، والله اعلم

তিনি ৮২ বছর বয়সে যিল-কা'আদ মাসের প্রারম্ভে মারা যান। আবূ সা'ঈদ আস-সাম'আনী উল্লেখ করেছেন, তাহাভী (র.) দুইশ' উনত্রিশ হিজরী সালে জন্ম লাভ করেন। এ হিসেব মোতাবেক তাঁর বয়স নব্বই বছর অতিক্রম করে।

(খ) ইব্ন ইউনুস ইমাম তাহাভীর শিষ্য। তিনি তাহাভীর জন্মকাল ২৩৯ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন।

(গ) ইব্ন ইউনুস ইমাম তাহাভী (র.) থেকেই তাঁর নিজের জন্ম ২৩৯ সাল বলে বর্ণনা করেছেন।

(ঘ) কাযী আবূ আলী আল-জাওহারী তাহাভীর সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন ঃ

هواسن منى باحدى عشرة سنة ولوكانت احدى عشرة ساعة لكان القضاء اقل من ان افتخربه على ابى جعفر

তিনি আমার থেকে এগার বছর বড়। আর আমার থেকে তাঁর বয়স যদি এগার ঘন্টাও বেশি হত তবুও আবূ জা'ফর-এর ওপর আমার গর্ব করার যৎসামান্য সুযোগও থাকত না।

(ঙ) তাহাভীর জন্ম সাল বর্ণনায় এ সকল বিভিন্ন মতের মূল কারণ, গ্রন্থ নকলকারী লেখকদের ভ্রান্তি। অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মূল উৎস সাম'আনীর 'কিতাবুল আনসাব'। যেমন ইব্ন খাল্লিকান, ইব্ন কাসীর, আবদুল কাদির আল-কুরাশী প্রমুখ গ্রন্থকারগণ সাম'আনী থেকে তাহাভীর জন্মকাল ২২৯ হিজরী বলে উল্লেখ করেন। আর সাম'আনী তাঁর আনসাবের তিনটি স্থানে ইমামের জীবনী বর্ণনা করেন। প্রথম স্থানে তিনি জন্ম সালের উল্লেখ করেন নি। ২য় ও ৩য় স্থানে তিনি তাহাভীর জন্ম ২৩৯ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। আর খুব সম্ভব প্রথমত ইব্ন খাল্লিকান আল-আনসাবের কোন কপি থেকে লেখকদের প্রদত্ত এ ভুলজনিত তথ্যটি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন। এরপর অন্যান্যরা তাঁর থেকে এটা নকল করতে থাকেন।

সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭, ১৫৭, ৩৬৮; যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০; যাহাবী ঃ সিয়ার আ'লামিন-নুবালা, ১১শ খঃ দারুল কুতুব, নং, ১২৯৫, হা-১-(আবদুল মজীদ মাহমুদ-এর বরাত) পৃঃ ৭; ইব্ন কাসীর ঃ আল-বিদায়াহ, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭৪; ইবনুল জাওযী ঃ আল-মুনতাজিম, ৬ষ্ঠ খঃ,

www.pathagar.com

হয়।[২৭] পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন ইয়ামনের সুবিখ্যাত আয্দ (কাহ্তান) গোত্রের, আর মা-এর দিক থেকে মুমায়না (আদনান) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাঁর ধমনী ও শিরা উপশিরায় দক্ষিণ এবং উত্তর উভয় আরবেরই রক্ত সমভাবে প্রবাহিত বলে প্রতীয়মান হয়।

তাঁর পিতামহের রাজনৈতিক তৎপরতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ

মিসরের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ইমাম তাহাভী (র.)-এর পরিবার একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাঁর পিতামহ সালামাহ ইব্ন আবদুল মালিক এবং তাঁর চাচা ইব্রাহীম ইব্ন সালামাহ মিসরের রাজনীতিতে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। খলীফা মামূনুর রশীদ (১৯৩/৮০৯-১৯৮/৮১৩) যখন হিঃ ২০১ সালে শী'আ সম্প্রদায়ের অষ্টম ইমাম আলী ইব্ন মূসাকে 'আর-রিযা' উপাধি দিয়ে 'ওয়ালী আহাদ' বা সিংহাসনে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তখন তিনি মিসরের গভর্নর আস-সারী'কে ২০২/৮১৭ সালে মিসরের জনগণের নিকট থেকে ইমাম আলী রিযা-এর পক্ষে বায়'আত গ্রহণের নির্দেশ দেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে শাহী খান্দানে বিরাট অসন্তোষের আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠে এবং তাঁরা ২০২/৮১৭ সালে বাগদাদে মামূনের বায়'আত বা আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করে ইব্রাহীম ইব্ন আল-মাহদীকে 'আল-মুবারক' উপাধি দিয়ে খলীফা মনোনীত করেন। ইব্রাহীম তখন মিসরে সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দকে মামূনের বায়'আত সমূলে পরিহার করে তাঁর মনোনীত গভর্ণর আস্-সারী-এর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এতে ফুসতাত এ হারিস ইব্ন যার'আহ, মিসরের নিম্নভূমিতে আবদুল আযীয আল-জারবী এবং মিসরের সাঈদ অঞ্চলে সালামাহ ইব্ন আবদুল মালিক বিদ্রোহী দলের নেতৃত্বে ছিলেন। সালামাহ 'তাহা'-এর রণপ্রান্তরে আস-সারীর পুত্র উবায়দ-এর

১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩৫৭), পৃঃ ২৫০, ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪; ইবনুল আসীর ঃ আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব, ২য় খঃ (মাতবা'আতুস্ সা'আদাহ মিসুর, ১৩৫৬/১৯৩৭), পৃঃ ৮২; আশ-শীরাযী ঃ তাবাকাতুল ফুকাহা (বাগদাদ প্রেস, ১৩৫৬/১৯৩৭) পৃঃ ১২০ ; হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ, পৃঃ ৩০; ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত্ তুরাসিল ইসলামী, ৩য় খঃ, (অনুবাদ ঃ মাহমূদ ফাহমী হিজাযী, (ইদারাতুস্ সাকাফাহ ওয়ান্ নাশ্র, জামি'আতুল ইমাম ইব্ন সাউদ, সাউদী আরব, ১৪০৩/১৯৮৩), পৃঃ ৯১।

হাকীম আইয়ুব ঃ আল-ফাতহুস্ সামাবী ফী মীলাদিত তাহাভী (সংক্ষিপ্ত) (পাকিস্তান থেকে মুদ্রিত তাহাভী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উল্লেখিত। আল-মাকতাবাতুল ইমদাদিয়া, মূলতান, হিঃ ১৪০৬), পৃঃ ৯; আবদুল মাজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২-৫৪।

২৭. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪।

www.pathagar.com

সম্মুখীন হন। এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর সালামাহ পরাজিত হয়ে উবায়েদের হাতে বন্দী হন। উবায়েদ তাঁকে ফুসতাতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আস-সারী তাঁকে বিনাশর্তে মুক্তি দান করেন। এরপর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর আল-জারবীর নিকট যান এবং তাঁর সহায়তায় এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে সাঈদ এ ফিরে আসেন। তিনি 'সাঈদ' এসে সারী-এর কর্মকর্তাদের সেখান থেকে বের করে দেন। আলী ইব্ন মূসার মৃত্যুর পর বাগদাদের সেনাবাহিনী এবং সমস্ত অধিবাসীরা পুনরায় মামূনের আনুগত্য স্বীকার করে। ইতিমধ্যেই আস-সারীর নিকট মামূনের নির্দেশমূলক চিঠি এসে পড়ে। তিনি তখন ২০৩/৮১৮ সালে তাঁর ভাই দাউদের নেতৃত্বে সাঈদ অঞ্চলে সালামাহ্র বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে সালামাহ পরাজিত হন এবং পুত্র ইব্রাহীমসহ বন্দী হয়ে ফুস্তাতে প্রেরিত হন। ২০৪/৮১৯ সালের ১৯ মুহাররাম, বৃহস্পতিবার দিন সেখানে তাঁদের হত্যা করা হয়।[২৮] এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম তাহাভীর (র.) পিতামহ সালামাহ মিসরের সেনাবাহিনীতে নেতৃস্থানীয় এবং তথাকার রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একজন চাচাও ছিলেন।[২৯] যাঁর সাথে তাহাভী উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি উপত্যকা ভূমি বন্টন করে নিয়েছিলেন।[৩০] ইমাম তাহাভীর পিতা মুহাম্মদ একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাহাভী (র.) তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩১] কাব্যকলার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ও প্রবণতা ছিল। তাহাভী অন্যের কাছ থেকে যে সকল কবিতা শুনতেন সেগুলো তাঁর পিতার নিকট পেশ করতেন এবং ঐ কবিতা সম্পর্কে তাঁর পিতার রায়ও গ্রহণ করতেন।[৩২] তাঁর পিতা ২৬৪/৮৭৭

---

২৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-কিন্দী ঃ কিতাবু'ল বুলাত ওয়া'ল কুযাত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৮-১৭১। Encyclopaedia of Islam, P. 853.

২৯. তাঁর নাম আমরা অনুসন্ধান করেও জানতে পারি নি। সম্ভবত তাঁর এই চাচা তাঁদের পারিবারিক জমি-জমা ও ভূসম্পত্তি এবং কৃষি কাজ দেখাশুনা করতেন।

৩০. ইব্ন হাজার ঃ লিসানু'ল মীযান, ১ম খঃ (ভারত, ১৩২৭), পৃঃ ২৭৯।

৩১. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪; আবদুল কাদির ঃ জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৩।

৩২. এ প্রসঙ্গে 'মুশকিলুল্ আসার'-এর নিম্ন ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حامية (আল-কাহাফ ঃ ৮৬) এ আয়াতে عين حامية হবে অথ 'عين حمئة' হবে এ সম্পর্কে ইমাম তাহাভী নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

قال ابو جعفر : حدثنا يونس ، حدثنا عمروبن خالد، حدثنا محمد بن سلمة عن أبى اسحاق عن عمر وبن ميمون عن حاضر الحميرى، عن ابن عباس قال : كنت عند معاوية و عنده عبد الله بن عمرو ، فقال معاوية لعبدالله : كيف تقرأ هذا الحرف " وجدها تغرب فى عين ؟ فقال : "فى عين حامية" فقال ابن عباس رضى الله عنه : فقلت لمعاوية: أتسأل هذا عن القرآن وانمانزل فى بيتى ؟ فقال كيف تقرأها ياابن عباس ؟ فقال : " وجدها تغرب فى عين حمئة " وقال ابوحاضر :

www.pathagar.com

সালে ইন্তিকাল করেন।[৩৩] ইসলামী আইনশাস্ত্রে সুশিক্ষিতা ইমাম তাহাভীর (র.) মা

فقلت لإبن عباس : انااشد قولك بقول صاحبنا تبع :
لقد كان ذو القرنين قبلك مسلما * ملكاتدين له الملوك وتحشد
بلغ المشارق و المغرب يبتغى * أسباب علم من حكيم مرشد
فراى مغيب الشمس عند غروبها * فى عين ذى خلب و شاط حرمد
فالخلب فى لغتنا الطين ، والشاط : الحمأ ، والحرمد : الأسود ، فذكرت ذلك لأبى محمد بن سلمة
فقال : هذه قواف مختلفة – وقد رايت اهل العلم بالشعر ، منهم أبويجاد الحادثى البصرى
وغيره ، من أهل العلم بالشعر ، ينشدون الأول من هذه الأبيات بغيرما ذكرت لى عن يونس ، وهو
! قد كان ذوالقرنين خالى قد أتى لا " طرف البلاد من المكان الابعد ،

আবূ জা'ফর বলেন, আমাকে ইউনুস তাঁর সনদের মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মু'আবিয়ার (রা.) নিকট ছিলাম। তাঁর নিকট তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তখন হযরত মু'আবিয়া (রা.) আবদুল্লাহ্ (রা.)-কে বললেন ঃ আপনি এ শব্দটি কিভাবে পাঠ করেন? তখন তিনি বললেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) তখন মু'আবিয়া (রা.)-কে বললেন, আপনি ইনাকে কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন? অথচ কুরআন আমার গৃহেই নাযিল হয়েছে। তখন তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! তুমি কিভাবে এটা পাঠ কর? তখন তিনি বললেন, আবূ হাদির বলেন, আমি তখন ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে বললাম, আমি আপনার বক্তব্যকে শক্তিশালী করছি আমাদের সম্মানিত তুব্বা'-এর বক্তব্য দ্বারা। এরপর তিনি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতার অর্থ এই ঃ তোমার পূর্বে যুল-কারনাইন ছিলেন একজন মুসলমান বাদশাহ। সমকালীন বাদশাহগণ তাঁর অনুগত থাকতেন এবং তাঁর নিকট সমবেত হতেন।

তিনি মহাবিজ্ঞ ও পথ প্রদর্শকের পক্ষ থেকে জ্ঞানের উপাত্ত লাভের সন্ধানে পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে উপনীত হন।

তখন তিনি সূর্যাস্তের সময় তার অস্তঃস্থলকে কর্দমাক্ত কৃষ্ণমাটি যুক্ত একটি কূপ রূপে দেখতে পেলেন।

তাদের ভাষায় 'খালাব' অর্থ কাদা, 'শাত' অর্থ কৃষ্ণ মাটি এবং 'হারমাদ' অর্থ কৃষ্ণ।
ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, আমি এ কবিতাটি আমার পিতা মুহাম্মদ ইব্ন সালিমার (র.) নিকট পেশ করলাম। তখন তিনি এ কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এর ছন্দ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আমি কবিতা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে দেখেছি, যাঁদের মধ্যে আবূ বাজাদ আল-হারেসী আর-বিসরী উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এ কবিতার শ্লোকগুলোর প্রথম শ্লোকটিকে তুমি ইউনুস থেকে যেভাবে উল্লেখ করেছ তার থেকে একটু ভিন্নরূপে পাঠ করেছেন।
অতঃপর আবূ জা'ফর তাহাভী তাঁর পিতার উদ্ধৃত কবিতাকে সঠিক বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন ঃ

وهذا هو الصواب ، حتى تلتئم قوافى هذه الأبيات ، وتعود كلها إلى الحروف المكسورة الروى ،
ولاتختلف ،

www.pathagar.com

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম মুযানী (র.)-এর বোন ছিলেন। তিনি আরবের 'আদনান' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[৩৪] দুঃখের বিষয় তাঁর নাম সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানতে পারি নি এবং জানার কোন উৎসও খুঁজে পাই নি। সুয়ূতী ইমাম মুযানীর বোনকে মিসরের শাফিঈ মতাবলম্বী ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে গণনা করেছেন। সম্ভবত তিনিই ইমাম তাহাভী (র.)-এর মা।[৩৫] আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন ঃ 'আল্লামা মুযানীর বোন ইমাম শাফিঈ (র.)-এর দরবারে গমন করতেন। 'রাফিঈ যাকাত' অধ্যায়ে তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা এনেছেন। ইবনুস্ সুব্কী এবং উসনুভী তাঁদের তাবাকাত গ্রন্থে তাঁর উল্লেখ করেছেন।'

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন ও ইমাম মুযানী (র.) এর সংস্পর্শে তাঁর আগমন

ইমাম তাহাভীর আর কোন ভাইবোন ছিল কিনা জীবনী গ্রন্থসমূহে এর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাবাকাত গ্রন্থসমূহে তাহাভীর পুত্র আলী (মৃঃ ৩৫১/৯৬২)-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি পিতা ইমাম তাহাভী থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ইমাম নাসাঈ (র.) থেকে তাঁর গ্রন্থ 'সুনানুন্ নাসাঈ' রিওয়ায়াত করেন।[৩৭] ইতিহাসে আলীর পুত্র আবূ আলী আল-হুসাইন (মৃঃ ৩৬০/৯৭১-এর বর্ণনা পাওয়া যায়। আবূ আলী একজন সৎ ও আল্লাহ্ভীরু ব্যক্তি ছিলেন।[৩৮] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইমাম তাহাভী মুহাদ্দিস পিতা এবং ফাকীহা মা-এর সন্তান ছিলেন। সুতরাং তিনি হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হন। সে যুগের চিরাচরিত

এটিই সঠিক। এরূপ পাঠ করলে শ্লোকগুলোর ছন্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বায়াতের প্রথমার্ধের শেষাংশের সকল হরফ কাসরাযুক্ত হবে। আর এতে ছন্দের গরমিল থাকবে না।

তাহাভী ঃ মুশকিলুল-আসার, ১ম খণ্ড, ১ম সং, (দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩৩/১৯১৫), পৃঃ ১১১-১১২।

৩৩. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪।

৩৪. এ গোত্র ইলয়াস ইব্ন মুযার ইব্ন নায্যার ইব্ন মা'আদ ইব্ন আদনান-এর প্রতি আরোপিত হয়ে থাকে। সাম'আনী ঃ আল-আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২৭।

৩৫. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯।

৩৬. সুয়ূতী ঃ হুসনুল-মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৪।

মূল আরবী ঃ أخت المزنى ' كانت تحضر مجلس الشافعى ونقل عنها الرافعى فى الزكواة ، وذكرها ابن السبكى و الأسنوى ،

৩৭. সাম'আনী ঃ আল-আনসাব (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬৮; আবদুল কাদির কুরাশী ঃ আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫২।

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৫২।

www.pathagar.com

নিয়ম অনুসারে তিনি পিতৃগৃহেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। তারপর তিনি কুরআন মাজীদ হিফয্ করেন।[৩৯]

এর সাথে সাথে তিনি কুরআনের দশটি পঠন পদ্ধতি কিরা'আতে[৪০] আশারাহ[৪১]-এর শিক্ষা লাভ করেন।[৪২] তিনি কারী আসিম (র.)[৪৩]-এর কিরা'আত রাওহুব-নু'ল্-ফারজ থেকে অক্ষরে অক্ষরে শিক্ষা লাভ করেন।[৪৪] অতঃপর তিনি সে যুগের অন্যান্য শিক্ষা-নবিশদের ন্যায় কিছু হাদীস হিফয করেন এবং ফিকহ্-এর প্রাথমিক বিষয় ও আরবী

---

৩৯. তাজুত্ তাবাকাত ঃ হস্তলিপি, ক্রমিক নং, ২৩৫৫ বি, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৭ ; আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬১।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তাহাভী (র.) বিশিষ্ট কারী আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমরুস-এর নিকট কুরআন এবং মূসা ইব্ন ঈসী-এর নিকট কিরা'আত শিক্ষা লাভ করেন।

৪০. কিরা'আতের সংজ্ঞায় যিরাক্সী বলেন ঃ

القراءات إختلاف الفاظ الوحى فى الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما ،

বিভিন্ন কিরা'আতের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য হচ্ছে, অবতীর্ণ ওহীর অক্ষরের মধ্যে; শব্দোচ্চারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে। যেমনঃ তাশদীদের সাথে পড়া, তাশদীদ ছাড়া পড়া ইত্যাদি। যিরাক্সী ঃ আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন।

৪১. কাযী জালালুদ্দীন বালকীনী কিরা'আতকে তিন ভাগে ভাগ করেন ঃ

(ক) মুতাওয়াতির, (খ) আহাদ এবং (গ) শায। প্রসিদ্ধ সাত কিরা'আতকে মুতাওয়াতির বলা হয়। এ কিরা'আতগুলো নিম্নবর্ণিত ক্বারীগণের (১) নাফি', (২) আবূ আমর, (৩) ইব্ন আমির, (৪) আসিম, (৫) হামযাহ্, (৬) কাসাঈ এবং (৭) ইব্ন কাসীর।

(খ) তিনজন তাবিঈ কারীর কিরা'আতকে শায বলা হয়। তাঁরা হলেন ঃ

(১) আ'মাশ (২) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ওয়াস্ সাব, এবং (৩) ইব্ন যুবায়র।

উপরোল্লিখিত সাতজন এবং পরবর্তী তিনজন-এর কিরা'আতকে একত্রে 'আল্-কিরা'আতুল আশারাহ্' বলা হয়।

সুয়ূতী ঃ আল-ইত্কান ফী উলূমি'ল কুরআন, ১ম খঃ, ৩য় সং, (মাতবা'আহ্ মুস্তাফা আল-বাবী, মিস্র, ১৩৭০/১৯৫১), পৃঃ ৭৩ ও ৭৫।

৪২. ইব্নুল আসীর ঃ গায়াতুল বায়ান ফী তাবাকাতিল কুর্রা, ২য় খঃ, (মাতবা'আতুস্ সা'আদাহ, মিস্র, ১৩৫১), পৃঃ ৩২২।

৪৩. আসিম ইব্ন বাহলাহ আবীন নাজূদ আবূ বাকার আল-আসাদী (মৃঃ ১২৭/৭৪৫) তাবিঈ ছিলেন। তিনি আবূ আবদুর রাহমান আস-সালামী, যার ইব্ন হুবায়শ প্রমুখ থেকে কিরা'আত পড়েন। সিহাহ্ সিত্তাহ্-এ তাঁর হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি সুললিত ও আকর্ষণীয় কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাতজন ক্বারী-এর অন্যতম। আবদুল-ফাত্তাহ্ সায়্যিদ ঃ হিদায়াতুল ক্বারী ইলা তাজবীদি কালামিল বারী, ১ম সং, (সাউদী আরব, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ২৮।

৪৪. আরবী ঃ – قال أبو جعفر : قد كنا أخذنا قراءة عاصم حرفا حرفا عن روح بن الفرج
তাহাভী ঃ মুশকিলু'ল আসার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৪।

www.pathagar.com

ব্যাকরণ-এর জ্ঞানলাভ করেন।[৪৫] গৃহশিক্ষা শেষে ইমাম তাহাভী (র.) নিজের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে শহরে আগমন করেন। মিসরের খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রথিতযশা আলিম, কালজয়ী মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ আবূ ইব্রাহীম আল-মুযানী (র.)[৪৬] (১৭৫/১৯১-২৬৪/৮৭৭) ছিলেন তাহাভীর মামা। এই মামার নিকটে তাঁর পরবর্তী শিক্ষা শুরু হয়।[৪৭]

তিনি তাঁর নিকট হাদীস এবং শাফিঈ ফিকহ্ শাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করতে থাকেন। সে যুগের বেশ নামকরা কিতাব ছিল ইমাম শাফিঈর 'মুসনাদ'।[৪৮] এটি ইমাম মুযানীর মাধ্যমেই বর্ণিত। তিনি মামার নিকট এ গ্রন্থ শ্রবণ করেন।[৪৯]

তাহাভীর জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে তাঁর মাযহাব পরিবর্তনের ঘটনা। খলীফা আল-মুতাওয়াক্কিল মিসরের বিচারপতি ইবনুল আবিল-লায়স হারিস ইব্ন মিস্কীনের (২৩৭/৮৫১-২৪৫/৮৫৯) পর ২৪৬/৮৬০ সালে বাক্কার ইব্ন কুতায়বাহকে বিচারপতি (১৮২/৭৯৮-২৭৫/৮৮৯) হিসাবে মনোনীত করেন। ইব্ন

---

৪৫. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬১।

৪৬. তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। বিতর্কে তিনি ছিলেন অপরাজেয়। শাফিঈ মাযহাবের আলোকে ও অনুকূলে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আল-মাবসূত ২. আল-মুখ্তাসার, ৩. আল-নুসূব, ৪. আল-ওয়াসাঈল এবং ৫. কিতাবুল ওয়াসাইক।

তিনি বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী রাভী ছিলেন। মিসরের কারাফাহ গোরস্তানে ইমাম শাফিঈর সমাধি ভূমির পার্শ্বে তিনি অন্তিম শয্যায় শায়িত হন।

আবূ বাকার ইব্ন হিদায়াতুল্লাহ্ ঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, (মাতবা'আহ্ বাগদাদ হিঃ ১৩৫৬), পৃঃ ৫; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০।

৪৭. হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০।

৪৮. সাহাবীগণের তারতীব (ক্রম) অনুসারে সংকলিত হাদীস গ্রন্থকে 'মুসনাদ' বলা হয়। আরবী বর্ণমালা, অথবা দীনী অথবা ব্যক্তিগত পদমর্যাদা অথবা বংশীয় পদমর্যাদার দৃষ্টিতে এই তারতীব দেয়া হয়ে থাকে। যথা, মুসনাদু আবী দাউদ তায়ালিসী, মুসনাদু আহ্মাদ ইত্যাদি। মুযানীর বর্ণিত শাফিঈ (র.)-এর মুসনাদটি হিঃ ১৩১৫ সালে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়।

ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুরস্-সুনান, ১ম খঃ, ১ম সং, (হেজাজ প্রিন্টিং সেন্টার, করাচী, পাকিস্তান, হিঃ ১৩৮৩), পৃঃ ১৮; আবদুল আযীয আল-খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, ২য় সং, (মাতবা'আতুল আরাবিয়্যাহ, মিস্র, ১৩৪৭/১৯২৮), পৃঃ ৩০, ডক্টর সুবহী সালিহ্ ঃ উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, ১৫ ম সং, (দারুল-ইল্ম, বৈরুত, ১৯৮৪), পৃঃ ১২৩ কুতুবুদ্-দীন ঃ ইমাম তাহাভী, মাসিক বুরহান, ১০ম খঃ, সংখ্যা-১, (দিল্লী, জানুয়ারী, ১৯৪৩), পৃঃ ২৩।

৪৯. মুল্লা আলী কারী ঃ আল-আসমারুল জানিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৮।

www.pathagar.com

আবিল-লায়স মু'তাযিলী ছিলেন। আর শাখা-প্রশাখা মাস্‌য়ালায় হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি মিসরের শাফিঈ এবং মালিকী আলিমগণের উপর অমানুষিক নির্যাতন করেন। এতে জনমনে হানাফী মাযহাব সম্পর্কে বিতৃষ্ণার ভাব সৃষ্টি হয়।[৫০] ঠিক এই সময়ে কাযী বাক্কার মিসরে এসে উপস্থিত হন। তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) (মৃঃ ১৮৩/৭৯৯) এবং ইমাম যুফার, ইবনুল হুযায়ল (র.) (১১০/৭২৮-২৫৮/৮৭২)-এর বিশিষ্ট শিষ্য হিলালুর রায় (মৃঃ ২৪৫/২৫৯)-এর অন্যতম শাগেরদ ছিলেন। তিনি আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী, ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন প্রমুখ সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি ফকীহ্, মুহাদ্দিস এবং ন্যায়পরায়ণ কাযী ছিলেন। ইব্‌ন তূলূন তাঁকে বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং প্রায়ই তাঁর মজলিসে আসতেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ

"আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন কাযী বাক্কারের এমন বহু মজলিসে আগমন করেছেন যখন তিনি হাদীস অধ্যাপনায় রত ছিলেন। এবং তাঁর দরবার ছিল জনাকীর্ণ। এমতাবস্থায় হাজিব এগিয়ে এসে বলতেন ঃ কোন ব্যক্তিই আপন স্থান থেকে উঠবেন না। বিষয়টি কাযী বাক্কার তখনই উপলব্ধি করতে পারতেন যখন ইব্‌ন তূলূন তাঁর পাশে এসে উপবিষ্ট হতেন। আর তখন তিনি বলতেন, হে আমীর! আপনার হক আদায় ও আপনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কোন সুযোগেই আমাকে দান করলেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।"[৫১]

তিনি আল্লাহ্ ভীরু, সত্যবাদী এবং দীনদার ছিলেন। একবার আব্বাস ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন তাঁর পিতার বিরুদ্ধাচারণ করেন। তখন ইব্‌ন তূলূন তাঁকে তাঁর নিকট ফেরৎ আনার জন্য অন্যান্যদের সাথে কাযী বাক্কারকেও প্রেরণ করেন। এ সময়ে আব্বাস তাঁকে নিভৃতে ডেকে বলেন ঃ

"পরামর্শদাতা অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আপনি কি আমার ব্যাপারে আমার পিতার পক্ষ থেকে কোন আশংকা অনুভব করেন? এতে তিনি উত্তরে বলেন, আপনার পিতা

---

৫০. কুতুবুদ্-দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ৯ম খঃ, ৬ষ্ঠ সং, (দিল্লী, ডিসেম্বর, ১৯৪২), পৃঃ ৪৩৮-৪৪১।

৫১. ইব্‌ন তাগরী বারদী ঃ আন্ নুজূমুয্ যাহিরাহ্, ৩য় খঃ, পৃঃ ১৯।

মূল আরবী ঃ

قال الطحاوى : ولا أحمد بن طولون يجئى إلى مجلس بكار و هو يملئ الحديث و مجلسه مملؤ بالناس ويتقدم الحاجب ويقول : لايتغير أحد من مكانه ، فمايشعر بكار إلا وابن طولون إلى جانبه ، فيقول له : ايها الأمير! الا تركتنى (حتى) كنت اقضى حقك (واؤدى واجبك احسن الله جزاء ك وتولى مكافاتك

ইব্‌ন হাজার ঃ রাফউল ইস্‌র আন কুযাতি মিস্‌র, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৫।

www.pathagar.com

আপনাকে নিরাপত্তা দান করেছেন এবং এ বিষয়ে শপথও করেছেন। তবে তিনি তাঁর প্রদত্ত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবেন কিনা তা আমার জানা নেই। এ জবাব শুনে আব্বাস তাঁদের সাথে প্রত্যাবর্তনে বিরত থাকেন।"[৫২]

ইব্ন তূলূন তাঁকে প্রতি বছর এক হাজার দীনার করে পুরস্কার দিতেন। এতে তাঁর ধারণা ছিল যে, কাযী কখনও তাঁর বিরোধীতা করবেন না। কিন্তু কাযী ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং পার্থিব লোভ-লালসার উর্ধে। সত্য প্রকাশে কোন ভয়ভীতি বা ক্ষমতা তাঁকে কখনও বিরত রাখতে পারে নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইব্ন তূলূন যখন তাঁকে খিলাফতের পরবর্তী উত্তরাধিকারী আল-মুওয়াফ্ফিকের প্রতি অভিশাপ করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি সরাসরি এর বিরোধিতা করেন। এতে ইব্ন তূলূন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁর প্রদত্ত পুরস্কার ফেরৎ চান।[৫৩] কাযী বাক্কার তৎক্ষণাৎ ইব্ন তূলূন-এর দেওয়া ষোলটি মুখবন্ধ দীনারের থলি তাঁর নিকট ফেরৎ পাঠান। এরপর ইব্ন তূলূন তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন।[৫৪] এই অন্তরীণ অবস্থায় তাঁর অবস্থান যখন দীর্ঘায়িত হতে থাকে তখন হাদীস অন্বেষণকারীগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণের জন্যে ইব্ন তূলূনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। ইব্ন তূলূন তাঁদের অনুমতি প্রদান করেন। তখন থেকে তিনি কয়েদখানার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে বসে হাদীস অধ্যাপনা করতেন।[৫৫]

কাযী বাক্কার ইমাম মুযানীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কিন্তু তিনি মুযানী রচিত 'আল-মুখ্তাসার' গ্রন্থ বিশেষভাবে অধ্যয়নের পর দেখতে পেলেন যে, ইমাম মুযানী (র.) তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে এমন অনেক মাস'আলার অবতারণা করেছেন। যেগুলোতে ইমাম শাফিঈ সরাসরি ইমাম আবূ হানীফার বিরোধিতা ও

---

৫২. ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইস্‌র, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫২।
আরবী ঃ
المستشار مؤتمن ، أتخاف على من أبى ؟ قال : قد أمنك و حلف لك ، ولا ادرى يفى ام لا ، فامتنع العباس من الرجوع معهم ،

৫৩. ইব্ন তূলূন-এর ধারণা ছিল কাযী পুরস্কারের অর্থ খরচ করেছেন। তিনি এটা পরিশোধ করতে পারবেন না এবং তিনি কাযীকে তিরস্কার করার সুযোগ পাবেন।

৫৪. ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইস্‌র, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫২।
ইব্ন তূলূন কাযীকে নিম্নবর্ণিত ভাষায় তিরস্কার করেন ঃ
أنت شيخ قد خرفت ونقص عقلك و اعجبك قول بكار وبكار ، فدعاك ذلك إلى أن خرجت عن جملة من شهد انه ، مستحق للخلع ، ثم اقامه ، للناس فى الميدان و حرق ملابسه ، وحبسه فى داره ،
আবদুল-মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী', (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৮।

৫৫. ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইস্‌র, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫৪।

www.pathagar.com

সমালোচনা করেছেন। তখন কাযী বাক্কার-এর জবাবে কিতাব লিখতে শুরু করেন।

কিন্তু তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ন্যায়পরায়ণতার কারণে ভাবলেন এগুলো সত্যই ইমাম শাফিঈর বক্তব্য কিনা তা সঠিকভাবে যাঁচাই করা অপরিহার্য প্রয়োজন। এ জন্যে তাঁর দু'জন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ইমাম মুযানীর নিকট গিয়ে তাঁর গ্রন্থ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, যখন ইমাম মুযানী (র.) গ্রন্থ বর্ণনা শেষ করবেন তখন তোমরা উভয়ই তাঁকে জিজ্ঞেস করবে যে, আপনি কি ইমাম শাফিঈ (র.)-কে একথাগুলো বলতে শুনেছেন? তিনি আরও বলেন, ইমাম মুযানী 'হাঁ' সূচক জবাব দিলে তোমরা উভয়েই তার যথারীতি সাক্ষ্য প্রদান করবে। (فاشهدا عليه) ইব্ন যূলাক এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'কাযী বাক্কারের প্রেরিত দু'জন ব্যক্তি ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট উপস্থিত হন। তাঁরা আল-মুখ্তাসার গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করেন। এরপর তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, এ গ্রন্থে ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে উদ্ধৃত কথাগুলো কি আপনি সরাসরি ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে শুনেছেন? তখন তিনি 'হ্যাঁ সূচক' উত্তর দেন। এরপর তাঁরা উভয়ই কাযী বাক্কারের নিকট প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন কাযী বাক্কার বলেন, এখন আমাদের পক্ষে এ কথা বলা সঠিক হবে যে, ইমাম শাফিঈ (র.) এরূপ বলেছেন। এরপর তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতামত খণ্ডন কল্পে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি (আল-মুখ্তাসার) প্রণয়ন করেন।'[৫৬]

মুল্লা আলী আল-কারী (র.) ইব্ন বাক্কারের এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন ঃ

'ইমাম শাফিঈ (র.) যে সকল বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতের বিরোধিতা করেছেন সে সকল বিষয় খণ্ডন করার লক্ষ্যে কাযী বাক্কার তাঁর এ মহৎ গ্রন্থটি রচনা করেন।'[৫৭]

যখন ইমাম মুযানী এবং কাযী বাক্কারের মাঝে এ মসি লড়াই চরম ক্ষীপ্রতার সাথে অব্যাহত ছিল তখন ইমাম তাহাভী (র.) যৌবনে পদার্পণ করেন। তাঁর বয়স তখন প্রায় বিশ বছর। তিনি এসময় আপন মামা মুযানীর গৃহে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করছেন। আর তখনই তাঁর জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়।

---

৫৬. ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইস্র, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫১।

মূল আরবী ঃ

فمضيا وسمعا المختصر كله ، من المزنى ، وسألاه : أسمعت الشافعى يقول هذا ؟ قال نعم ! فعادا الى بكار فاخبراه بذلك ، فقال: الآن استقام لنا ان نقول : قال الشافعى ثم صنف كتابه ، فى الرد على الشافعى ،

৫৭. মুল্লা আলী আল-কারী ঃ আল-আসমারুল জানিয়্যাহ্ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১০।

আরবী ঃ صنف كتابا حليلا نقص فيه على الشافعى رده على أبى حنيفة رحمة الله تعالى

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভী (র.)-এর মাযহাব পরিবর্তন এবং এর কারণ

আবদুল কাদির আল-কুরাশী তাঁর গ্রন্থে আবুল হুসায়ন আল-কুদূরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

"আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন। একদিন ইমাম মুযানী তাঁকে লক্ষ্য করে বলেন যে, আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি সফলকাম হতে পারবে না। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং তাঁর মজলিস ত্যাগ করেন"।[৫৮] ইব্‌ন খাল্লিকানও বিষয়টি অনুরূপভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায় 'তুমি সফল হতে পারবে না' এর স্থলে 'তা তোমার নিকট থেকে সৃজনশীল কিছু আসবে না' কথাটির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৯]

এ ঘটনার অব্যবহিত পর তিনি তাঁর মামা মুযানীর শাফিঈ মাযহাব ত্যাগ করে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হন। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি কি ছিল, যার ফলে ইমাম তাহাভীর মত চরিত্রবান, বুদ্ধিমান এবং সকৃতজ্ঞ যুবক তাঁর আপন মামার সাথে তাঁর এতদিনের নিবিড় সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং চিরতরের জন্য তাঁর মত পরিবর্তন করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। অথচ তিনি বাল্যকাল থেকে মামার ঘরে এমন পরিবেশে প্রতিপালিত হন, যেখানে সর্বদা শাফিঈ মাযহাবের চর্চা করা করা হতো এবং এর পক্ষে যুক্তি-তর্ক দাঁড় করানো হতো। আর বাল্যাবস্থায় মানুষের সুকুমারচিত্তে যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সামান্য কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে তার পরিবর্তন সহজে সূচিত হয় না। অপরদিকে ইমাম মুযানী (র.) শুধু তাঁর অভিভাবকই ছিলেন না, তিনি তাঁর শিক্ষা-গুরুও ছিলেন। শিক্ষক বা অভিভাবক রাগের বশবর্তী হয়ে শিষ্যকে এরূপ কোন কথা বলে থাকলে ছাত্রের পক্ষ থেকে এধরনের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে এ যুগের মত যুবকদের মধ্যে ঔদ্ধত্যের তেমন সূত্রপাত ঘটে নি। পক্ষান্তরে ইমাম মুযানীও ছিলেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্তপ্রতীক। যাঁর ধৈর্যের কথা কিংবদন্তির ন্যায় আজও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। জীবনী গ্রন্থাকারদের বর্ণনা থেকে আপাতদৃষ্টিতে আমরা ইমাম তাহাভীর মাযহাব পরিবর্তনের নিম্নোক্ত দু'টি কারণ দেখতে পাই ঃ

---

৫৮. আবদুল কাদির আল-কুরাশী ঃ আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৬।
মূল আরবী ঃ

كان ابوجعفر الطحاوى يقرأ على المزنى فقال له يوما والله لا افلحت ، فغضب و انتقل من عنده

ইমাম তাহাভী (র.) ইমাম মুযান-এর জীবদ্দশায় শাফিঈ মত পরিবর্তন করে আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ ইমরান-এর মজলিসে গমন করেন। ইব্‌ন ইমরান হিঃ ২৬০-এর দিকে আবূ আইউবের সাথে মিসর আসেন। তাহাভীর জন্ম হয়েছিল হিঃ ২৩৯ সালে। এ হিসাবে তিনি আনুমানিক (২৬০-২৩৯) ২১ বছর বয়সে তাঁর মত পরিবর্তন করেন।

৫৯. ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪।

www.pathagar.com

১. প্রখ্যাত মনীষী শীরাযী (মৃঃ ৪৭৬/১০৮৩) ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবন কথা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন ঃ[৬০]

"ইমাম তাহাভী (র.) জ্ঞানার্জন করেন আবূ জা'ফর ইব্ন আবূ ইমরান এবং আবূ খাযিম প্রমুখের নিকট থেকে। প্রথমে তিনি শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এসময় তিনি আবূ ইব্রাহীম আল-মুযানী (র.)-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করতেন। এ শিক্ষা গ্রহণের সময় একদিন ইমাম মুযানী (র.) তাহাভী (র.)-কে বলেন ঃ 'আল্লাহ্র শপথ তোমার কাছ থেকে সৃজনশীল কিছু আশা করা যায় না।' আবূ জা'ফর (র.) তাঁর এ মন্তব্যের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন এবং তিনি শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আবূ জা'ফর ইব্ন আবূ ইমরান (র.)-এর নিকট চলে আসেন। এরপর তিনি যখন তাঁর 'মুখ্তাসার' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন তখন তিনি বলেন, 'আল্লাহ্ আবূ ইব্রাহীমকে রহম করুন। তিনি জীবিত থাকলে নিজ শপথের কাফ্ফারা আদায় করতেন।"

প্রখ্যাত জীবনী গ্রন্থকার শীরাযীর এ বর্ণনায় এ কথার উল্লেখ নেই যে, ইমাম মুযানী (র.) তাঁর শিষ্য তাহাভী সম্পর্কে এ মন্তব্য কেন করেছিলেন। অবশ্য ইব্ন হাজার আসকালানীকে এর নিম্নরূপ কারণ বর্ণনা করতে দেখি। তিনি বলেন ঃ

"ইমাম তাহাভী (র.) প্রথমে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এরপর তাঁর আপন মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর সাথে একটি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তিনি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। ঘটনাটি এই, ইমাম মুযানীর নিকট অধ্যয়নরত অবস্থায় একদিন তাঁর পাঠ্য বিষয়ে একটি দুর্বোধ্য মাস'আলা এসে পড়ে। আবূ জা'ফর কিছুতেই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। ইমাম মুযানী (র.) যখন তাঁকে বিষয়টি বুঝাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তখন তিনি রাগতস্বরে বলেন ঃ 'আল্লাহ্র শপথ! তোমার নিকট থেকে সৃজনমূলক কিছু আসবে না।' এ মন্তব্য শুনে আবূ জা'ফর তাঁর মজলিস ত্যাগ করেন এবং তিনি আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরানের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। কাযী বাক্কারের পর তিনি ছিলেন মিসরের বিচারপতি। ইমাম তাহাভী

---

৬০. ইব্রাহীম ইব্ন আলী শীরাযী ঃ তাবাকাতুল-ফুকাহা, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১-৪২।
প্রসঙ্গত উল্লেখ, ইব্ন বাদরান আদ-দিমাশ্কী, ইয়াফিঈ, হাফিয যাহাবী, ইব্ন খাল্লিকান প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও এরূপ বর্ণনা করেছেন।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানিল আহবার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০।
মূল আরবী ঃ

أخذ العلم عن أبى عمران ، و عن أبى خازم وغيرهما ، وكان شافعيا يقرأ على ابى ابراهيم المزنى فقال له يوما : والله لاجاء منك شئ ، فغضب (أبو جعفر) من ذلك ، وانتقل إلى (أبو جعفر بن أبى عمران) فلما صنف مختصره قال : رحم الله ابا ابراهيم ، لو كان حيا للكفر عن يمينه ،

www.pathagar.com

(র.) তাঁর কাছেই ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন এবং এবিষয়ে বিশেষভাবে উপকৃত হন।"[৬১]

২. ইমাম তাহাভী (র.)-এর মাযহাব পরিবর্তনের দ্বিতীয় কারণটি স্বয়ং ইমাম তাহাভীর বর্ণনায় নিম্নরূপ ঃ

"আবূ আলী খালীলী তাঁর 'কিতাবুল ইরশাদ' গ্রন্থে ইমাম মুযানী (র.)-এর জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন ইমাম মুযানী (র.)-এর ভগ্নিপুত্র। তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আশ্-শুরুতী একদিন ইমাম তাহাভী (র.)-কে তাঁর আপন মামার বিরোধিতা করে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন এই প্রশ্নের জবাবে ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, আমি আমার মামাকে সর্বদাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর গ্রন্থাবলী অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করতে দেখতাম। একারণেই আমি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবে পরিবর্তিত হই।"[৬২]

ইমাম তাহাভীর তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি, গভীর প্রজ্ঞা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থেকে একথা বুঝা যায় না যে, তিনি মামার নিকট অধ্যয়নের সময় একটি বিষয়বস্তুকে বুঝানো সত্ত্বেও তা সম্যকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। অথচ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহও একথা প্রমাণ করে যে, তাঁর অনুধাবন ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়। তদুপরি ইমাম মুযানী (র.) ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র.)-এর সরাসরি শিষ্য। তিনি তাঁর এই শিক্ষক থেকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার তালীম অর্জন করেন। ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর ছাত্র রাবী

---

৬১. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান ; ১৩২৯/১৯৯১), পৃঃ ১৭৫।

মূল আরবী ঃ

..... وكان اولا على مذهب الشافعى ، ثم تحول الى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله (المزنى) وذلك أنه كان يقرأ عليه ، فمرت مسألة دقيقة ، فلم يفهمها أبوجعفر ، فبالغ المزنى فى تقريبها له ، فلم يتفق ذلك ، ففضب متضجرا ، فقال : والله لا جاء منك شئى ،فقام أبو جهفر من عنده ،وتحول الى أبى جعفر أحمد بن أبى عمران، وكان قاضى الديار المصر ية، بعد القاضى بكار ، فتفقه عنده ولازمة إلى ان صارمنه مامار،

৬২. আবূ মুহাম্মদ আবদিল্লাহ্ ইব্ন আস'আদ আল-ইয়াফিঈ ঃ মিরআতুয্ যামান ওয়া ইব্রাতুল ইয়াকযান, মাখতূতাহ, ক্রমিক নং ২২২৭, প্রগ্রেস নং ২৪২৮, খোদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা), পৃঃ ১৯৫।

ذكر أبو على الخليلى فى كتاب الارشاد فى ترجمة المزنى أن الطحاوى كان ابن أخت المزنى وان محمد بن أحمد الشروطى قال : قلت لطحاوى ، لم خالفت خالك واخترت مذهب أبى حنيفة ، فقال : لأنى كنت أرى خالى يديم النظر فى كتب أبى حنيفة فلذلك انتقلت اليه ،

www.pathagar.com

আল-মিরওয়াযীকে একটি বিষয় চল্লিশবার বুঝানোর পরও যখন তিনি তা অনুধাবন করতে না পেরে লজ্জায় মজলিস থেকে উঠে পড়েন, তখন তিনি তাঁকে একাকী ডেকে বিষয়টি পুনরায় বুঝাতে চেষ্টা করেন। আর তখন রাবী (র.) তা বুঝতে সক্ষম হন।[৬৩] সুতরাং ইমাম তাহাভীর বেলায় এটা কি করে সম্ভব হতে পারে যে, একটি বিষয়ে দু'একবার বলতেই তাঁর আপন মামা এবং ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম মুযানী (র.) এভাবে চটে যাবেন আর তিনিও মামার সাথে এবং মামার অনুসৃত মতের সাথে চিরতরে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। এখানে স্বাভাবিকভাবে আরো একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, ইমাম তাহাভী (র.) যখন মামার এই বিরূপ উক্তিতে বিরাগভাজন হন তখন মিসরের মাটিতেই শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ও প্রখ্যাত মনীষী ইমাম আবূ ইউসুফ বুওয়াইতি, রাবী ইব্ন সুলাইমান এবং হারমালাহ-এর ন্যায় প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও খ্যাতিমান পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন। তিনি এ সকল শিক্ষকের মধ্যে কারো নিকট না গিয়ে হানাফী মাযহাব-এর একজন ফকীহ্-এর নিকট কেন গেলেন? এছাড়া তখন মিসরে হানাফী মাযহাবের তুলনায় মালিকী মাযহাবেরও যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল।

তিনি এ মাযহাবের কোন আলিমের নিকটও গমন করেন না। ইব্ন হাজারের বর্ণিত কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ইব্ন হাজারের মন্তব্যের সমালোচনা করে আল্লামা কাওসারী বলেন ঃ

"ইব্ন হাজার আসকালানী (র.) তাঁর গ্রন্থ 'লিসানুল মীযান' এ ইমাম তাহাভী (র.)-এর মাযহাব পরিবর্তন সম্পর্কে যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা তাঁর সুনিপূণ হাতের স্পষ্ট বিকৃতি। এতে অনেক চিন্তার প্রয়োজন আছে। কারণ, আমরা জানি যে, স্বভাবজাত স্থূলবুদ্ধি ও জড়তা জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে কদাচিত তীক্ষ্ণ মেধায় রূপান্তরিত হয়। ইমাম তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থগুলো তাঁর স্বভাবজাত মেধার উজ্জ্বল সাক্ষী। তাঁর মত ব্যক্তির পক্ষে শত চেষ্টা প্রচেষ্টার পরও কোন বিষয় উপলব্ধি করতে না পারা অবাস্তব। আর এও অসম্ভব যে, ইমাম মুযানী (র.)-এর মত একজন ধৈর্যশীল শিক্ষক বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন বা যা ইমাম তাহাভী (র.)-এর মত একজন তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র বুঝতে অক্ষম হবেন।"[৬৪]

---

৬৩. ইবনুস্ সুব্কী ঃ তাবাকাতুশ্ শাফিঈয়্যা আল-কুব্রা, ১ম খণ্ড, ১ম সং, (আল্ মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ) পৃঃ ২৫৯-২৬৫।

৬৪. যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাবী ফী সীরাতিত্-তাহাভী, (মাতবা'আতুল-আনওয়ার, মিস্র, ১৩৬৮), পৃঃ ১৭-১৮।

মূল আরবী ঃ

والذى حكاه ابن حجر فى اللسان فتصرف طريق من ابن حجر وفيه كثير من العبر ومن المعلوم ان الغباء الفطرى قلما يتحول الى ذكاء بممارسة العلم وكتب الطحاوى شهود على ذكائه الفطرى ومثله لا يكون ممن لا يفهم المسأله مهما بولغ فى تقريبها كما أن المزنى لا تسقصى عليه بيان مسئلة بحيث لا يفهمها مثل الطحاوى فى انفاذ ذهنه ...

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী আল্লামা সুয়ূতীর ধারণাও আমাদের কাছে সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল যে, শাফিঈ মাযহাবের বিষয়াবলী হানাফী মাযহাবের তুলনায় কঠিন। তাহাভীর পক্ষে তা দুর্বোধ্য হওয়ায় তিনি হানাফী মত গ্রহণ করেন।[৬৫] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এবং কুরআন ও হাদীসের দলীলের পাশাপাশি যৌক্তিক দলীল সম্বলিত হানাফী মাযহাব কোন অংশেই শাফিঈ মাযহাবের তুলনায় সহজবোধ্য নয়। জীবনী গ্রন্থকারগণ তাঁর মাযহাব পরিবর্তন সম্পর্কে যে দ্বিতীয় কারণটি বর্ণনা করেছেন তাও তেমন সুস্পষ্ট নয়।

আমরা উপরোক্ত আলোচনায় কাযী বাক্কারের যুগে মিসরের ফিক্‌হ্ শাস্ত্রীয় মতবাদে হানাফী এবং শাফিঈ বিতর্কের প্রতি যে ইংগিত প্রদান করেছি, সম্ভবত এ থেকে তাহাভী (র.)-এর মাযহাব পরিবর্তনের কারণ উপলব্ধি করা সহজতর হতে পারে। কাযী ইব্‌ন আবিল্-লায়স তাঁর যুগে ভিন্ন মতাদর্শীগণের উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছিলেন। ইমাম আল-বুওয়াতীকে তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় মিসর থেকে বাগদাদের কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন। আর সেখানেই তিনি বন্দী অবস্থায় ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরই নির্দেশক্রমে 'মাতার' নামক তাঁর গোলাম এবং আবদুল গানী

---

৬৫. মূল আরবী ঃ

إذا إشتغل احد بمذهبه فلم يحصل منه على شئ و وجد مذهب غيره أسهل عليه بحيث يرجو سرعة ادراكه و التفقه فيه ، فهذايجب عليه الا نتقال قطعا و يحرم عليه التخلف ..... قال الجلال السيوطى : اظن أن هذا هو السبب فى تحول الطحاوى حنفيا بعد ان كان شافعيا ، فانه كان يقرأ على خاله الامام المزنى فتعسر يوما عليه الفهم فخالف المزنى انه لا يجئ منه شئ ، فانتقل الى مذهب الامام أبى حنيفة ، ففتح الله تعالى عليه و صنف كتبا عظيما،

যখন কোন ব্যক্তি আপন মাযহাবে মনোনিবেশ করেও তা থেকে কিছু অর্জন করতে সক্ষম হয় না আর অপর মাযহাবের বিষয়াবলীকে তার জন্য সহজবোধ্য পায় আর ঐ মাযহাবকে দ্রুত উপলব্ধি করা এবং তাতে জ্ঞান অর্জন করা সহজ হবে বলে সে আশা পোষণ করে, তবে তার জন্যে সে মাযহাবে স্থানান্তরিত হওয়া অবশ্যই ওয়াজিব। আর এমতাবস্থায় পশ্চাতে বসে থাকা তার জন্য হারাম। জালাল আস-সূয়ূতী (র.) বলেন, আমি ধারণা করি ইমাম তাহাভী (র)-এর শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী থাকার পর হানাফী মাযহাবে স্থানান্তরিত হওয়ার এটাই কারণ। কেননা, তিনি আপন মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন। একদা কোন একটি বিষয়ের অনুধাবন তাঁর জন্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে, তখন ইমাম মুযানী (র.) শপথ করে বলেন, 'তার (তাহাভী) দ্বারা কোন কাজ হবে না।' তখনই তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবে স্থানান্তরিত হন। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (অন্তর) উন্মুক্ত করে দেন এবং তিনি মহান মহান গ্রন্থ রচনা করেন।

আবদুল ওয়াহাব ঃ কিতাবুল মীযান, ১ম খঃ, ১ম সং, (আল-মাতবা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ, মিস্‌র, ১৩২৯/১৯১১), পৃঃ ৩৫।

www.pathagar.com

নামক অপর এক ব্যক্তি ইমাম মুযানীসহ অন্যান্য আলিমগণের মাথায় উপর্যুপরী আঘাত হেনে তাঁদের টুপী উড়িয়ে দেয়।[৬৬] মসজিদ থেকেও তাঁদের বলপ্রয়োগে বের করে দেয়া হয়। এসব কারণেই হানাফী মাযহাবের প্রতি মিসরবাসী আলিমগণের বিতৃষ্ণাভাব দেখা দেয়। কিন্তু কাযী বাক্কার সকল আলিমগণের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল।[৬৭] কারো প্রতি তিনি আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করতেন না। কিন্তু তিনি যখন ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতামত রদ বা খণ্ডন সংক্রান্ত তাঁর 'কিতাবুল-জালীল' রচনা করেন, তখন মিসরের ইসলামী শিক্ষায়তনসমূহে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। ইব্ন তূলূন যদিও পরে তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করেন কিন্তু এসত্ত্বেও প্রায় সুদীর্ঘ এগার বছর যাবৎ তিনি অবিশ্রান্তভাবে তাঁর বলিষ্ঠ কলম চালাতে থাকেন। এ সময়ে তিনি পড়া-লেখার জন্য

---

৬৬. আল-কিন্দী (র.) বলেন ঃ ضربا رؤس الشيوخ حتى القوا قلانسهم

তারা দুইজন শায়েখগণের মস্তকে আঘাত করে এবং মস্তক থেকে তাঁদের টুপি ফেলে দেয়। এরপর তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

رايت قلانس الشيوخ يومئذ فى ايدى الصبيان و الرعاع يلعبون بها

আমি ঐ সময়ে বালক ও যুবকদের হাতে হাতে শায়েখগণের টুপি দেখতে পাই। তারা এগুলো নিয়ে তামাশা করছিল।

কুতুবুদ্‌দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, (৯ম খঃ, ৬ষ্ঠ সং, ডিসেম্বর, দিল্লী, ১৯৪২), পৃঃ ৪৪০।

৬৭. ইব্ন হাজার বলেন ঃ

ودخل ابو ابراهيم المزنى على بكار فى شهادة ، ولم يكن رأه ، قبلها لاشتغال المزنى بنفسه وإنما اضطر الى اداء الشهادة ، فلما اداها قال له ، تم ، فقال : اسماعيل بن يحيى المزنى ، قال : صاحب الشافعى؟ قال :نعم ! فاستدعى من شهد عنده أنه هو ، فقبل شهادته

আবূ ইবরাহীম আল-মুযানী (র.) সাক্ষ্য প্রদানের জন্য একদিন কাযীর কোর্টে প্রবেশ করেন। এর পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেননি। কেননা, ইমাম মুযানী আপন কাজেই মশগুল থাকতেন। ঐদিন তিনি বাধ্য হয়েই সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত করেন তখন কাযী তাঁকে তাঁর নাম বলতে বলেন। তখন তিনি বলেন (তাঁর নাম) ইসমা'ঈল ইবন ইয়াহ্ইয়া আল-মুযানী। কাযী বলেন, ইমাম শাফি'ঈ (র.)-র এর শিষ্য? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। কাযী তাঁর নিকট উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট জানতে চান যে, তিনি কি সেই ব্যক্তি? এরপর তিনি তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

এখানে কাযী মুযানীকে কোন প্রকার জেরা না করে তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। ইমাম মুযানী (র.) তখন ইজলাস থেকে বের হয়ে বলেন ঃ

سترالله القاضى، سترنى القاضى ، سترة الله

আল্লাহ্ তা'আলা কাযীর দোষ ত্রুটি গোপন করুন। কাযী আমাকে গোপন রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা কাযীকে গোপন করুন।

www.pathagar.com

পর্যাপ্ত পরিমাণ অবসর লাভ করেছিলেন। কারণ, ইব্ন তূলূন নিজেই অধিকাংশ ফরিয়াদীর অভিযোগ শ্রবণ করে তার চূড়ান্ত ফয়সালা দিতেন। এ কারণে কাযীর নিকট মামলা দায়ের হতো খুবই কম।[৬৮] ফলে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো প্রতিপক্ষের জবাব প্রস্তুত করণে এবং ইমাম মুযানীর আল-মুখ্‌তাসারের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করতে। সম্ভবত তিনি যা লিখতেন এর খবর সঙ্গে সঙ্গে ইমাম মুযানীর নিকট পৌছানো হতো। ছাত্রদের মুখে এর আলোচনা হতো। ইমাম মুযানীর গৃহেও এ নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা চলতে থাকতো। এ সুযোগে যুবক তাহাভী মামার ঘরে বসে কাযী বাক্কারের মতামত এবং তাঁর লিখিত ইমাম শাফিঈর অভিমতের রদ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সম্পর্কেও অবহিত হতেন।[৬৯]

মিসরের ফুস্‌তাত নগরে অবস্থিত সকল শিক্ষায়তন বেশ কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ার কারণে হয়তো হানাফী শিক্ষাগারে তিনি কখনও দিয়েও থাকতে পারেন। আবার ইমাম মুযানী (র.) ও স্বাভাবিকভাবেই এ সময় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর গ্রন্থাদি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। খুব সম্ভব ইমাম আবূ হানীফার কিতাবসমূহ এবং কাযী বাক্কারের 'কিতাবুল জালীল' যুবক তাহাভীর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আর কখনও কখনও তিনি এসব বিষয় নিয়ে মামার সাথে বিতর্কের লিপ্ত হন। যুবক ভাগ্নের মনের এ পরিবর্তন রক্ষা করে ইমাম মুযানী (র.) মনে মনে বিরক্ত হতে থাকেন। কোন একদিন যখন এরূপ একটি বিষয় নিয়ে তাহাভী (র.) তাঁর মামার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন তখন তিনি রাগান্বিত হয়ে বলে উঠেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি কখনও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে না।'[৭০]

আল্লামা ইব্ন আসাকির (র.)-এর (মৃঃ ৫৭৯/১১৭৫) বর্ণনা থেকেও আমরা উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা খুঁজে পাই। তিনি আবূ সুলায়মান ইব্ন তুরবের বরাত দিয়ে বলেন, "একদিন ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর সাথে একটি বিষয় (مسئلة) নিয়ে আলোচনা করেন। এতে ইমাম মুযানী (র.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না। এ কথায় তাহাভী (র.) রাগান্বিত হন এবং তিনি আবূ জা'ফর ইব্ন আবূ ইমরানের নিকট গিয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব গ্রহণ করেন। আর কালক্রমে তিনি এ মাযহাবের

---

৬৮. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, পৃঃ ১৪৫।

৬৯. সাইয়িদ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ, মাহে বুরহান, ১০ম খঃ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ১৯৪৩), পৃঃ ২৯।

৭০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১-৩২।

মূল আরবী ঃ والله لا افلحت ، والله لاجاء منك شئ

'আল্লাহ্‌র শপথ! তুমি সফল হবে না। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার থেকে কিছুই হবে না।'

www.pathagar.com

নেতৃত্বে সমাসীন হন।"[৭১] আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.)-এর বর্ণনা থেকেও এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

"আল্লামা তাহাভী (র.) তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট অধ্যয়ন করতেন। এ সময় তাহাভী (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর গ্রন্থাদি মনযোগ সহকারে পড়তেন। এতে ইমাম মুযানী (র.) তাঁকে বলেন ঃ আল্লাহ্র শপথ! তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। এতে তিনি রাগান্বিত হন এবং তাঁর নিকট থেকে অন্যত্র চলে যান। এরপর তিনি হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং একদিন মর্যাদা লাভ করেন।"[৭২]

ইমাম মুযানী (র.) ইন্তিকালের পর তাহাভী (র.) স্বপ্নে তাঁকে দেখেন। এ স্বপ্নে তিনি তাহাভী (র.)-কে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

"হে আবূ জা'ফর! আমি তোমাকে রাগান্বিত করেছি। হে আবূ জা'ফর! আমি তোমাকে রাগান্বিত করেছি।"[৭৩]

হানাফী আলিমগণের নিকট থেকে শিক্ষা লাভ ও ইব্ন তূলূনের সাথে সম্পর্ক

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর মামার নিকট থেকে চলে যাওয়ার পর হানাফী মাযহাবের যে সকল বিশেষ আলিমের সংস্পর্শে আসেন তাঁদের মধ্যে কাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়বাহ

---

৭১. ইব্ন আসাকির ঃ তারীখু দিমাশ্ক, ২য় খঃ, ২য় সং, (দারুল মাসীরাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃঃ ৫৮।

মূল আরবী ঃ

قال ابو سليمان بن ترب : بلغنى ان سبب ترك الطحاوى لمذهب الشافعى أنه تكلم يوما بحضرة المزنى فى مسئلة، فقال له المزنى : والله! لاتفلح ابدا ففضب من قوله وانقطع إلى جعفر بن أبى عمران و قال بقول ابى حنيفة حتى سار رأسا فيه ، فاجتاز بعد ذلك بقبر المزنى فقال : يرحمك الله يا ابا ابراهيم ! اما لو كنت حيالكفرت عن يمينك

৭২. كان الطحاوى يقرأ على المزنى وهو خاله وكان الطحاوى يكثر النظر فى كتب أبى حنيفة ، فقال له المزنى : والله! لايجئ منك شئ ، ففضب وانتقل من عنده و تفقه فى مذهب أبى حنيفة وصار اماما

আবদুল হাই ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজুমিল হানাফিয়্যাহ, ১ম সং, (মাতবা'আতুস্ সা'আদাহ, মিসর, ১৩২৪), পৃঃ ৩২।

৭৩. فرايت المزنى فى المنام و هو يقول لى : با ابا جعفر ! أغضبتك و كررها مرتين

ইব্ন আসাকির ঃ তারীখু দিমাশক, ২য় খঃ, ২য় সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৮; হামাভী, "اغضبتك" এর পরিবর্তে "اغنصبتك" শব্দের উল্লেখ করেন। যাহিদ কাওসারী শব্দটি "إغتصب" বলে বর্ণনা করেন, অর্থাৎ ইব্ন আবূ ইমরান তোমাকে শাফিঈ মাযহাব থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

হামাভী ঃ মু'জামুল বুলদান, ৬ষ্ঠ খঃ, পৃঃ ৩০, যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাবী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৩।

www.pathagar.com

এবং আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কাযী বাক্কারের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল খুবই গভীর। তিনি তাঁর নিকট থেকে বহু জ্ঞান বিষয়ের আহরণ করেন।[৭৪]

তিনি তাঁর এ শিক্ষক থেকে ফিকহ্ শাস্ত্রের তুলনায় হাদীস শাস্ত্রে অধিক উপকৃত হন। তাঁর অপর শিক্ষক আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরান মূসা (মৃঃ ২৮৫/৮৯৮) ছিলেন বিশিষ্ট ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ তিনি তাঁর কাছ থেকে বিশেষ করে ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। আর অধিকাংশ বিষয়ে তাঁর মতামতের বরাত দিতেন। এতে একদিন কাযী আবূ উবায়দ রেগে যান এবং বলেন ঃ

"হে তাহাভী! তুমি আর কতই বলতে থাকবে যে, ইব্ন আবূ ইমরান এই মত পোষণ করেন, ইব্ন আবূ ইমরান এই কথা বলেন। আমি তো এই ব্যক্তিকে ইরাকে দেখেছি। তখন তিনি এমন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। তোমাদের এ স্থানে এসে তো চড়ুই পাখিও শকূন-এর রূপ লাভ করে।"[৭৫]

ইমাম তাহাভীর বয়স যখন বিশ থেকে ত্রিশ বছর তখন আহ্মাদ ইব্ন তূলূনের সাথে তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠে। একখণ্ড জমির ব্যাপারে তিনি ইব্ন তূলূনের দরবারে একটি অভিযোগ নিয়ে যান। এরই মাধ্যমে ইব্ন তূলূনের সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। ঘটনাটি ছিল নিম্নরূপ ঃ মিসরের সাঈদ এলাকায় ইমাম তাহাভী (র.)-এর দাদা সালামাহ-এর পরিত্যক্ত কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। এ সম্পত্তি থেকে তিনি বেদখল হয়ে পড়েন। তখন তিনি বিবাদীর বিপক্ষে ফরিয়াদ নিয়ে ইব্ন তূলূনের দরবারে উপস্থিত হন। এ সময় তিনি ছিলেন যুবক। তবে তাঁর জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে ইজলাসে উপস্থিত আলিমগণ পূর্ব থেকেই অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি নির্বিঘ্নে তাঁর প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। তখন ইব্ন তূলূন বিভিন্নভাবে তাঁর প্রমাণাদি খণ্ডন করতে শুরু করেন আর তাহাভী (র.) এগুলোর জবাব দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে ইব্ন তূলূনের নিকট আর কোন দলীল না থাকায় তিনি কিছুক্ষণ নির্বাক থাকেন এবং পরে বলেন, এখানেই আমাদের কথোপকথনের পরিসমাপ্তি। আর তোমার উপস্থাপিত প্রমাণাদিই সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত হলো। তবে আমাকে তিন দিনের সময় দাও। এর মধ্যে আমার পক্ষে কোন সঠিক দলীল দেখা না পেলে এ ভূ-সম্পত্তি তোমার নিকট সোপর্দ করা হবে। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) ইজলাস থেকে উঠে যান। তাহাভী (র.) ইজলাস ত্যাগ করার পর ইব্ন তূলূন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে আমার

---

৭৪. ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইস্র, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৬ ; আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৫।

৭৫. আরবী ঃ

يا هذا ! كم تقول قال : ابن أبى عمران ، قد رأيت هذا الرجل بالعراق ولم يكن بذالك ، وان البغاث بارضكم يستنسر

ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৬।

www.pathagar.com

বিপক্ষে কতই না বিশ্রিভাবে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়েছি।' আমি কি করে আমার একজন প্রজাকে তার পক্ষের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও একথা বলতে পারি যে, তুমি আমাকে তিন দিনের সময় দাও, যাতে আমি আমার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ অন্বেষণ করতে পারি। আর যে নির্দেশটি আমার উপর বলবৎ হয়েছে আমি সেটাকে কি করে বাতিল করতে পারি। আল্লাহ্‌র শপথ! এটা অবশ্যই একটি অন্যায় সিদ্ধান্ত। তোমরা আমার পক্ষ থেকে তাঁকে এ সংবাদ পৌছিয়ে দাও যে, তাঁর পক্ষে প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমি এ সম্পদ থেকে তাঁর মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিপক্ষের সকল বাধা বিপত্তি তুলে নিলাম। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ প্রসঙ্গেই এরশাদ করেছেন যে, 'আল্লাহ্ সেই জাতিকে সম্মানিত করেন না যারা শক্তিশালী ব্যক্তি থেকে দুর্বল ব্যক্তির অধিকার আদায় করে দেয় না।' পরিশেষে ইব্‌ন তূলূন বলেন, 'আমার এ ফরমানটি তাহাভীর নিকট পৌছিয়ে দাও।'[৭৬] এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, তাহাভী (র.) তাঁর কৈশোর এবং যৌবনের উন্মেষ থেকেই সকল শ্রেণীর আলিমের নিকট ছিলেন সুপরিচিতি। ইজলাসে উপস্থিত খ্যাতিমান আলিমগণ তাঁকে পূর্ব থেকেই বিচক্ষণ বলে জানতেন। একারণে নির্বিঘ্নে প্রমাণাদি পেশ করেন এবং ইব্‌ন তূলূনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

পরবর্তী আরো একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে ইব্‌ন তূলূনের সাথে তাহাভীর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হয়ে উঠে। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

ইব্‌ন তূলূন 'আল্-বীমারিস্তান' নির্মাণের পর এর জন্য এবং মসজিদের জন্য কিছু সম্পদ ওয়াকফ্ করার ইচ্ছা করেন। ওয়াকফ্‌নামা লেখার জন্য দিমাশ্‌কের কাযী

---

৭৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহা আল-ওয়াযীর ঃ আল-ইক্‌দুল ফারীদ, (মাতবা'আতুল ওয়াতান, ১৩০৬), পৃঃ ৫৮-৫৯।

আরবী ঃ

قال أحمد بن محمد بن سلمة الطحاوى الفقيه : إعترضت لنا ضيعة بالصعيد من ضياع جدى (سلامة) ، فاحتجت الى الدخول اليه و التظلم مما جرى لى ، و انا يومئذ شاب ، و الا ان العلم والمعرفة بالحاضرين بسطنى على الكلام والتمكن من الحجة فخاطبته فى أمر الضيعة ، فاحتج على بحجج كثيرة ، واجبته عنها بما لزمه ، الرجرع اليه ، ثم ناظرنى مناظرة الحضوم بغير انتهاء ولاسطوة على ، وانا اجبته واجل حجته، الى ان وقف ولم يبق له حجة ،فامسك عنى ساعة ، ثم قال لى : الى هذا الموضع انتهى كلامى و كلامك ، والحجة قد ظهرت لك ، ولكن اجلنا ثلاثة ايام فان ظهرت لى حجة والا سلمت الضيعة اليك ، فقمت منصرفا ، فلما خرجت قال ابى طولون بعد خروجى للحاضرين ، ماأقبح ماشهدتكم على نفسى ، اقول لرجل من رعيتى ظهرت لك حجة ، اجلنى الى ثلاثة ايام الى ان اطلب حجة وابطل الحكم الذى قد اوجبته – من يمنعنى اذا وجبت لى حجة ان احضره ، والزمه ايام ؟ هذا والله الغضب ، وانتم رسلى اليه ، بأنى بعد ان

www.pathagar.com

আবূ-খাযিমকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ওয়াকফ্নামা লিপিবদ্ধ হয়ে মিসরে আসার পর ইব্ন তূলূন 'ইলমুশ্ শুরূত' বিশেষজ্ঞদের তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার আহ্বান জানান। তাঁরা তা পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাতে কোন ভুল-ত্রুটি ঘটে নি বলে উল্লেখ করেন। তারপর যুবক ফকীহ্ তাহাভী (র.) এ ওয়াকফ্নামা পর্যালোচনা করে তাতে ভুল-ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। আলিমগণ তখন এতে কি ভুল-ভ্রান্তি রয়েছে তা বলার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি এ ভুল ব্যক্ত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ইব্ন তূলূনের নিকট এ খবর পৌঁছার পর তিনি তাহাভীকে তাঁর নিকট ডেকে বলেন ঃ "এই ওয়াকফ্নামায় কি ভুল-ত্রুটি আছে তা যদি আপনি আমার প্রেরিত লোকের নিকট উল্লেখ করতে না চান তবে আমার নিকট তা বলুন। ইমাম তাহাভী (র.) তখন জবাবে বলেন, আমি তা করতে পারি না। কারণ, আবূ খাযিম একজন অভিজ্ঞ আলিম হতে পারে তিনিই সঠিক আর হয়ত বিষয়টি আমার নিকট অস্পষ্ট হয়ে আছে। ইব্ন তূলূন তাঁর এ জবাব পসন্দ করে তাঁকে তা ব্যক্ত না করার সম্মতি দেন এবং তাঁকে আবূ খাযিমের নিকট গিয়ে যথাসম্ভব তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করতে বলেন"।[৭৭]

তিনি তাই আবূ খাযিমের নিকট গমন করেন। ওয়াকফ্নামা নিয়ে আলোচনা করার পর আবূ খাযিম তাঁর ভুল অকপটে স্বীকার করেন। দিমাশ্ক থেকে ফিরে এসে ইমাম তাহাভী (র.) ইব্ন তূলূনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে উক্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাহাভী (র.) তখন আবূ খাযিমের ভুল স্বীকার করার কথা গোপন করেন এবং বলেন ঃ "আবূ খাযিম সঠিক ছিলেন আর আমি তাঁর মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি।" এ ঘটনার পর ইব্ন তূলূনের অন্তরে তাঁর মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং তিনি তাঁকে আরও ঘনিষ্ঠ করে নেন।[৭৮]

উপরে বর্ণিত ঘটনা থেকে স্পষ্টতই এ কথা বুঝা যায়, ইমাম তাহাভীর সিরিয়া সফর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছিল না। সরকারী নির্দেশ এবং সরকারী কাজে তাঁকে সিরিয়া প্রেরণ করা হয়। জীবনী গ্রন্থকারগণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি ২৬৮/৮৮১ সালে

ألزمت حجته ازلت الإعتراض عن الضيعة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان الله لايقدس امة لا يؤخذ الحق لضعيفها من قويها ، وتقدم بالكتاب له

৭৭. আরবী ঃ

قال الطحاوى : إن ابا خازم رجل عالم ، وعسى ان يكون الصواب معه ، وقد خفى على ، فاعجب ذالك ابن طولون واجازه و قال له : تخرج إلى ابى خازم و توافقه على ماينبغى

৭৮. আবদুল্লাহ্ আল-বালাব্বী ঃ সীরাতু আহ্মাদ ইব্ন তূলূন, (মাতবা'আতুত্ তারাক্কী, দিমাশ্ক, ১৩৫৮), পৃঃ ৩৫০।

www.pathagar.com

সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি দিমাশ্‌কের প্রধান কাযী আবূ খাযিম আবদুল হামীদ ইব্‌ন আবদুল আযীয[৭৯] (মৃঃ ২৯২/৯০৮)-এর নিকট ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।[৮০] তিনি এ সফরে বায়তুল মুকাদ্দাস, গাযাহ্ এবং আসকালান শহরের বিভিন্ন মুহাদ্দিস থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি হিজরী ২৬৯ সালে এই শিক্ষা সফর শেষ করে মিসর ফিরে আসেন।[৮১]

মিসরের কাযীর সেক্রেটারী পদে নিয়োগ এবং নাইব-এ কাযী পদে উন্নতি লাভ

ইমাম তাহাভী (র.) হানাফী মাযহাবের লালনক্ষেত্র ইরাক সফর করেন নি। কারণ তৎকালীন যুগে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ কাযী বাক্কার, ইব্‌ন আবূ ইমরান প্রমুখের নিকট তিনি হানাফী ফিকহ্-এর জ্ঞানলাভ করেন। ফলে আর ইরাক যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে নি। ইমাম তাহাভী (র.) ইলমুশ্-শুরূত, সিজিল্লাত এবং

---

৭৯. আবূ খাযিম এর পূর্ব পুরুষ বস্‌রার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'বাকার আল-আম্মী' নামক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি সিরিয়া, কূফা, এবং কারখ্-এর কাযী ছিলেন। ফিকহ্ ছাড়া তিনি আরও বহু বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। 'জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে ঃ

كان عالما بالفرائض و الحساب والذرع والقسمة حسن العلم بالجبر والمقابلة و حساب الدوبوغامض الوصايا و المناسنجات

তাঁর রচিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. আল-মুহাযির ওয়াস-সিজিল্লাত, ২. আদাবুল-কাযী, ৩. কিতাবুল ফারাইয।

আবদুল কাদির, 'আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ', প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৭; মুল্লা আলী আল-কারী ঃ আল আসমারুল জানিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩২।

৮০. আল্লামা কাফাভী তাহাভীর ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়নের দু'টি সনদ বর্ণনা করেন। (ক) তাহাভী ইব্‌ন আবূ ইমরান থেকে, তিনি আবূ ইউসুফ থেকে, এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে (খ) তাহাভী, আবূ খাযিম থেকে, তিনি ঈসা ইব্‌ন আবান থেকে, তিনি ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকে এবং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ যাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২; ওয়াসী আহ্‌মাদ ঃ তরজুমাতুল ইমাম আবী জা'ফর, (মাকতাবাতু আসাফিয়্যাহ, দিল্লী, ১৩৪৮/১৯২৯), পৃঃ ৪।

৮১. যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ৩য় খঃ, পৃঃ ৩০, ইব্‌ন আসাকির ঃ আত্-তারীখুল কাবীর, ২য় খঃ, ২য় সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৮ ; শীরাযী ঃ তাবাকাতুল ফুকাহা, (বাগদাদ প্রেস, ১৩৫৬), পৃঃ ১২০।

www.pathagar.com

শাহাদাত এ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।[৮২] একারণে বিভিন্ন যুগে মিসরের সম্মানিত কাযীগণ তাঁকে সেক্রেটারী এবং নাইব-ই-কাযী নিযুক্ত করেন। তিনি প্রথমে তাঁর উস্তাদ কাযী বাক্কারের সেক্রেটারী পদে মনোনীত হন।[৮৩] সেক্রেটারী নিযুক্ত হওয়ার পর অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে তাঁর ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কাযী বাক্কার (র.) এ সময় তাঁর 'কিতাবুল জালীল' রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাহাভী (র.) স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থ রচনায় তাঁর সহায়তা করেন এবং ফিক্হ্-এর সূক্ষ্মসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ অনুশীলন করতে থাকেন।[৮৪] তিনি দীর্ঘ দিন ধরে কাযীর সাথে কাজ করতে থাকেন। কাযী যখন (২৭০ হিঃ) তাঁর পদ থেকে অপসারিত হয়ে বন্দীশালায় নিক্ষিপ্ত হন, তখন ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনেও চরম দুঃখ কষ্ট নেমে আসে। কাযী বাক্কারের মৃত্যুর পর সাত বছর পর্যন্ত কাযীর পদটি শূন্য ছিল। তারপর ইব্ন তূলূন-এর পুত্র খুমারাওয়ায়হ ২৭৭/৮৯০ সালে মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহকে কাযী (২৭৭-২৮৩) নিয়োগ করার পর ইমাম তাহাভী-এর জীবনে প্রাচুর্য এবং সুদিন ফিরে আসে।[৮৫] এরপর

---

৮২. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪; ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৯ ; ইব্ন কাসীর ঃ আল-বিদায়াহ, ১১শ খঃ, পৃঃ ১৭৪।

ইলমুশ্-শুরূত-এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

علم الشروط هو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضى فى الكتب و السجلات على وجه يهح الإحتجاج له عند انقضاء شهود الحال و موضوعه تلك الأحكام من حيث الكتابة و بعض مباديه مأخوذ من الفقه وبعضها من علم الإنشاء وبعضها من الرسوم و العادات و الإمورالإ ستسانية ، وهو فروغ الفقه من حيث كون ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع ، وقد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الألفاظ

ইলমুশ্-শুরুত্ এমন একটি ইল্ম বা শাস্ত্র যাতে ঐ সকল হুকুম প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে, যাতে বর্তমান সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সমাপ্তির সময় দলীল গ্রহণ করা বৈধ হবে। এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে, লিপিবদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল হুকুম এর কোন কোন মৌলিক বিষয় ফিকহ্ শাস্ত্র থেকে, কোনটি ইল্মুল ইন্শা থেকে কোনটি রুসম-রেওয়াজ ও অভ্যাস থেকে এবং কোনটি ইসতিহ্সান থেকে গৃহীত। এটিকে শরী'আতের আইনের অনুরূপ একটি আইন হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি ফিকহ্ শাস্ত্রে একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত। ভাষাগত সুবিন্যস্ততার দিক থেকে এটিকে সাহিত্যের একটি মাথা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

হাজী খলীফা ঃ কাশফুয্ যুনূন, ২য় খঃ, (দারুল-ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ১০৪৫-১০৪৬।

৮৩. আবদুল কাদির ঃ জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৩।

৮৪. সায়্যিদ কুতবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, (১০ম খঃ, ১ম সং, দিল্লী, জানুয়ারী, ১৯৪৩), পৃঃ ৩৪।

৮৫. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪।

www.pathagar.com

তাহাভীর যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা দেখে কাযী তাঁকে পদোন্নতি দিয়ে নাইব-ই-কাযী পদে নিযুক্ত করেন।[৮৬]

ইমাম তাহাভীই সর্বপ্রথম এই পদটি অলংকৃত করেন। এই পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারী কর্মচারী, আলিম সমাজ এবং গণ্যমান্য সকল মহলে ইমাম তাহাভী (র.)-এর পরিচিতি আরও বৃদ্ধি লাভ করে। এ ছাড়া কাযীর বদান্যতায় ইমাম তাহাভীর আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তিনি প্রথমে দরিদ্র ছিলেন। সম্মানিত কাযী তাঁর অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। একদা মিসরের গভর্ণর খুমারাওয়ায়হ-এর গৃহে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। মহামান্য কাযী তাঁর সেক্রেটারী আবূ জা'ফর সহ উক্ত অনুষ্ঠানে শরীক হন। উস্তাদের নির্দেশে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ইমাম তাহাভী আক্দ-এর অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এরপর খাদিম ভিতর থেকে প্লেটে করে একশ' স্বর্ণমুদ্রা এবং আতরের শিশি উপহার স্বরূপ কাযীকে প্রদান করার জন্য উপস্থিত হয়। কাযী তা আবূ জা'ফরকে দেওয়ার হুকুম দেন। এরপর কাযীর অফিসের দশ জন সাক্ষীর প্রত্যেকের জন্য একশটি করে স্বর্ণ মুদ্রা এবং আতর আসতে থাকে। কাযীর ইখ্তিয়ার ছিল যে, তিনি এ উপঢৌকন যে কোন ব্যক্তিকে দিতে পারেন। কাযী এসব স্বর্ণমুদ্রা এবং আতর আবূ জা'ফরকে দেয়ার নির্দেশ দেন। তারপর আবূ জা'ফরের নিজস্ব অংশের একশ' স্বর্ণমুদ্রাও তাঁকে দেওয়া হয়। সেদিন তিনি এক হাজার দুইশ' স্বর্ণমুদ্রাও পর্যাপ্ত আতর নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।[৮৭] এভাবে তিনি বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে থাকেন।

কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ যখন তাঁর বিচার কার্যালয়ে বসতেন তখন ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর পাশে উপবিষ্ট থাকতেন। বিচারের রায় প্রদানের সময় গুণীদের প্রতি স্বভাবত শ্রদ্ধাশীল তাহাভী সর্বজন গণ্যমান্য কাযীর পক্ষ থেকে নিম্নরূপভাবে ফয়সালা শুনাতেন ঃ

কাযীর মাযহাব হচ্ছে এটা, কাযীর মাযহাব হচ্ছে এটা। পুনঃপুনঃ একথা বলার কারণে কাযী বিরক্তি বোধ করে একদিন ইমাম তাহাভীকে বলেন, "তোমার থেকে একি কথা শুনছি, আল্লাহ্র শপথ! যদি আমি একটি বাঁশ ও তোমাদের মহল্লায় গেড়ে দেওয়ার জন্য পাঠাই তবে দেখবে, লোকদের মাঝে সেটা কাযীর বাঁশ বলেই খ্যাতি লাভ করবে। সুতরাং হে আবূ জাফার! তুমি সতর্কতা অবলম্বন করবে।"[৮৮]

---

৮৬. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৩।

৮৭. সায়্যিদ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, (১০ম সংখ্যা-২, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩), পৃঃ ১০৪-১০৫।

৮৮. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৮।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, কাযী যদিও নিজকে বড় আলিম ধারণা করতেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে ইমাম তাহাভীই ছিলেন বড় আলিম।

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভী (র.)-এর বিচক্ষণতার কারণে তৎকালীন মিসরের শাসক খুমারাওয়ায়হ্ও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কোন একটি মোকদ্দমায় কাযীর অফিসে খুমারাওয়ায়হ্-এর পক্ষে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করেন। এতে সকল সাক্ষী রেওয়াজ অনুসারে লিখেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন আবুল জায়শ খুমারাওয়ায়হ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন তূলূন আমাকে তাঁর পক্ষে স্বাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।"[৮৯] কিন্তু ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর স্বাক্ষ্য প্রদানের সময় লিপিবদ্ধ করেন ঃ

"আমীরুল মু'মিনীন আবুল জায়শ ইব্ন আহমাদ ইব্ন তূলূন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর স্থায়িত্ব দীর্ঘ করুন, তাঁর সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা চিরস্থায়ী করুন। তিনি তাঁর এ ইকরারনামায় লিপিবদ্ধ যে সকল বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন আমি তার স্বাক্ষ্য দান করলাম।"[৯০]

তাহাভীর লিখিত এ বাক্যের প্রতি শাসকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে তিনি কাযীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইনি কে?' কাযী বলেন, 'তিনি আমার সেক্রেটারী।' খুমারাওয়ায়হ্ বলেন ঃ 'তাঁর কুনিয়াত কি?' কাযী বলেন ঃ 'তাঁর কুনিয়াত আবূ জা'ফর।' তখন তিনি তাহাভীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ "হে আবূ জা'ফর! আল্লাহ্ তোমার স্থায়িত্ব দীর্ঘ করুন, তোমার সম্মান এবং উচ্চ মর্যাদা স্থায়ী করুন।"[৯১] এরপর তাহাভীর প্রতি মিসরের গভর্ণর এবং কাযীর সুদৃষ্টির ফলে তাঁর মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে।

২৮২/৮৯৫ সালে খুমারাওয়ায়হ্ দিমাশ্কে তাঁর গোলামদের হাতে নিহত হওয়ার পর তাঁর পুত্র আবুল আসাকির জায়শ ইব্ন আবিল জায়শ খুমারাওয়ায়হ্ মিসরের শাসক নিযুক্ত হন।[৯২] তিনিও কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহকে কাযী পদে বহাল রাখেন। কিন্তু মাত্র নয় মাস দশ দিন পর জায়শ তাঁর গোলামদের হাতে নিহত হন এবং হারূন ইব্ন খুমারাওয়ায়হ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।[৯৩] তাঁর নাইবুস্ সুলতান ছিলেন মুহাম্মদ ইব্ন আব্বান। তিনি জায়শ-এর যুগের কর্মকর্তাদের দোষী সাব্যস্ত করেন। কাযী মুহাম্মদ

---

৮৯. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানিল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯।
মূল আরবী : أشهدنى الأمير ابو الجيش خمارويه بن احمد بن طولون مولى أمير المؤمنين على نفسه

৯০. পূর্বোক্ত মূল আরবী ঃ
اشهد على اقرار الامير ابى الجيش بن احمد بن طولون مولى امير المؤمنين اطال الله بقائه وادام عزه واعلاة بجميع ما فى هذا الكتاب

৯১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯।

৯২. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন্ নুজূমুয্ যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৭-৮৮।

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

www.pathagar.com

ইব্ন আবদাহ তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে গৃহে অবস্থান করতে থাকেন।[৯৪] এ সময়ে অন্যান্য যে সকল ব্যক্তিদের উপর নির্যাতন নেমে আসে তাঁদের মধ্যে ইমাম তাহাভী (র.) অন্যতম। জীবনী গ্রন্থকারগণের বর্ণনানুসারে এ সময় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং তাঁর থেকে আওকাফের হিসাব তলব করা হয়।[৯৫] তিনি কতদিন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন এর সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞগণের মতে আওকাফের সঠিক হিসাব দেয়ার পরপরই তিনি জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। কারাগারে আবদ্ধ থাকার এসময় সীমাঅতিক্রম হওয়ায় ঐতিহাসিকগণ এসময়ের উল্লেখ করার প্রয়োজনবোধ করেন নি। জেলের অবস্থান দীর্ঘায়িত হলে তাঁরা অবশ্যই এ সময়ের বন্দী জীবনের বর্ণনা করতেন।[৯৬]

গ্রন্থ রচনা ও ইল্‌ম চর্চায় আত্মনিয়োগ

হারূন ইব্ন খুমারাওয়ায়হ্-এর শাসনকালে (২৮০/৮৯৬-২৯২/৯০৪) ইমাম তাহাভী (র.) ইল্‌ম চর্চায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত ছিলেন। কাযী মুহাম্মদ আবদাহ-এর সেক্রেটারী থাকাকালীন অবস্থায় অর্জিত সম্পদ এবং পৈত্রিক সম্পত্তি[৯৭] থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে তিনি এ যুগে তাঁর সংসার পরিচালনা করতেন। তিনি জ্ঞানচর্চার খাতিরে এরপর আর কখনও সরকারী চাকুরীতে ফিরে যান নি। নিশ্চিন্ত মনে তিনি তখন গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় তাঁর পাণ্ডিত্য চাপা পড়ে থাকে। এসময় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং ফিক্‌হ্ ও হাদীস শাস্ত্রে তাঁর প্রশস্ত জ্ঞানের কথা প্রকাশ লাভ করে নি। এ প্রসঙ্গে হাফিয যাহাবীর নিম্নবর্ণিত ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

---

৯৪. ইব্ন হাজার বলেন ঃ

واستتر أبوعبد الله محمد بن عبده عشر سنين رضى عنه ، الامير و غيره بذلك ، فلم يطالبوه ولاسئالوعنه

আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ দশ বছর পর্যন্ত নিজেকে গোপন করে রাখেন। এতে আমীর-ওমারাগণ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। ফলে তাঁরা তাঁকে তলব করে নি এবং তাঁকে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করে নি।

ইব্ন হাজার ঃ রাফউল ইস্‌র।

৯৫. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৪।

৯৬. কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ১০ম খঃ, ২য় সং, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩, পৃঃ ১০৯।

৯৭. ইমাম তাহাভীর পৈত্রিক সম্পত্তির উপর তাঁর চাচার জবর দখল ছিল। তাহাভীর মামার আবেদনে কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ তাদের সম্পত্তি বন্টন করে দেন। কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী ঃ (প্রবন্ধ), (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১০।

www.pathagar.com

"একদিন তাহাভী মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ-এর ইজলাসে ছিলেন। তখন সেখানে এক ভদ্র ও সম্মানিত ব্যক্তি উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞেস করেন, আবূ উবায়দাহ্ আবদুল্লাহ্ থেকে তিনি তাঁর মাতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে কি রেওয়ায়াত করেছেন? এটি ছিল হাদীস সম্পর্কে একটি জিজ্ঞাসা। তাহাভী (র.) বিনা দ্বিধায় বলতে লাগলেন ঃ

حدثنا بكار بن قيتبة انا احمد نا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبى عن ابى عبيدة عن امه عن ابيه ان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ليغار للمؤمن فليغر ، وحدثنا به ابراهيم بن داؤد قاله نا سفيان بن وكيع عن ابيه عن سفيان موقوفا.

ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, আমাকে বাক্কার ইব্ন কুতায়বা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আহ্মাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে সুফিয়ান হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবদুল আ'লা আস্-সালাবী থেকে, তিনি আবূ উবায়দা থেকে তিনি তাঁর থেকে তিনি তাঁর পিতা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনগণের জন্য গায়রাত বোধ করেন। অতএব, তাকেও গায়রাতের অধিকারী হতে হবে।

ইমাম তাহাভী (র.) আরও বলেন, আমাকে ইব্রাহীম ইব্ন দাউদ ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে সুফিয়ান ইব্ন ওয়াকী' বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁর পিতা থেকে তিনি সুফিয়ান থেকে মাওকূফ পর্যায়ে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্নকারী ইমাম তাহাভীর এ জবাবে আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলেন ঃ[৯৮]

"তুমি কি বলছ তা কি জান? তুমি কি উচ্চারণ করছ তা কি সঠিকভাবে জেনে বলছ? কারণ, গত সন্ধ্যায় আমি তোমাকে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের অন্তর্ভুক্ত দেখতে

---

৯৮. যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ, পৃঃ ৩০-৩১।

মূল আরবী ঃ

قال : تدرى ما تقول ؟ تدرى ما تتكلم به ؟ فقال : رايتك العشية مع الفقهاء فى ميدانهم وانت الان فى ميدان اهل الحديث و قل ما يجمع ذلك ، (فقال الطحاوى) فقلت : هذا من فضل الله وانعامه

৯৯. কাযী হারবাওয়ায়হ অত্যন্ত লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে খেতে, অযূ করতে কেউ দেখে নি, তিনি প্রথমে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। অতঃপর নিজেই ইজতিহাদ করতেন। ইব্ন ইউনুস তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

كان شيخا عجيبا مارانا قبله ، و لابعده مثله

তিনি (কাযী হায়বাওয়ায়হ) ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যক্তি। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তার অনুরূপ কোন ব্যক্তি দেখি নি।

কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১০-১১১।

www.pathagar.com

পেয়েছি। আর আজ তোমাকে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের ময়দানে বিচরণ করতে দেখছি। এ ধরনের সমন্বয় তো খুব কমই দেখা যায়। তখন ইমাম তাহাভী (র.) জবাবে বলেন ঃ 'এ আল্লাহ্ তা'আলার অপার করুণা ও দান স্বরূপ।"

কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ-এর পর আলী ইবনুল হুসাইন ইব্ন হারব উরফে হারবাওয়ায়হি মিসরের কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর সাথে ইমাম তাহাভীর হৃদ্রতা গড়ে উঠে। কিন্তু তাঁর যুগেও তিনি বিচারালয়ে কোন চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে উল্লেখ নেই। কাযী আল-উমরীর যুগে মিসরের প্রত্যেক মহল্লার উল্লেখযোগ্য, সম্ভ্রান্ত, ন্যায়পরায়ণ এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিগণের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়। বিভিন্ন বিচারকার্যে বাদী, বিবাদী এবং সাক্ষীদের সম্পর্কে এ সকল ব্যক্তিগণের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হতো। এছাড়া কোন বিষয়ের তদন্তে কাযী স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারলে এসকল বিশ্বস্ত লোকগণকে সেখানে পাঠানো হতো এবং তাঁদের প্রদত্ত প্রতিবেদন অনুসারে বিচার করা হতো। আর তাঁদেরকে 'আশ্-শুহূদ' বলে আখ্যায়িত করা হতো। ধীরে ধীরে জনসমাজে এ পদের গুরুত্ব এতই বৃদ্ধি পায় যে, কোন এলাকায় সম্মানিত কোন ব্যক্তির নাম এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হলে তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো না। ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন এ তালিকার শীর্ষে। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং পাণ্ডিত্যের ব্যাপক যশ ও খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে পরশ্রীকাতর ব্যক্তিরা 'দিওয়ানুশ্ শুহূদ' থেকে তাঁর নাম খারিজ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

ষড়যন্ত্রকারীরা অবশেষে সফলতা লাভ করে এবং কাযী হারবাওয়াহ-এর যুগে 'শুহূদ দফ্তর' থেকে ইমাম তাহাভী (র.)-এর নাম বাদ পড়ে। কিন্তু তাহাভীর জ্ঞান গরিমা আল্লাহ্ ভীতি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কাযী হারবাওয়াহ অবগত ছিলেন। তিনি পুনরায় তাহাভীর নাম 'দিওয়ানুশ্ শুহূদ'-এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুযোগের সন্ধান করছিলেন। তারপর একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি এ সুযোগ পেয়ে যান।

ঘটনাটি এই, মিসরের একজন সরকারী আমীর মুহাম্মদ ইব্ন আলী আল-মাযরাঈ-এর বিরুদ্ধে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক কাযীর দরবারে শুফ্'আহ-এর দাবী করে। কাযী সাথে সাথে আল-মাযরাঈকে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন জারী করেন। আল-মায্রাঈ কাযীর দরবারে উপস্থিত হতে অপসন্দ করেন। এবং বিষয়টিকে এড়াবার উদ্দেশ্যে হজ্জে রওয়ানা হয়ে যান। মিসরের 'আশ্ শুহূদ'-এর একটি বিরাট দল আমীরের সাথে হিজায গমন করেন। আল-মাযরাঈ হজ্জ শেষে মিসর প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু ঐ পরশ্রীকাতর 'আশ্-শুহূদ'-এর দল আরও এক বছরের জন্য মক্কায় থেকে যান। তাঁদের অনুপস্থিতির সময় কাযী মিসরে উপস্থিত আলিমগণের মধ্যে থেকে আবূল কাসিম আল-মামূন এবং আবূ বকর ইব্ন সাকলাবকে ইজলাসে ডেকে তাঁদের নিকট তাহাভীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জানতে চান। তাঁরা ইমাম তাহাভীকে ন্যায়পরায়ণ (عادل) বলে স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কাযী পুনরায়

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভীর নাম 'আশ্-শুহূদ দফতরে' অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০০]

ইব্ন খাল্লিকানের মতে প্রখ্যাত ফকীহ্ মানসূর এবং সম্মানিত কাযী এর মাঝে সংঘটিত একটি বিশেষ বিতর্কের[১০১] পর ইমাম তাহাভী (র.)-কে শুহূদ দফতরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

---

১০০. আল-কিন্দী উক্ত আমীর মাযরাঈ-এর ঘটনাটি কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। তাঁর বর্ণনানুসারে মাযরাঈ মিসরে প্রত্যাবর্তনের পর কাযী তাঁকে স্ত্রীলোকটির শুফ্'আ-এর দাবী পূরণের অথবা ইজলাসে উপস্থিত হয়ে তাঁর বক্তব্য পেশ করার হুকুম দেন। তখন তিনি অনন্যপায় হয়ে ইমাম তাহাভীর শরণাপন্ন হন। তাহাভী (র.) তাঁকে তাঁর পক্ষ থেকে দু'জন উকীল ইজলাসে পাঠাবার অনুমতি চাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে কাযী বলেন, উকীলের শপথ গ্রহণযোগ্য নয়। তাহাভী (র.) তখন আমীর মাযরাঈকে পরামর্শ দেন, তিনি যেন কাযীকে তাঁর নিকট দুইজন সাক্ষী পাঠাবার অনুরোধ করেন। যাদের সামনে তিনি শপথ করবেন। তখন কাযী জবাবে বলেন ঃ এখন সাক্ষী প্রেরণ করা সম্ভব নয়। মাযরাঈ তখন তাহাভীর পরামর্শ অনুসারে জবাবে বলেন ঃ আমি ছাড়া অন্যের নিকট আপনার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য প্রেরণের নযীর আছে। কাযী এর উত্তরে বলেন ঃ রাজনৈতিক অসুবিধার কারণে এ মুহূর্তে সাক্ষীদের পাঠানো সম্ভব নয়। ইত্যাবসরে কাযী জানতে পারেন যে, ইমাম তাহাভীই মাযরাঈকে পরামর্শ দিচ্ছেন। তখন তিনি দূত পাঠাবার সময় অকপটে বলেন ঃ তোমাকে পরামর্শ দানকারী ধ্বংস হোক! তাহাভী একথা জানতে পেরে মাযরাঈ-এর অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে আর কোন পরামর্শ দান করেন নি। পরিশেষে তিনি বাধ্য হয়ে শুফ্'আর দাবীদার স্ত্রীলোকটির দাবী পূরণ করেন। ইমাম তাহাভীর মাযরাঈকে পরামর্শ দান থেকে বিরত থাকার খবর পেয়ে কাযী তাঁর প্রতি সদয় হন এবং তাঁকে পুনরায় শুহূদের অন্তর্ভুক্ত করেন। সৈয়দ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ১০ খঃ, সং ২, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩; দিল্লী, পৃঃ ১২২, ১২৩।

১০১. কাযী হারবাওয়ায়হ জ্ঞান পিপাসু ছিলেন। তিনি মিসরের প্রসিদ্ধ আলিমগণের সাথে পৃথক পৃথক রাতে ইল্মী আলোচনায় লিপ্ত হতেন। একরাতে মানসূর আল-ফাকীহর সাথে আলোচনার সময় তিনি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে তালাক দেয়ার পর ইদ্দত পালন অবস্থায় স্বামীকে খোর-পোষ দিতে হবে কিনা জিজ্ঞেস করেন। কাযী আরও বলেন, কারো কারো মতে তিন তালাকের ক্ষেত্রে খোর-পোষ দিতে হবে না এবং কম হলে দিতে হবে। মানসূর ফকীহ্ তখন বলেন ঃ এই মত পোষণকারী ব্যক্তি ঈমানদার নয়। পরবর্তী দিন তাহাভীর সাথে মানসূর ফকীহ্-এর সাক্ষাৎ হলে তিনি তাহাভীর নিকট কাযীর সাথে তাঁর আলোচনার কথা ব্যক্ত করেন। এরপর ইমাম তাহাভী তাঁর সাথে কাযীর আলোচনার নির্ধারিত রাতে কাযীকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কি একথা বলেছেন যে কোন কোন আলিমের মতে তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক গর্ভবতী হলেও সে খোর-পোষ পাবে না। তখন কাযী তাহাভীকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কার নিকট একথা শুনেছেন। তাহাভী (র.) সরল মনে মানসূর ফকীহ্-এর নাম উল্লেখ করেন। কাযী এতে অত্যন্ত রাগান্বিত হন এবং পরবর্তী দিন শহরের আলিমগণকে একত্রিত করেন। মানসূর ফকীহ্ ছিলেন অন্ধ। আলিমগণের এ সমাবেশে

www.pathagar.com

কাযী হারবাওয়াহ কাযীর পদ থেকে ইস্তাফা দিয়ে বাগদাদ চলে যাওয়ার পর মিসরে ইমাম তাহাভীর সমকক্ষ আলিম খুব কমই ছিলেন। বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সরকারী পর্যায়ে তাঁর সহযোগিতা কামনা করা হতো। বিচারপতি হারবাওয়ায়হ-এর পর বাগদাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবূ ইয়াহ্ইয়া আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন মাকতূমকে মিসরের কাযী পদে নিয়োগ করা হয়।[১০২] তিনি ছিলেন একজন অনভিজ্ঞ যুবক। এজন্য খিলাফতের ওয়াযীর আবুল-হুসায়ন ইবনুল ফুরাত মিসরের চার জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও আলিমের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন।

এঁদের মধ্যে তাহাভী ছিলেন অন্যতম। এ চিঠিতে উযীর একজন অভিজ্ঞ আলিমকে কাযীর নায়েব হিসেবে নিযুক্ত করার জন্য আলিমগণকে অনুরোধ জানান। ইব্ন মাকতূম হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর নায়েব হানাফী মাযহাবের অনুসারী হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু ইমাম তাহাভী (র.) নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে মালিকী মাযহাবের অনুসারী প্রখ্যাত আলিম আবুয্ যাকার মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়াকে নায়েব নিযুক্ত করে। এতে আবুয্ যাকার পরবর্তী সময়ে ইমাম তাহাভীকে শ্রদ্ধা করতেন এবং প্রসিদ্ধ বিতর্কিত মাস'আলা তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের খোর-পোষের বিষয়ে হানাফী মাযহাবের মতানুসারে ফয়সালা করতেন।[১০৩]

কাযী ইব্ন মাকতূমের পর আবদুর রাহমান ইব্ন ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ আস্ সাদূসী মিসরের বিচারপতি পদে (৩০২/৯১৪) নিযুক্তি লাভ করেন।[১০৪] তিনি ইমাম তাহাভীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি বাহনে আরোহণ করার পূর্বে কাযী কখনও নিজ বাহনে আরোহণ করতেন না। তিনি তাঁর ইজলাসে জনসম্মুখে ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলতেন ঃ "তিনি আমাদের আলিম, তিনি আমাদের নেতা।"

তিনিও উপস্থিত ছিলেন। কাযী আলোচনার এক পর্যায়ে মানসূর ফকীহ্-এর প্রতি ইংগিত করেন বলেন, কিছুসংখ্যক লোকের চোখ যেমন অন্ধ হয়ে গিয়েছে তেমনিভাবে তাদের অন্তরও অন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা আমার পক্ষ থেকে এমন কথা বর্ণনা করে থাকে যা আমি বলি নি। এতে মানসূর ফকীহ্ রাগান্বিত হয়ে বলেন, কে মিথ্যবাদী তা আল্লাহ্ই জানেন। এ কথা বলেই তিনি মজলিস থেকে উঠে যান। মিসর সেনাবাহিনীর একদল অফিসার মানসূর ফকীহ্-এর ভক্ত ছিলেন। তাঁরা পক্ষ অবলম্বন করেন এবং এভাবে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়। এ ঘটনার পর ইমাম তাহাভীকে শুহূদ দফ্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪; কিন্দী ঃ আল-কুযাত ওয়াল বুলাত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২৩-৫৩১।

১০২. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৯।

১০৩. কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, মাসিক বুরহান, ১০ম খঃ, ৩য় সংখ্যা, মার্চ, ১৯৪৩ (দিল্লী), পৃঃ ১৭৮।

১০৪. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, পৃঃ ১২০।

www.pathagar.com

তিনি আরো বলতেন, কাযীর পদ এমন কোন পদ নয় যার প্রেক্ষিতে তাহাভীর মোকাবিলায় গর্ববোধ করা যায়। ইব্ন ইসহাকের পর মালিকী মাযহাবের অনুসারী আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম মিসরের কাযী পদ (৩১৪/৯২৬) লাভ করেন। তিনি ইমাম তাহাভী (র.) প্রতি পূর্ববর্তী কাযীদের তুলনায় অধিক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইব্ন যুলাক এ সম্পর্কে বলেন, আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম তাঁর বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় আবূ জা'ফর তাহাভীর নিকট বারবার আসতেন এবং তাঁরই নিকট থেকে তাঁর গ্রন্থাবলীর বিষয়বস্তু শুনতেন।'[১০৫]

তাহাভী ও কাযীকে যথাযথ সম্মান প্রদান করতেন। একদিন তাহাভী (র.) শিক্ষাদানে রত ছিলেন। কাযীও ছাত্রদের কাতারে উপবিষ্ট ছিলেন। দরসের সময় আসওয়ানের এক ব্যক্তি ইমামকে একটি মাস'আলা জিজ্ঞেস করেন। তিনি জবাব দেওয়ার সময় কাযীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলেন, কাযীর অভিমত হচ্ছে এরূপ এবং এরূপ, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করুন। এতে গ্রামীণ লোকটি বলেন, আমি কাযীর নিকট জানতে আসি নি, আমি তো আপনার নিকটই এসেছি। তখন কাযী তাহাভীকে বলেন, আপনি তাকে ফাত্ওয়া দিয়ে দিন, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করুন। তখন তিনি বলেন, কাযী যখন অনুমতি প্রদান করেছেন তখন আমি ফাত্ওয়া দিতে পারি। এ বলে তিনি আসওয়ানীর জবাব দান করেন।[১০৬]

আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীমের পর আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ উরফে ইব্ন যুবার মিসরের কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন।[১০৭] তাঁর যুগে যুলুম নির্যাতন বৃদ্ধি পায় এবং ঘুষ-রিশ্ওয়াত অবারিতভাবে চলতে থাকে। ইমাম তাহাভী (র.) পূর্বেই সরকারী কার্যক্রম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিচারালয়ের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক ছিল, এ বারে তিনি তা থেকেও পৃথক হয়ে পড়েন। ইব্ন যুবার তাহাভীকে মিসরের সবচেয়ে বড় আলিম মনে করে তাঁর নিকট একটি বিষয়ে ফাত্ওয়া তলব করেন। কিন্তু তিনি এর সন্তোষজনক জবাব প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন।

ইব্ন যুবারের সময় আল্লামা তাহাভীকে কাযী মুহাম্মদ ইব্ন আবদাহ-এর যুগের কোন একটি বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান ও সাক্ষ্য দানের উদ্দেশ্যে কোর্টে হাযীর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন তিনি কোর্টে গিয়ে সাক্ষ্য দান করেন। কাযী তাঁর পরিচয় পেয়ে তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার করেন। আর বলেন, ত্রিশ বছর পূর্বে আমি এক ব্যক্তি থেকে আপনার মাধ্যমে একটি হাদীস শুনেছি। এরপর তিনি সরাসরি ইমাম

---

১০৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২০।

১০৬. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮১-২৮২; আহ্মাদ আল-খাতীব ঃ তারীখু বাগদাদ, ১ম সং, ৪র্থ খঃ, (মাতবা'আতুল খাঞ্জী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১), পৃঃ ১৫।

১০৭. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২০।

www.pathagar.com

তাহাভীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করে তাঁর শিষ্যত্ব লাভের অনুরোধ জানান। ইমাম তাহাভী (র.) কাযীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা সত্ত্বেও অকপটে তাঁর নিকট কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেন।[১০৮]

ইমাম তাহাভীর বয়স যখন আশির কোঠায় তখন (৩২১/৯৩৩) ইব্ন্ যুবার, আবূ হাশিম ইসমাঈলকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দিমাশ্কে চলে যান। কাযী আবূ হাশিম এবং তাঁর পরবর্তী কাযী আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বা আদ-দায়নূরীর (রাবীউল আখির, ৩২১/৯৩৩-রামাযান, ৩২২/৯৩৪) সাথে ইমাম তাহাভীর কোন সম্পর্ক গড়ে উঠার বর্ণনা পাওয়া যায় না। সম্ভবত তিনি এ সময়ে রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। আর মিসরের রাজনৈতিক অবস্থাও তখন অনুকূল ছিল না। ফলে কাযীর পক্ষে ইমাম তাহাভীর সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়ে উঠে নি বা সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু জীবনী গ্রন্থকারগণ এর কোন বর্ণনা প্রদান করেন নি।[১০৯]

ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনী আলোচনায় আমরা দেখতে পাই, তাঁর জীবন ছিল অত্যন্ত কর্মবহুল। তিনি সর্বদা সমাজের সাথে জড়িয়ে ছিলেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ বিচারালয়ে কাটিয়েছেন।

ইন্তিকাল ও দাফন

ইমাম তাহাভী (র.)[১১০] বিরাশি বছর বয়সে যূল-কা'দাহ্ ৩২১/২৪ অক্টোবর, ৯৩৩ সালে বৃহস্পতিবার রাতে ইন্তিকাল করেন।[১১১] ইব্ন নাদীম তাঁর মৃত্যুকাল ৩২২/৯৩৪ সাল বলে উল্লেখ করেন।[১১২]

---

১০৮. কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ১০ম খঃ, (৩য় সং, ১৯৪৩, দিল্লী), পৃঃ ১৮২-১৮৩।

১০৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৪।

১১০. তাঁর জন্মকাল ২২৯ হিজরী সাল হলে জীবনকাল দাঁড়ায় ৯২ বছর ৫ মাস ২০ দিন।

১১১. ইব্ন বাদরান ঃ তাহযীবু তারীখি দিমাশ্ক, ২য় সং, (দারুল-মাসীরাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃঃ ৫৮; ইব্নুল জাওযী ঃ আল-মুনতাজিম ফী তারীখিল মুলকি ওয়াল উমাম, ৬ষ্ঠ খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ; ১৩৫৭) পৃঃ ২৫০; সাম'আনী ঃ কিতাবুল আনসাব, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬৯; ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন্ নুজূমুয-যাহিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৪০।

১১২. ইব্ন্ নাদীম ঃ ফিহরিস্ত, (মাকতা'বাতুল খাইরাত, বিলস, বৈরুত, ১৯৭২ খ্রীঃ), পৃঃ ২০৭।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইব্ন্ নাদীম ব্যতীত এ বর্ণনা আমাদের জানা মতে আর কোন জীবনী গ্রন্থকার থেকে পাওয়া যায় না। ইব্ন্ নাদীমের মতে মৃত্যুর সময় ইমাম তাহাভীর বয়স হয়েছিল আশি বছর।

www.pathagar.com

'তাজুত্ তাবাকাত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাহাভী (র.) বাগদাদ শহরে ৩২১ হিজরী সালে, ১৬ রজব, সোমবার দিন ইন্তিকাল করেন এবং সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। বাগদাদে তাঁর কবরস্থান প্রসিদ্ধ। লোকেরা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সেখানে গমন করেন। তাঁর জানাযায় আলিম, ফাযিল, মাশাঈখ, আমীর-উমারা এবং সর্বস্তরের জনগণ-উপস্থিত হন। তাঁর মৃত্যু দিবসে বাগদাদে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ক্লাস বন্ধ থাকে।[১১৩]

অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থাকারের মতে ইমাম তাহাভী (র.) মিসরেই ইন্তিকাল করেন এবং 'আল্-কিরাফাতুস্ সুগ্‌রা'-এ বানুল আশ্'আস গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।[১১৪]

---

১১৩. 'তাজুত্ তাবাকাত' পাণ্ডুলিপি (নং. বি ১২৩৫৫, খোদা বখ্‌শ্ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, পাটনা), পৃঃ ১৯৮, কিরাফাতুল ইমামিশ্ শাফিঈ (র.)-কে 'কিরাফাতুস-সুগ্‌রা' বলা হয়। আল্লামা আইনী (র.) 'নুখাবুল আফ্‌কার' গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাভীর (র.) কবর খান্দাক পার হয়ে মসজিদে মাহমূদের দিকে যাওয়ার সময় হাতের ডান পাশে অবস্থিত। যাহিদ কাওসারী (র.), এ প্রসঙ্গে বলেন, খান্দাক এবং মসজিদে মাহমূদ সম্পর্কে ইতিহাসে আলোচনা পাওয়া গেলেও সেকালের চিহ্নাবলীর বিলুপ্তি সাধিত হয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে তাহাভীর কবর শাফিঈ (র.) সড়কের দিকে যাওয়ার সময় ডান দিকের সড়কে অবস্থিত। তাঁর কবরের উপর একটি গুম্বুজ নির্মিত আছে। এর মধ্যে ইমামের নাম তাঁর জন্ম তারিখ (২২৯ হিঃ) এবং তাঁর মৃত্যু তারিখ (৩২১ হিঃ) লিখিত রয়েছে।

১১৪.আবুল হাসান আস্-সাখাবী ঃ তুহফাতুল-আহবার ওয়া বুগয়াতুত তুল্লাব ফিল-খিতাতি ওয়াল মাযারাতি ওয়াত্ তারাজুমি ওয়াল-বুকাইল-মুবারাকাত (মাত'বাউল উলূমি ওয়াল আদাবি, কায়রো, ১৩৫৬/১৯৩৭), পৃঃ ১৯৯-২০০, যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাবী ফী সীরাতিত্ তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪০।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইমাম তাহাভীর উল্লেখযোগ্য উস্‌তাদ ও শাগেরদ্‌বৃন্দ

বিভিন্ন বিষয়ে ইমাম তাহাভীর ব্যাপক অভিজ্ঞতা

ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইমাম তাহাভী (র.) হাদীস এবং ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থরাজির মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি তাফসীর, কালাম, আনসাব, লুগাহ, নাহ্‌ব্‌, মানতিক, কিরা'আত্‌ প্রভৃতি বিষয়েও বিপুল জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইব্‌ন তাগরী বারদী (র.) এ প্রসংগে বলেন ঃ

"ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন তাঁর যুগের ফিকহ্‌, হাদীস, ইখ্‌তিলাফুল উলামা, আহ্‌কাম, লুগাহ এবং নাহ্‌ব শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম।"[১]

বস্তুত সে যুগে প্রকৃত আলিম হিসাবে পরিগণিত হওয়ার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলোর জ্ঞান আহরণ করা ছিল অপরিহার্য। ইব্‌ন আব্‌দুল-বার (র.) এ সম্পর্কে বলেন ঃ "সত্যিকার আলিম হওয়ার ইচ্ছাপোষণ করলে প্রথমে কুরআন হিফ্‌য করে তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। হাদীস শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। কেননা, পবিত্র কুরআন অনুধাবনে হাদীসের যথাযথ জ্ঞান লাভ অপরিহার্য। আর পবিত্র হাদীস সম্যকভাবে বুঝার জন্য আরবী ভাষায় ব্যাপক জ্ঞান এবং সাহাবী ও হাদীসের রাভীগণের জীবন বৃত্তান্ত জানা একান্ত প্রয়োজন।"[২]

তাহাভী (র.) তাঁর জীবনে এ-সব বিষয়ের জ্ঞান সম্যকভাবে লাভ করেন। তিনি লুগাহ এবং নাহ্‌ব শাস্ত্রে শিক্ষা গ্রহণ করেন আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয[৩], ওয়াল্লাদ নামে

---

১. ইব্‌ন তাগরী বারদী ঃ আন নুজূমুয্‌-যাহিরা, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪০।

মূল আরবী ঃ

كان امام عصره بلا مدافعة فى الفقه و الحديث واختلاف العلماء والأحكام و اللغة و النحو

২. ইব্‌ন আবদুল বার ঃ জামি'উ বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম সং, ২য় খঃ, (ইদারাতুত্‌ তাবা'আহ্‌ আল-মুনীরিয়্যা, মিস্‌র।) পৃঃ ১৬৬-১৬৯।

৩. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৬।

www.pathagar.com

খ্যাত আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুহাম্মদ তামীমী[৪] এবং মাহমূদ ইব্ন হাস্সান নাহভী[৫] (মৃঃ ২৭২/৮৮৫) থেকে। তাঁর ইলমে কিরা'আত-এর শিক্ষকগণ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি।[৬] ফিক্হ্ শাস্ত্রের তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক ছিলেন আহ্মদ ইব্ন আবূ ইমরান, কাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়বাহ্ এবং কাযী আবূ খাযিম। হাদীস শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তিনি সমকালীন প্রখ্যাত বহু হাদীস বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে মনোযোগ সহকারে হাদীস শ্রবণ করেন।

ইব্ন উয়ায়নাহ্[৭] (১০৭/৭২৫-১৯৮/৮১৩) এবং ইব্ন ওয়াহাব্[৮]

---

৪. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খঃ, পৃঃ ১০৭।

৫. আবদুল মাজীদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৭।

৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৮।

৭. সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না ইব্ন আবী ইমরান মায়মূন আল-হিলালী আবূ মুহাম্মদ আল-কূফী হিঃ ১৬৩ সালে কূফা থেকে মাক্কায় হিজরত করেন। এরপর তিনি সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি আবদুল মালিক ইব্ন উমায়র, আবূ ইসহাক আস-সুবাঈ প্রমুখ অসংখ্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে সাওরী, ইবনুল মুবারক, মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস শাফিঈ, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আবূ বাকার আল-হুমায়দী প্রমুখ বহু মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস সমালোচকরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ ইমাম মালিক (র.) এবং সুফিয়ান (র.) না হলে হিজাযের ইল্ম বিলুপ্ত হয়ে যেত। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র.) তাঁকে হাদীসের ইমাম বলে আখ্যায়িত করেন। আল-আজলী (র.) তাঁকে হাদীস বিশারদদের হাকিম এবং ইব্ন হাজার (র.) তাঁকে অষ্টম তাবকার মুহাদ্দিসগণের শিরোমণি বলে চিহ্নিত করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীবুত্ তাহযীব, ৪র্থ খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, হিঃ ১৩২৫।) পৃঃ ১১৭-১২১; ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, (আল-মাকতাবাতু'ল ইলমিয়্যা, মদীনা, হিঃ ১০৮০।) পৃঃ ৩১২।

৮. তাঁর পুরোনাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহাব ইব্ন মুসলিম আল-ফিহ্রী আবূ মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন ইমাম। তিনি ইউনুস ইব্ন ইয়াযিদ, হায়াত ইব্ন শুরায়হ, উসামাহ আল-লায়সী, ইমাম মালিক, সাওরী প্রমুখ বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবদুল্লাহ্, ইব্ন বুকায়র, আবূ সালিহ্, আসবাগ ইবনুল কারয, আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্, লায়স ইব্ন সা'দ, সাঈদ ইব্ন আবী মারয়াম, সাঈদ ইব্ন মানসূর প্রমুখ মুহাদ্দিস। ইব্ন মুঈন এবং ইব্ন আদ্দী তাঁকে সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন। আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্ (র.) বলেন ঃ ইব্ন ওয়াহাব (র.) এক লক্ষ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, ইব্ন ওয়াহাবের তুলনায় অধিক হাদীস বর্ণনাকারী কোন হিজাযী, সিরিয়া এবং কোন মিসরী মুহাদ্দিস আমি দেখতে পাই নি। আমরা তাঁর থেকে সত্তর হাজার হাদীস সংরক্ষণ করেছি। ইব্ন ইউনুস (র.) বলেন, তাঁর মধ্যে ফিক্হ্, রিওয়ায়াত এবং ইবাদাতের সমন্বয় সাধিত হয়।

www.pathagar.com

(১২৫/৭৪৩-১৯৭/৮১৩)-এর বহু শিক্ষা[৯] এবং এ স্তরের উল্লেখযোগ্য অনেক মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁর শিক্ষকদের অনেকেই ছিলেন অধিক হাদীস কণ্ঠস্থকারী হাফিয[১০] (. حفاظ مكثرين)

তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করার পর তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর নিকট থেকে তিনি 'সুনানুশ্ শাফিঈ'ও শ্রবণ করেন। এরপর তিনি তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বাহ্ (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি ইব্‌ন আবূ ইমরান (র.)[১১] থেকেও হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি তৎকালীন যুগের

ইব্‌ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্, ২য় খঃ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৩৭২/১৯৫৩), পৃঃ ১৮৯-১৯০; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্, ৩য় সং, (মাকতাবুল মাতবূ'আতিল-ইসলামিয়্যা, বৈরূত, ১৩৯৯/১৯৭৯) পৃঃ ২১৮; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২১।

৯. যেমন ইউনুস ইব্‌ন আ'লা (মৃঃ ২৬৪/৮৭৮), হারুন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী (মৃঃ ২৫৩/৮৬৭), মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল হিকাম (মৃঃ ২৬৮/৮৮১), বাহর ইব্‌ন নাসর (মৃঃ ২৬৭/৮৮৯), ঈসা ইব্‌ন মাসরূদ প্রমুখ।

যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০; ইব্‌ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, পৃঃ ২৭৪-২৭৫।

১০. الحافظ – من حفظ غالب اصول الحديث و فروعه بلا تخصيص الحفظ بعد معين كمائة الف حديث ، وقال بعضهم : الحافظ من أحاط علمه بمائة ألف حديث

হাফিয এমন হাদীস বিশারদকে বলে, যিনি উসূল (মৌলিক) এবং ফুরূ' (শাখা-প্রশাখা) সম্পর্কিত অধিকাংশ হাদীস কণ্ঠস্থ করেছেন। হাফিয হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক যেমন একলক্ষ হাদীসের হাফিয হওয়ার শর্ত নেই। কারও কারও মতে হাফিয এমন হাদীস বিশারদকে বলা হয়, যিনি একলক্ষ হাদীসের জ্ঞান রাখেন।

ইব্‌ন বাদরান ঃ মুকাদ্দামাতু তাহযীবি তারীখি দিমাশক, ১ম খঃ, ২য় সং, (বৈরূত, হিঃ ১৩৯৯) পৃ. ২০; ডক্টর তাকীউদ্-দীন নাদাবী ঃ ইলমু রিজালিল হাদীস, ১ম সং, (মাতবা'আতু নাদওয়াতিল উলামা, লক্ষ্ণৌ, ১৪০৫/৯৯৮৫) পৃ. ২১১-২১২।

১১. তাঁর পুরোনাম ঃ আবূ জা'ফর আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ ইমরান মূসা ইব্‌ন ঈসা। তিনি একজন বিশিষ্ট হানাফী ফিক্‌হ্ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর শিষ্যগণের নিকট থেকে ফিক্‌হ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি মিসরের কাযী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ইবনুল জাওযী, খাতীব আল-বাগদাদী, শীরাযী প্রমুখ জীবনী গ্রন্থকারগণ তিনি মিসরের কাযী ছিলেন বলে উল্লেখ করেন নি। তবে হাফিয আল-কুরাশী-হাফিয আবদুল গণী ইব্‌ন সাঈদ-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আবূ ইমরান মিসরের কাযী ছিলেন।

আবদুল মজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৭-৭৮

www.pathagar.com

প্রথিতযশা মুহাদ্দিস যথা-ইমাম নাসাঈ, হারূণ ইব্ন সাঈদ আল-আইলী, রাবী ইব্ন সুলায়মান আল-জীযী, ইউনুস ইবনিল-আ'লা, আহ্মাদ ইব্ন আসরম, আহ্মাদ ইব্ন আবদুর-রহমান ইব্ন ওয়াহাব, বাহর ইব্ন নাসর প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[১২]

মোটকথা তিনি বহু হাদীস বিশারদ ও বিভিন্ন বিষয়ে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ থেকে ব্যাপকভাবে জ্ঞান আহরণ করেন। এ প্রসংগে প্রখ্যাত গবেষক আবদুল-মাজীদ মাহমূদ বলেন ঃ

"ইমাম তাহাভী (র.) বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সমসাময়িক বিশেষজ্ঞগণের নিকট থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে একান্ত উৎসাহী ছিলেন। এ সকল জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর স্বদেশীয় হোক অথবা ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে মিসরে আগত জ্ঞানী ব্যক্তি হোক। আর এ সময়ে জ্ঞান পিপাসুদের মাঝে শিক্ষা সফরের বিশেষ রীতি ছিল।"[১৩]

আল্লামা যাহিদ কাওসারীর বর্ণনা অনুসারে আবদুল আযীয ইব্ন আবূ তাহির তামীমী তাহাভীর শিক্ষকগণের তালিকা সম্বলিত একটি তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।[১৪]

ইমাম তাহাভী (র.)-এর হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষকবৃন্দ এবং উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের তালিকা

আল্লামা তাহাভী (র.) যে সকল শিক্ষক থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, তাঁদেরকে সাধারণত চারটি স্তরে বিভক্ত করা যায় ঃ

১. তিনি যে সকল শিক্ষক থেকে 'মা'আনিল আসার' এবং 'মুশ্কিলুল আসার' উভয় গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেন।

২. তিনি যে সকল উস্তাদ থেকে শুধু 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেন।

৩. যে সকল মুহাদ্দিস থেকে তিনি শুধুমাত্র 'মুশ্কিলুল আসার' গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেন।

---

১২. পূর্বোক্ত, ১২১-১২৪; যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাভী ফী সীরাতিল ইমাম আবূ জা'ফর আত তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬-৯।

১৩. আবদুল মাজীদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২০।
মূল আরবী ঃ
إنه كان حريصا على الإستفادة من أعلام عصره فى شتى ا لعلوم ، سواء ا كانو امن اهل بلده أم من الغرباء القادمين عليها من مختلف اقطار العالم الإسلامى، إذ كانت الرحلات العلمية فى أوج نشاطها

১৪. যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাবী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬।
দুর্ভাগ্যবশত বহু চেষ্টার পরও এই মূল্যবান গ্রন্থটির কোন সন্ধান পাই নি।

www.pathagar.com

৪. তিনি যে সকল শিক্ষক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে হাদীস বিশারদ এবং ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

আরবী বর্ণমালায় ক্রমানুসারে তাহাভীর (র.) বিভিন্ন স্তরের উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো ঃ

প্রথম স্তর ঃ

১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আবী দাউদ (মৃঃ ২৭২/৮৮৬) আল-বারালুসী (র.)।[১৫]

২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আবূ আবদুর রাহমান আন্‌-নাসাঈ (র.)[১৬] (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫)

---

১৫. তিনি উপকূলীয় শহরের 'সুওয়ার' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর মিসরের 'বারাল্লাস' এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তাঁর পিতা আবূ দাউদ কূফার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর নাম সুলায়মান। কিন্তু নকলকারীদের ভুলের কারণে আবূ দাউদ এবং সুলায়মানের মাঝে 'ওয়াও' অক্ষরটি অতিরিক্তভাবে লিখিত হয়। ফলে অনেকেই এই একই ব্যক্তিকে দুই জন বলে ধারণা করেন। ইব্‌ন ইউনুস তাঁকে 'সিকাহ্‌' এবং 'হাফিয' বলে আখ্যায়িত করেন। হামাভী, ইব্‌ন আসাকির, ইব্‌ন হাজার প্রমুখ ইব্‌রাহীমকে 'সিকাহ' এবং 'হাফিয' বলে অভিহিত করেন।

হাকীম মুহাম্মদ আইযূব ঃ তারাজিমুল আহ্‌বার মিন রিজালি শারহি মা'আনিল আসার, ১ম সং, ১ম খঃ (মাকতাবাতুল খালীলিয়্যাহ, সাহারাণপুর, ইউ, পি, তাঃ বিঃ) পৃঃ ১-২।

১৬. তিনি মধ্য এশিয়ায় খুরাসানের অন্তর্গত 'মারভ'-এর নিকটবর্তী 'নাসা' শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কুতায়বা, ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়াহ (র.) প্রমুখ অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর থেকে তাহাভী, আবূ আওয়ানাহ, আবূ আলী নীশাপুরী প্রমুখ হাফিযগণ হাদীস অধ্যয়ন করেন। ইমাম তাহাভী (র.) তাঁকে হাদীসের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অন্যতম ইমাম বলে উল্লেখ করেন। হাফিয যাহাবী (র.) তাঁকে ইমাম মুসলিমের তুলনায় 'অধিক হাফিয' বলে বর্ণনা করেন। আলী ইব্‌ন আমর দারা কুত্‌নী (র.) বলেন ঃ 'সে যুগে মিসরে নাসাঈর মত এত বড় ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদ, হাদীস-শাস্ত্রজ্ঞ এবং দুর্বল ও সাহীহ্‌ হাদীস অভিজ্ঞ আলিম আর কেউ ছিলেন না'। আনওয়ার শাহ কাশ্‌মিরী (র.) তাঁর সুনানকে সিহাহ্‌ সিত্তার মধ্যে তৃতীয় স্থান দান করেন। তাঁর সংকলিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে হযরত আলী (রা.)-এর মানাবিক, কিতাবুল খাসাইস এবং ফাযাইলুস্‌ সাহাবা উল্লেখযোগ্য।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীব, ১ম খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, ডিকান, ১৩১৫) পৃঃ ৩৬-৩৯; ইউসূফ বিন্নুরী ঃ মা'আরিফস্‌ সুনান, ১ম সং, (আল-মাকতাবাতুল বিন্নুরিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান, ১৩৮৩/১৯৬৪), পৃঃ ১৬; হাকীম আইউব ঃ তারাজিমুল আহ্‌বার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৬৪-৬৫; প্রফেসর মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান ঃ মুহাদ্দিস প্রসংগ, ১ম, সং, (ইউনিক প্রেস, রানী বাজার, রাজশাহী, ১৯৭৫) পৃঃ ৮২-৯০; সাফিয়ুদ-দীন আহ্‌মাদ খাজরাজী ঃ খুলাসাত তাযহীব তাযহীবিল কামাল, ২য় সং, (বৈরুত ১৩৯৯/১৯৭৯), পৃঃ ; যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ২য় খঃ, ৩য় সং, (উসমানিয়া ওরিইন্টাল পাবলিকেশন ব্যুরো, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৫৬) পৃঃ ৬৯৮-৭০১।

www.pathagar.com

৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান ইব্‌ন ওয়াহাব মিস্‌রী আবূ উবায়দুল্লাহ্‌ বাহশাল (র.) (মৃঃ ২৬৪/৮৭৭)[১৭]

৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল-খুরাসানী আল-মিরওয়াযী (র.) (মৃঃ ২৬৭/৮৮০)[১৮]

৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবূ ইমরান (র.) (মৃঃ ২৮০/৮৯৩)[১৯]।

---

১৭. তিনি তাঁর চাচা আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন ওয়াহাব থেকে অধিক এবং ইমাম শাফিঈ (র.), ইসহাক ইব্‌ন ফুরাত, বাশার ইব্‌ন বাকার প্রমুখ রাভী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম, ইব্‌ন খুযায়মা, আবূ হাতিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একজন সিকাহ্‌ এবং সাদূক রাভী। জীবনের শেষভাগে তাঁর স্মৃতিশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছিল। আবূ হাতিম তাঁকে সিকাহ্‌ বলে উল্লেখ করেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর জামি' গ্রন্থেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহ্‌যীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৩-৫৪; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৫; আবূ মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ হাতিম ঃ কিতাবুল জারহি ওয়াত্‌ তা'দীল, ১ম খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭১/১৯৫২) পৃঃ ৫৯-৬০।

১৮. তিনি ইদ্‌রীস ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া খাওলানী এবং রাওয়াদ ইবনুল জাররাহ্‌ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন ইউনুস এবং ইবনুল জাওযী তাঁকে একজন সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন। মাসলামাহ্‌ ইব্‌ন কাসিমের মতে তিনি মিসরের 'ফায়ম' নামক স্থানে বসবাস করতেন এবং তিনি দুর্বল রাভী ছিলেন। আবূত্‌ তুরাব সিন্ধী এ সম্পর্কে বলেন, ইব্‌ন কাসিমের এই মন্তব্যটি ছিল আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল মু'মিন সূফী সম্পর্কে। মিরওয়াযী সম্পর্কে নয়। 'লিসান' এবং 'মুগানী' গ্রন্থে এই দুই জনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সম্ভবত কপিকারীদের ভুলের কারণে মিরওয়াযীর জীবনীতে ইব্‌ন কাসিমের এই মন্তব্যটি সংযোজিত হয়।

আবূত্‌ তুরাব ঃ কাশফুল আসতার আন রিজালি মা'আনিল আসার, ১ম সং, (জায়্যিদ প্রেস দিল্লী, হি, ১৯৪৯), পৃঃ ৪; ইব্‌ন হাজার ঃ লিসান, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১৭, হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৬-৬৭; ইব্‌ন আবূ হাতীম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬১।

১৯. মিসরের কাযী এবং হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট আলিম ও ফকীহ্‌ ছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ইব্‌ন সামা'আহ্‌, বাশার ইবনুল ওয়ালীদ কিন্দী প্রমুখের নিকট ফিক্‌হ্‌ শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেন। মিসরের সাহিবুল খারাজ আবূ আইউবের সাথে তিনি মিসর আগমন করে তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি আসিম ইব্‌ন আলী, সাঈদ ইব্‌ন সুলায়মান, আলী ইবনুল জা'দ প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি 'সিকাহ' এবং 'হাফিয' ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। সুয়ূতীর মতে তিনি ২৮৫/৮৯৮ সালে ইন্তিকাল করেন।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪-৫।

www.pathagar.com

৬. ইসহাক ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইউনুস আল-বাগদাদী আবূ ইয়া'কূব আল-ওয়াররাক আল-মানজানীকী (র.) (মৃঃ ৩০৪/৯১৬)।[২০]

৭. বাহার ইব্‌ন নাসর ইব্‌ন সাবিক আল-খাওলানী (র.) (১৮০/৭৯৮-২৬৭/৮৮০)।[২১]

৮. বাক্কার ইব্‌ন কুতায়বাহ আবূ বাকরাহ আল-বাকরাভী আল-মিস্‌রী (র.) (১৮২/৭৯৮-২৭০/৮৮৮)[২২]

---

২০. তিনি বাগদাদ থেকে মিসরে এসে তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। তাহাভী, নাসাঈ, তিবরানী প্রমুখ হাফিয তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ইব্‌ন ইউনুসের মতে তিনি একজন সৎ ও সত্যবাদী ব্যক্তি ছিলেন। দারা কুত্‌নী এবং ইব্‌ন আদী তাঁকে 'বিশ্বস্ত' রাভী বলে অভিহিত করেন। ইমাম নাসাঈর মতে তিনি সত্যবাদী ছিলেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহ্‌যীব ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২০; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৯।

২১. তিনি সিরিয়ার একটি বিখ্যাত গোত্র 'খাওলানের' অধিবাসী ছিলেন। ইব্‌ন ওয়াহাব, ইমাম শাফিঈ (র.),খালিদ ইব্‌ন আবদুর রাহমান প্রমুখ হাদীসবেত্তার কাছ থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তাহাভী, আবূ আওয়ানাহ, ইব্‌ন আবূ হাতীম, ইব্‌ন খুযায়মাহ প্রমুখ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন ইউনুস, ইব্‌ন আবূ হাতিম এবং ইব্‌ন খুযায়মাহ তাঁকে 'সিকাহ্‌' এবং 'সাদূক' বলে আখ্যায়িত করেন। মাসলামাহ ইব্‌ন কাসিম আন্দালুসী তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী এবং প্রসিদ্ধ জ্ঞানী বলে অভিহিত করেন। বহু রাভীই তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহ্‌যীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১০-৪২১; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫০-১৫১; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৭; ইব্‌ন আবূ হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১৯।

২২. তিনি ফিকহ্‌ এবং হাদীস শাস্ত্রবিদ ছিলেন। বাসরায় ইমাম আবূ ইউসুফের শিষ্য বিলাল রাযীর নিকট থেকে তিনি ফিকহ্‌ অধ্যয়ন করেন। আবূ দাউদ তায়ালিসী এবং ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূন থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। তাহাভী, ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবূ আওয়ানাহ প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। খলীফা মুতাওয়াক্কিল ২৪৬/৮৬০ সালে তাঁকে মিসরের কাযী পদে মনোনীত করেন। সুয়ূতী তাঁকে ন্যায়বিচারক, ফিকহ্‌ শাস্ত্রবিদ এবং আল্লাহ্‌ভীরু বলে অভিহিত করেন। হাকিম তাঁকে বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুশ্‌ শুরূত' 'কিতাবুল মুহামির ওয়া আস-সিজিল্লাত' 'কিতাবুল ওয়াযাইফ্‌ ওয়াল্‌ উহূদ' উল্লেখযোগ্য। মিসরের 'আল্‌-কারাফাহ' নামক স্থানে তাঁর কবর অতি প্রসিদ্ধ।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৫; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬৪-৩৬৫; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮।

www.pathagar.com

৯. হুসায়ন ইব্ন নাসর ইবনুল মু'আরিফ আল-বাগদাদী আবূ আলী (র.) (মৃঃ ২৬১/৮৭৫)।[২৩]

১০. রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল্ জীযী আবূ মুহাম্মদ বিরসী (র.) (মৃঃ ২৫৬/৮৭০)।[২৪]

১১. রাবী' ইব্ন সুলায়মান আল্-মুয়ায্যিন আবূ মুহাম্মদ আল্-মিস্রী (র.) (১৭৪/৭৯০-২৭০/৮৮৪)।[২৫]

---

২৩. খাতীব আল-বাগদাদী বলেন ঃ আবূ আলী মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করে পরে সেখানে আবদুর রাহমান ইব্ন যিয়াদ রুসাফী, আবূ নাঈম আল-ফাযল ইব্ন দাকীন প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হাকীম আইউবের মতে তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ফিরয়াবী, ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, আলী ইব্ন মা'বাদ প্রভৃতি মুহাদ্দিস থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। তিনি দিমাশ্ক গমন করলে তথাকার বহু মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আবূ বকর ইব্ন খুযায়মাহ, তাহাভী এবং ইব্ন আবী হাতিম তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। ইব্ন আবী হাতিম এবং ইব্ন ইউনুস তাঁকে সত্যবাদী, বিশ্বাসী এবং প্রতিষ্ঠিত (ثبت) রাভী বলে আখ্যায়িত করেন।

আবদুল কাদির বাদরান ঃ তাহযির ইব্ন আসাকির, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬৮; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), ২৬৯; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২।

২৪. নীল নদের একটি শহর 'জীযাহ' এর সাথে সম্পৃক্ত করে তাঁকে 'জীযী' বলা হয়। ইব্ন ওয়াহাব, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল-হাকাম, ইমাম শাফিঈ (র.) প্রমুখ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, তাহাভী, ইব্ন আবূ দাউদের শিক্ষক ছিলেন। ইব্ন ইউনুস এবং খাতীব বাগদাদী তাঁকে 'সিকাহ রাভী' বলে আখ্যায়িত করেন। ইমাম নাসাঈর মতে তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল না। মাসলামাহ তাঁকে সৎ বহু হাদীসের অধিকারী এবং বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেন। আবূ দাউদ এবং নাসাঈ তাঁদের গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪৫; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১৫-৪১৬; ইব্ন আবূ হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬৪; ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ২য় খঃ, (মাতবা'আতুস-সা'আদাহ, মিস্র) পৃঃ ৫৩-৫৪।

২৫. তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশেষ সহচর এবং তাঁর গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি ইব্ন ওয়াহাব, ইউসুফ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া বুওয়ায়তী, শু'আয়ব ইবনুল লায়স প্রমুখ মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ, তাহাভী তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র.) তাঁর নিকট থেকে আবূ ইসমাঈলের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (র.) বলেন ঃ তাঁর মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই। ইব্ন ইউনুস এবং খাতীব বাদগাদী তাঁকে বিশ্বস্ত বলে উল্লেখ করেন। ইব্ন আবী হাতিম (র.) বলেন, আমরা তাঁর থেকে হাদীস শুনেছি। তিনি সত্যবাদী এবং

www.pathagar.com

১২. রাওহ ইবনুল ফারজ আল-কাত্তান আবুয্ যিনবা আল্-মিস্‌রী (র.) (২০৪/৮১৯-২৮২/৮৯৫)।[২৬]

১৩. সুলায়মান ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন সুলায়মান আল-কায়সানী (র.) (১৮৬/৮০২-২৭৮/৮৯১)।[২৭]

১৪. আবদুল রাহমান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আব্‌দুল্লাহ্ আবূ যুর'আহ্ আদ্-দিমাশ্‌কী (র.) (মৃঃ ২৮১-৮৯৪)।[২৮]

১৫. আবদুল আযীয ইব্‌ন মু'আবিয়াহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন খালিদ আল-উমুরী আল-আত্তাবী আল-বিস্‌রী আবূ খালিদ (র.) (মৃঃ ২৮৪/৮৯৭)।[২৯]

বিশ্বস্ত ছিলেন। আমার পিতাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪৫; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১৪; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২-৩৩; ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াত, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২।

২৬. খাতীব বাগদাদীর মতে তিনি সিকাহ রাভী ছিলেন। ইব্‌ন কুদায়দ বলেন, তাঁর জ্ঞান-গরীমা এবং সত্যবাদিতার কারণে আল্লাহ্ তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে একাদশ স্তরের রাভী এবং বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৫৪; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১৬; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৫।

২৭. তিনি ইমাম মুহাম্মদের একজন সহচর ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের পিতা শু'আয়ব, আসাদ ইব্‌ন মূসা, ওয়াহাব ইব্‌ন জারীব প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বিশ্বস্ত রাভী ও ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তাঁর 'আন্ নাওয়াদির' নামক ফিকহ্ গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০-১১; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৪।

২৮. তিনি হাদীসের 'হাফিয' 'সিকাহ' রাভী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে একাদশ স্তরের রাভী বলে উল্লেখ করেন। তিনি সমকালীন যুগে হাদীস শাস্ত্রে সিরিয়ার শায়খ ছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ, ইয়াকুব ইব্‌ন সুফিয়ান, ইব্‌ন আবূ হাতিম, ইমাম তাহাভী প্রমুখ হাদীস শাস্ত্র বিশারদগণ তাঁর শিষ্য ছিলেন। আবূ হাতিম তাঁকে বিশ্বস্ত এবং সত্যবাদী রাভী এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খালীলী তাঁকে প্রতিষ্ঠিত হাফিয বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৯৩; ইব্‌ন হাজার ঃ তাহ্‌যীব, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৬-২৩৭; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১৭-৩১৮।

২৯. তিনি সিরিয়ার কাযী এবং সত্যবাদী রাভী ছিলেন। ইব্‌ন হিব্বান তাঁকে বিশ্বস্ত রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। দারা কুতনীর মতে তাঁর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ইব্‌ন হাজার তাঁকে একাদশ স্তরের রাভী হিসেবে গণ্য করেন। আবূ দাউদ স্বীয় 'মারাসিল' গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহ্‌যীব, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫৮-৩৫৯; ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫১৩; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫০৭-৫০৮।

www.pathagar.com

১৬. আবদুল গানী ইব্ন আবূ আকীল আল-লাখমী আবূ জা'ফর মিস্‌রী (র.) (১৬৪/৭৮০-২৫৫/৮৬৯)।[৩০]

১৭. আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান আর-রাকী আবূ বিশ্‌র আল-আহওয়াযী (র.) (মৃঃ ২৫৬/৮৬৯)।[৩১]

১৮. আলী ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইবনূল মুগীরা আল-কূফী আবুল হাসান (র.) (মৃঃ ২৭২/৮৮৬)।[৩২]

১৯. আলী ইব্ন আবদুল আযীয আল্-বাগদাদী আবুল হাসান আল-বাগাবী (র.) (মৃঃ ২৮৬/৮৯৯)।[৩৩]

---

৩০. ইমাম লায়সের তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ দাউদ 'সুনান' গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন ইউনুস তাঁকে ফিক্‌হ্ শাস্ত্রবিদ এবং 'সিকাহ' রাভী বলে উল্লেখ করেন। ইব্ন হাজার তাঁকে দশম স্তরের রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বিরানব্বই বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫১৪; ইব্ন হাজার ঃ তাহ্‌যীব, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬৭; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৫।

৩১. তিনি 'রাককাহ'-এর অধিবাসী এবং আবুল হাসান-রাকীর পিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন একাদশ স্তরে একজন মকবুল ও জনপ্রিয় রাভী। ইব্ন হাব্বান এবং ইব্ন ইউনুস তাঁকে 'সিকাহ' রাভী বলে আখ্যায়িত করেন। ইমাম আবূ দাউদ ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২৩; ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪২৪; মুহাম্মাদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৪; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪৮-৩৪৯।

৩২. তাঁর উপাধি ছিল 'আল্লান'। তিনি কূফার অধিবাসী ছিলেন। এরপর মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। ইব্ন ইউনুসের মতে তিনি মিসরের মাটিতে জন্মলাভ করনে, তথায় হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেখানেই হাদীসের অধ্যাপনা করেন। তাঁর মতে তিনি ছিলেন 'সিকাহ' রাভী এবং হাদীস বিশারদ। ইব্ন আবী হাতিম (র.) মিসরে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাকে সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁকে 'বিশ্বস্ত' রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪০; মুহাম্মাদ ইউসুফ ঃ আমানী, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২।

৩৩. তিনি আফ্‌ফান, কা'নাবী, মুসলিম ইব্ন ইব্‌রাহীম, আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম প্রমুখ বহু মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। যাহাবী (র.) তাঁকে 'হাফিয' এবং 'সাদূক' বলে আখ্যায়িত করেন। দারা কুত্‌নী তাঁকে 'সিকাহ' এবং মামূন, আর হাতিম 'সাদূক' এবং ইব্ন হাজার তাঁকে একজন মুকাস্‌সির হাফিয ও উচ্চ সনদের অধিকারী বলে উল্লেখ করেন। তিনি নাসাঈর শায়খ ছিলেন।

হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৩-১৮৪।

www.pathagar.com

২০. আলী ইব্‌ন মা'বাদ ইব্‌ন নূহ্ আল-বাগদাদী (র.) (মৃঃ ২৫৯/৮৭৩)।[৩৪]

২১. ঈসা ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মাস্‌রুদ আল-গাফিকী আবূ মূসা আল-মিস্‌রী (র.) (১৬৬/৮৭২-২৬১/৭৭৪)।[৩৫]

২২. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস আল-মাক্কী আবূ বাকার ওয়াররাক আল-হুমায়দী (র.)।[৩৬]

২৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ইব্‌ন সালিম আস্ সাইগ আবূ জা'ফর আল-কাবীর আল-বাগদাদী (মৃঃ ২৭৬/৮৮৯)।[৩৭]

---

৩৪. তিনি উসমান ইব্‌ন মা'বাদের ভাই। তিনি বাগদাদে থেকে মিসরে এসে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। ইমাম নাসাঈ, আবূ বিশর দুলাবী, ইব্‌ন খুজায়মা প্রমুখ হাদীসবেত্তাগণ তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করেন। আল-আজলী তাঁকে বিশ্বস্ত এবং সুন্নাতের অধিকারী বলে মন্তব্য করেন। আবূ হাতিম বলেন, আমরা তাঁর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, কিন্তু সরাসরি তাঁর নিকট থেকে শুনা সম্ভব হয় নি। তিনি সত্যবাদী ছিলেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন, তিনি সঠিক হাদীস বিশিষ্ট রাভী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫।

৩৫. তিনি ইব্‌ন ওয়াহাব, ইব্‌ন উয়ায়না, হাজ্জাজ ইব্‌ন সুলায়মান প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, তাহাভী ইব্‌ন খুজায়মা সহ অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাহাভীর দুগ্ধ পিতা ছিলেন। ইমাম নাসাঈ-এর মতে তাঁর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ইব্‌ন ইউনুস এবং মাসলামাহ ইব্‌ন কাসিম তাঁকে 'সিকাহ্' রাভী বলে অভিহিত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীব, ৮ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০৫, হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৫-১৪৬।

৩৬. তিনি হুমায়দী, আবূ আবদুর রাহমান আল-মুকরী প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁকে সিকাহ রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করে বলেন যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রে একজন সর্বজন স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন।

আবুত্ তুরাব ঃ কাশফ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৮৯; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৪।

৩৭. তিনি বাগদাদ থেকে মক্কা মু'আযযমা গমন করে সেখানে বসবাস স্থাপন করেন। তিনি ইমাম আবূ দাউদেরও শিক্ষক ছিলেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (র.) মক্কাতে তাঁর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং তাঁকে সত্যবাদী রাভী বলে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন খারাশ তাঁকে বুদ্ধিমান ও আমানাতদার বলে উল্লেখ করেন। ইব্‌ন হিব্বান (র.) তাঁকে 'সিকাহ' রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইন্তিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৮৮ বছর।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪২২; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭-৫৮; আবূ বকর আহ্‌মাদ ইব্‌ন আলী আল-খাতীব ঃ তারীখু বাগদাদ, ২য় খঃ, ১ম সং (মাকতাবা তুল-খাঞ্জি, কায়রো; ১৩৪৯/১৯৩১) পৃঃ ৩৮-৩৯।

www.pathagar.com

২৪. মুহাম্মদ ইব্ন বাহার ইব্ন মাতার আল-বাগদাদী আবূ বাকার আল-বায্যার (র.)।[৩৮]

২৫. মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইবনুল হারিস আল-আয্দী আল-বাগিন্দী আবূ বাকর আল-ওয়াসিতী (র.) (মৃঃ ২৮৩/৮৯৭)।[৩৯]

২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মুন আল-বাগদাদী আবূ বাকর আস-সুক্কারী (র.) (মৃঃ ২৬২/৮৭৬)।[৪০]

---

৩৮. খাতীব আল-বাগদাদীর মতে তিনি ইয়াযীদ ইব্ন হারুন, আবূ বকর শুজা ইবনুল ওয়ালীদ প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ সামারকান্দী (র.) তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন হাজার স্বীয় 'লিসান' গ্রন্থে বলেন, তাঁর উপনাম আবূ মা'আন এবং মাসলামাহ্ তাঁকে একজন অপরিচিত রাভী বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাঁর কাজ থেকে ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) ওয়াজীহ ইবনুল হাসান আবূ আমর এবং উসমান ইব্ন মুহাম্মদ সামারকান্দী (র.) হাদীস বর্ণনা করেন। কাজেই তিনি অপরিচিত নন।

হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪-২৫; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮০; আহ্মাদ খাতীব ঃ তারীখ বাগদাদ, ২য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৫।

৩৯. তিনি বাগদাদে বসবাস করেন এবং তথায় মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আনসারী, ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মূসা আল-আবসী প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। খাতীব তাঁর স্বীয় সনদের মাধ্যমে আবূ জা'ফার আরযানানী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবূ দাউদ সাজাস্তানীকে মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মানের নিকট নতজানু হয়ে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখেন। দারা কুতনী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, তাঁর মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি নেই। ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁকে সিকাহ রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-খাতীব ঃ তারীখ বাগদাদ, ৫ম খঃ, ১ম সং, (মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১) পৃঃ ২৯৮-২৯৯, হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

৪০. তিনি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন। পরে তিনি ইসকান্দারিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ ইব্ন খুযায়মাহ, তাহাভী, ইব্ন আবূ হাতিম প্রমুখ মুহাদ্দিস তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন আবূ হাতিম এবং ইব্ন ইউনুস তাঁকে সত্যবাদী ও সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন। মাসলামাহ্ বলেন, তাঁর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করা সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কেউ হাদীস লিপিবদ্ধ করা ত্যাগ করেন নি।

ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, (প্রাগুক্ত), ১৮৮; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৪; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০-৩১।

www.pathagar.com

২৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন দাউদ আবূ বকর আল্‌-বাগদাদী (র.) (মৃঃ ২৬৪/৮৭৭)।[৪১]

২৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মিহরায় আল-বাগদাদী আবূ আবদুল্লাহ্‌ (মৃঃ ২৬১/৮৭৪)।[৪২]

২৯. মুহাম্মদ ইবনুল নু'মান ইব্‌ন বাশীর আন্‌-নীশাপুরী আস্‌-সাক্‌তী আল-মাক্‌দিসী (র.) (মৃঃ ২৬৮/৮৮১)।[৪৩]

৩০. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন সালিহ্‌ ইব্‌ন সাফ্‌ওয়ান আল-কুরাশী আস-সাহ্‌মী (র.) (মৃঃ ২৮২/৮৯৫)।[৪৪]

---

৪১. তিনি ইব্‌ন উখত গাযাল নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি বাগদাদ থেকে মিসরে এসে বসবাস স্থাপন করেন এবং সেখানে আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মুঈন প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন ইউনুস (র.) তাঁকে সিকাহ রাভী এবং খাতীব বাগদাদী তাঁকে হাফিয বলে আখ্যায়িত করেন।

হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫-১৬; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, পৃঃ ১২০।

৪২. তিনি ইমাম আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল (র.)-এর বন্ধু এবং তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি মিসরে গমন করেন। মিসরের বাসিন্দারা তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। আবূ হাতিম এবং ইব্‌ন ইউনুস তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন।

হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৩-৪৪; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩৮।

৪৩. তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন উওয়াইস, নাঈম ইব্‌ন হাম্মাদ, সুলায়মান ইব্‌ন আবদুর রাহমান প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন খুযায়মাহ, ইবনুল আরাবী, আবূ আওয়ানাহ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর নিকট হতে উনিশটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীর, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৯৩; ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১৩; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪০।

৪৪. তিনি তাঁর পিতা উসমান, আবূ সালিহ্‌ আবদুল গাফ্‌ফার সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারয়াম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম ইব্‌ন মাজাহ, আবুল কাসিম আত্‌-তাবারানী, আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম এবং ইব্‌ন আবূ হাতিম তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। ইব্‌ন ইউনুস (র.) তাঁকে হাদীসের হাফিয বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীব, ১১শ খৃঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৫; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৫২; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪৫।

www.pathagar.com

৩১. ইয়াযীদ ইব্ন সিনান ইব্ন ইয়াযীদ আল-বিস্‌রী আবূ খালিদ আল-কায্‌যায্ (র.) (মৃঃ ২৬৪/৮৭৮)।[৪৫]

৩২. ইউসুফ ইব্ন ইয়াযীদ আবূ ইয়াযীদ আল-কারীতাসী আল-মিস্‌রী (র.) (১৮৪/৮০০-২৭৮/৯০০)।[৪৬]

দ্বিতীয় স্তর ঃ

১. মুহাম্মদ ইব্ন আহ্‌মাদ ইবনু'ল জাররাহ্ আল-জুযিজানী আবূ আবদুর রাহীম (র.) (মৃঃ ২৪৫/৮৫৯)।[৪৭]

২. মুহাম্মদ ইব্ন মারযূক (র.) (মৃঃ ২৪৮/৮৬২)।[৪৮]

---

৪৫. তিনি উসমান আবূ খালিদ আল-কায্‌যায় আল-বিসরীর মাওলা ছিলেন। তিনি উসমান ইব্ন উমার ইব্ন ফারিস, মু'আয ইব্ন হিশাম প্রমুখ মুহাদ্দিসের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম নাসাঈ,'আবূ আওয়ানাহ, ইমাম তাহাভী প্রমুখ হাদীসশাস্ত্র-বিদগণ। ইব্ন আবূ হাতিম তাঁর কাছ থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত রাভী বলে আখ্যায়িত করেন। নাসাঈ এবং ইব্ন হিব্বান তাঁকে সিকাহ্ বলে উল্লেখ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩৫; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৬-২২৭।

৪৬. তিনি আসাদ ইব্ন মূসা হাজ্জাজ ইব্ন ইব্‌রাহীম, আবূ সালিহ্ আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ্ এবং আরও বিশিষ্ট বিশিষ্ট মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন ইউনুস তাঁকে সিকাহ এবং সাদূক বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪২৯; হাকীম আইউব ঃ তারাজিম, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯৫-২৯৬।

৪৭. তিনি স্বীয় পিতা রাওহ্ ইব্ন উবাদাহ্, সাঈদ ইব্ন আমির, ওয়াহাব ইব্ন জারীর প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন মাজাহ, আবূ ইয়াহ্‌ইয়া মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রহীম, আবূ হাতিম এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন হিব্বান এবং খাল্লাল তাঁকে সিকাহ রাভী এবং হাকিম তাঁকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং 'হাদীস বিশারদ' বলে উল্লেখ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০-২১।

৪৮. তাঁর পিতার নামও ছিল মুহাম্মদ। কিন্তু তিনি তাঁর দাদার নামের প্রতি আরোপিত হয়ে মুহাম্মদ ইব্ন মারযূক নামে পরিচিতি ছিলেন। তিন আবূ আমির, সালিম ইব্ন নূহ্, ওহ্ ইব্ন উবাদাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, ইব্ন মাজাহ, হারব ইব্ন ইসমাঈল আল-কিরমানী এবং আরও অনেক হাদীস বিশারদ। আবূ হাতিম তাঁকে সত্যবাদী এবং ইব্ন হিব্বান ও খাতীব বাগদাদী তাঁকে 'সিকাহ' রাভী বলে উল্লেখ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৩২।

www.pathagar.com

৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন হাস্‌সান আন্‌-নাহ্‌বী (র.) (মৃঃ ২৭২/৮৮৫)।[৪৯]

৪. মূসা ইবনুল মুবারক (র.)।[৫০]

৫. ওয়াহবান ইব্‌ন উসমান আল-ওয়াসিতী আল-বাগদাদী (র.) (মৃঃ ২৩৯-৮৫৩)[৫১]

৬. হাশিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইয়াযীদ আল-আনসারী আবুদ্‌ দারদা (র.)।[৫২]

তৃতীয় স্তর ঃ

১. আহ্‌মাদ ইব্‌ন ইসহাক ইবনুল বাহলূল আত-তানুখী আবূ জা'ফর (র.) (২৩১/৮৪৫-৩১৮/৯৩০)।[৫৩]

২. আহ্‌মাদ ইব্‌ন হামাদ আত-তুজায়ভী আবূ জা'ফর আল-মিস্‌রী (র.) (মৃঃ ২৫৬/৮৬৯)।[৫৪]

---

৪৯. তিনি হাদীস শাস্ত্রের পাশাপাশি আরবী ব্যাকরণ এবং তাজবীদ শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। আবূ তুরাব সিদ্ধী ঃ কাশফ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৯; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬।

৫০. কাশফুল আস্‌তার গ্রন্থের সংকলক তাঁর জীবনী পাওয়া যায় নি বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইউসুফের মতে তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ হাতিমের শিক্ষক মূসা ইবনুল মুবারক আর-রাযী। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাঁর 'কিতাবুল জারহ্‌ ওয়াত-তা'দীল' গ্রন্থেও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬।

৫১. তিনি ওয়াহবান নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ওয়াহাব ইব্‌ন বাকিয়্যাহ ইব্‌ন উসমান আবূ মুহাম্মদ ওয়াসিতী। তিনি সিকাহ রাভী ছিলেন।
আবূত-তুরাব সিদ্ধী ঃ কাশফ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১২।

৫২. তিনি ছিলেন বায়তুল মাক্‌দিসের মু'আয্‌যিন। আদাম ইব্‌ন আবূ আয়াস, ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উওয়াইস্‌ প্রমুখ মুহাদ্দিসের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আবূ হাতিম তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তাঁকে সত্যবাদী রাভী এবং ইব্‌ন হিব্বান তাঁকে সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৯১।

৫৩. তিনি স্বীয় পিতা বাহলুল, আবূ ইয়াকুব আদ-দাওরাকী, মুহাম্মদ ইবনুল মুসান্না প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। ২৭৬/৮৮৯ সালে খলীফা আল-মু'আসসিক বিল্লাহ্‌ তাঁকে কাযী পদে নিযুক্ত করেন। এরপর খলীফা আন-নাসির, আল-মু'তাযিদ, আল-মুক্‌তাফী এবং আল-মুক্‌তাদির তাঁকে কাযী পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। ৩১৭/৯২৯ সালে তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতি লাভ করেন।
আবদুল-কাদির কুরাশী ঃ জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭-৫৮।

৫৪. তিনি ছিলেন একজন সিকাহ এবং সাদূক রাভী।
ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩।

www.pathagar.com

৩. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সুলায়মান ইব্‌ন আবদুল মালিক আবুল হুসায়ন আর-রুহাভী (র.) (২৬১/৮৭৫)।[৫৫]

৪. আহ্‌মাদ ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন আসাদ আবূ জা'ফর আল-ওয়াসিতী আল-কাত্তান (র.) (২৫৬/৮৬৯)।[৫৬]

৫. আহ্‌মাদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম আল-আওদী আবূ আবদুল্লাহ্‌ (র.) (মৃঃ ২৬১/৮৭৪)।[৫৭]

৬. ইব্‌রাহীম ইবনুল হাসান ইবনুল হায়সাম আল-খাস'আমী আবূ ইসহাক আল-মাসীসী আল-মিক্‌সামী (র.)।[৫৮]

---

৫৫. তিনি আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালিহ্‌, কাতাদাহ ইবনুল ফাযাল, মিস্‌কীন ইব্‌ন বুকায়র, মু'আবিয়াহ ইব্‌ন হিশাম প্রমুখের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হাদীসের হাফিয, সিকাহ্‌ রাভী এবং ইমাম নাসাঈ (র.)-এর শিক্ষক ছিলেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৭; ইব্‌ন আবূ হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫২-৫৩।

৫৬. তিনি আবূ মু'আবিয়াহ, ওয়াকী' এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহ্‌দীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি হাফিয, সিকাহ এবং সাদূক ছিলেন।

ইব্‌ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৩; আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ খাযরাযী ঃ খুলাসাতু তাহযীব, ৩য় সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬-৭।

৫৭. তিনি জা'ফর ইব্‌ন আওন এবং উবায়দুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মূসা-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ ও তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ এবং আবূ হাতিম তাঁকে সাদূক এবং সিকাহ রাভী বলে উল্লেখ করেন।

ইবন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), ২১; ইব্‌ন আবূ হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৩; আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০।

৫৮. তিনি মাখলাদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, হারিস ইব্‌ন আতিয়্যাহ এবং হাজ্জাজ ইব্‌ন মুহাম্মদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম তাঁর নিকট হতে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং তিনি তাঁকে সাদূক বলে আখ্যায়িত করেন। ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁকে সিকাহ্‌ বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্‌ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৩; খাযরাযী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭।

www.pathagar.com

৭. ইসহাক ইব্‌ন ইসমাঈল আবূ ইয়াকূব আল-আয়লী (র.) (মৃঃ ২৫৮/৮৭২)।[৫৯]

৮. ইসমাঈল ইব্‌ন হামদুয়াহ আল-বীকান্দী আবূ সাঈদ আল-বুখারী (র.) (মৃঃ ২৭৩/৮৮৬)।[৬০]

৯. হাসান ইব্‌ন বকর ইব্‌ন আবদুর রহমান আবূ আলী আল-মিরওয়াযী (র.)।[৬১]

১০. হাসান ইব্‌ন গুলায়ব ইব্‌ন সাঈদ আল-আয্‌দী (র.) (মৃঃ ২৯০/৯০২)।[৬২]

১১. আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস আস-সাজাস্‌তানী আবূ বাকের (র.) (২৩০/৮৪৪-৩ ১৬/৯২৮)।[৬৩]

---

৫৯. তিনি সালামাহ ইব্‌ন রাওহ্‌, সুফিয়ান ইব্‌ন উয়ায়না, আবদুল মাজীদ ইব্‌ন আবদুল আযীয, খালিদ ইব্‌ন নায্যার এবং মু'আম্মিল ইব্‌ন ইসমাঈলের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাইল তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি একজন সত্যবাদী রাভী ছিলেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে দশম স্তরের রাভী হিসেবে গণনা করেন।

ইব্‌ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১২; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭; ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

৬০. তিনি খুরাসানের 'বীকান্দ' নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ২৬৯/৮৮২ সালে দিমাশ্‌ক আগমন করেন। আবূ নাঈম আল-ফাদাল ইব্‌ন দাকীন, মুসাদ্দাদ প্রমুখ-মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। একদল মুহাদ্দিসও তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আসাকির ঃ তারীখ, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০-২১।

৬১. তিনি মক্কা শরীফে বসবাস স্থাপন করেন। তিনি নাদার ইব্‌ন সুমায়ল থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র.)ও তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে একজন সত্যবাদী রাভী বলে অভিহিত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৩; ইব্‌ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৬।

৬২. ইনি ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকায়র এবং সাঈদ ইব্‌ন উফায়ের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (র.) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁকে সিকাহ রাভী বলে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে দ্বাদশ স্তরের রাভীগণের মধ্যে গণনা করেন।

ইবন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭০; আহমাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮০।

৬৩. ইনি হাদীসের হাফিয, সিকাহ রাভী এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা ছিলেন। ইমাম দারা কুত্‌নী (র.) তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী বলে বর্ণনা করার পর বলেন যে, তিনি হাদীসের আলোচনায় অনেক ভুল-ত্রুটি করতেন। খাতীব বাগদাদী বলেন, 'আমি আবূ মুহাম্মদ আল-খাল্লাল থেকে শুনেছি যে, আবূ বকর আপন পিতা আবূ দাউদের তুলনায় অধিক হাফিয ছিলেন। তিনি একদা সাজাস্‌তান গমন করেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে হাদীস বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ

www.pathagar.com

১২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর আল-কাযবীনী আবুল-কাসিম (র.) (মৃঃ ৩১৫/৯২৮)।[৬৪]

১৩. আবদুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সাল্লাম ইব্ন নাসিহ্ আল-বাগদাদী আত-তারসূসী আবিল-কাসিম (র.)।[৬৫]

১৪. আলী ইব্ন দাউদ ইব্ন ইয়াযীদ আত্-তামীমী আল-কানতারী আবুল হাসান (মৃঃ ৩৬২/৯৭২)।[৬৬]

জানায়। তখন তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমার সাথে কিতাব নেই।' এতে উপস্থিত জনতা তাঁকে বলেন, আবূ দাউদের পুত্র হওয়ার পর তোমার কিতাবের প্রয়োজন হবে কেন? তখন তিনি তাঁর স্মরণ থেকে ত্রিশ হাজার হাদীস তাদের নিকট বর্ণনা করেন। ইন্তিকালের পর তাঁর জানাযায় প্রায় তিন লক্ষ লোক শরীক হয় এবং আশি বার তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়।

আবূ আবদিল্লাহ্ আয-যাহাবী ঃ মীযানুল ই'তিদাল, ১ম সং, ২য় খঃ, (দারু ইহ্য়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, মিস্র, ১৩৮২/১৯৬৩, পৃঃ ৪৩৩-৪৩৬)।

৬৪. তিনি মিসরে স্থায়ীভাবে বসবাস গ্রহণ করেন। ইউনুস ইব্ন আবদুল আলা, রাভী ইব্ন সুলায়মান আল-মুরাদী প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে তিনি হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। হাদীস বর্ণনা এবং ফাত্ওয়া প্রদানের নিমিত্তে তাঁর একটি নির্দিষ্ট মজলিস ছিল। এতে হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞান পিপাসুগণ দেশ-বিদেশ থেকে সমবেত হয়ে তাঁর নিকট থেকে উপকৃত হয়ে নিজ নিজ পিপাসা নিবৃত্ত করতেন।

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৫।

৬৫. তিনি হাশিম গোত্রের মাওলা ছিলেন। ফায়মাস আররাকী, মুহাম্মদ ইব্ন রাবী'আহ্, আবূ উসামাহ প্রমুখের কাছ থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি কখনও কখনও তাঁর দাদার প্রতি আরোপিত হয়ে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন সিকাহ রাভী। ইমাম নাসাঈ এবং আবূ দাউদ (র.) তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (র.) তাঁকে একজন শায়খ বলে অভিহিত করেন। ইব্ন হাজার তাঁকে দ্বাদশ স্তরের রাভীদের মধ্যে গণনা করেন।

ইব্ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্, ২য় খণ্ডের ২য় ভাগ, ১ম সং, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৩৭২/১৯৫৩) পৃঃ ২৮২-২৮৩; ইব্ন হাজার ঃ তাকরীব, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৯৭; আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৪।

৬৬. তিনি যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আনসারী, আদাম ইব্ন আবূ আয়াস প্রমুখ। খাতীব বাগদাদী তাঁকে একজন সিকাহ রাভী বলে মন্তব্য করেন।

আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৩; ইব্ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৫।

www.pathagar.com

১৫. উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয ইব্‌ন ইমরান ইব্‌ন আইউব ইব্‌ন মিকলাস আল-খুযাঈ হাফস আল-মিস্‌রী (মৃঃ ২৮৫/৮৯৮)।[৬৭]

১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন জা'ফর আয্‌-যাহলী আবিল-আলাহ আল-আবিল-আলা আল-কূফী (মৃঃ ৩০০/৯১৩)।[৬৮]

১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন হারব আন-নাসাঈ আবূ আবদুল্লাহ্‌ আল-ওয়াসিতী (র.) (মৃঃ ২৫৫/৮৬৯)।[৬৯]

১৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলায়মান আল-খায্‌যায আবূ জা'ফর আল-ইয়াশকারী (র.) (মৃঃ ২৬৫/২৮০)।[৭০]

---

৬৭. তিনি আপন পিতা এবং ইউসুফ ইব্‌ন আদ্দী থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁকে সিকাহ রাভী বলে আখ্যায়িত করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁকে বিশ্বস্ত রাভী ও অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী বলে অভিহিত করেন এবং তাঁকে দ্বাদশ স্তরের রাভীদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৪।

৬৮. তিনি কূফা থেকে মিসরে এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি 'ওয়াকী' নামে ও খ্যাত ছিলেন। তিনি যে সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তনমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আলী ইবনুল জাদ আসিম ইব্‌ন আলী, আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাম্বল, আলী ইবনুল মাদীনী এবং আহ্‌মাদ ইব্‌ন সালিহ্‌ আল-মিসরী (র.) প্রমুখ। তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইমাম নাসাঈ, তাহাভী, আবূ আহ্‌মাদ আল-কিন্দী, আবূ সাঈদ ইব্‌ন ইউনুস, আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবী, আবুল কাসিম তাবারানী প্রমুখ হাদীস বিশারদগণ। ইব্‌ন ইউনুস তাঁকে বিশ্বস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী বলে উল্লেখ করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২৫।

৬৯. তিনি ইসমাঈল ইব্‌ন উলায়্যাহ আবূ মু'আবিয়াহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াদীদ ওয়াসিতী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ হাদীস বিশারদগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, ইব্‌ন খুযায়মাহ, বাকী' ইব্‌ন মাখ্‌লাদ, আবূ হাতিম, আবু যুর'আহ (র.) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (র.) তাঁকে সাদূক, তাবারানী এবং ইব্‌ন হিব্বান তাঁকে সিকাহ রাভী বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৮; ইব্‌ন হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৭; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩২।

৭০. তিনি ইব্‌ন উলায়্যাহ, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন নুমায়র, আবূ মু'আবিয়াহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস, শাফিঈ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার কাছ থেকে ইমাম তিরমিযী, ইব্‌ন খুযায়মাহ, আবূ আওয়ানাহ, মুহাম্মদ ইব্‌ন মাখ্‌লাদ, ইবনুল আরাবী এবং

www.pathagar.com

১৯. মুহাম্মদ ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ আবূ সাবিত আল-মাদীনী (র.)।[৭১]

২০. মূসা ইব্ন আবদুর রহমান আল-মাসরূক আল-কিন্দী আবূ ঈসা আল-কূফী (র.) (মৃঃ ২৫৮/৮৭২)।[৭২]

২১. ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হায়াওয়াহ্ আবু যাকারিয়্যা আন্-নীশাপূরী (র.) (৩০৭/৯২০)।[৭৩]

আরও অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ আলী নীশাপূরী তাঁকে দুর্বল রাভী বলে উল্লেখ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০২; আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩৯।

৭১. তিনি আবদুল আযীয ইব্ন আবূ খাযিম, ইব্রাহীম ইব্ন সা'আদ প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী, আবূ হাতিম এবং আবূ যুর'আহ তাঁদের গ্রন্থে তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ হাতিম (র.) তাঁকে সাদূক, ইব্ন হিব্বান (র.) তাঁকে সিকাহ্ এবং ইমাম দারা-কুতনী (র.) তাঁকে সিকাহ ও হাফিয বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ৯ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৪-২২৫; ইব্ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩; আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫০।

৭২. তিনি আপন পিতা, আবূ উসামাহ আল-কাত্তান, যায়িদ ইবনুল হুবাব, হুসায়ন ইব্ন আলী আল-জু'ফী প্রমুখের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ, ইব্ন খুযায়মাহ, আবূ হাতিম, ইব্ন আবূ হাতিম এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ, ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন মাজাহ এবং ইব্ন হিব্বান তাঁকে সিকাহ ও সাদূক রাভী বলে আখ্যায়িত করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ১০ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫৬; আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৯১।

৭৩. তিনি ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ্, আলী ইব্ন হাজার, আহ্মাদ ইব্ন সাঈদ দারিমী, রাবী' ইব্ন সুলায়মান, ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা সহ আরও অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ স্বীয় সুনান গ্রন্থে তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন ইউনুস তাঁকে সিকাহ সাবাত, এবং কামিল বলে আখ্যায়িত করেন। হাকিম বলেন ঃ তিনি বৃদ্ধ বয়সে সিরিয়া, মিসর এবং হিজায সফর করে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং লোকেরাও তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। মাসলামাহ্ সিলাহ্ গ্রন্থে তাঁকে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী বলে বর্ণনা করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১০; আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪২৩।

www.pathagar.com

চতুর্থ স্তরের শিক্ষকবৃন্দ

১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন জামীল আল-উমূবী আবূ ইসহাক আন্দালুসী (র.) (মৃঃ ৩০০/৯১২)।[৭৪]

২. আলী ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন হারব ইব্‌ন ঈসা আল-কাযী আবূ উবায়দ ইব্‌ন হারবূয়াহ (মৃঃ ৩১৯/৯৩১)।[৭৫]

৩. আলী ইব্‌ন আবদুল আযীয আল-হাফিয আবুল হাসান আল-বাগাবী (র.) (মৃঃ ২৮৬/৮৯৯)।[৭৬]

৪. হারূন ইব্‌ন সাঈদ আল-আয়লী আস-সা'দী আবূ জা'ফর আত্‌-তামীমী (র.) (মৃঃ ২৫৩/৮৬৭)।[৭৭]

৫. ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আইউব ইব্‌ন বাদী আল-খাওলানী আল-আল্লাফ (র.) (মৃঃ ২৮৯/৯০১)।[৭৮]

---

৭৪. তিনি আন্দালূস থেকে মিসরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। ইব্‌ন আবদুল হিকাম থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ (র.) আপন গ্রন্থে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন ইউনুসের মতে তিনি একজন সিকাহ্‌ রাভী।

আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্‌ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২।

৭৫. তিনি ছিলেন শাফিঈ মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফকীহ্‌, হাদীস শাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত এবং 'সিকাহ' রাভী। ইমাম দারা-কুত্‌নীর মতে ইমাম নাসাঈ ও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন হাজার তাঁরে দ্বাদশ স্তরের রাভীদের মধ্যে গণনা করেন। তিনি মিসরের একজন সুবিখ্যাত কাযী ছিলেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাকরীব, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১; সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্‌, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৯।

৭৬. তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয এবং বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী রাভী।

যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯।

৭৭. তিনি মিসরে আগমন করে তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস স্থাপন করেন। ইব্‌ন উয়ায়নাহ্‌, ইব্‌ন ওয়াহাব, আবূ যামরাহ প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ থেকে যে সকল হাদীস শাস্ত্রবিদ হাদীস রিওয়ায়াত করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, আবূ হাতিম এবং তাহাভী (র.)। ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন হিব্বান, আবূ হাতিম এবং অন্যান্য সমালোচকগণ তাঁকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাভী বলে অভিহিত করেন।

ইব্‌ন হাজার ঃ তাহযীব, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭; ইব্‌ন আবী হাতিম ঃ কিতাবুল জারহ্‌, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯১; আহ্‌মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪০৭।

৭৮. তিনি আবূ সালিহ্‌ আবদুল গাফ্‌ফার ইব্‌ন দাউদ, আমর ইব্‌ন খালিদ আল-হাররানী, ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বকর, সাঈদ ইব্‌ন আবূ মারইয়াম প্রমুখ মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ, তাহাভী, আবুল কাসিম তুবারী (র.) এবং আরও

www.pathagar.com

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ইমাম তাহাভী (র.)-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে তাঁর যশ ও খ্যাতি অর্জন শিক্ষার্থীকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। ফলে দেশ-বিদেশের অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট অধ্যয়ন করতে আসেন। আমরা এখানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু সংখ্যক ছাত্রের তালিকা পেশ করছি ঃ

১. আহ্মাদ ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন হাম্মাদ আবূ উসমান (র.) (মৃঃ ৩২৯/৯৪০)।[৭৯]

২. আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মনসূর আল-আনসারী আবূ বকর দামিগানী আল-কাযী (র.)।[৮০]

৩. ইসমাঈল ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল-আযীয আবূ সাঈদ আল-জুরজানী আল-খাল্লাল আল-ওয়াররাক (র.) (মৃঃ ৩৬৪/৯৭৪)।[৮১]

৪. হুসায়ন ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হাফিয আল-শামাখী (র.) (মৃঃ ৩৭৩/৯৮২)।[৮২]

অনেক হাদীস বিশারদ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম নাসাঈ হাদীস বর্ণনায় তাঁকে একজন সৎ রাভী বলে উল্লেখ করেন।

ইব্ন হাজার ঃ তাহযীব, ১১শ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮৫; আহ্মাদ খাযরাজী ঃ খুলাসাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪২১।

৭৯. তিনি কাযী আবূ আলী আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাকের পর ৩১৪/৯২৬ সালে মিসরের কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর ৩১৬/৯২৯ সালে তিনি এ পদ থেকে অপসারিত হন। তিনি একজন বিশ্বস্ত রাভী ছিলেন।

সুয়ূতী ঃ হুসুনল মুহাযারাহ্, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২০।

৮০. তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জনের অদম্য বাসনা নিয়ে বেশ কিছু বছর ধরে ইমাম তাহাভী (র.)-এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। তিনি ইল্ম এবং দীনদারীর ক্ষেত্রে ইমামের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি সুদীর্ঘ এক যুগ পর্যন্ত বাগদাদ নগরীতে অবস্থান করে ইমাম তাহাভী (র.)-এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা এবং ফাতাওয়া প্রদান করতে থাকেন। তিনি ফিক্হ্ শাস্ত্রের একজন ইমাম ছিলেন।

আবদুল কাদির কুরাশী ঃ জাওয়াহিরু'ল মুযিয়্যাহ্', ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২১-১২২; আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদু'ল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১।

৮১ তিনি ইমাম তাহাভী এবং আবূ ইয়া'লা আল-মুসিলীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এ ছাড়া তিন নিশাপুর, বাগদাদ, কূফা, বসরা, জাযারী, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক পরিভ্রমণ করেন। আল-জাওযাকী, আল-হাকিম, মুহাম্মদ ইবনুল জারূদ প্রমুখ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

আবদুল কাদির বদরান ঃ তাহযীব ইব্ন আসাকির, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪-১৫।

৮২. তিনি ইমাম তাহাভী এবং আরও অনেক মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর কাছ থেকে হাকিম, আলী ইব্ন জাহযাম প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীস শ্রবণ করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি, ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের রাভীগণের নিকট থেকে মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

আবদুল কাদির বাদরান ঃ তাহযীব ইব্ন আসাকির, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৮।

www.pathagar.com

৫. হুসায়ন ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন জাবির আবূ আলী আল-ফারাইযী ইব্‌ন আর-রামরাম (র.) (মৃঃ ৩৬৮/৯৭৮)।[৮৩]

৬. হুমায়দ ইব্‌ন সাওয়াবাহ্ আবুল কাসিম আল-জুযামী আল-আন্দালুসী (র.)।[৮৪]

৭. সুলায়মান ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন আইউব আত্-তাবরানী আবুল কাসিম (র.) (২৬০/৮৭৩-৩৬০/৯৭১)।[৮৫]

৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলী আল-মুক্‌রী আবূ বকর আল-হাফিয (র.) (মৃঃ ২৮১/৮৯৪)।[৮৬]

---

৮৩. তিনি তাহাভী, মুহাম্মদ ইব্‌ন জা'ফর আল-খারাইতী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৩৬২/৯৭২ সালে দিমাশ্‌ক নগরীতে গমন করেন এবং সেখানে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত রাভী।

আবদুল কাদির বাদরান ঃ তাহযীব ইব্‌ন আসাকির, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯০।

৮৪. আবুল ওয়ালীদ ইবনুল ফারযী-এর মতে তিনি ওয়াশকাহ-এর অধিবাসী ছিলেন। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ইরাক সিরিয়া এবং মিসর সহ বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। ইমাম তাহাভী, আবুল হাসান আল-মিহরাযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেন। হাদীস শাস্ত্রে তিনি বিশেষজ্ঞ ও সুক্ষ্ম দর্শী ছিলেন।

আবদুল কাদির বাদরান ঃ তাহযীব ইব্‌ন আসাকির, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৫৯।

৮৫. তিনি হাদীসের হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী ছিলেন। তাঁর যুগে হাদীসের জ্ঞান এবং অধিক হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ ছিল বিরল। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের উচ্চ সনদের অধিকারী রাভী। কারণ, তিনি তের বছর বয়স থেকেই হাদীস শ্রবণ করতে শুরু করেন। আর তাঁর আয়ুষ্কাল বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। হাফিয যাহাবী তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের 'হুজ্জাত' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি অজস্র শিক্ষক থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে 'মু'জামুল কাবীর', মু'জামুল-আওসাত; মু'জামুস্-সাগীর, কিতাবুদ দু'আ, কিতাবুস্ সুন্নাহ্, কিতাবুন্-নাওয়াদির প্রভৃতি। তাফসীর শাস্ত্রেও তিনি একটি সুদীর্ঘ ও অনবদ্য তাফসীর রচনা করেন।

হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৫-১৩১; আবূ আবদুল্লাহ্ যাহাবী ঃ মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৫।

৮৬. সাধারণ্যে তিনি ইবনুল মুক্‌রী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের হাফিয রাভী এবং 'মু'জামুল কবীর' গ্রন্থের সংকলক। হাদীসের অন্বেষণে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি দেশ সফর করেন। তিনি যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্‌ন বাসীর আল-মাদীনী, মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী-ফারকাদী, উমর ইব্‌ন আবূ গায়লান, আবূ ইয়ালা আল-মুসিলী প্রমুখ। তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্‌ন মারদুয়াহ তাঁকে সিকাহ মামূন এবং অভিজ্ঞ উসূল শাস্ত্রবিদ বলে উল্লেখ করেন।

www.pathagar.com

৯. মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন যুবার আবূ সুলায়মান আল-হাফিয আর রাবিঈ (র.) (মৃঃ ৩৭৯/৮৮৯)।[৮৭]

১০. মুহাম্মদ ইবনুল মুযাফ্ফার ইব্ন মূসা আবুল-হুসায়ন আল-বাগদাদী (র.) (মৃঃ ৩৭৯/১৮৯)।[৮৮]

১১. মাসলামাহ ইবনুল কাসিম ইব্ন ইব্রাহীম আবুল-কাসিম আল-কুরতুবী (র.) (মৃঃ ৩৫৩/৯৬৪)।[৮৯]

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী ঃ তাযকিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৮-১৮৩; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৩।

৮৭. তিনি ছিলেন হাফিয এবং সিকাহ রাভী। আবুল কাসিম আল-বাগাবী, মুহাদ্দীস ইব্ন খুরায়ম, মুহাম্মদ ইব্ন রাবী আল-জীযী, আবূ বকর ইব্ন আবূ দাউদ প্রমুখ খ্যাতিনামা মুহাদ্দিস থেকেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে তাম্মাম আর-রাযী, আবদুল গণী ইব্ন সাঈদ এবং আরও অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। আবু সুলায়মান বলেনঃ 'একদা ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) আমার রচিত গ্রন্থাবলী দেখতে পেয়ে রাতের বেলায় সেগুলো অধ্যয়ন করেন। আমার গ্রন্থগুলো তাঁকে আকৃষ্ট করে। তিনি তখন আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ أنتم الصيادلة و نحن الأطباء

আবূ সুলায়মানের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'কিতাবুল ওয়াফী'।

শামসুদ্দীন যাহাবী ঃ তাযকিরাহ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০৪-২০৫।

৮৮. তিনি হাদীসের হাফিয, সিকাহ, সাদূক এবং প্রখর স্মৃতিসম্পন্ন রাভী ছিলেন। ইমাম দারা-কুত্নী (র.) তাঁর কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন এবং তিনি তাঁকে অতীব মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। এমনকি তিনি তাঁর সম্মুখে কোন হাদীসের সনদ বর্ণনা করতেন না।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৩।

৮৯. তিনি ছিলেন একজন সুপ্রসিদ্ধ ও মর্যাদাশীল হাদীস শাস্ত্রবিদ। আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হাযম তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন যে, তিনি ছিলেন অধিক হাদীস বর্ণনাকারী। তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ৩২০/৯৩২ সালের পূর্বেই প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সফর শুরু করেন। এ যাত্রায় তিনি কায়রাওয়ান, তারাবলুস, ইসকান্দারিয়া, মিস্র, কুলযুম, জিদ্দা, মক্কা, ইয়ামান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি আন্দালুস ফিরে আসেন এবং চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর প্রণীত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'আত-তারীখুল-কাবীর, আল-হুলযাহ, মা-রাওয়ল কিবার আনিয্ যু'আফা, কিতাবুন ফিল খাত্ প্রভৃতি।

ইব্ন হাজার ঃ লিসান, ৬ষ্ঠ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৬।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম তাহাভী (র.)-এর অবদান

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পবিত্র হাদীস ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। এ কারণে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীস সংরক্ষণের প্রতি মুসলমানগণের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তবে পবিত্র কুরআনের আয়াতের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথম দিকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা নিষেধ করেন।[১] তখন সাহাবীগণ হাদীস তাঁদের স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখতেন। নবী করীম (সা.) তাঁদের হাদীস মুখস্থ করে অন্য লোকদের নিকট যথাযথভাবে পৌছিয়ে দেয়ার নির্দেশও প্রদান করেন।[২] তাঁর বিশেষ অনুমতিতে এ সময়েও কোন কোন সাহাবী হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আ'স (রা.)-এর সংকলিত 'আস্ সাহীফাতুস্ সাদিকাহ' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনুল আসীরের বর্ণনানুসারে এতে এক হাজার

---

১. ডক্টর সুবহী সালীহ্ ঃ উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, ১৫ তম সং, (দারুল-ইল্ম, বৈরুত, ১৯৮৪), পৃঃ ২০।

এ প্রসঙ্গে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ

إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكتبوا عنى ، ومن كتب عنى غير القران فليمحه ، وحدثواعنى و لاحرج و من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ তোমরা আমার থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ কর না। যে আমার থেকে কুরআন ছাড়া কিছু লিপিবদ্ধ করেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার থেকে হাদীস বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ বা প্রতিবন্ধকতা নেই। আর যে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করেছে সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।

সহীহ্ মুসলিম, ২য় খঃ, (গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর, ১৩৭৬) পৃঃ ৪২২।

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

نضر الله امرأ سمع مناحديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ، ورب جامل فقه ليس بفقيه

আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে চিরসবুজ করুন! যে আমার থেকে কোন হাদীস শুনেছে এবং তা অপরের নিকট পৌছিয়ে দেয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছে। কেননা, অনেক হাদীস বহনকারী অপেক্ষা পরবর্তী হাদীস গ্রহণকারী অধিক ফকীহ্ হয়ে থাকে। আর কোনও কোনও হাদীস সংরক্ষণকারী ফকীহ্ তথা ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ হয় না।

মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা ঃ জামি' তিরমিযী, ২য় খঃ, বাবু মা জাআ ফিল্ হাস্সি আলা তাবলাগিস্ সিমা, (মুখ্তার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ, পি, ইন্ডিয়া) পৃঃ ৯৪।

www.pathagar.com

হাদীস স্থান লাভ করে।[৩] সাহাবীগণ যখন কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেন এবং আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথেই তা পবিত্র কুরআন বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন নবী করীম (সা.) হাদীস লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি দান করেন।[৪] অতঃপর খলীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (র.) (মৃঃ ১০১/৭২০) হিজরী একশ' সালের শুরুতে সরকারী পর্যায়ে হাদীস লেখার নির্দেশ জারী করেন।[৫]

এ হুকুম জারীর পর হাদীস সংগ্রহে যিনি সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন, হিজায এবং সিরিয়ার আলিম মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (র.) (মৃঃ ১২৪/৭৪২)।[৬] এরপর মক্কায় ইব্ন জুরায়জ (র.) (মৃঃ ১৫০/৭৬৭), মদীনায় ইব্ন ইসহাক (র.) (১৫১/৭৬৮) অথবা ইমাম মালিক (র.) (১৭৯/৭৯৫), বসরার রাবী ইব্ন সাবীহ্ (র.) (মৃঃ ১৬০/৭৭৭) অথবা সাঈদ ইব্ন আবূ আরূবাহ (র.) (মৃঃ ১৫৬/৭৭২) অথবা হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ (র.) (মৃঃ ১৬৭/৭৮৪), কূফায় সুফিয়ান সাওরী (র.) (মৃঃ ১৬১/৭৭৮), সিরিয়ায় ইমাম আওযাঈ (র.), (মৃঃ ১৫৬/৭৭৩), ওয়াসিত-এ হুশায়ম (র.) (মৃঃ ১৮৮/৮০৪), ইয়ামান-এ মা'মার (র.) (মৃঃ ১৫৩/৭৭০), রায়-এ জারীর ইব্ন আবদুল হামীদ (র.) (মৃঃ ১৮৮/৮০৪) এবং খুরাসান-এ ইবনুল মুবারক (র.) (মৃঃ ১৮১/৭৯৭) হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞ। তবে তাঁদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তা জানা যায় নি। তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবীগণের বাণী এবং তাবিঈগণের ফাতাওয়াও সংমিশ্রিত ছিল।[৭] এ শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে ঃ ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) (মৃঃ ১৭৯/৭৯৫)-এর মু'আত্তা, ইমাম শাফিঈ (র.) (মৃঃ ২০৪/৮১৯)-এর মুসনাদ এবং মুখতালাফুল হাদীস, ইমাম আবদুর রায্যাক (র.) (মৃঃ ২১১/৮২৭)-এর জামি', শু'বাহ ইবনুল হাজ্জাজ (র.) (মৃঃ ১৬০/৭৭৭)-এর মুসান্নাফ, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (র.) (মৃঃ ১৯৮/৮১৪)-এর মুসান্নাফ এবং লায়স ইব্ন সা'আদ

---

৩. ইবনুল আসীর ঃ উসদুল গাবাহ, ৩য় খঃ, (দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, হিঃ ১৩৭৭), পৃঃ ২৩৩/২৩৪।

৪. আবদুল আযীয ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, ২য় সং, (মাতবা'আতুল আরাবিয়্যাহ, মিস্র, ১৩০৭/১৯২১) পৃঃ ১৭।

৫. তিনি মদীনার গভর্নর এবং কাযী আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাযমকে লেখেন ঃ

أنظر ماكان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه ، فانى خفت دروس العلم وذهاب العلماء

অনুরূপভাবে তিনি ইব্ন শিহাব যুহরীর নিকটও চিঠি লেখেন।

আবূ আবদুল্লাহ্ আল-বুখারী ঃ আল-জামি'উস্ সাহীহ্, ২য় সং, (করাচী, ১৩৮১/১৯৬১) পৃঃ ২০।

৬. ডক্টর সুবহী সালিহ্ ঃ উলূমুল হাদীস ওয়া মুস্তালাহুহু, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৪৬।

৭. আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২১।

www.pathagar.com

(র.) (মৃঃ ১৭৫/৭৯১)-এর মুসান্নাফ।[৮] হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ।[৯] এ কালেই সিহাহ্ সিত্তাহ্ সংকলিত হয়। ইমাম তাহাভী (র.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে তাঁর জীবনের তিন-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে হাদীস বিশারদগণের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন ছিন্ন ধরনের। এ কারণে তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলোও ছিল পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আল্লামা ইবনুল আসীর জাযরী (র.) এ সকল বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

১. কোন কোন হাদীস সংকলক শুধু হাদীসের শব্দ সংরক্ষণ এবং তা থেকে আহ্কাম উদ্ভাবন করার নিমিত্তে গ্রন্থ সংকলন করে থাকেন।

২. আবার কোন কোন হাদীসবেত্তা হাদীসগুলোকে স্থান হিসেবে সন্নিবেশ করেন। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা গ্রন্থকে বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। যেমন - সালাত সম্পর্কিত হাদীসকে তাঁরা সালাত অধ্যায়ে এবং যাকাত সম্পর্কিত হাদীসকে যাকাত অধ্যায়ে স্থাপন করেন। ইমাম মালিক (র.)-এর মু'আত্তা, ইমাম বুখারী (র.)-এর জামি' এবং ইমাম মুসলিম (র.)-এর সহীহ্ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

৩. কোন কোন হাদীস বিশারদ কঠিন কঠিন শব্দ সম্বলিত এবং দুর্বোধ্য হাদীসসমূহ একটি গ্রন্থে সংগ্রহ করে শুধু হাদীসের মতন উল্লেখ পূর্বক এ সকল শব্দ ও

---

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

৯. আল্লামা আবদুল-আযীয খাওলী এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وإن ذلك القرن الثالث لأجل عصور الحديث وأسعدها بخدمة السنة ، ففيه ظهر كبار المحدثين وجها بذة المؤلفين وحذات الناقدين وففيه اشرقت شموس الكتب الستة التى كانت لا تغادرمن صحيح الحديث الا النزر اليسير ، و التى عليها يعتمد المستنبطون وبها يعتضد المناظرون وعن محياها تنجاب الشبه و بضوءها يهتدى الضال ويبرد يقينها تتلج الصدور

তৃতীয় হিজরী শতাব্দী হাদীসের যুগসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্নাহ্র পরিচর্যার ক্ষেত্রে অধিক সৌভাগ্যমণ্ডিত। এ যুগেই বড় বড় হাদীস বিশারদ, মহান মহান হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী এবং সূতীক্ষ্ণ সমালোচকবৃন্দের আবির্ভাব ঘটে। আর এ যুগেই এমন ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থরূপ সূর্যসমূহ উদিত হয় যেগুলো খুব সামান্য বিশুদ্ধ হাদীসই নিজেদের পশ্চাতে রেখেছে। হাদীস থেকে আহ্কাম চয়নকারীগণ এগুলোর ওপরই নির্ভর করেন। আর বিতর্কে লিপ্ত ব্যক্তিগণ এগুলো থেকে দলীল গ্রহণ করেন। আর এগুলোর উপস্থিতিতেই সন্দেহের অপনোদন ঘটে। এগুলোর আলোকরশ্মিতে পথহারা ব্যক্তি পথের দিশা লাভ করে। এগুলোর মাধ্যমেই ইয়াকীন তথা বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় এবং অন্তরসমূহ শীতল হয়।

আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯।

www.pathagar.com

বাক্যের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করেন। এতে তাঁরা হাদীস থেকে আহ্কাম ইস্তিম্বাত করার তেমন প্রয়াস পান নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এক্ষেত্রে আবূ উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম এবং আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুসলিম ইব্ন কুতায়বাহ (র.)-এর হাদীস গ্রন্থ উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪. আবার কোন কোন মুহাদ্দিস একই সাথে হাদীস থেকে আহ্কাম প্রণয়ন করেন এবং ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের মতামতও উল্লেখ করেন। আবূ সুলায়মান মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-খাত্তাবী রচিত 'মু'আলিমুস্-সুনান' এবং 'আ'লামুস্-সিনীন' এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৫. কোন কোন হাদীস বিশারদ হাদীসের অভিনব ও দুর্বোধ্য অংশের বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁরা হাদীসের পূর্ণ মতন উল্লেখ না করে শুধু কঠিন শব্দ দুর্বোধ্য বাক্যের উল্লেখ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে থাকেন। যেমন আবূ উবায়দ আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ হাররার গ্রন্থ এবং মুহাম্মদ তাহির-এর 'মাজমাউ বিহারিল-আনওয়ার' গ্রন্থ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

৬. কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ তারগীব (উৎসাহিত করা) এবং তারহীব (ভীতি প্রদর্শন করা) সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করার লক্ষ্যে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। যেমন মুহাম্মদ আল-হুসায়ন ইব্ন মাসউদ সংকলিত 'কিতাবুল-মাসাবীহ্'।[১০]

হাদীস গ্রন্থ সংকলনে ইমাম তাহাভীর প্রধান উদ্দেশ্য

ইমাম তাহাভী (র.)-এর হাদীস গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হাদীস গ্রন্থ সংকলনে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দু'টি ঃ

ক. পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় একে 'মুখ্তালাফুল হাদীস' বলা হয়।[১১]

---

১০. ইবনুল আসীর ঃ জামিউল উসূল মিন আহাদীসির রাসূল, ১ম খঃ, ১ম সং, (মাতবা' আতুস্-সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়াহ, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৯), পৃঃ ১৬-১৮।

১১. মুখ্তালাফুল-হাদীসের সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

هو علم يبحث عن الاحاديث التى ظاهرها التناقض من حيث امكان الجمع بينها، إما بتقييد مطلقها او بتخصيص عامها ، او حملها على تعدد الحادثة او غير ذلك ويطلق عليه تلفيق الحديث

এটি এমন একটি শাস্ত্র যার দ্বারা এমন ধরনের হাদীস সমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয় যেগুলো বাহ্যিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। এ সমন্বয় করতে গিয়ে কখনও মুতলাক হাদীসকে মুকায়য়্যাদ করা হয়। অথবা আম (সাধারণ অর্থবোধক) হাদীসকে খাস করা হয়। অথবা পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীসকে বিভিন্ন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় ইত্যাদি। এ ধরনের হাদীসকে 'তালফীকুল হাদীস'ও বলা হয়।

www.pathagar.com

খ. আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করণ।

প্রথম বিষয়টির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ও উৎসাহের কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. তুলনামূলক আলোচনা এবং হাদীস অনুশীলনের ক্ষেত্রে নব দিগন্ত উন্মোচনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রধান মাপকাঠি ছিল 'ইসনাদ'। তাঁরা এরই ভিত্তিতে মুসনাদ, সিহাহ্ এবং সুনান গ্রন্থ সংকলন করেন। এ পথে অগ্রসর হওয়া তাঁর জন্য ছিল অনেক সহজ। কিন্তু তিনি একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে বেছে নিলেন যাতে তাঁর পূর্বসূরীগণের অবদান ছিল অপ্রতুল। এই বন্ধুর পথ পরিক্রম করার জন্য তাঁর নিকট উপায় উপকরণও ছিল যথেষ্ট। তিনি অভিধান শাস্ত্র (-اللغة) আরবী ব্যাকরণ (-علم النحو), ফিকহ্, উসূল প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। বিশেষ করে ফিকহ্ এবং হাদীস এ দুই বিষয়ে দক্ষ-ব্যক্তির পক্ষেই ইখ্তিলাফুল হাদীস-এর উপর গ্রন্থ সংকলন করা সম্ভব।[১২]

আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) নিঃসন্দেহে হাদীস এবং ফিকহ্ উভয় শাস্ত্রেরই ইমাম ছিলেন।

২. হাদীস অস্বীকারকারী, ইসলামের শত্রু এবং দীনের মধ্যে ছিদ্রান্বেষণকারী সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক দাবী খণ্ডন।[১৩]

ইমাম নববী (র.)-এর সংজ্ঞায় বলেন ঃ

هذا هن من أهم الانواع ، ويضطر الى معرفته جميع العلماء من الطوائف ، وهو : ان يأتى حديثان متضادان فى المعنى ظاهرا ، فيوفق بينهما او يرجح احدهما

এটি (মুখতালাফুল হাদীস) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম। সকল আলিমই এ বিষয়ের জ্ঞান লাভের মুখাপেক্ষী। বিষয়টি এই ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধার্থক দু'টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়। অতঃপর সে দু'টির মাঝে সমন্বয় সাধন করা হয়। অথবা কোন একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

ডক্টর সুবহী সালিহ্ ঃ উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১১।

১২. ইবনুস্ সালাহ্ ঃ মুকাদ্দিমাহ ইবনিস্-সালাহ্ ফী উলূমিল হাদীস, পৃঃ ১৪৩।
সুয়ূতী ঃ তাদরীবুর রাবী শারহু তাকরীবিন-নববী, (মাতবা'আতুল খায়ারিয়্যাহ, মিস্র, ১৩৫৭/১৯৩৮) পৃঃ ১৯৭।
তাঁদের বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

وانما يكمل للقيام به الائمة الجامعون بين صناعتى الحديث والفقه ، الغواصون على المعانى الدقيقة

এ বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ এমন ইমামগণের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা হাদীস ও ফিকহ্ উভয় বিষয়েই দক্ষ। আর সূক্ষ্ম অর্থ উদ্ভাবনে পারদর্শী।

১৩. এই প্রসঙ্গে 'শারহু মা'আনিল আসার'-এর ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য ঃ

قال الطحاوى : سئالنى بعض اصحابنا أن أضع له كتابا اذكرفيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام التى يتوهم اهل الإلحاد و الضعفة من اهل الاسلام ان بعضها ينقض بعضا لقلة علمها بناسخها من منسوخها وما يجب به العمل منها لما يشهدله من الكتاب الناطق و السنة المجتمع عليها

www.pathagar.com

৩. হানাফী মাযহাব সম্পর্কে কিছু কিছু লোকের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন।[১৪]

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ইখ্‌তিলাফুল হাদীস

'ইখতিলাফুল হাদীস' সম্পর্কে গ্রন্থ সংকলনে ইমাম শাফিঈ (র.) ছিলেন সবার দিশারী। এরপর ইব্‌ন কুতায়বাহ (র.) (মৃঃ ২৬৩/৮৭৬) এবং আবূ ইয়াহ্‌হিয়া যাকারিয়্যা আস্‌-সাজী (র.) (মৃঃ ৩০৭/৯১৯) এবং তারপর ইমাম তাহাভী (র.) এ শাস্ত্রে গ্রন্থ সংকলন করেন।[১৫] নিম্নে এ বিষয়ে সংকলিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো সম্পর্কে

ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, আমার কোন কোন বন্ধু আমার নিকট অনুরোধ করেন, এমন একটি গ্রন্থ রচনা করতে যাতে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) থেকে বর্ণিত এমন সব আহ্‌কাম-এর হাদীসগুলো উল্লেখ করি, যেগুলো সম্পর্কে বাতিল মতবাদ পোষণকারী এবং দুর্বল মুসলমানগণ ধারণা করে যে, এর একটি অপরটিকে বাতিল ও খণ্ডন করে। কারণ, নাসিখ ও মানসূখ হাদীস সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অতি সীমিত। আর কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য এবং যেসব সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে উম্মতের ইজমা' স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে আহ্‌কাম সম্বলিত যে হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব সেগুলো সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান অতি নগণ্য।

তাহাভী ঃ শারহু মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, পৃঃ ১৫।

১৪. এ প্রসঙ্গে আল্লামা আইনী (র.)-এর মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

وإظهارا بأن الحنفية هم المتمسكون بالحديث و الخبر وان مذهبهم هو الحديث النبوى فى كل امر صدر ، وكيف لا ؟ وهم يقدمون خبر الواحد على القياس، ويبنون الأحكام على صحة الأساس ، ومع هذا فالحضم يطعنهم باتباع الرائ وترك المنقول اظهارا منهم أنهم لارائ لهم لا فى المنقول و لا فى المعقول ، ومن لا رائ له لم يدرمواقع الخبرولا وقف على موارد الأثر

ইমাম তাহাভী (র.)-এর এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ কথা প্রকাশ করা যে, হানাফীগণই হাদীস এবং খবরের (হাদীসকে খবরও বলা হয়) অনুসারী। প্রতিটি উদ্ভূত বিষয়ে নবী করীম (সা.)-এর হাদীসই তাঁদের মাযহাব। আর এরূপ কেনই হবে না? কারণ তাঁরা কিয়াসের ওপর খবরকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। মূলভিত্তি তথা দলীলের বিশুদ্ধতার ওপরই তাঁরা আহ্‌কামকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রতিপক্ষগণ তাদের রায়ের অনুসারী বলে অপবাদ দিয়ে থাকেন। তাঁরা তাদের 'মানকূল' তথা কুরআন-হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী বলে অভিহিত করেন। অথচ তাদের এ মন্তব্যের মাধ্যমে এটাই স্পষ্ট হয় যে, 'মানকূল' এবং 'মা'কূল' (যুক্তি প্রমাণ) কোনটির ক্ষেত্রেই তাদের কোন মতামত বা বিশ্লেষণ নেই। আর যিনি কোন মতামত রাখেন না তিনি হাদীসের অবস্থান সম্পর্কে জানেন না এবং হাদীসের ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞানও রাখেন না।

বদরুদ্দীন আইনী ঃ মুগানিল আখবার, পৃঃ ১, (সূত্র আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৬৪।

১৫. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয্‌-যুনূন, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২; আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্‌ সুন্নাহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫৯।

www.pathagar.com

কালানুক্রমিকভাবে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ

১. ইখ্‌তিলাফুল হাদীস

ইমাম শাফিঈ (র.) সর্বপ্রথম তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে আলিমগণের পারস্পরিক মত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে ইখ্‌তিলাফুল হাদীসের বর্ণনার সূত্রপাত করেন। তিনি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর মাঝে সংঘটিত মতবিরোধ এবং তাঁর ও ইমাম মালিক (র.)-এর মধ্যে উদ্ভূত ইখ্‌তিলাফ সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ অনুচ্ছেদ কায়েম করেন।[১৬] এরপর তিনি 'কিতাবু ইখ্‌তিলাফিল হাদীস' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। তিনি এর ভূমিকায় শরী'আতের দৃষ্টিতে হাদীসের মান মর্যাদা পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরেন এবং দলীলের মাধ্যমে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করেন যে, 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করা আইন সংগত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন। এক প্রকার হাদীস হচ্ছে সাধারণ অর্থবহনকারী আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে বাহ্যিক ও সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। কিন্তু এর দ্বারা এক বিশেষ প্রচ্ছন্ন অর্থ বুঝান হয়ে থাকে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'বিশেষ' (خاص) অর্থের পক্ষে কোন দলীল পাওয়া না গেলে হাদীস 'ব্যাপক' (عام) অর্থই প্রদান করবে। তিনি এর দ্বারা এ ইংগিতই দান করেন যে, হাদীসের পরস্পরের বিরোধের কারণ হচ্ছে 'আম' এবং 'খাস' হওয়া। উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হলে উভয় হাদীসের উপরই সমভাবে আমল করা হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় এবং কোন একটি হাদীস রহিত (منسوخ) হওয়ার দলীল প্রমাণ মওজুদ থাকে তবে সেটা মানসূখ বলে সাব্যস্ত হবে'[১৭]। নিম্নে এই 'কিতাবু ইখ্‌তিলাফিল হাদীস' থেকে কিছুটা নমুনা পেশ করা হলো ঃ

ইমাম শাফিঈ (র.) (باب الاختلاف من جهة المباح)-এ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে তাঁর বর্ণনাকারীদের সূত্র (سند) মাধ্যমে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর মুখমণ্ডল, দুই হাত একবার করে ধৌত করেন এবং মাথাও একবার করে মাসহ্ করেন।[১৮]

অপর হাদীসটি উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা.)-এর মাওলা ইমরান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ নবী করীম (সা.) তাঁর অযূর অংগগুলো তিন তিন বার করে ধৌত

---

১৬. ইমাম শাফিঈ ঃ কিতাবুল উম্ম, ৭ম খঃ, (বুলাক, ১৩২৬) পৃঃ ১৫১-১৭৭।

১৭. ইমাম শাফিঈ ঃ কিতাবু ইখ্‌তিলাফিল হাদীস, (হাশিয়া কিতাবুল-উম্ম), ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭-৫৬।

১৮. হাদীস দু'টি এই ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وجهه، ويديه و مسح برأسه مرة مرة ، ان النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلثا ثلثا،

www.pathagar.com

করে অযূ সম্পন্ন করেন। তিনি আর একটি হাদীস আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়া-এর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়িদকে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিভাবে অযূ করতেন তা কি আপনি আমাকে দেখাতে পারবেন? তখন তিনি পানি আনতে বলেন এবং অযূর নিয়ম প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল তিন তিনবার করে এবং দুই হাত দুইবার করে ধৌত করেন। আর মাথা মাসহ্ করেন এবং দু'পা ধৌত করেন।'[১৯]

এরপর ইমাম শাফিঈ (র.) এ সকল পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বলেন ঃ এ সকল হাদীসকে মোটেই পরস্পর বিপরীত বলা যায় না। কারণ, হাদীসে উল্লেখিত কাজগুলো মুবাহ্ হওয়ার দিক থেকে পরস্পর ভিন্ন।

এমন নয় যে, হাদীসে উল্লেখিত এক পদ্ধতির অযূ হালাল এবং আর এক পদ্ধতির অযূ হারাম বা একটি পদ্ধতিতেই অযূ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং অন্য পদ্ধতিতে অযূ করা নিষেধ করা হয়েছে। বরং এখানে বলা যায় যে, অংগগুলো কমপক্ষে একবার করে ধৌত করলে চলবে এবং তিনবার করে ধৌত করা হলে পরিপূর্ণ হবে।[২০]

ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর এ গ্রন্থের (باب الحجامة للصائم -) অনুচ্ছেদে তাঁর সনদের মাধ্যমে শাদ্দাদ ইব্ন আওসের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম (সা.)-এর সাথে ছিলাম। রামাযানের আঠার তারিখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জনৈক ব্যক্তিকে সিঙ্গা লাগাতে দেখেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার হাত ধরে বলেন। যে ব্যক্তি সিঙ্গা লাগায় এবং যার দেহে সিঙ্গা লাগানো হয় উভয়েরই রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

এরপর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে এর বিপরীত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইহ্রাম বাঁধা এবং রোযা রাখা অবস্থায় সিঙ্গা লাগিয়েছেন।

এ পরস্পর বিপরীত হাদীস দু'টি বর্ণনার পর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ ইব্ন আউস মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসটি শুনেছেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন না। আর বিদায় হজ্জের পূর্বে কোন মুহরিম ব্যক্তিও তাঁর সহচর হিসেবে ছিলেন না। সুতরাং ইব্ন

---

১৯. মূল আরবী ঃ

إنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن زيد، هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر انه ، غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين و مسح رأسه ، وغسل رجليه .

২০. মুহাম্মদ ইব্ন ইদ্রীস শাফিঈ ঃ কিতাবু ইখ্তিলাফিল হাদীস, ৮ম খঃ (কিতাবুল উম্ম, দারুল-মারিকাহ্, বৈরুত, ১৩৯৩/১৯৭৩), পৃঃ ৪৮৮।

www.pathagar.com

আব্বাস (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিঙ্গা লাগানোর কাল হচ্ছে বিদায় হজ্জের বছর দশম হিজরীতে। "যে সিঙ্গা লাগায় এবং যার সিঙ্গা লাগানো হয় উভয়েই রোযা নষ্ট হয়।" এ হাদীসটি নবী করীম (সা.) বলেছেন, বিদায় হজ্জের দু'বছর পূর্বে মক্কা বিজয়ের সময় এবং অষ্টম হিজরী সালে। ইমাম শাফিঈ (র.) আরও বলেন ঃ দু'টি হাদীসই সহীহ্ বা সুপ্রতিষ্ঠিত হিসেবে গণ্য হলে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর হাদীসটি হবে নাসিখ এবং হাজিম ও মাহজূম-এর রোযা ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি হবে মানসূখ। তিনি আরও বলেন, দু'টি হাদীসের ইসনাদই দুর্বল, সন্দেহজনক। তবে হযরত ইব্ন আব্বাসের হাদীস-এর ইসনাদ তুলনামূলকভাবে অধিক জোরদার। তবুও সিঙ্গা না লাগানো রোযাদারের জন্য উত্তম। কেননা রোযা অবস্থায় সিঙ্গা লাগালে সে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং তা রোযা ভঙ্গের কারণ হতে পারে।

তারপর ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, ইব্ন আব্বাসের (রা.) হাদীস সত্ত্বেও কিয়াসের সিদ্ধান্ত এই যে, শরীর থেকে নির্গত কোন বস্তু রোযা ভঙ্গ করে না।

তবে রোযাদার যদি উক্ত বস্তুকে বমির আকারে নিজের ভেতর থেকে বের করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে। অনুরূপভাবে রোযাদার ব্যক্তির বিনা উপভোগে শুক্রের স্খলন ঘটলে রোযা বাতিল হবে না। শরীর থেকে ঘাম বের হলে, অযূ করলে, মলমূত্র ত্যাগ করলে এবং বায়ু নির্গত হলে এবং গোসল করলেও তার সাওম নষ্ট হবে না। শরীরের অভ্যন্তরে কোন বস্তু প্রবেশ করালে, স্ত্রী সংগমের মাধ্যমে স্বাদ উপভোগ করলে অথবা বমি করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, শরীরের ভিতর থেকে কোন জিনিস বের করা এবং ইচ্ছা করে শরীরের মধ্যে কোন বস্তু প্রবেশ করানো উভয়ের হুকুম একই ধরনের। এরপর তিনি বলেন, আমার জানা মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন কোন সাহাবী, তাবিঈ এবং সাধারণ মদীনাবাসীদের মতে সিঙ্গা লাগালে রোযা ভঙ্গ হয় না।[২১]

ইমাম শাফিঈ (র.) তাঁর এ কিতাবটি ফিকহ্ শাস্ত্রের তারতীব অনুসারে বিন্যাস করেন নি। তিনি এতে প্রথমে সালাতের অনুচ্ছেদ সমূহের আলোচনা করেন। এরপর তাহারাতের অনুচ্ছেদগুলি উল্লেখ করেন। এরপর আবার সালাতের বর্ণনা প্রদান করেন।

তিনি প্রত্যেক অনুচ্ছেদে তাঁর নিকট সংরক্ষিত হাদীসসমূহ সনদসহ উল্লেখ করার পর ইখ্তিলাফী বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

তিনি কখনও কখনও পরস্পর বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে কোন একটি হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে কিয়াসের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আবার কোন কোন স্থানে তিনি সাহাবী এবং তাবিঈগণের কর্ম এবং ইমামগণের মতামতকে তাঁর নিজস্ব অভিমতের

---

২১. ইমাম শাফিঈ ঃ ইখ্তিলাফুল হাদীস, (কিতাবুল-উম্ম-এর হাশিয়া, ৭ম খঃ), প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৬-৩৩৮।

www.pathagar.com

পক্ষে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে থাকেন।[২২]

২. তাবীলু মুখ্‌তালাফিল হাদীস

ইব্‌ন কুতায়বাহ (মৃঃ ২৭৬/৮৮৯) রচিত এ গ্রন্থটির পূর্ণ নাম ঃ

كتاب تؤيل مختلف الحديث فى الردعلى اعداء اهل الحديث والجمع بين الأخبار التى ادعوا عليها التناقض والإختلاف والجواب عما أورده من الشبه على بعض الأخبار المتشابهة او المشكلة بادى الراى

এ গ্রন্থের ভূমিকায় ইব্‌ন কুতায়বাহ (র.) তাঁর জনৈক শিষ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি তাঁর নিকট লিখিত পত্রে অভিযোগ করেন যে, কালাম শাস্ত্রজ্ঞগণ কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীসবেত্তাগণের উপর মারাত্মক দোষ-ত্রুটি আরোপ করে বলে থাকেন যে, তাঁদের মিথ্যা ও পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণনা করার কারণে জনগণের মধ্যে বিভেদ এবং বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়েছে। আর এক দল অন্য দলকে কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। আর প্রত্যেক দলই নিজেদের মতামতের পক্ষে হাদীস থেকে দলীল উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছে। তাই উক্ত পত্র লেখক তাঁকে হাদীস বিশারদগণ থেকে এ

---

২২. এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

والعلم من وجهين : اتباع و استنباط ، و الا تباع إتباع الكتاب فان من يكن فسنة ، فان من تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا ، فان من يكن فقياس على كتاب الله عزوجل ، فان لم يكن فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فان لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له ، و لا يجوز القول إلا بالقياس ، واذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كان ان يقول بمبلغ اجتهاده ، ولم يسعه اتباع فيما ادى اليه اجتهاده بخلافه

দু'টি দিক থেকে জ্ঞান আহরণ করা যায় ঃ অনুসরণ করা এবং ইস্‌তিম্বাত (উদ্ভূত বিষয়ে কুরআন-হাদীসের নিরীখে ইজতিহাদ করা) করা। অনুসরণ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার কিতাবের অনুসরণ করা। কিতাবে তা পাওয়া না গেলে সুন্নাতের অনুসরণ করা। সুন্নাহ্‌তেও পাওয়া না গেলে আমাদের পূর্বসূরি আলিমগণের এমন মতামতের অনুসরণ করা যার কোন বিরোধিতা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। এরূপ মতামতও পাওয়া না গেলে পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে কিয়াস করা। কিতাবে যদি এরূপ মূলনীতি পাওয়া না যায় তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে কিয়াস করা। তাও নাহলে আমাদের পূর্বসূরি আলিমগণের এমন মতামতের ভিত্তিতে কিয়াস করা যে মতামতের কোন বিরোধিতা হয়নি। কিয়াস ছাড়া কোন মতামত দেওয়া জায়িয নেই। কিয়াস করার অধিকার রাখে এমন কোন ব্যক্তি কিয়াস করলে সে কিয়াস সম্পর্কে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে প্রত্যেক মুজতাহিদই আপন আপন ইজতিহাদ অনুসারে মত দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ইজতিহাদের বিপরীত কোন মতের অনুসরণ করতে পারবেন না।

ইমাম শাফিঈ ঃ ইখ্‌তিলাফুল হাদীস (হাশিয়া কিতাবুল উম্ম, ৭ম খঃ), পৃঃ ১৪৮-১৪৯।

www.pathagar.com

অপবাদ খণ্ডন এবং পরস্পর বিরোধী হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য অনুরোধ জানান।[২৩] এ আবেদনের জবাবে ইব্ন কুতায়বাহ (র.) তাঁর গ্রন্থের শুরুতে কালাম শাস্ত্রবিদ ও হাদীস বিশারদগণের বর্ণনা দেয়ার পর কালাম শাস্ত্রজ্ঞগণ যে সকল হাদীসকে পরস্পর বিপরীত অথবা যে সকল হাদীসকে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতের অন্তরায় বা পরিপন্থী বলে দাবী করেছেন তার সুস্পষ্ট জবাব প্রদান করেন। নিম্নে এ গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ পেশ করা গেল ঃ

(ক) মুতাকাল্লিমগণ বলেন, মুহাদ্দিগণের বর্ণিত হাদীস ঃ

ان الله تعالى مسح على ظهر ادم وأخرج منه ذريته الى يوم القيامة امثال الذر واشهدهم على انفسهم الست بربكم ؟ قالوا بلى ،

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করেন। এরপর তিনি তাঁর ঐ পিঠ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর যত আওলাদ সৃষ্টি হবে অণুর আকারে তাদের বের করে নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি তাদের নিজেদের বিষয়ে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সকলেই বলে - হ্যাঁ।

পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى

স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক সকল বণী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি নেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন তারা সবাই বলে, হ্যাঁ। (৭ ঃ ১৭২)

-এর পরিপন্থী। কেননা হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করেছেন। অথচ কুরআন মজীদ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি বণূ আদমের পিঠ থেকেই তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করেছেন।[২৪] আয়াত এবং হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে ইব্ন কুতায়বাহ বলেন ঃ 'আমাদের মতে মুতাকাল্লিমগণের বর্ণিত ধারণা সঠিক নয় ; বরং পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াত এবং বর্ণিত হাদীসটি সমার্থবোধক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ কুরআনের আয়াত সংক্ষিপ্ত আর নবী (সা.)-এর হাদীস তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকারী।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে এখানে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ মাসহ্ করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সকল সন্তানকে অণু-পরমাণুর আকারে বের করে তাদের নিকট থেকে

---

২৩. ইব্ন কুতায়বাহ ঃ কিতাবু তা'বীলি মুখ্তালাফিল-হাদীস, ১ম সং, (মাতবা'আতু কারদিস্তান আল-ইলমিয়্যাহ, মিস্র, হিঃ ১৩২৬/১৯০৮), পৃঃ ২।

২৪. ইব্ন কুতায়বাহ ঃ কিতাবু তাবলি মুখতালাফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৪।

www.pathagar.com

অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন তখন যেন তিনি সকল বণূ আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকেই তাদের সন্তান সমূহকে বের করেছেন। কেননা তাঁদের মধ্যেই তাঁদের সন্তান, সন্তানদের সন্তান এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সন্তান রয়েছে। তিনি সবাইকেই তাদের নিজেদের আত্মার উপর সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন।

আল্লামা ইব্ন কুতায়বাহ (র.) তাঁর উপরোক্ত বর্ণনার পক্ষে পবিত্র কুরআন থেকে দলীল পেশ করেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছি এবং আদম (আ.)-কে সিজ্দা করার জন্য ফিরিশ্তাগণকে নির্দেশ দিয়েছি।[২৫] এখানে বনূ আদমকে সৃষ্টি করে তাদেরকে আকৃতি দান করার পর ফিরিশ্তাগণকে হযরত আদম (আ.) প্রতি সিজ্দা করার যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে মূলত হযরত আদমের (আ.) সৃষ্টির কথাই বুঝানো হয়েছে বণূ আদমের নয়। আর হযরত আদমের সৃষ্টিকালে তাঁর ঔরসে তাঁর সন্তানগণকেও সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সঙ্গত কারণেই হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে বণূ আদমের সৃষ্টিকেও বুঝান হয়েছে। কেননা, বণূ আদম তাঁর থেকেই উদ্ভূত।

অনুরূপভাবে তিনি একটি সাধারণ দৃষ্টান্তও উল্লেখ করে বলেন, কোন ব্যক্তিকে বিপরীত লিঙ্গের এক জোড়া ছাগল দিয়ে যদি বলা যায় যে, তোমাকে অনেক ছাগল প্রদান করা গেল, তবে এ বক্তব্য সঠিক হবে। কারণ, এর অর্থ হচ্ছে এই এক জোড়া থেকে ভবিষ্যতে বহু ছাগলই বৃদ্ধি পাবে।[২৬]

ইব্ন কুতায়বাহ্ (র.) তাঁর এ গ্রন্থে কোন কোন মুতাকাল্লিম-এর হাদীসের বর্ণনায় আল্লাহ্র সাদৃশ্য (تشبيه) অনুভব করে যে, বিরূপ সমালোচনা করেছেন সে সব সমালোচনা উল্লেখ করে তার জবাব দিয়েছেন।[২৭] কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম তাহাভী (র.) স্বীয় 'ইখতিলাফুল হাদীস' গ্রন্থে এ ধরনের হাদীসের উল্লেখ করেন নি। সম্ভবত তৎকালীন মিসরের মাটিতে এ ধরনের মুতাকাল্লিমদের বিভ্রান্তিকর আকাইদের প্রচার প্রসার তেমনটি ছিল না যেমনটি ছিল ইরাক এবং পারস্যে।

৩. মুশকিলাতুল হাদীস ওয়া বায়ানুহু

ইমাম তাহাভী (র.)-এর পর হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইব্ন ফুরাক (র.) (মৃঃ ৪০৬/১০১৫) 'মুশকিলাতুল-হাদীস ওয়া বায়ানুহু' নামক একটি গ্রন্থ রচনা

---

২৫. সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১১।

২৬. ইব্ন কুতায়বাহ ঃ কিতাবু মুখতালাফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৪-১০৭।

২৭. যেমন "আল্লাহ্র দু'হাতই ডান হাত" "মানুষের অন্তরসমূহ রহমান (অতীব দয়ালুর)-এর দু'টি অঙ্গুলির মাঝে প্রতিষ্ঠিত" "তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। কেননা এটা রাহমানের নিঃশ্বাস স্বরূপ।"
ইব্ন কুতায়বাহ ঃ তাবীলু মুখতালাফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৫৭-২৮৪।

www.pathagar.com

করেন। বিপথগামী মুতাকাল্লিমরা যে সকল হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে বিরূপ সমালোচনা করে, আশা'ইরাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এ গ্রন্থে সেগুলোর সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেছেন। মুহাদ্দিসগণের ন্যায় তিনি হাদীসের সনদ এবং মতনের পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রতি তেমন দৃষ্টিপাত না করে সনদ ছাড়াই হাদীসের উল্লেখ করে সরাসরি তার তা'বীল বর্ণনা করেন। তিনি প্রথমে একটি শিরোনাম নির্ধারণ করেন। তারপর তদনুসারে হাদীসের অবতারণা করেন। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো ঃ

আল্লামা ইব্ন ফুরাক (র.) হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পর্কিত হাদীসের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শিরোনাম নির্ধারণ করে বলেন ঃ এমন হাদীসের আলোচনা যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে, আর বাহ্যিকভাবে তা থেকে তাশবীহ্ বা আল্লাহ্ পাকের সাথে সাদৃশ্যের সন্দেহ জাগে। এরপর তিনি নিম্নে বর্ণিত হাদীসটির উল্লেখ করেন ঃ وهوقوله ان الله خلق ادم على صورته আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে (আ.) তাঁর নিজস্ব আকারে সৃষ্টি করেন।

এ হাদীসটি বর্ণনার পর তিনি বলেন ঃ এই হাদীসটি যে বিশুদ্ধ তাতে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। এরপর তিনি এ সম্পর্কিত আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই ঃ

ان الله خلق ادم على صورة الرحمن

আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ.)-কে রহমানের আকারের অনুরূপ সৃষ্টি করেছেন।

এরপর এই হাদীস সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করে বলেন ঃ অধিকাংশ হাদীস বর্ণনাকারীর মতে হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। বরং কোন কোন বর্ণনাকারী ধারণা করেছেন যে, صورته এর ضمير -ه টি- الله শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং তারা তাদের এ ধারণামতেই على صورة الرحمن বলে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া হযরত ইকরামাহ (র.)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) ও উম্মু তুফায়ল (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত নবী করীম (সা.)-এর হাদীস ঃ رايت ربى فى احسن صورة এ صورة আমি আমার রবকে তাঁর নিজস্ব সূরতে (আকারে) দেখেছি। শব্দটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর ইব্ন ফুরাক (র.) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ

১. কারো কারো মতে এ হাদীসের একটি পটভূমি রয়েছে। তা এই, একদিন নবী করীম (সা.) এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করেন যিনি তার পুত্র অথবা তার গোলামের মুখমণ্ডলে থাপ্পড় মারতে ছিলেন এবং বলতে ছিলেন আল্লাহ্ তোমার মুখমণ্ডল এবং তোমার মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য মুখমণ্ডলকে বিশ্রি করুন। তখন নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি তার গোলামকে প্রহার করবে তখন সে যেন তার মুখমণ্ডলকে পরিহার করে প্রহার করে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর আকারে সৃষ্টি করেছেন।"

২. صورته এর ضمير ،،ه، (অব্যয়)টি আদম (আ.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন

www.pathagar.com

করেছে। এমতাবস্থায় এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে ঃ

(ক) নবী করীম (সা.) তাঁর এ বাক্যে আমাদের পিতামহ হযরত আদম (আ.)-এর উপর আল্লাহ্ পাকের যে অবদান রয়েছে তা আমাদেরকে অবহিত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাঁর নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর জান্নাতে তাঁকে বসবাস করতে দিয়েছেন।

(খ) কিছু সংখ্যক লোক এ মতামত পোষণ করতো যে, কোন মানুষই নুত্ফা তথা শুক্র ছাড়া সৃষ্টি হয় নি। আদিযুগ থেকেই সকল মানুষ মানুষের নুত্ফা থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং কখনও এর ব্যতিক্রম হয় নি আর ভবিষ্যতেও হবে না। নবী করীম (সা.) এ বাতিল পন্থীদের মতবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন যে, পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঐ আকারেই সৃষ্টি করেছেন যে আকারে তিনি ছিলেন। তাঁকে পূর্ববতী কোন মানুষের শুক্র থেকে অথবা কারো ঔরস থেকে সৃষ্টি করা হয় নি। আর তাঁর আওলাদের মত তাঁকে ছোট থেকে ধীরেধীরে বড়ও করা হয় নি। বরং তিনি প্রথম থেকেই এই আকারেই ছিলেন।

(গ) নবী করীম (সা.) তাঁর এ বাণী থেকে আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর এ আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোন বংশ থেকে অথবা প্রকৃতির প্রভাবে অথবা আকাশ, রাত বা দিনের কোন বিবর্তনের প্রভাবে জন্মলাভ করেন নি। তিনি তাঁর এ বাণী দ্বারা প্রকৃতিবাদীদের মতবাদকে খণ্ডন করেছেন। কেননা, তাদের মতে আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর এ আকারে সৃষ্টি করেন নি বরং তিনি প্রকৃতির প্রভাবেই সৃষ্ট। নবী করীম (সা.) তাঁর এ হাদীস দ্বারা সতর্ক করে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলাই হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর এ আকারে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর অন্য কেউই হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সাথে শরীক ছিল না।[২৮]

৪. ইবকারুল আবকার ফী মুশকিলিল-আখবার

এ গ্রন্থটি তাহাভী (র.) রচিত 'শারহু মা'আনিল আসার'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কোন কোন অনুচ্ছেদ মা'আনিল-আসারের অনুচ্ছেদের অবিকল সংক্ষিপ্তকরণ। দুঃখের বিষয় এর কিতাবুত্ তাহারাত, কিতাবুস্ সালাত এবং কিতাবুস্ সাওম-এর অংশ বিশেষ পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে এর সংকলকের নাম ধামেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে ইমাম বাগাবীর (মৃঃ ৫১০/১১১৬) বিভিন্ন মতামতের খণ্ডন কল্পে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, উত্তরসূরী হিসেবে তিনি ষষ্ঠ হিজরীর একজন হাদীস বিশারদ হতে পারেন। তাঁর এ গ্রন্থের

২৮. ইব্ন ফুরাক ঃ কিতাবু মুশকিলিল-হাদীসি ওয়া বায়ানিহী, (দারুল-কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত, ১৪০০/১৯৮০) পৃঃ ৬-১৫।

www.pathagar.com

পাণ্ডুলিপি মিসরের দারুল কুতুব-এ সযত্নে সংরক্ষিত আছে।[২৯]

৫. আত-তাহ্কীক ফী আহাদীসিল খিলাফ

এ গ্রন্থের সংকলক হচ্ছেন প্রখ্যাত হাদীসবিদ আবূল ফারজ আবদুর রহমান ইব্ন আলী ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৫৯৭/১২০১)। এই গ্রন্থের বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিখে প্রকাশ করেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইব্রাহীম ইব্ন আলী ইব্ন আবদুল হক (র.) (মৃঃ ৭৪৪/১৩৪৩)।[৩০]

৬. বানাতুল-আফকার ফী মা'নীল-আখবার

এর সংকলক হচ্ছেন দশম হিজরী শতকের আলিম ও হাদীসবেত্তা মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন তূলূন (র.) (মৃঃ ৯৫৩/১৫৪৬)। গ্রন্থটির একটি ফটোকপি মিসরের দারুল-কুতুব-এ সংরক্ষিত আছে।[৩১] গ্রন্থাকার এতে চল্লিশটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা করেছেন। তিনি গ্রন্থের শেষাংশে বলেন, জনৈক আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি এর প্রথম হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেন। এরপর তাঁরই অনুরোধক্রমে তিনি এর সাথে আরো হাদীস সংযোজন করে চল্লিশটি সমালোচনা দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। কিতাবের ভূমিকায় তিনি বলেন ঃ দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে। আর আল্লাহ্ তা'আলার মহান ও পরিপূর্ণ অবদানের জন্য সকল প্রশংসা তাঁরই। আর যতদিন পর্যন্ত তারকা উদিত হবে এবং অস্ত যাবে ততদিন পর্যন্ত দরূদ ও সালাম আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁর বংশধর এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হোক। এরপর আমার এ গ্রন্থটির নাম, 'বানাতুল আফকার ফী মা'নীল্-আখবার।' যেমন-সুনান গ্রন্থকারগণ জাবির ইব্ন সামুরাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت و من اغتسل فالغسل افضل

এরপর গ্রন্থকার হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ এখানে بها এর ضمير-টি السنة-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমু'আর দিনে অযূ করল সে সুন্নাতের অনুসরণ করল। আর এই আমলটি অতি উত্তম। এই হাদীসটি 'আল-আসমাঈ' থেকে বর্ণিত আছে।[৩২]

---

২৯. দারুল কুতুব, মিস্র, হাদীস নং-২৮ (বরাত, আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৬)।

৩০. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৭৯।

৩১. দারুল-কুতুব মিসর, হাদীস নং তায়মুরিয়া ঃ ৫৫৯।

৩২. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৭।

www.pathagar.com

৭. মুশকিলাতুল আহাদীসিন-নাবাবিয়্যাহ ওয়া বায়ানিহা

মুশকিল হাদীসসমূহের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থটি সংকলিত হয়। সংকলক আবদুল্লাহ্ ইব্ন আলী আন-নাজদী আল-কুসায়মী এ গ্রন্থের শুরুতে বলেন ঃ

يحتوى هذا الكتاب على الاحاديث النبوية التى استشكلها العلوم الحديثة من طبية جغرافية و فلكية وحسية و فيها بيانها بنفس العلوم الحديثة

এ গ্রন্থে নবী করীম (স.) থেকে বর্ণিত এমন ধরনের হাদীস আলোচিত হয়েছে, যেগুলোর উপলব্ধি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র, ভূগোল শাস্ত্র, জ্যোতি বিদ্যা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের জন্য কষ্টসাধ্য। এ গ্রন্থে খোদ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় এ হাদীসগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তিনি এতে প্রায় ত্রিশটি হাদীস নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কবরের আযাব, জনৈক ইয়াহূদী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে যাদু-মন্ত্র করণ, মাছি সম্পর্কিত হাদীস, চন্দ্রগ্রহণ, ও দাজ্জাল প্রভৃতি এমন হাদীসের পর্যালোচনা, যেগুলো সহীহ্ হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় আলিমগণের নিকটও দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, আধুনিক বিজ্ঞান এবং সাধারণ অনুভূতি এই সব হাদীসের পরিপন্থী হওয়ায় এক দল অবিবেচক লোক এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পায়। আর এক দল লোক এ সকল হাদীস সম্পর্কে অশালীন ও অশোভনীয় মন্তব্য করে। আর তৃতীয় একটি দল সংশয় ও সন্দেহে পতিত হয়ে পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সংকলক মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ্ কুসায়মী (র.) বিভিন্ন প্রকার যুক্তিতর্ক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এ সব সংশয়ের অপনোদন করতে প্রয়াস পান।[৩৩]

এই তো গেলো 'মুখ্তালাফুল হাদীস' বিষয়ক গ্রন্থমালা ও গ্রন্থাকারগণের সূচনা ও ক্রমবিকাশের একটা সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ধারা। তবে এ ব্যাপারে একাধিক গ্রন্থের মাধ্যমে সব চাইতে বেশী ও ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন ইমাম তাহাভী (র.)। নিম্নে আমরা হাদীস শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করব ঃ

এক ঃ শারহু মা'আনিল-আসার (شرح معانى الاثار)

হাদীস শাস্ত্রবিদ আল্লামা আইনী (র.) এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুল্লা আলী আল-কারী (র.)-এর মতে এটি ইমাম তাহাভীর রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ।[৩৪]

---

৩৩. আবদুল মজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৭-২৮৮।

৩৪. বদরুদ্-দীন আইনী ঃ মুগানিল আখ্বার, ১ম খঃ, পৃঃ ১৩, (বরাত, আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী ঃ (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩৩) মুল্লা আলী আল-কারী ঃ আল আসমারুল জানিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৮।
মূল আরবী ঃ ان معانى الاثارهو بكر مصنفات الطحاوى

www.pathagar.com

এ কিতাবের ভূমিকায় এর নামের উল্লেখ দেখা যায় না তবে কিতাবের অভ্যন্তরে الحجة فى فتح رسول الله مكة عنوة অনুচ্ছেদে-এর নামের স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।[৩৫] তাহাভী (র.) গ্রন্থের ভূমিকায় এর সংকলনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১. আহ্কাম সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

২. নাসিখ (রহিতকার) ও মানসূখ (রহিত করা হয়েছে) হাদীস সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান।

৩. পবিত্র কুরআন এবং সর্বসম্মত সুন্নাহ্-এর আলোকে যে সকল হাদীসের উপর আমল করা ওয়াজিব তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে তোলা।

৪. আলিমগণ বিভিন্ন হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং নিজেদের পক্ষে ও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল হাদীস দলীল প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করেছেন সেগুলো অকপটে বর্ণনা করা।

৫. তাঁর মতে যে সকল আলিমের অভিমত বিশুদ্ধ তাঁদের পক্ষে কুরআন, সহীহ্ হাদীস এবং সাহাবী ও তাবিঈগণের সুপ্রতিষ্ঠিত মতামত দ্বারা দলীল কায়েম করা।

৬. তিনি গভীর চিন্তা ও গবেষণার পর বিষয়টিকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। আর প্রত্যেক অধ্যায়কে বিভিন্ন অনুচ্ছেদে ভাগ করেন।[৩৬]

'শারহু মা'আনিল-আসার' সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

'শারহু মা'আনিল-আসার' গ্রন্থখানা হাদীস শাস্ত্রে ইমাম তাহাভীর অনবদ্য ও অসাধারণ অবদান। বস্তুত এর মাধ্যমেই তিনি সর্বাধিক যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন।

---

৩৫. বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

وقد ذكرنا فى هذا الباب الآثارالتى رواها كل فريق ممن ذهب الى ماذهب اليه ابو حنيفة و ابو يوسف رحمهماالله فى كتاب البيوع من شرح معانى الآثر المختلفة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام فاغنانا ذلك عن اعادته ههنا

৩৬. তাহাভী ঃ মা'আনিল-আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫।

মূল আরবী ঃ

سألنى بعض اصحابنا من اهل العلم أن اضع له كتابا انكر فيه الآثار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأحكام التى يتوهم اهل الالحاد والضعفة من اهل الإسلام ان بعضها ينقض بعضا لقلة علم بناسخها من منسوخها و ما يجب به العمل منها لما يشهد له من الكتاب الناطق و السنة المجتمع عليها ، واجعل لذلك ابوابا اذكر فى كل كتاب منها ما فيه من الناسخ و المنسوخ و تأويل العلماء و احتجاج بعضهم على بعض واقامة الحجة لمن صح عندى قوله منهم بما يصح به مثله من كتاب او سنة او اجماع او تواترعن اقاويل الصحابة اوتابعيهم وإنى نظرت فى ذلك وبحثت عنه بحثا شديدا فاستخرجت منه ابوا باعلى النحوالذى سأل و جلعت ذلك كتبا ذكرت فى كل كتاب منها جنسا من ذلك الأجناس ،

www.pathagar.com

এমনকি এ গ্রন্থটি তাঁর নামের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্নুল আসীর তাঁর নামের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

الطحاوى صاحب شرح معانى الاثار[৩৭]

আল্লামা আইনী (র.) এ গ্রন্থের অভিনবত্বের প্রতি ইংগিত করে বলেন ঃ 'শারহু মা'আনিল-আসার' তাহাভীর রচিত ও সংকলিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম এবং অধিক কল্যাণ সাধনকারী একটি গ্রন্থ। এটি অনুরূপ বিষয়ে এবং একই শাস্ত্রে সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী ও মহামূল্যবান তথ্যসমূহের আকর। হে পাঠক! তুমি যদি এটাকে একটি হাদীস গ্রন্থ হিসেবে দেখতে চাও তবে তুমি এটাকে উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত একটি সাগর হিসেবে দেখতে পাবে। আর তুমি যদি এটাকে ফিকহ্ গ্রন্থ হিসেবে পেতে চাও তবে তুমি এ বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যক্তিবর্গকে দেখতে পাবে যে, তাঁরা দলেদলে এর পাঠে মনোনিবেশ করছে। যে ব্যক্তি একবার এর অধ্যয়ন শুরু করে সে বারবার এটাকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে থাকে। আর যে একবার অঞ্জলিভরে এর মূল্যবান কিছু তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হয়, সে বারবার তা পেতে চায়। আর যে এর কিছু কিছু মূল্যবান বিষয় আহরণে সক্ষম হয়েছে সে যেন তার কাংখিত বস্তু লাভ করেছে।"[৩৮]

আল্লামা আইনী (র.) (মৃঃ ৮৫৫/১৫১) তাঁর প্রসিদ্ধ 'নুখাবুল-আফ্কার' নামক গ্রন্থে তাহাভীর গ্রন্থমালার উচ্ছসিত প্রশংসার পর 'মা'আনিল-আসার' সম্পর্কে বলেন ঃ নিরপেক্ষ পাঠক গভীর নিষ্ঠা ও অভিনিবেশ সহকারে এ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করলে অনেক সুপ্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হাদীস গ্রন্থের তুলনায় একে অগ্রগামী পাবেন। এর বক্তব্য ও বিন্যাস পদ্ধতিতে সুচিন্তিতভাবে নিরীক্ষণ করলে এর শ্রেষ্ঠত্ব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ও প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

কোন কোন মূর্খ বা অজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। সুনানু ইব্ন আবী দাউদ, জামি' তিরমিযী, সুনানু ইব্ন মাজাহ এবং অনুরূপ হাদীস গ্রন্থের তুলনায় এর মর্যাদা কম নয়। কারণ, এতে এমন কিছু অতিরিক্ত বিষয়বস্তু রয়েছে

---

৩৭. ইবনুল আসীর ঃ আল-লুবাব ফী তাহযীবিল-আনসাব, ২য় খঃ, (মাতবা'আতুস সা'আদাহ্, হিঃ ১৩৫৬) পৃঃ ৮২।

৩৮. আইনী ঃ মুগানিল আখবার, ১ম খঃ, (মূল উৎস ঃ আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩৫)।

আরবী ঃ

إنه (شرح معانى الاثار) أحسن مصنفاته و أنفع مولفاته ، وأنه فائق على غيره من الامثال و الانظار مشتمل على فوائد جسيمة ، إن اردت حديثا فكبحر متلاطم امواجا ، وان اردت فقها رأيت الناس يدخلون فيه افواجا ، من شرع فيه من يزل يعاوده ومن غرف منه غرفة لم يزل يراوده و من نال منه شيئا نال مناه.

www.pathagar.com

যা অন্য গ্রন্থে মেলে না। যেমন হাদীস থেকে বিভিন্ন প্রকার ইস্তিম্বাত, হাদীসের পারস্পরিক বিরোধিতার কারণ উদ্‌ঘাটন, নাসিখ হাদীস থেকে মানসূখ হাদীসের পার্থক্য করা ইত্যাদি। এসব হচ্ছে হাদীসের মৌলিক বিষয় এবং এগুলো দ্বারাই হাদীসকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। এই নিরিখে উপরোল্লেখিত গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রয়োজন অনুপাতে সেগুলোতে এসব বিষয় স্থান লাভ করে নি। 'মা'আনীল-আসার'-এর সনদে কিছু কিছু দুর্বল রাভীর অস্তিত্ব এবং ইস্‌কাত[৩৯] এর কারণে কোন ব্যক্তি একে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের তুলনায় কম মর্যাদা সম্পন্ন বলে দাবী করলে এর জবাবে বলা যায়, উল্লেখিত সুনান গ্রন্থসমূহও এ ধরনের ত্রুটিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। বরং কারো কারো মতে ঐ গ্রন্থগুলো মাওযূ' (জাল) হাদীস থেকেও মুক্ত নয় এবং রূপ হাদীস সংখ্যায় অনেক। সুনান আদ্‌-দারা কুত্‌নী, দারিমী, বায়হাকী এবং অনুরূপ হাদীস গ্রন্থ মা'আনিল আসারের সন্নিকটবর্তী হতে বা হাদীস শাস্ত্ররূপে ময়দানে এর পাশাপাশি চলতে বা তুলাদণ্ডের নিরিখে এর সমপরিমাণ মর্যাদা লাভ করতে কখনও সক্ষম নয়।"

আল্লামা আইনী (র.) আরও বলেন ঃ

"এর বিষয়বস্তু গোপন ধনাগার এবং অপ্রকাশিত খনি স্বরূপ। অনেকের নিকট এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় নি এবং অনেক অনুসন্ধানকারীর হাতে এর অভিনব ও বিরল দিকগুলো ধরা পড়ে নি। যুগ যুগ ধরে এর অমূল্য দিকগলো আবৃত থাকায় আলোর উজ্জ্বল কিরণে এর নযীর বিহীন সম্পদগুলো জন সমক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। ফলে, এর দিবাকর অস্তমিত এবং এর পূর্ণ চন্দ্র সংকুচিত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। এ অবনতির উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে পরবর্তী আলিমগণের বোধশক্তির সংকোচন, তাঁদের এ গ্রন্থের অনুশীলন বর্জন এবং তাঁদের এমন বিষয় ও গ্রন্থের সাথে সর্বোতভাবে জড়িত হয়ে পড়া যা এ ক্ষেত্রে তাঁদের কোন উপকারে আসে নি, এ ছাড়া পক্ষপাতদুষ্ট বিরোধী মতাবলম্বীগণ এর আলোকমালাকে বিবর্ণ করতে সক্ষম হয় এবং ঝগড়াটে শত্রুরা এর চিহ্ন ও নিশানাকে মিটিয়ে দেয়ার কাজে লেগে পড়ে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বাতিলকে বিদূরিত করেন। তাই তিনি এমন কিছু লোক সৃষ্টি করেন যাঁরা এ গ্রন্থের প্রকৃত হক এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন, একে মুহ্যমান অবস্থা থেকে সঞ্জীবিত করেন। এবং এর হারানো সৌন্দর্যের পূর্ণতা বিধান করেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীস গ্রন্থের উপর এর শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকার প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট হয়।"[৪০]

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ আলী ইব্‌ন আহ্‌মাদ ইব্‌ন হাযম যাহিরী (র.) (মৃঃ

---

৩৯. সনদের মধ্য থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়া।

৪০. যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩-১৪; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৩ ; আল্লামা আবদুল হালীম চিশ্‌তী ঃ আল-বিযাআহ্‌, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬ মূলঃ বদরুদ্দীন আইনী ঃ নুখাবুল আফকার।

www.pathagar.com

৪৫৬/১০৬৩) তাঁর 'মারাতিবুদ্ দিয়ানাহ্' গ্রন্থে মা'আনিল-আসারকে ইমাম মালিক (র.) (মৃঃ হিঃ ১৭৯/৭৯৫)-এর 'মু'আত্তা' গ্রন্থের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন।[৪১] হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র.) 'ইব্ন হাযম'-এর জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

ইব্ন হাযম-এর নিকট এক ব্যক্তির মন্তব্য আলোচনা করা হয় যিনি মু'আত্তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেন। ইব্ন হাযম তখন হাদীস গ্রন্থগুলোর প্রকৃত স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেন ঃ

"হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন হচ্ছে সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ ইব্ন আস্-সাকান[৪২] ইব্ন জারূদ (মৃঃ হিঃ ৩৭/৯১৯/৯২০)-এর মুন্তাকা, কাসিম ইব্ন আস্বাগ[৪৩] (মৃঃ ২২৭/৮৪৩/৩৪০/৯৫১)-এর মুন্তাকা এবং

৪১. হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সর্বপ্রথম সংকলিত গ্রন্থ 'আল-মুআ'ত্তা'। ডক্টর গোল্ড যিহার-এর মতে, 'বুখারী এবং তৎপরবর্তী হাদীস সংকলনগুলোর মত এটি একটি হাদীস সংকলন নয়। বরং এটি ধর্মীয় আইন ও নীতি শাস্ত্রের একটি সংকলন।' যুবায়র সিদ্দীকীর মতে, অন্যান্য ফিকহ্ গ্রন্থের মত এটি একটি ফিকহ্ গ্রন্থও নয়। তবে এতে আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা অনেক। যারকানীর মতে, এ গ্রন্থে ১৭২০টি হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ৬০০ মুসনাদ, ২২২টি মুরসাল, ৬১৩টি মাওকূফ, ২৮৫টি হাদীস মাওকূফ না মাকতু' সে সম্পর্কে কোন মন্তব্য নেই। ইয়্যুদ্দীন ইবনুল আসীর, ইব্ন আবদুল বার (মৃঃ হিঃ ৪৬৩) এবং আবদুল হক দিহলভী (র.) মু'আত্তা গ্রন্থকে সুনান ইব্ন মাজার-এর স্থলে সিহাহ্ সিত্তাহ-এর ষষ্ঠ গ্রন্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ আন্ নাহভী (মৃঃ হিঃ ৫২১/১১২৭), আবূ মারওয়ান ইব্ন আবদুল মালিক আল-মালিকী (মৃঃ হিঃ ২৩৯/৮৫৩/৮৫৯), আল্লামা সুয়ূতী (মৃঃ হিঃ ৯১১/১৫০৫), আল্লামা ইব্ন আবদুল বার কারতুবী (মৃঃ হিঃ ৪৬৩), মাওলানা যাকারিয়া প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ 'মু'আত্তা'-এর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

হাজী খলীফা ঃ কাশফ, ২য় খণ্ড, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭২-৭ ; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৩।

৪২. হাফিয আবূ আলী সাঈদ ইব্ন উসমান ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস্-সাকান আল-বাগদাদী আল-মিস্রী (র.) (হিঃ ২৯৪/৯০৬-৩৫৪/৯৬৫) বহু হাদীসের হাফিয, বিশ্বস্ত রাভী, প্রতিথযশা মুহাদ্দিস এবং সুবিখ্যাত গ্রন্থ প্রণয়নকারী ছিলেন। তিনি হাদীস অন্বেষণে মিসর, সিরিয়া, জাযীরা, ইরাক, খুরাসান, এবং মা ওয়ারা-আন-নাহার সফর করেন। তিনি একজন সফল ব্যবসায়ীও ছিলেন।

ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন-নুজূম, ৩য় খণ্ড, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩৮; হাজী খলীফা ঃ কাশফ, ২য় খণ্ড, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৭।

৪৩. তিনি বাগদাদ সফর করে তথাকার আলিমগণের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে ঃ আহ্কামুল কুরআন, আল-আনসাব, বিররুল ওয়ালিদাইন, কিতাবুস্ সুনান আলা আবওয়াবিল মুন্তাকা লি ইবনিল জারূদ, কিতাবুস্ সহীহ্ আলা হাইআতি সহিহিল মুসলিম, আল-মুজতাবা ফী ইখ্তিসারি সুনানিহী, আল-মুন্তাকা ফিল হাদীস, আন্-নাসিখ ওয়াল মানসূখ মিনাল কুরআন ইত্যাদি।

www.pathagar.com

তাহাভী-এর মুসান্নাফ।[৪৪]

মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশ্‌মিরী (র.) 'মা'আনিল আসার' সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"ইমাম তাহাভী (র.)-এর সুবিখ্যাত 'শারহু মা'আনিল আসার' গ্রন্থ ইমাম আবূ দাউদ (র.)-এর সংকলিত 'সুনান' গ্রন্থ-এর সন্নিকটবর্তী। তাঁর মতে এ গ্রন্থের কিছু কিছু রাভী সম্পর্কে সমালোচনা থাকলেও এর সকল রাভাই সুপরিচিত।"[৪৫]

আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) শারহু মা'আনিল আসারকে একটি অমূল্য ও নযীরবিহীন গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে এই গ্রন্থ তার সংকলকের বিরাট মর্যাদা ও জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য বহনকারী।[৪৬]

এই প্রসঙ্গে ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ আল-ইত্‌কানী (র.) বলেন ঃ

"কোন ব্যক্তি ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলে তাঁর রচিত 'শারহু মা'আনিল-আসার' গ্রন্থ অধ্যয়ন করা উচিত। কেননা, কোন মাযহাবে এর নযীর পাওয়া দুষ্কর।"[৪৭]

আল্লামা মুহাম্মদ যাহিদ কাওসারী (র) 'মা'আনিল আসার'-এর গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"ইমামগণের বিরোধপূর্ণ মাস'আলার দলীল সম্পর্কে ফয়সালা দান করার ক্ষেত্রে এটি একটি অনবদ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ। ইমামগণ ইখ্‌তিলাফী মাস'আলায় যে সকল হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকেন। তিনি প্রথমে তাঁর নিজস্ব সনদে সে সকল হাদীস উল্লেখ করেন। এরপর তিনি সনদ, মতন এবং যুক্তির কষ্টি পাথরে ঐ সকল হাদীসকে যাচাই বাছাই করে এমন সিদ্ধান্ত পেশ করেন যা একজন নীতিবান গবেষক এবং তাক্‌লীদ থেকে মুক্ত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।"

আল্লামা কাওসারী (র.) আরও বলেন ঃ "ফিকহ্ শাস্ত্রের পদ্ধতির শিক্ষা অর্জনে এবং এর মৌলিক জ্ঞান বৃদ্ধি লাভে এটি নযীরবিহীন গ্রন্থ।"[৪৮]

---

৪৪. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৪ ; মুহাম্মদ আবদুল হালীম চিশ্‌তী ঃ আল-বিযাআহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৫।

মূল আরবী ঃ

وقد ذكر لابن حزم قول من يقول أجل المصنفات المؤطا . فقال : بل اولى الكتب بالتعظيم الصحيحان ، وصحيح سعيد بن السكن و المنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن اصبغ و مصنف الطحاوى

৪৫. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানিল আহ্‌বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৪।

৪৬. আবদুল হাই ঃ আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩।

৪৭. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয্ যুনূন, (প্রাগুক্ত), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬০।

৪৮. যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১।

www.pathagar.com

'শারহু মা'আনিল-আসার'-এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর শারহু মা'আনিল-আসারকে ফিকহ্ শাস্ত্রের ক্রমানুসারে[৪৯] বিন্যাস করেন। এরপর তিনি এ গ্রন্থকে বিভিন্ন কিতাব বা অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। আবার প্রত্যেক কিতাবকে তিনি কয়েকটি বাব বা অনুচ্ছেদে ভাগ করেন। বাংলাদেশ পাক-ভারতে প্রকাশিত প্রচলিত এ গ্রন্থটি দু'টি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে ছয়টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে চব্বিশটি অধ্যায় রয়েছে। নিম্নে এর একটি সূচী প্রদত্ত হলো ঃ

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তাহারাত - এতে সাতাশটি বাব (পরিচ্ছেদ) রয়েছে এবং এ সব বাবের মাঝে তাহাভী (র.) আরও চৌদ্দটি আলোচনার অবতারণা করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সালাত - এতে বাহাত্তরটি বাব এবং পনেরটি পার্শ্ব আলোচনা আছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কিতাবুল জানাইয - এতে এগারটি বাব এবং জুতা পরিহিত অবস্থায় সলাত আদায় সম্পর্কিত একটি অতিরিক্ত আলোচনা আছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কিতাবুয্ যাকাত - এতে দশটি বাব আছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সিয়াম - এতে পনেরটি বাব এবং দু'টি আলোচনা আছে।

---

৪৯. হাদীসের পরিভাষায় এরূপ গ্রন্থকে মুসান্নাফ বা সুনান বলা হয়। যেমন সুনানুন্ নাসাঈ, আবূ দাউদ প্রভৃতি। যতদূর জানা যায় সাঈদ ইব্ন মানসূর (মৃঃ ২২৭/৮৪১) সর্বপ্রথম সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (আফতাব আহ্মাদ রহমানী ঃ Hafiz Ibn Hajar al-asqalani and his contribution to Hadith literature (Rajshahi University, 1967), P. 150.)
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাদীস গ্রন্থসমূহকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা হয় ঃ

(ক) জামি' ঃ এটি হাদীসের এমন গ্রন্থ যাতে আটটি প্রধান শিরোনামের হাদীস স্থান লাভ করে। ইমাম সাওরী (র.) সর্বপ্রথম জামি' সংকলন করেন।

(খ) মুসান্নাফ বা সুনান।

(গ) মুসনাদ ঃ এতে সাহাবীগণের ক্রমানুসারে হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়। ইমাম কাযিম (র.) (মৃঃ ৭৯৯/১৩৯৬/১৩৯৭) সর্বপ্রথম মুসনাদ সংকলন করেন। ইমাম আহ্মাদ-এর (মৃঃ ২৪০/৮৫৪) মুসনাদ সর্বাধিক খ্যাত।

(ঘ) মু'জাম ঃ যাতে মুহাদ্দিস তাঁর শিক্ষকগণের হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন। এ ধরনের হাদীস গ্রন্থের পথিকৃৎ হচ্ছেন ইমাম তাবারানী (মৃঃ ৩৫১/৯৬২) মতান্তরে ৩৬০/৯৭০)।

(ঙ) সহীহ্ ঃ যাতে সংকলক শুধুমাত্র সহীহ্ হাদীস সন্নিবেশ করেন। ইমাম বুখারী (র.) (মৃঃ ২৫৬/৮৬৯) সর্বপ্রথম এরূপ গ্রন্থ সংকলন করেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কিতাবু মানাসিকিল্ হাজ্জ - এতে পঁয়ত্রিশটি বাব এবং চারটি পার্শ্ব আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায় ঃ কিতাবুন্ নিকাহ্ - এতে বারটি বাব এবং দশটি পার্শ্ব আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কিতাবুত্ তালাক - এতে দশটি বাব এবং দু'টি আলোচনা আছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কিতাবুল ইতাক - এতে চারটি বাব আছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কিতাবুল আইমান ওয়ান নুযূর - এতে পাঁচটি বাব আছে।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ কিতাবুল হুদূদ - এতে এগারটি বাব আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ কিতাবু জিনায়াত - এতে দশটি বাব এবং তিনটি আলোচনা আছে।

সপ্তম অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সিয়ার - এতে আঠারটি বাব এবং তিনটি আলোচনা আছে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ কিতাবু উজুহিল ফাই ওয়া কিসমিল গানাইম ওয়া হুরমাতিস সাদাকাত আলা বাণী হাশিম - এতে তিনটি আলোচনা আছে।

নবম অধ্যায় ঃ কিতাবুল হুজ্জাহ ফী আন্না ফাতাহা মাক্কাতা কানা উনওয়াতান - এতে দু'টি আলোচনা আছে।

দশম অধ্যায় ঃ বুয়ূ' - এতে চৌদ্দটি বাব এবং চারটি আলোচনা আছে।

একাদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সরফ্ - এতে দু'টি বাব আছে।

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুল হিবাহ ওয়াস্ সাদাকাহ্ - এতে বারটি বাব আছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুর রিহ্ন্ - এতে দু'টি বাব আছে।

চতুর্দশ অধ্যায় ঃ কিতাবুল্ মুযারা'আহ ওয়াল মুসাকাত - এতে একটি বাব আছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুশ্ শুফ্'আহ - এতে একটি বাব আছে।

ষোড়শ অধ্যায় ঃ কিতাবুল ইজারাত - এতে তিনটি বাব আছে।

সপ্তদশ অধ্যায় ঃ বাবুল লুকাতাহ্ ওয়ায্ যাওয়াল

অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ কিতাবুল কাযা ওয়াশ্ শাহাদাত - এতে দশটি বাব এবং ছয়টি আলোচনা আছে।

ঊনবিংশতি অধ্যায় ঃ কিতাবুস্ সায়্দ্ ওয়ায্-যাবাহ্ ওয়াল-আযাহী - এতে বারটি বাব এবং একটি আলোচনা আছে।

বিংশতি অধ্যায় ঃ কিতাবুল আশরিবাহ - এতে তিনটি বাব আছে।

একবিংশতি অধ্যায় ঃ কিতাবুল কারাহিয়াহ - এতে ঊনত্রিশটি বাব এবং পাঁচটি আলোচনা আছে।

www.pathagar.com

দ্বাবিংশতি অধ্যায় ঃ কিতাবুয যিয়াদাত - এতে নয়টি বাব আছে।
ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় ঃ কিতাবুল ওয়াসায়া - এতে দু'টি বাব আছে।
চতুর্বিংশতি অধ্যায় ঃ কিতাবুল ফারাইয - এতে দু'টি বাব আছে।

আলোচ্য গ্রন্থে ইমাম তাহাভী (র.) আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীস একত্রিত করেছেন। হাফিয ইবনুল কায়্যিম-এর মতে, আহ্কাম সম্বলিত মৌলিক হাদীসের সংখ্যা পাঁচশ'। তবে আহ্কাম-এর হাদীসসমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে এমন সব হাদীস মিলে আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীসের মোট সংখ্যা প্রায় চার হাজার।[৫০] আহ্কাম বিষয়ক হাদীস সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ (র.) (মৃঃ ১৫০/৭৬৭-২০৪/৮১৯) বলেন ঃ "আমি ত্রিশটি হাদীস ব্যতীত আহ্কাম-এর সকল হাদীস ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট পেয়েছি।"[৫১]

পরবর্তী সময়ে ইমাম শাফিঈ (র.) এ অবশিষ্ট ত্রিশটি হাদীসের মধ্যে ছয়টি ছাড়া বাকীগুলো ইব্ন উইয়ায়নাহ (র.) (মৃঃ ১৯৮/৮১৪)-এর নিকট পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫২] আল্লামা তাহাভী (র.) তাঁর শিক্ষা জীবনে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশিষ্ট শিষ্যগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। যেমন ঃ ইমাম মুযানী (র.), হাদীস বিশারদ রাবী' আল-মু'আয্যিন, রাবী' আল-জীযী, মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইবনিল-হাকাম (র.) প্রমুখ। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর নিকট সংগৃহীত আহ্কামের সকল হাদীস তাঁর নিকট থেকেও এ সব হাদীস সংগ্রহ করেন। এ ছাড়া তিনি ইব্ন উইয়ায়নাহ এবং ইব্ন ওয়াহাবের শিষ্যগণের কাছ থেকেও হাদীস গ্রহণ করেন।[৫৩] ফলে আহ্কাম সম্পর্কিত সকল হাদীস বিভিন্ন সনদে ইমাম তাহাভী (র.)-এর নিকট সংরক্ষিত হয়। তিনি এসব হাদীস যাঁচাই বাছাই শুরু করেন। এরপর সনদ ও মতনের দিক থেকে যে সকল হাদীস তাঁর নিকট বিশুদ্ধ ও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোকে বিভিন্ন শিরোনামে বিভক্ত করে এ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। এতে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

১. বাবের শুরুতে তিনি একাধিক সনদে প্রতিপক্ষের দলীল সূচক হাদীসের উল্লেখ করেন।[৫৪] এরপর অনুরূপভাবে বিভিন্ন সনদে এর বিপরীত হাদীস উপস্থাপন করেন।

---

৫০. সায়্যিদ আবদুর রায্যাক ঃ মা'আনিল আসারওয়া মুশকিলিল আসার লি-ইমাম আত্ তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, একাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩) পৃঃ ১৭৪।

৫১. হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় সং, (উসমানিয়া ওরিয়েন্টাল পাবলিকেশন ব্যার, হায়দারাবাদ, ১ম খঃ ডিকান, ১৩৭৬/১৯৫৬), পৃঃ ২৬৩।

৫২. পূর্বোক্ত। মূল আরবী ঃ وجدتها كلها عند إبن عيينة سوى ستة احاديث

৫৩. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২।

৫৪. একই হাদীস অনেক সনদে বর্ণিত হলে তাতে নিম্নবর্ণিত ফায়দা পাওয়া যায় ঃ
(ক) হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি পায়।
(খ) একই হাদীসের একটি সনদ দুর্বল হলেও অপর সনদ শক্তিশালী হতে পারে।
(গ) মুদাল্লাস সূত্রে বর্ণিত হাদীস অন্য সূত্রে মুত্তাসিল বলে প্রমাণিত হয়।
(ঘ) কখনও দেখা যায় একই শায়খ থেকে দু'জন হাদীস শুনেছেন। একজন শুনেছেন শায়খের জীবনের শেষ প্রান্তে, যখন তিনি স্মরণশক্তি হারিয়ে ভ্রান্তির সম্মুখীন

www.pathagar.com

এরপর প্রয়োজনবশত সনদের পর্যালোচনা এবং মতনের বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় হাদীসকে প্রথমোক্ত হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করেন।

২. উত্থাপিত বিষয়ের আলোচনাকে সুস্পষ্ট ও প্রমাণ ভিত্তিক করতে গিয়ে কখনও কখনও তিনি অতীব প্রাসংগিক বিষয়েরও অবতারণা করতে থাকেন। এগুলোকেই আমরা আলোচনা বলে উল্লেখ করতে চেয়েছি।

৩. তিনি তাঁর অনুসৃত মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এমন একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ও অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেন। যার উদাহরণ তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী মুহাদ্দিসগণের কোন গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বাবের উপসংহারে তাঁর প্রাধান্য দেওয়া মতামতকে অপর একটি সর্বসম্মত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে একটি মনোজ্ঞ ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করেন। এটাকে তিনি ব্যক্ত করে থাকেন ঃ اما وجه ذلك من طريق النظر বলে। এভাবে তিনি ইসলামী শরী'আতের সর্বজনস্বীকৃত বিধানের আলোকে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করার একটি নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর অনুসৃত ও রীতির অনুসরণ করা হলে ইজ্‌তিহাদের পথ সুগম হতে পারে।

৪. আলোচ্য বিষয়ে তিনি সাহাবী এবং তাবিঈগণের মূল্যবান মতামত উল্লেখ করে থাকেন।

৫. তাঁর প্রাধান্য দেওয়া বিষয়ে হানাফী ইমামগণের ঐক্যমত থাকলে বাবের শেষপ্রান্তে তিনি বলেন ঃ "এই অনুচ্ছেদে আমরা যে মতামতটিকে প্রাধান্য দান করেছি তা ইমাম আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত।"[৫৫]

৬. উপস্থাপিত বিষয়ে হানাফী ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলে হানাফী যে ইমামের সাথে তিনি একমত পোষণ করেন বাবের শেষে তিনি তাঁর নাম উল্লেখ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ "আমরা এই অভিমতকে সঠিক বলে গ্রহণ করেছি এবং ইহাই ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত"।[৫৬]

হয়েছেন। আর একজন শুনেছেন স্মরণশক্তি হারানোর পূর্বে। সনদ দু'টি পাশাপাশি উল্লেখিত হলে হাদীসের যথার্থতা যাঁচাই করা সহজ হয়।

(চ) একাধিক সনদ উল্লেখ করা হলে সন্দেহভাজন রাভীর পরিচয় পাওয়া যায়।

(ছ) এতে মুজমাল হাদীসের তাফসীর পাওয়া যায়।

(জ) সাহাবী কখনও একই হাদীস মারফূ' কখনও মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে তাবিঈ কখনও একই হাদীস মুত্তাসিল সনদে এবং কখনও মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন। সকল সনদে বর্ণিত হলে হাদীসের সঠিকমান নির্ণয় করা সহজ হয়।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানিল আহ্‌বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৪।

৫৫. তাহাভী ঃ শারহু মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪।

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

www.pathagar.com

৭. কোন কোন বাব-এ তিনি হানাফী মাযহাবের ইমামগণের নামও উল্লেখ না করে শুধুমাত্র ইমামগণের একাধিক মতের উল্লেখ করে থাকেন। যেমন ঃ باب مايستحب للرجل ان يقوله اذاسمع المؤذن শীর্ষক অনুচ্ছেদে তিনি কোন ইমামের নাম উল্লেখ করেন নি[৫৭] অবশ্য এরূপ উপমা খুবই বিরল।

৮. হানাফী ইমাম ছাড়া অন্যান্য ইমামের নাম তিনি খুব কমই উল্লেখ করে থাকেন। সাধারণত হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলেন ঃ فذهب قوم الى هذه الاثار এরপর বলেন ঃ وخالفهم فى ذلك اخرون যে সব স্থানে হানাফী ইমামগণের পাশাপাশি অন্যান্য ইমামের নামও ব্যক্ত করা হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত كتاب الحجة فى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة -এ পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ের শুরুতে তিনি বলেন ঃ "এ বিষয়ে উম্মাত ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কার অধিবাসীগণের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। এরপর তিনি মক্কা বিজয় করেন। এ প্রসঙ্গে আলিমগণের একটি জামা'আতের মতে নবী করীম (সা.) তখনই মক্কা জয় করেন যখন তথাকার অধিবাসীগণ তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সন্ধির শর্ত লংঘন করেন। অতএব, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ছিল না। এই অভিমত পোষণ করেন ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আওযাঈ (র.), ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.), ইমাম সুফিয়ান ইব্ন সাঈদ সাওরী (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.)।"[৫৮]

পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের পর্যালোচনার ক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন ঃ

১. তিনি প্রথমে বিরোধপূর্ণ হাদীসের মধ্যে এমন একটি অর্থ উচ্চারণ করার প্রচেষ্টা চালান যাতে বিরোধ দূরীভূত হয়ে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যথাসম্ভব কোন হাদীসকে

---

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৯-১০১।

৫৮. পূর্বোক্ত, ২য় খঃ, পৃঃ ২০৩।

মূল আরবী ঃ

قال ابو جعفر : اجمعت الأمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة قبل افتتاحه اياها ثم افتتحها بعد ذلك ، فقال قوم : كان افتتاحه اياها بعد ان نقض اهل مكة العهد وخرجوامن الصلح ، فافتتحها و هى دار حرب ، لا صلح بينه ، و بين اهلها و لا عقد و لا عهد وممن قال هذا القول ابو حنيفة و الاوزاعى و مالك بن انس و سفيان بن سعيد الثورى و أبو يوسف ، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى

www.pathagar.com

দুর্বল বলে আখ্যায়িত না করে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করার পথই তিনি অধিক অবলম্বন করেছেন। কারণ, এতে হাদীসের উপর আমলের পথ উন্মুক্ত হয়।[৫৯]

২. পরস্পর বিরোধী হাদীসসমূহের মধ্যে যদি সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয় এবং কোন হাদীস মানসূখ বলে প্রমাণিত হয় তবে তিনি অকাট্য দলীলের আলোকে মানসূখ হাদীসের বর্ণনা প্রদান করেন। এভাবে এ গ্রন্থখানির মাধ্যমে মানসূখ হাদীস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

৩. কোন একটি হাদীস মানসূখ বলে প্রমাণিত না হলে প্রাধান্য বা তারজীহ্ প্রদানের সর্বস্বীকৃত পদ্ধতিতে[৬০] তিনি একটি হাদীসকে অপর হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

৪. কখনও কখনও তিনি কিয়াস-এর ভিত্তিতে বিরোধপূর্ণ হাদীসসমূহের একটিকে অপরটির উপর অথবা বিভিন্ন অর্থ সম্বলিত একই হাদীসের কোন একটি বিশেষ অর্থ

---

৫৯. যেমন ঃ باب الرجل يشك فى صلاته فلا يدرى اثنتا صلى أم اربعا

ইমামগণের পরস্পর বিরোধী তিনটি মতামত এবং তাঁদের দলীল উল্লেখ করার পর তাহাভী (র.) বলেন ঃ

ففى هذ الحديث العمل بالتحرى وتصحيح الاثار يوجب ما يقول اهل هذه المقالة ، لأن هذا المعنى ان بطل ووجب ان لا يعمل بالتحرى انتفى هذا الحديث ، وان وجب العمل بالتحرى اذا كان له رأىٌ والبناء على الأقل إذالم يكن له، رأى استوى حديث عبد الرحمن بن عوف ، وحديث أبى سعيد و حديث ابن مسعود فصاركل و احد منها قد جاء فى معنى غير المعنى الذى جاء فيه الأخر ، وهكذا ينبغى ان يخرج عليه الأثار ويحمل على الإتفاق ماقدرعلى ذلك ولا يحمل على التضاد الإ يوجدلها وجه غيره ، فهذاحكم هذا الباب من طريق تصحيح معانى الأ ثار،

তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪।

৬০. মা'আনিল আসার-এ অনুসৃত কিছু কিছু পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) মুত্তাসিল সনদ বিশিষ্ট হাদীসকে এমন হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়া হয় যার সনদ মুত্তাসিল নয়।

(খ) সহীহ্ সনদে বর্ণিত হাদীসে কিছু অধিক বর্ণনা পাওয়া গেলে তাকে অগ্রাধিকার দান করা হয়।

(গ) হাফিয রাভীর বর্ণনাকে এমন রাভী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় যার রাভী হাফিয নন।

www.pathagar.com

তাৎপর্যকে অন্যান্য অর্থের উপর তারজীহ্ প্রদান করে থাকেন।[৬১] নমুনাস্বরূপ এখানে 'মা'আনিল আসার' থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হলো ঃ

এ গ্রন্থের সর্ব প্রথম বাবের নাম হলো ঃ " باب الماء يقع فيه النجاسة " (এ অনুচ্ছেদ এমন পানি সম্পর্কে যাতে নাপাক বস্তু পতিত হয়েছে।) এটি ইমামগণের মাঝে বহুল আলোচিত একটি বিষয়।[৬২] হাদীসের সকল কিতাবে এ বিষয়ে নবী করীম (সা.) থেকে

---

৬১. যেমন ঃ

باب بلوغ الصبى بدون الاحتلام فيكون به فى معنى البالغين فى سهمان الرجال و فى حل قتله فى الدا الحرب ان كان حربيا

ইহ্তিলাম (স্বপ্নদোষ) ছাড়াই বালকের বয়সপ্রাপ্ত হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। এমতাবস্থায় বালক শরী'আতের বিধানের ক্ষেত্রে বয়সপ্রাপ্তদের সমপর্যায়ে পরিগণিত হবে। যেমন ঃ বয়সপ্রাপ্ত পুরুষদের গণিমতের মাল থেকে দুই ভাগ প্রাপ্ত হওয়া। হারবীর ক্ষেত্রে দারুল-হরবে তাকে হত্যা করা বৈধ হওয়া।

এ অনুচ্ছেদে যুক্তির আলোকে আবূ ইউনুস-এর মতই সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত হল। এ সিদ্ধান্ত যুক্তির আলোকেই গৃহীত হয়েছে, হাদীসের আলোকে নয়। অতএব, ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামত এখানে রহিত হল।

এ ইমাম তাহাভী (র.) দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন ঃ

فثبت بالنظر الصحيح فى هذا الباب كله ماذهب اليه ابو يوسف بالنظر لا بالاثر و انتفى ما ذهب اليه ابو حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى

তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), ২য় খঃ, পৃঃ ১৪২।

৬২. আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) এ বিষয়ে ইমামগণের পনেরটি মতামতের উল্লেখ করেন। সাহাবী, তাবিঈ এবং ফকীহ্গণের মতামত একত্রিত করা হলে এ মাস'আলায় বিশটিরও অধিক মতামত দেখা যায়। আমরা এখানে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মতের উল্লেখ করবো,

(১) যাহিরী মাযহাবের মতে পানি কোন অবস্থাতেই নাপাক হয় না। তাদের দলীল ঃ

الماء طهور لا ينجسه شئ

(২) ইমাম মালিক (র.)-এর মতে পানির তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে তা নাপাক হয়, নচেৎ নাপাক হয় না। তাঁর দলীল ঃ

الماء طهور لا ينجسه شئ الا ما تغير لونه او طعمه او ريحه

(৩) পানি দুই মটকার কম হলে নাপাক হয়, আর দুই মটকার পরিমাণ হলে নাপাক হয় না। ইমাম শাফিঈ (র.)-এ মত পোষণ করেন। তিনি **قلتين** এর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন।

(৪) হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী আলিমগণের মতে পুকুর যদি এত বড় হয় যে, এক পাশের পানি নাড়া দিলে অন্য পাশের পানি নড়ে না তবে সে পানি নাপাক হবে না। নচেৎ নাপাক হবে।

www.pathagar.com

হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে ইমাম তাহাভী (র.) যেভাবে উপস্থাপন করে হাদীসের আলোকে নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করেছেন এর দৃষ্টান্ত আর কোন হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

পানি দু'প্রকার। প্রবাহমান (الماء الجارى) এবং বদ্ধপানি (الماء الدائم) । প্রবাহমান পানিতে না পাক সংমিশ্রিত হলে সকল ইমামের মতেই তা পাক। আল্লামা তাহাভী (র.)-এর কারণ স্বরূপ বলেন ঃ[৬৩] لأن النجاسة تداخل الماء الذى لا يجرى و لا تداخل الماء الجارى (কেননা, নাপাক বস্তু বদ্ধপানিতে অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু প্রবাহমান পানিতে তা অনুপ্রবেশ করে না।) বদ্ধপানি যথা কূপ ইত্যাদিতে নাজাসত পতিত হলে সে পানি পাক থাকবে কি না এ নিয়ে ইমামগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। প্রত্যেক ইমামই তাঁর মতামতের পক্ষে হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী। ইমাম তাহাভী (র.) এ সব হাদীস একত্রিত করে কোন একটিকে অন্যসব হাদীসের উপর প্রাধান্য দিতে মনস্থ করেন। তিনি প্রথমে এ বিষয়ে সর্বাধিক খ্যাত বুযা'আহ[৬৪] কূপের হাদীসটি বর্ণনা করেন। এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতামতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة فقيل يا رسول الله ! إنه ، يلقى فيها الجيف و المحائض ، فقال : ان الماء لا ينجس

আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বুযা'আহ্ কূপের পানি দিয়ে ওযূ করতেন। তখন তাঁকে বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কূপে ত মৃত

---

(৫) মুতাআখ্খিরীন্রা পরবর্তী আলিমগণের মতে কূপের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ১০ হাত x ১০ হাত = ১০০ বর্গ হাত পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস্ সুনান, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৩২৯। মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহবার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪, আবদুল হাই ঃ আস্ সিআয়াহ, ১ম সং, ১ম খঃ, (মাত্বা'আহ মুস্তাফা, ভারত ১৩০৬/১৮৮৯) পৃঃ ৪২১-৪২২।

৬৩. তাহাভী (র.) ঃ মা'আনিল আসার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ১৮।

৬৪. بضاعة এর باء অক্ষরে পেশ এবং যের উভয় হরকত দিয়েই পড়া যায়। তবে 'পেশ' দিয়ে পড়াই প্রসিদ্ধ। আর একটি পঠন পদ্ধতিতে ضاد এর স্থলে صاد রয়েছে। এটি মাদীনার বণূ সা'দাহ গোত্রের (بنو ساعدة) আবাসস্থলের নাম। এ নাম অনুসারে কূপের নামকরণ করা হয়েছে। অপর মতে এ কূপের মালিকের নাম ছিল বুযা'আহ। তার নাম অনুসারে কূপের এ নাম রাখা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস সুনান, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ২২৪; মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দালুভী ঃ আমানিল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৬।

www.pathagar.com

জন্তু এবং ঋতুমতী মহিলাদের ব্যবহৃত নেকড়া নিক্ষেপ করা হয় (তাহলে এরপরও কি এ পানি পবিত্র থাকবে?) তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, অবশ্যই পানি নাপাক হয় না।

হাদীসটি মালিকী এবং শাফিঈ মাযহাবের পক্ষে অতি স্পষ্ট দলীল। কিন্তু এর মুকাবিলায় ইব্ন উমার (রা.) থেকে নিম্নোল্লেখিত 'কুল্লাতায়ন' এর হাদীস বর্ণিত আছে।

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء و ما ينوبه من السباع ، فقال اذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.)-কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যাতে হিংস্র জন্তু পানি পান করে থাকে। তখন তিনি বলেন, যখন পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয় তখন তা নাপাক ধারণ করে না।

এই হাদীসের বিপরীত অর্থ থেকে বুঝা যায়, পানির পরিমাণ দু'কুল্লা থেকে কম হলে তা না পাক হয়ে যায়। এ কারণে ইমাম শাফিঈ (র.) এ হাদীস দ্বারা বুযা'আহ কূপের হাদীসে বর্ণিত নবী (সা.)-এর বাণী "الماء لا ينجس -" কে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করেছেন।

পানির হুকুম সম্পর্কিত তৃতীয় হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ[৬৭]

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايبولن احدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه او يشرب ،

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ কখনও বদ্ধপানিতে পেশাব করে তা দিয়ে ওযূ করবে না অথবা তা পানও করবে না।

এই ছাড়া কুকুর যে পাত্রে মুখ দেয় সে সম্পর্কিত হাদীস থেকেও পানির হুকুম পাওয়া যায়। হাদীসটি নিম্নরূপঃ[৬৮]

عن ابى هرير رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب فى الإ ناء فاغسلوه سبع مرات

আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেছেন, কুকুর যখন কোন পাত্রে মুখ দেয় তখন তোমরা ঐ পাত্রকে সাতবার ধৌত কর।

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে পাত্র নাপাক হয়ে যায়। পাত্র নাপাক বলে সাব্যস্ত হলে পাত্রস্থিত পানিও স্বাভাবিকভাবে নাপাক। এই দু'টি হাদীস হানাফী মতামতের পক্ষে দলীল স্বরূপ। ইমাম তাহাভী (র.) এ তিন ধরনের পরস্পরে বিরোধী হাদীসগুলো বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেন। তিনি প্রথমে বুযা'আহ কূপের হাদীস বর্ণনা করে এর সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য নির্ধারণ করতে প্রয়াস পান। তাঁর মতে

---

৬৫. তাহাভী: মা'আনিল আসার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ২৫।
৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮।
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১।
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২।

www.pathagar.com

সাধারণ হাদীসবেত্তাগণ এর যে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন তা সঠিক নয়। তিনি আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.)-এর হাদীসটি বর্ণনা করার পর ভিন্ন ভিন্ন সনদে এ হাদীসের সমার্থবোধক আর ও চারটি হাদীস বর্ণনা করে। এরপর তিনি বলেন ঃ

এ সকল হাদীসের আলোকে কিছুসংখ্যক আলিম মতামত পোষণ করেন যে, পানিতে কোন নাপাক বস্তু পতিত হয়ে পানির রং, স্বাদ এবং গন্ধের কোন একটির পরিবর্তন না ঘটালে পানি নাপাক হয় না। তবে এ তিনটির কোন একটির পরিবর্তন সাধিত হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এরপর তিনি বলেন, অপর এক দল আলিম উপরোক্ত মতের বিরোধিতা করেন।[৬৯] তাঁদের মতে বুযা'আহ কূপের হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা যাবে না।[৭০] কারণ এ কূপের ধরন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে ইখ্‌তিলাফ রয়েছে। কারো কারো মতে এ কূপ থেকে বাগানে পানি সিঞ্চন করা হতো। ফলে এতে পানি জমে থাকতো না। কাজেই এ কূপের পানির হুকুম এবং প্রবাহমান নহরের পানির হুকুম এক ও অভিন্ন। এ সকল আলিম আরও বলেন, শুধু বুযা'আহ কূপ নয় এবং যে সব স্থানের পানির অবস্থা বুযা'আহ কূপের মত তাতে নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি নাপাক হবে না। তবে পানির স্বাদ, রং এবং গন্ধের কোন একটির পরিবর্তন ঘটলে অথবা যে স্থান থেকে পানি নেয়া হয়েছে সেখানে অপবিত্র বস্তু ছিল বলে জানা গেলে সে পানি না পাক বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ তা পাকই থেকে যাবে।

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে ঐতিহাসিক ওয়াকিদী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বুযা'আহ কূপ থেকে বাগানে পানি সিঞ্চন করা হতো।[৭১] এ সকল আলিমের আর

---

৬৯. হানাফী, শাফিঈ এবং হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণ এ মতের অনুসারী।
ইউসুফ বিন্নোরী ঃ মা'আরিফুস সুনান, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ২২২-২২৩; ইউসুফ কান্দলুভী ঃ আমানিল আহবার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ১১।

৭০. বুযা'আহ কূপ সম্পর্কে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস সমালোচিত। উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমানের সূত্রে বর্ণিত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.)-এর হাদীসকে ইমাম আহ্‌মাদ (র.) এবং ইমাম নাসাঈ (র.) হাসান বলেছেন, কিন্তু কাত্তানী এ হাদীসকে ত্রুটিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনাকারী রাভী মাজহূল বা অজ্ঞাত, অখ্যাত এবং তাঁর ও তাঁর পিতার নাম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। খালিদের সূত্রে বর্ণিত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.)-এর হাদীসের সনদ দুর্বল। সাহালের সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসের বর্ণনাকারীনী 'উম্মি মুহাম্মদ' অপরিচিতা। এ ছাড়া এ সনদে 'ইয্‌তিরার' (খুঁৎবিশিষ্ট) রয়েছে। জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সনদে 'তুরায়ফ' নামক রাভী দুর্বল এবং প্রত্যাখ্যাত। ইউসুফ কান্দলুভী ঃ আমানিল আহ্‌বার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১-১২।

৭১. বুখারী শরীফের নিম্নে বর্ণিত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, বুযা'আহ কূপের আশেপাশে বাগান ছিল এবং এ কূপ থেকে সে সব বাগানে পানি সিঞ্চন করা হতো ঃ

كانت عجوز لنا ترسل الى بضاعة فتأخذ من اصول السلقه

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ঃ আল-জামি', ২য় খঃ, কিতাবুল ইসতীযান, (প্রাগুক্ত), ২য় খঃ, পৃঃ ৯২৩।

www.pathagar.com

একটি দলীল হলো, এ বিষয়ে ইমামগণের ইজমা' স্থাপিত হয়েছে যে, কূপে যদি নাপাক বস্তু পতিত হয়ে পানির স্বাদ, গন্ধ এবং রং-এর কোন একটির পরিবর্তন ঘটায় তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। বুযা'আহ কূপ সম্পর্কিত হাদীসে পানির এ তিনটির কোন একটিরও পরিবর্তন হয়েছে বলে উল্লেখ নেই। তিনি বলেন, আমরা আরও জানি, কোন কূপে এর চেয়ে অনেক কম নাপাক বস্তু পড়লে ও সে কূপের পানির গন্ধ ও স্বাদের পরিবর্তন না ঘটেই পারে না। আর এ পরিবর্তন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এরপর ও যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বুযা'আহ কূপের পানি সাহাবীগণের জন্য মুবাহ্ করে দিয়েছেন অথচ ইমামগণের ইজমা' অনুসারে পানির কোন একটি বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটলে তা মুবাহ্ হতে পারে না, তখন আমাদের জন্য একটা অসম্ভব যে, বুযা'আহ কূপে নাপাকী থাকা অবস্থায় সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এ পানির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন আর তিনি তাঁদের এ পানি পাক বলে জনাব দেবেন।[৭২]

ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, মূল ব্যাপারটি ছিল এই, বুযা'আহ কূপ থেকে নাজাসাত বের করার পর তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে যে, এ কূপটি কি আদৌ পাক হবে? এবং এতে যে পানি এসে পড়বে সে পানি কি নাপাক হবে না? কারণ কূপ একবার নাপাক হওয়ার পর তা পাক হওয়া মুশকিল ব্যাপার। কেননা, কূপের প্রাচীর ধোয়া হয় নি এবং এর মধ্যে অবস্থিত কাদাও উঠানো হয় নি। ফলে, সাহাবীগণ এ কূপের পবিত্রতা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জবাবে বলেন ঃ ان الماء لا ينجس অর্থাৎ এ পানি নাপাক হয় না। এখানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) الماء বলতে এমন পানিকে বুঝিয়েছেন যে পানি নাপাক উঠিয়ে ফেলার পর কূপে এসে জমা হয়েছে। এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, পানিতে যখন নাপাক বস্তু মিশ্রিত হবে তখনও তা নাপাক হবে না। সাহাবায়ে কিরাম যে, নাপাক বস্তু বের করার পর এর হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছেন এর দলীল হিসাবে ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন - হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক রাস্তায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করি। আমি তখন জুনূবী অবস্থায় ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার দিকে তাঁর হাত প্রসারিত করেন। আমি তখন আমার হাত টেনে নেই এবং বলি, আমি জুনূবী অবস্থায় আছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

---

৭২. কেননা, অল্প পানিতে নাজাসাত পতিত হলে কোন সাধারণ ব্যক্তি ও সে পানির পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে না। আর সাহাবীগণের ক্ষেত্রে এমন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ পানি পান করবেন না। সুতরাং মহানবী (সা.)-এর মত পবিত্র ও মহান আত্মার অধিকারী ব্যক্তি কি করে এ পানি পান করতে পারেন?
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্বার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ১৫।

www.pathagar.com

বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! মুসলিম ব্যক্তি নাপাক হয় না।[৭৩] ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর মতের স্বপক্ষে আরও একটি হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, যমীন নাপাক হয় না। হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"হযরত হাসান বস্‌রী (র.) বর্ণনা করেন, সাকীফ গোত্র প্রতিনিধিগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে এসে উপনীত হন তখন মসজিদে তাদের জন্য একটি তাবু খাটিয়ে দেয়া হয়। এতে সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এরা তো অপবিত্র কাওম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ মানুষের অভ্যন্তরীণ নাপাকীর প্রতিক্রিয়া যমীনের উপর পড়ে না। মানুষের নাপাকী তার আত্মার মধ্যে।"

এ দু'টি হাদীস উল্লেখ করার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ 'মুসলিম ব্যক্তি নাপাক হয় না।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর এ কথার দ্বারা এটা বুঝাতে চান নাই যে, মুসলিম ব্যক্তির শরীর নাজাসাত লাগলেও তার দেহ নাপাক হয় না। বরং তিনি এখানে এ কথার দ্বারা অন্য অর্থ বুঝিয়েছেন।[৭৪]

অনুরূপভাবে 'যমীন নাপাক হয় না' এ কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এটা বুঝান নাই যে, যমীনে নাজাসাত লাগলেও তা নাপাক হবে না। কারণ, হাদীসে দেখা যায়, মসজিদে এক বেদুইন ব্যক্তি পেশাব করলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়ার হুকুম দেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

"তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় তাঁর নিকট এক বেদুইন ব্যক্তি আসেন। এরপর তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে শুরু

---

৭৩. মূল আরবী ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال لقيت النبى صلى الله عليه وسلم و انا جنب فمد يده الى فقبضت يدى عنه و قلت إنى جنب ، فقال سبحان الله ان المسلم لا ينجس

হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ এবং তিরমিযী (র.) তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেন। বুখারীর বর্ণনায় কিছুটা বেশী রয়েছে। বেশি অংশটি এই ঃ 'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার হাত ধরেন। আমি তখন তাঁর সাথে বলতে থাকি। তিনি এক পর্যায়ে বসে পড়েন। তখন আমি চুপ করে উঠে যাই এবং ঘরে গিয়ে গোসল করে তাঁর নিকট ফিরে আসি। তখনও তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আবূ হুরায়রাহ! তুমি কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে ঘটনা বলি। তখন তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! ঈমানদার নাপাক হয় না।'

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল ঃ আল-জামি', কিতাবুল গোসল, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৪২।

৭৪. যেমন ঃ সে পাক ব্যক্তিরদের সাথে কথা বলতে পারে। তাঁদের সাথে উঠাবসা করতে পারবে। খাওয়া দাওয়া করতে পারে।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্‌বার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ২০।

www.pathagar.com

করেন।[৭৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীগণ তখন বলেন ঃ পেশাব বন্ধ কর, পেশাব বন্ধ কর। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ ওকে ছেড়ে দাও। তখন সাহাবীগণ তার থেকে বিরত থাকেন এবং তিনি নির্বিঘ্নে পেশাব করেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ডেকে বললেন ঃ মসজিদ এ ধরনের কোন পেশাব ও নাপাকির জন্য উপযুক্ত স্থান নয়। এ সব তো আল্লাহ্র যিক্র, নামায এবং কুরআন পাঠের জন্য। ইকরামাহ (রা.) বলেন, অথবা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা বলেছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক ব্যক্তিকে পানি আনার হুকুম দেন। তিনি এক বালতি পানি আনলেন এবং তা ঐ স্থানের উপর ঢেলে দিলেন।[৭৬]

এই হাদীসটি ইমাম তাহাভী (র.) আর একটি ভিন্ন সনদে হযরত আনাস (রা.) থেকে এবং অপর একটি সনদে হযরত তাউস (র.) থেকে বর্ণনা করেন। তাউস (র.)-এর হাদীস থেকে দেখা যায়, মসজিদের যে স্থানে পেশাব পড়েছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সে স্থানের মাটি খুঁড়ে ফেলার হুকুম দেন। ইমাম তাহাভী (র.) অনুরূপ একটি হাদীস হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

"এক বেদুইন ব্যক্তি মসজিদে নববীতে পেশাব করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন সে স্থানে পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দান করেন। তখন সে স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দেয়া হয়। এরপর নবী করীম (সা.) সে স্থানের মাটি খুঁড়ে ফেলতে বলেন। তখন সে জায়গার মাটিও খুঁড়ে ফেলা হয়।"[৭৭]

---

৭৫. তিরমিযী এবং আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি দুই রাক'আত নামায পড়েন। তারপর বলেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে দয়া করুন। আমাদের সাথে আর একজনকেও দয়া করো না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তুমি প্রশস্ত বস্তুকে সংকীর্ণ করে দিলে। এরপরই সেই ব্যক্তি মসজিদের এক কোণায় পেশাব করে দেন। (আবূ দাউদ, ১ম খঃ)

৭৬. মূল হাদীস ঃ

قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا إذ جاء اعرابى فقام يبول فى المسجد ، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه – فتركوة حتى بال ، ثم ان رسول صلى الله عليه وسلم دعاه ، فقال له ، ان هذه المساجد لا تصلح لشى من هذا البول والعذرة ، إنما هى لذكر الله و الصلواة وقراءة القران قال عكرمة اوكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر رجلاً فجاءه بدلو من ماء فشنه عليه

উল্লেখ্য, শব্দের কিছু পার্থক্য সহ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাউদ, তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বদরুদ্দীন আইনী, (প্রাগুক্ত), ৩য় খঃ, পৃঃ ১২৪।

৭৭. মূল হাদীস ঃ

قال بال اعرابى فى المسجد فامر به النبى صلى الله عليه وسلم فصب عليه دلو من ماء ثم امر به فحفر مكانه

এ হাদীসটি ইমাম দারা-কুত্নী (র.) ও তাঁর সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেন।

www.pathagar.com

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) রাসূল-ই-করীম (সা.)-এর বাণী ان الارض لا تنجس (যমীন নাপাক হয় না।) -এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যমীন থেকে নাপাক বস্তু দূর করা হলে তা আর নাপাক অবস্থায় বর্তমান থাকে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্য থেকে কখনও এই কথা বুঝা যায় না যে, যমীনে অপবিত্র বস্তু বর্তমান থাকলেও তা অপবিত্র হবে না। অনুরূপভাবে নবী করীম (সা.) বুযা'আহ কূপের পানি সম্পর্কে إن الماء لا ينجس- (অবশ্যই পানি নাপাক হয় না।) এমন অবস্থায় বলেন, নাই যখন তাতে নাজাসাত বর্তমান ছিল। বরং যখন সে কূপে কোন প্রকার নাজাসাত ছিল না তখনই তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

বুযা'আহ কূপ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অপর বাণী الماء لا ينجسه شئ (পানিকে কোন বস্তু নাপাক করতে পারে না।)-এর তাৎপর্যও অনুরূপ। অর্থাৎ বুযা'আহ কূপ থেকে নাজাসাত বের করার পর তা আর নাপাক থাকবে না। ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর এ ব্যাখ্যার স্বপক্ষে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসে দেখা যায় যে, নবী করীম (সা.) বদ্ধপানিতে পেশাব করে তা দিয়ে অযূ অথবা গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

এরপর তিনি মন্তব্য করে বলেন ঃ এ হাদীস-এ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদ্ধপানি বা অপ্রবাহমান পানির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি এখানে প্রবাহমান পানির সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রবাহমান ও অপ্রবাহমান পানির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কেননা, নাজাসাত অপ্রবাহমান পানিতে অনুপ্রবেশ করে, কিন্তু প্রবাহমান পানিতে অনুপ্রবেশ করে না। এছাড়া নবী করীম (সা.) কুকুরে মুখ দেয়া পাত্রকে সাতবার পর্যন্ত ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন।[৭৮] এই নির্দেশ

বদরুদ্দীন আইনী ঃ উমদাতুল কারী, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৫।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নরম মাটিতে পেশাব পতিত হলে যদি তা ধৌত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন তাতে তিনবার পানি ঢেলে দিলেই তা পাক হয়ে যাবে। আর মাটি শক্ত হলে তাতে পানি ঢেলে দিয়ে ঘষতে হবে। এরপর পশমি কাপড় অথবা নেকড়া দিয়ে সে স্থানটিকে শুকিয়ে নিতে হবে। এ পদ্ধতিতে তিনবার পরিস্কার করা হলে উক্ত স্থান পাক হবে। আর যদি উক্ত স্থানে প্রচুর পানি ঢেলে দেয়া হয় এবং তাতে নাজাসাত খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধ ও রং দূরীভূত হয় তবে শুকিয়ে গেলে স্থান পাক হয়ে যাবে।

ফাত্ওয়া আলমগীরী, ১ম খঃ, (কলকাতা, ১২৪৩/১৮২৮), পৃঃ ৫৭।

৭৮. কুকুরের মুখ দেয়া পাত্রের হুকুম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب فى الإ ناء فاغسلوه سبع مرات

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, কুকুর যখন কোন পাত্রে মুখ দেয় তখন তোমরা ওটাকে সাতবার ধৌত কর।

তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ২২।

www.pathagar.com

থেকেও প্রমাণিত হয় যে, কুকুর যে পাত্রে মুখ দেয় সে পাত্রটি নাপাক হয়ে যায় এবং সে পাত্রের পানিও নাপাক হয়। অথচ কুকুর মুখ দিলে পানির গন্ধ, রং এবং স্বাদ কোন একটিরও পরিবর্তন ঘটে না।

এ বক্তব্যের পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ এ সকল হাদীসের অর্থ সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে অনুধাবন করার জন্য বুযা'আহ কূপ সম্পর্কিত হাদীসের এই ব্যাখ্যা করা অত্যাবশ্যক যা আমরা এ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। এতে উক্ত কূপ সম্পর্কিত হাদীস এবং কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত হাদীসের অর্থের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হবে এবং উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ দেখা দেবে না। অতএব, এ সকল হাদীসের[৭৯] অর্থের প্রেক্ষিতে যে পানি প্রবাহিত হয় তাতে নাজাসাত পতিত হলে তা নাপাক হয়ে যাবে। তবে কি পরিমাণ বদ্ধ পানিতে নাজাসাত পতিত হলে নাপাক হবে আর কি পরিমাণ হলে তা নাপাক হবে না এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে একাধিক মত আছে।

কিছু সংখ্যক ইমামের মতে পানি দুই কুল্লা[৮০] পরিমাণ হলে তা অপবিত্রতা ধারণ করে না। তাঁরা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)-এর নিম্ন হাদীস থেকে দলীল পেশ করেন ঃ

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মাঠের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যাতে হিংস্র জন্তু পরপর পানি পান করার জন্য এসে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে তা নাপাক হবে না।[৮১] তাহাভী (র.) আরও চারটি ভিন্ন ভিন্ন সনদে ইব্ন উমর (রা.) থেকে এ হাদীসের

---

৭৯. অর্থাৎ জমাট ও বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস এবং কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কিত হাদীস।

৮০. ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ (র.), আহ্মাদ (র.) এবং ইসহাক (র.)-এর মতে পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হলে কোন নাপাক বস্তু তাকে নাপাক করে না। তবে পানির গন্ধ অথবা স্বাদের পরিবর্তন ঘটলে তা নাপাক হবে। আলিমগণের মতে দুই কুল্লা পানির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় পাঁচশ' কিরাব। ইব্ন হাজার (র.) বলেন, কুল্লা-এর পরিমাণ সম্পর্কে আলিমগণের সাতটি অভিমত আছে। পাঁচশ' কিরাব-এ কত রতল হয়। এ সম্পর্কে শাফিঈ মাযহাবের আলিমগণ তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন ঃ (ক) পাঁচশ' বাগদাদী রতল (খ) ছয়শ' রতল (গ) এক হাজার রতল।

ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ১ম খঃ, ২য় খঃ, (বৈরুত, হিঃ ১৪০৪) পৃঃ ২৭৭। ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস্ সুনান, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ২৩০।

৮১. ইমাম নাসাঈ ঃ সুনান, ১ম খঃ, (মুখ্তার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ,পি, ভারত), পৃঃ ১৯-২০।

আবূ ঈসা তিরমিযী, সুনান, ১ম খঃ, (মুখ্তার এণ্ড কোম্পানী, দেওবন্দ, ইউ,পি, ভারত, ১৯৮৫), পৃঃ ২১।

www.pathagar.com

সমার্থবোধক চারটি মারফূ' (যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে) এবং আর একটি সনদে তাঁর থেকে একটি মাওকূফ (যে হাদীসের সনদ কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে) হাদীস বর্ণনা করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ এ সকল ইমামের মতো যদি পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয় তবে তাতে নাজাসাত পড়লেও নাপাক হবে না। অবশ্য এতে পানির গন্ধ, স্বাদ ও রং কোন একটি পরিবর্তন ঘটলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁরা তাঁদের এ মতের পক্ষে হযরত ইব্ন উমার (রা.)-এর উপরোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন।

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) 'কুল্লাতায়ন'-এর হাদীস সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেন ঃ হাদীসে কুল্লা[৮২]-এর পরিমাণ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। ফলে এ কুল্লা-এর আকার হিজর নামক স্থানের প্রসিদ্ধ কুল্লা-এর আকারের সমপরিমাণ হতে পারে। আবার

---

৮২. হাকিম-এর মতে হযরত ইব্ন উমার (র.) থেকে বর্ণিত 'কুল্লাতায়ন'-এর হাদীস একটি বিশুদ্ধ হাদীস এবং এর সনদ ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.)-এর শর্ত মুওয়াফিক। ইব্ন মান্দা এ হাদীসের সনদকে ইমাম মুসলিম (র.)-এর শর্ত মুওয়াফিক বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম ইব্ন খুযায়মাহ্, ইব্ন হিব্বান এবং দারা কুত্নী এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে ইব্ন আবদুল বার, আবূ বকর আল-আরাবী, আলী ইবনুল মাদীনী, ইব্ন দাকীকুল ঈদ, ইব্ন তাইমিয়্যা, ইবনুল কায়্যিম প্রমুখ হাদীস বিশারদ কুল্লাতায়ন-এর হাদীসকে দুর্বল (ضعيف) বলে, মত প্রকাশ করেছেন। ইব্ন আবদুল বার (র.) এ প্রসঙ্গে বলেন, ইমাম শাফিঈ (র.) কুল্লাতায়ন-এর হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যুক্তি এবং হাদীসের আলোকে এ অভিমতটি প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, মুহাদ্দিসগণের একটি জামা'আত এ হাদীসের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। হাফিয ইব্ন হাজারের মতো কুল্লাতায়নের হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং এ হাদীস অনুসারে পানির হুকুম নির্ধারণ করা যুক্তিসংগত। তিনি এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী (র.)-এর মতামত উল্লেখ করে বলেন যে, ইমাম তাহাভী (র.)ও এ হাদীসকে সহীহ্ বলে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর মতে এ হাদীসের উপর আমল করা ঠিক নয়। কারণ এখানে কুল্লা-এর পরিমাণের উল্লেখ নেই। আর এটা আকারে ছোট এবং বড় উভয় প্রকারেরই হতে পারে। যেমন جرة - শব্দ দ্বারা বড় এবং ছোট উভয় প্রকার কলসকে বুঝায়। কুল্লাতায়ন-এর হাদীস একটি নির্দিষ্ট পরিমাণকে বুঝায় না বলে এটি একটি অস্পষ্ট হাদীস। আর অস্পষ্ট হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। ইব্ন হাজার আরও বলেন, ইমাম তাহাভীর এই বক্তব্যকে ইব্ন দাকীকুল ঈদ আরও শক্তিশালী করেছেন।

আল্লামা আইনী (র.) হাফিয ইব্ন হাজারের বক্তব্য উল্লেখ করার পর বলেন, ইব্ন হাজার (র.) ইমাম তাহাভী (র.)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে একটি দাবী দাঁড় করেছেন। এরপর তিনি তাঁর নিজের বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর নিজের দাবীকেই খণ্ডন করেছেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে আর কিছু বলে তাঁর মতামতকে খণ্ডন করার প্রয়োজন নেই।

ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৭, বদরুদ্দীন আইনী ঃ উমদাতুল কারী, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৯, মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমনিল আহ্বার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৯।

www.pathagar.com

এ কুল্লা বলতে 'قلة الرجل' বা ব্যক্তির দেহের দীর্ঘতাকেও বুঝাতে পারে। শেষোক্ত অর্থের প্রেক্ষিতে হাদীসের অর্থ দাঁড়াবে পানির গভীরতা যদি ব্যক্তির দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ পরিমাণ হয় তবে সে পানি অধিক হওয়ার কারণে নাপাক হবে না। আর এমতাবস্থায় এ পানির হুকুম হবে নহরের পানির হুকুমের অনুরূপ।

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর মতের পক্ষে আরও যুক্তি উপস্থাপন করে বলেন, প্রতিপক্ষ আলিমগণ যদি কুল্লাতায়ন-এর হাদীসকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করেন এবং 'কুল্লা' বলতে হিজায এলাকার প্রসিদ্ধ কুল্লাকে বুঝান তবে যদি কোন স্থানের পানি দুই কুল্লা পরিমাণ হয় এবং তাতে নাজাসাত পতিত হয়ে পানির রং, স্বাদ এবং গন্ধের কোনন একটির পরিবর্তন ঘটায় তবুও তাঁদের মতানুসারে পানি নাপাক হতে পারবে না। কারণ, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ ধরনের কোন শর্ত আরোপ করেন নি। আর তাঁরা তো হাদীসকে বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণ করে থাকেন। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, প্রতিপক্ষ আলিমগণ যদি এ যুক্তির জবাবে বলেন যে, এ হাদীসে এ শর্তের বর্ণনা না থাকলেও অন্য হাদীসে এ শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন রাশিদ ইব্ন সা'দ (র.)-এর হাদীসে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ পানিকে কোন বস্তু নাপাক করে না। তবে পানিতে যদি এমন কোন বস্তু পতিত হয় যা পানির রং, স্বাদ এবং গন্ধের কোন একটির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে তাহলে এতে পানি নাপাক হয়ে যাবে।[৮৩]

তাহাভী (র.) এ হাদীসের জবাবে বলেন, এটি একটি মুনকাতি'[৮৪] হাদীস। আর বিপক্ষ মতাবলম্বী আলিমগণের নিকট মুনকাতি' হাদীস দলীলের যোগ্য নয়। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) কুল্লাতায়ন-এর হাদীস প্রসঙ্গে আরও বলেন ঃ কুল্লাতায়ন-এর হাদীসের উপর আলমকারী আলিমগণ যদি কুল্লা দ্বারা একটি বিশেষ ধরন ও আকারের কুল্লাকে বুঝাতে পারেন তবে অন্যান্য আলিমগণের পক্ষেও এ হাদীসে উল্লেখিত الماء কে

---

৮৩. মূল হাদীস ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, পানিকে কোন বস্তু নাপাক করতে পারে না। তবে কোন বস্তু পানির রং অথবা সাধ অথবা গন্ধের পরিবর্তন ঘটালে পানি নাপাক হয়।

৮৪. মুনকাতি' এমন হাদীসকে বলা হয় যে, হাদীসের সনদ থেকে এক বা একাধিক রাভী ছেড়ে দেয়া হয়। ইমাম নববী (র.)-এর মতে হাদীসের রাভী মুত্তাসিল না হলেই তাকে মুনকাতি' বলে। উসূলবিদ খতীব বাগদাদী এবং কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে সনদের যে কোন স্তর থেকে রাভী পড়ে গেলে তাকে 'মুরসাল' বলা হয়। এ সংজ্ঞায় মুরসাল এবং মুনকাতি' সমার্থবোধক। ইমাম তাহাভী (র.) এখানে মুনকাতি'-এর শেষোক্তটিই গ্রহণ করেছেন। শায়খ আবদুল হক ঃ মুকাদ্দিমাহ।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহবার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৪৬।

www.pathagar.com

বিশেষ পানি অর্থে মনে করা বৈধ হবে। এরপর তিনি উপসংহার টেনে বলেন ঃ

فيكون ذلك عنده على ما يوافق معانى الآثار الأول ولا يخالفها ، فاذا كانت الآ ثار الأول التى قد جاء ت فى البول وفى الماء الراكم وفى نجاسة الماء الذى فى الإناء من ولوغ الهرة فيه عاما لم يذكر مقداره وجعل على كل ماء لايجرى ثبت بذلك ان مافى حديث القلتين هو على الماء الذى يجرى ولا ينظر فى ذلك إلى مقدار الماء كمالم ينظر فى شئ معاذكرنا إلى مقداره حتى لا يتضاد شئ من الاثار المروية ، وفى هذا الباب وهذا المعنى الذى صححنا عليه معانى يوسف و محمد رحمهم الله، [৮৬]قول أبى حنيفة و أبى هذه الاثار هو .

তাঁর মতে এ ব্যাখ্যা প্রথমে উল্লেখিত হাদীস সমূহের অর্থের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেগুলোর সাথে বিরোধপূর্ণ নয়। প্রথমে উল্লেখিত হাদীসসমূহ যেমনঃ বদ্ধপানিতে পেশাব (নিষিদ্ধ) করা, বিড়াল (কুকুর হওয়ায় বাঞ্ছনীয়) পাত্রে মুখ দিলে সে পাত্রের পানি নাপাক হওয়া সম্পর্কিত হাদীসগুলো আম-ব্যাপক। এগুলোতে পানির পরিমাণের উল্লেখ নেই। এসব পানিকে অপ্রবাহমান পানি হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুল্লাতাইনের হাদীসে উল্লেখিত পানি হচ্ছে প্রবাহমান পানি। এতে কি পরিমাণ পানি আছে তা ধর্তব্য ও লক্ষণীয় নয়। যেমন উপরোল্লেখিত কোন হাদীসেই পানির পরিমাণ দেখা হয় নি। বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা হলে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ থাকবে না। এভাবেই এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোর সঠিক অর্থ আমরা নিরূপণ করেছি। আর এটাই ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত।

আল্লামা তাহাভী (র.) তাঁর উপরোক্ত ব্যাখ্যার যথার্থতার পক্ষে সাহাবীগণের যুগের নিম্নে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.)-এর খিলাফাত কালে এক হাবশী গোলাম যমযম কূপে পড়ে মারা যায়। তখন সবার উপস্থিতিতে খলীফা কূপের পানি উত্তোলন করার নির্দেশ দেন। এতে পানি সিঞ্চন করা শুরু হয়। কিন্তু দেখা গেলো তলদেশ থেকে পানি উঠা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। তখন খোঁজ করে দেখা যায় যে, হাজরে আসওয়াদের[৮৭] দিক থেকে কূপের দিকে একটি ঝরণা ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এ দেখে ইব্ন যুবায়র (রা.) বললেন, আর পানি সিঞ্চন করার প্রয়োজন নেই। তাহাভী (র.) এ হাদীস থেকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, যদি কূপের পানি সর্বদা পবিত্র অবস্থায় বিরাজমানই থাকতো তবে সাহাবীগণের

---

৮৫. প্রচলিত নুস্খায় 'الهرة' শব্দের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এটা নকলকারীদের কলমের ভ্রান্তি। এখানে 'الهرة' শব্দের স্থলে 'الكلب' হওয়াই সঠিক হবে। কেননা উপরে কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র ধৌত করার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৪৭।

৮৬. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯।

৮৭. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯।

www.pathagar.com

উপস্থিতিতে খলীফা পানি উঠানোর নির্দেশ কখনও দিতেন না।

এরপর তিনি তাঁর মতের পক্ষে হযরত আলী (রা.)-এর নিম্ন বর্ণিত ফাত্ওয়া উল্লেখ করেন ঃ

عن ميسرة أن عليا قال فى بئر وقعت فيها فارة فماتت . قال ينزع مائها [৮৮]

মায়সারা (র.) থেকে বর্ণিত, কোন একটি কূপে একটি ইঁদুর পড়ে মারা যায়। তখন আলী (রা.) ঐ কূপ সম্পর্কে বলেন, তার পানি উঠিয়ে ফেলা হোক।

তারপর তিনি ইমাম শা'বী, ইব্রাহীম নাখঈ (র.) এবং হাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান (র.)-এর মতানুসারে কোন প্রকার জন্তু কূপে পতিত হলে কত বালতি পানি উত্তোলন করতে হবে তা বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে সকল সাহাবী এক তাবিঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি তাঁরা সবাই কূপে নাপাক বস্তু পতিত হলেই তাকে নাপাক বলে অভিহিত করেছেন। তাঁরা পানির পরিমাণের দিক থেকে কম বা বেশী হওয়ার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করেন নি। তাঁরা শুধু লক্ষ্য করেছেন, কোন্ পানি বদ্ধ এবং কোন্ পানি প্রবাহিত। প্রবাহিত এবং অপ্রবাহিত পানির হুকুমের মধ্যে তাঁরা পার্থক্য করেছেন। ফলে, আমাদের ইমামগণ কূপে নাপাক পতিত হলে তার হুকুমের ব্যাপারে এ সকল হাদীস এবং উপরে উল্লেখিত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসসমূহের[৮৯] উপর আমল করেছেন। তাঁদের পক্ষে এ সব হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল না। কেননা, কোন সাহাবী এবং তাবিঈ থেকে এর বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায় নি।[৯০]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, কেউ যদি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, কূপে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার কারণে যখন কূপের পানিকে নাপাক বলে অভিহিত করা হয় তখন এ কূপ আর কখনও পবিত্র হওয়া উচিত নয়। কারণ, সে কূপের প্রাচীর ঐ নাজাস পানি চুষে নিয়েছে এবং এ নাপাক পানি তার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে, কাজেই এটা আর কখনও পাক হতে পারে না। বরং তা বন্ধ করে দেয়া উচিত। তিনি এ উত্থাপিত প্রশ্নের

---

৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।

৮৯. যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন এবং কুকুরে মুখ দেয়া পাত্র ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন।

৯০. কোন একজন সাহাবী যদি এর বিপরীত মত পোষণ করতেন তবে ইবনুয-যুবায়র (রা.) এবং ইব্ন আব্বাস (রা.) যখন যমযম কূপে পতিত হয়ে একজন হাবশীর মৃত্যুর কারণে সব পানি উঠাবার হুকুম দিয়েছিলেন তখন অবশ্যই কোন না কোন সাহাবী তাদের বিরোধিতা করতেন। অনুরূপভাবে আল্লামা শা'বী, হাম্মাদ, নাখঈ এবং আতা (র.) যখন কূপে ইঁদুর পতিত হওয়ার কারণে বালতি মেপে পানি উঠাবার ফাত্ওয়া দিয়েছেন তখন তাবিঈগণ অবশ্যই তাঁদের বিরোধিতা করতেন।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্বার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭।

www.pathagar.com

জবাব প্রসঙ্গে বলেন, কূপে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার ফলে কূপ বন্ধ করে দেয়ার নিয়ম ও অভ্যাস কখনও দেখা যায় নি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা.) সাহাবীগণের উপস্থিতিতে যমযম কূপের পানি উঠাবার হুকুম দিয়েছেন, অথচ তাঁরা কেউ তাঁর এ মতের বিরোধিতা করেন নি। পরবর্তী তাবিঈগণও এর বিরোধিতা করেন নি। তাঁদের কেউ কূপকে বন্ধ করার পক্ষে মতও প্রকাশ করেন নি। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুকুরে মুখ দেয়া নাপাক পাত্রকে ধৌত করার হুকুম দিয়েছেন, তিনি ঐ পাত্রকে ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ দেন নি। অথচ সেই নাপাক পাত্রটি নাপাক পানি চুষে নিয়েছে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যেমন এ নাপাক পাত্রকে ভেঙ্গে ফেলতে বলেন নি, অনুরূপভাবে এ কূপকেও বন্ধ করে দেয়ার হুকুম দেয়া যেতে পারে না।

ইমাম তাহাভী (র.) এরপর বলেন, এ জবাবের প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি যদি বলেন, যখন পাত্রকে ধোয়া হচ্ছে তখন কূপকে কেন ধোয়া হবে না? তবে এর জবাব এই, কূপ এবং পাত্রকে একইভাবে ধোয়া যায় না। কারণ, পাত্রকে যে পানি দিয়ে ধৌত করা হয় তা পাত্র থেকে নিংড়িয়ে ফেলা যায়। কিন্তু কূপ ধোয়া পানি নিংড়িয়ে ফেলা যায় না, বরং এ কূপ ধোয়া নাপাক পানি পুনরায় তাতে গিয়ে পতিত হয়। যখন কূপের অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, তাকে ধোয়া সম্ভব নয় তখন এ অবস্থাতেই তাকে পবিত্র হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়। আর যে সকল আলিম কূপে নাপাক বস্তু পতিত হলে তাকে নাপাক বলে নির্দেশ করেন তাঁদের মতেও কূপে অবস্থিত কাদামাটি না তুলে শুধুমাত্র নাপাক বস্তু তুলে ফেলা হলেই কূপ পাক হয়ে যায়। যখন কূপের কাদামাটি তাতে থাকা অবস্থায়ও তার উপর প্রবাহিত নতুন পানি নাপাক বলে বিবেচিত হয় না, তখন প্রাচীরের গায়ের পানি অপবিত্র না হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় যুক্তিসংগতও বটে। অবশ্য বাহ্য দৃষ্টিতে প্রাচীর ধোয়া ব্যতীত এবং তাতে অবস্থিত কাদা উঠিয়ে ফেলা ব্যতীত কূপটি পাক হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যখন আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন যে, কূপের কাদা উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব নয়, তখন কূপের প্রাচীর ধোয়া ওয়াজিব না হওয়াও একান্ত যুক্তিসংগত। এ সবই ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর অভিমত।[৯১]

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, 'শারহু মা'আনিল-আসার' গ্রন্থ নাসিখ এবং মানসূখ হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এতে গ্রন্থকার অতি সতর্কতার সাথে নাসিখ এবং মানসূখ হাদীস চিহ্নিত করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ باب القنوت فى صلوة

---

৯১. হযরত আলী (রা.), ইবনুয্ যুবায়র (রা.), ইব্ন আব্বাস (রা.) আবূ হুরায়রা (রা.), নাখঈ (র.), শা'বী (র.), হাম্মাদ (র.), আতা (র.) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও এ মত পোষণ করেন।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্বার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৯।

www.pathagar.com

الفجر و غيرها[৯২] (ফজর এবং অন্যান্য নামাযে কুনূত পড়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ) এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ বাবের শুরুতে তাহাভী (র.) প্রথমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিম্ন হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

عن سعيد أبى سلمة انها سمعا أبا هريرة رضى الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلواة الفجر من القراء ة و يكبر و يرفع رأسه ، ويقول سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، يقول وهو قائم : اللهم انج الوليدبن الوليد و سلمة بن هشام و عياش بن ابى ربيعة و المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد و طأتك على مضر ن واجعلها عليهم كسنى يوسف ، اللهم العن لحيان و رعلا و عصية عصت الله ورسوله.[৯৩]

সাঈদ এবং আবূ সালমা (র.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ই হযরত আবূ হুরায়রাকে (রা.) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ফজর নামাযে কিরা'আত পড়া সম্পন্ন করতেন এবং আল্লাহু আকবর বলে রুকূ'তে যেয়ে রুকূ' থেকে মাথা উঠাতেন আর বলতেন ... سمع الله (আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন যে, তাঁর প্রশংসা করেছে; হে আমার প্রতিপালক তোমার জন্যই সকল প্রশংসা)। তখন তিনি দণ্ডায়মান থেকে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালমা ইব্ন হিশাম, আইয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আহ এবং দুর্বল মুসলমানগণকে নিষ্কৃতি দান কর। হে আল্লাহ্! মুদার গোত্রের ওপর তোমার পাকড়াও কঠোর কর। আর তাদের ওপর তোমার এ কঠোর পাকড়াও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জাতির ওপর আপতীত দুর্ভিক্ষের বছরগুলোর ন্যায় কঠোর কর। হে আল্লাহ্! তুমি লিহ্ইয়ান, রা'আল, যাকওয়ান এবং আছিয়্যা গোত্রের ওপর অভিশাপ বর্ষণ কর। তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে।

তিনি এ হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে আরও ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি সনদে বর্ণনা

---

৯২. ফজর এবং অন্যান্য সালাতে কুনূত পড়ার হুকুম সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ। 'কুনূত' অর্থ, ভয়, আনুগত্যতা, সালাত, দু'আ, ইবাদত, দণ্ডায়মান হওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং নিশ্চুপ থাকা। কাযী ইয়ায (র.) বলেন ঃ কারো কারো মতো এর মূল অর্থ الدوام على الشئ। এ অর্থ অনুসারে ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তিকে قانت বলা হয়। আল্লামা আইনী (র.) এবং হাফিয ইব্ন হাজার (র.) বলেন ঃ এ শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাদীসে উল্লেখিত কুনূত অর্থ নামাযের মধ্যে কিয়াম রত অবস্থায় একটি বিশেষ স্থানে থেকে দু'আ করা।

বদ্রুদ্দীন আইনী ঃ উমদাতুল কারী, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬-১৭, ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৯২, মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্বার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১।

৯৩. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

www.pathagar.com

করেন। তবে কোন কোন রিওয়ায়াতে কিছু অধিক বর্ণনাও রয়েছে। যেমন একটি বর্ণনায় আছে ঃ

قال يجهربه وكان يقول : فى بعض صلاته اللهم العن فلانا و فلانا احياء من العرب فانزل الله تعالى : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَئٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সা.) কুনূত উচ্চস্বরে পড়তেন। আর তিনি কোন কোন নামাযে বলতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি অমুক অমুক আরব গোত্রের ওপর অভিশাপ বর্ষণ কর। তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন ঃ 'তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা যালিম।' (আলে ইমরান ঃ ১২৮)।

উপরোল্লেখিত হাদীস এবং এ হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে আল্লামা ইব্ন হাজার (র.) বলেন ঃ সহীহ্ বুখারীর অনুচ্ছেদে আয়াতটি নাযিলের দু'টি কারণ বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, এ উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, এমনও হতে পারে যে, আয়াতটি উহুদের ঘটনায় নাযিল না হয়ে পরে নাযিল হয়। কেননা, রা'আল এবং যাক্ওয়ানের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আয়াতটি নাযিল হওয়ার সঠিক কারণ হচ্ছে, উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বদ্ দু'আ। ইব্ন হাজার (র.) সূরায়ে আল-ইমরানের তাফসীর উল্লেখিত এ হাদীস সম্পর্কে আরও মন্তব্য করে বলেন ঃ

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) আবূ বাকরা (রা.)-এর সনদে সালিমের পিতা থেকে একটি হাদীস এবং ইব্ন আবূ দাউদের সনদে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। আবদুর রহমানের হাদীসে নিম্ন অংশটুকু অতিরিক্ত রয়েছে ঃ

فانزل الله عزوجل : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَئٌ ، قال فمادعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء على أحد

তখন মহাপরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ নাযিল করেন ঃ 'এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই।' রাভী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আর কারও ওপর বদ্ দু'আ করেননি।

তারপর তিনি ইব্ন মারযূকের সনদে হযরত বারা'আ ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت فى الصبح والمغرب

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজর এবং মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়তেন।

এরপর তিনি ফাহদ-এর সনদে বারা'আ (রা.) থেকে অনুরূপ অর্থের আর একটি হাদীস এবং ইব্ন আবূ দাউদের সনদে আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা

www.pathagar.com

করেন। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন ঃ

قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثين يوما

'রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ত্রিশ দিন ধরে কুনূত পড়েন।'

আল্লামা তাহাভী (র.) ফাহদের সনদে খাফাফ ইব্ন ঈমা (রা.) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই ঃ

قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه ، فقال : غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ، وعصيه عصت الله و رسوله ، اللهم العن بنى لحيان ، اللهم العن رعلا و ذكوان ، الله اكبر ثم خر ساجدا

রাভী বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রুকূ' করেন এরপর মাথা উত্তোলন করেন এবং বলেন ঃ গিফার গোত্র, আল্লাহ্ তাদের ক্ষমা করেছেন। আর আসলাম গোত্র, আল্লাহ্ তাদের নিরাপদ করেছেন। আছিয়্যাৎ গোত্র, তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। হে আল্লাহ্! তুমি বানূ লিহ্ইয়ানের ওপর অভিশাপ বর্ষণ কর। হে আল্লাহ্! তুমি রা'আল এবং যাক্ওয়ান গোত্রের ওপর অভিশাপ বর্ষণ কর। এরপর তিনি আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ মহান) বলে সিজ্দায় অবনত হন।

তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মাদানীর সনদে হযরত খাফাফ ইব্ন ঈমা (রা.) থেকে অনুরূপ অর্থের আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এ বর্ণনায় নিম্নের অংশটুকু অধিক রয়েছে ঃ

فقال خفاف فجعلت لعنت الكفرة من أجل ذلك

খাফাফ বলেন ঃ কাফিরদের ওপর অভিশাপ প্রার্থনার কারণ এটাই ছিল।

ফাহদের সনদে তিনি অনুরূপ আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এরপর তিনি ইব্ন আবী দাউদের সনদে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে পর পর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন। এতে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামাযে রুকূ'-এর সামান্য আগে কুনূত পড়েছেন।

---

৯৪. হাদীসটি ইমাম বুখারী (র.) মূসা ইব্ন ইসমাঈলের সনদে, দারিমী ইয়াহ্ইয়া ইব্ন হাস্সানের সনদে এবং বায়হাকী মুহাম্মদ ইব্ন উসমানের সনদে বর্ণনা করেন। তাঁরা সকলেই ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ থেকে রিওয়ায়াত করেন। ইমাম তাহাভী (র.) আহ্মাদ ইব্ন দাউদের মাধ্যমে ইব্রাহীম ইব্ন সা'দ-এর সনদে বর্ণনা করেন। সহীহ্ বুখারীতে গাযওয়ায়ে উহুদের বর্ণনায় হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

شج النبى صلى الله عليه وسلم يوم احد ، فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ، فنزلت : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ

নবী করীম (সা.) উহুদ দিবসে আহত হন। তখন তিনি বলেন, 'কি করে ঐ জাতি সফলতা লাভ করবে যারা তাদের নবীকে আহত করেছে।' তখনই নাযিল হয় ঃ 'এ বিষয়ে আপনার

www.pathagar.com

তারপর ইমাম তাহাভী (র.) বিভিন্ন সনদে আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে ১১টি হাদীস বর্ণনা করেন। এ সকল হাদীস উল্লেখ করার পর তিনি বলেন। একদল আলিম এ মত পোষণ করেন, ফজরের নামাযে কুনূত পড়তে হবে। এ সকল আলিম আবার দু'দলে বিভক্ত। একদলের মতে, রূকূ'-এর পর কুনূত পড়তে হবে। অপর দলের মতে, রূকূ'-এর আগে কুনূত পড়তে হবে। ইব্ন ওয়াহাব বলেন ঃ

سمعت مالك يقول الذى اخذته فى خاصة نفسى القنوت فى الفجر قبل الركوع

করণীয় কিছুই নেই।'

উপরোল্লেখিত হাদীস এবং এ হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে আল্লামা ইব্ন হাজার (র.) বলেন ঃ সহীহ্ বুখারীর অনুচ্ছেদে আয়াতটি নাযিলের দু'টি কারণ বর্ণিত হয়েছে। হতে পারে যে, এ উভয় ঘটনার প্রেক্ষিতেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, এমনও হতে পারে যে, আয়াতটি উহুদের ঘটনায় নাযিল না হয়ে পরে নাযিল হয়। কেননা, রা'আল এবং যাক্ওয়ানের ঘটনা পরে সংঘটিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আয়াতটি নাযিল হওয়ার সঠিক কারণ হচ্ছে, উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বদ্ দু'আ। ইব্ন হাজর (র.) সূরায়ে আল-ইমরানের তাফসীরে উল্লেখিত এ হাদীস সম্পর্কে আরও মন্তব্য করে বলেন ঃ

ونزول ليس لك من الأمر شئ كان فى قصة أحد ، فكيف يتأخر السبب عن النزول ثم ظهر لى علة الخبر وان فيه ادراجا ، وان قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهرى عمن بلغه بين ذلك مسلم فى رواية يونس المذكورة ، فقال هنا قال يعنى الزهرى ، ثم بلغنا انه ترك ذلك لما نزلت وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته

কুরআন মাজীদের আয়াত 'এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই' উহুদের ঘটনায় নাযিল হয়। এখানে প্রশ্ন জাগে, আয়াত নাযিলের কারণ কিভাবে আয়াত নাযিলের পর সংঘটিত হতে পারে? এরপর ইব্ন হাজার বলেন, অতঃপর হাদীসের বিষয়টি আমার নিকট স্পষ্ট হয়। আর তা হচ্ছে, এ হাদীসে রাভীর পক্ষ থেকে কিছু সংযোজন রয়েছে। অর্থাৎ রাভীর বক্তব্য 'অতঃপর আল্লাহ্ নাযিল করেন' কথাটি 'মুনকাতি'। এটা ইমাম যুহরী (র.) তাঁর উর্ধতন রাভী থেকে শ্রবণ করে বলেছেন। ইমাম মুসলিম (র.) উল্লেখিত ইউনুস-এর রিওয়ায়াতে এ বিষয়টির উল্লেখ করে বলেন, ইমাম যুহরী (র.) বলেছেন, আমাদের নিকট এ খবর পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণেই তা বদ্ দু'আ করা) ত্যাগ করেছেন। (এ প্রসঙ্গে ইব্ন হাজার বলেন) - আমার বর্ণিত কারণের প্রেক্ষিতে তাঁর নিকট পৌছা এ সংবাদটি সঠিক নয়।

ইব্ন হাজার ঃ ফাতহুল বারী, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯৩, ৮ম খঃ, প্রাগুক্ত, ১৮৩।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানিল আহ্বার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮, সূরা আলে-ইমরান ঃ ১২৮।

www.pathagar.com

আমি (ইমাম) মালিক (র.)-কে বলতে শুনেছি, আমি আমার একান্ত মনে গ্রহণ করেছি যে, ফজরের কুনূত রুকূ' করার পূর্বেই পড়তে হবে।

যাঁরা রুকূ' করার পর কুনূত পড়ার পক্ষপাতি তাঁদের দলীল হচ্ছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), ইব্ন উমর (রা.) এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.)-এর হাদীস। যাঁরা রূকূ'-এর পূর্বে কুনূত পড়ার মত পোষণ করেন তাঁদের পক্ষে দলীল হচ্ছে আনাস (রা.)-এর হাদীস। হাদীসটি এই ঃ

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قنت بعد الركوع شهرا وانما القنوت قبل الركوع

আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুধু একমাসই রুকূ' করার পর কুনূত পড়েছেন। মূলতঃ কুনূত পড়তে হবে রুকূ' করার পূর্বে।

ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, অপর আলিমগণ তাঁদের এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, ফজরের নামাযে আদৌও কুনূত নেই, তা রূকূ' করার পূর্বে হোক বা পরে।[৯৫]

এ সকল আলিম উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর খণ্ডন করেন। উদাহরণ স্বরূপ যে সকল সাহাবী থেকে কুনূত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত আছে তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) অন্যতম। তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ত্রিশ দিন পর্যন্ত কুনূত পড়েছেন। এতে বুঝা যায়, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কুনূত পড়া সম্পর্কে জানতেন। এরপর আমরা তাঁর থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে দেখি, তিনি বলেন ঃ

لم يقنت النبى صلى الله عليه وسلم الإ شهرا لم يقنت قبله ولا بعده

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক মাসের অধিক কুনূত পড়েন নি। তিনি এক মাসের আগেও কুনূত পড়েন নি এবং এরপরও পড়েন নি।

আর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

---

৯৫. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন ঃ **أخبرنا ابو حنيفة عن حماد بن ابراهيم أن ابن مسعود رضى الله عنه لم يقنت هو ولا أحد من اصحابه حتى فارق الدنيا يعنى فى صلواة الفجر**

আমাদের আবূ হানীফা (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা.) নিজে এবং তাঁর কোন সহযোগী ফজর নামাযে কুনূত পড়েননি। তাঁর দুনিয়া থেকে বিচ্ছেদ গ্রহণ পর্যন্ত এ নিয়মই বলবৎ ছিল।

ইমাম মুহাম্মদ ঃ কিতাবুল-আসার, ১ম খঃ, (ইদারাতুল কুরআন, করাচী, হিঃ ১৪০৭), পৃঃ ৪৩।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফজরের নামাযে কুনূত পড়া সম্পর্কে ইমাম মালিক (র.) বলেন ঃ

عن نافع ان عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان لا يقنت فى شئى من الصلوة

নাফি' থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) কোন নামাযেই কুনূত পড়তেন না।

ইমাম মালিক ঃ মু'আত্তা, (আশরাফী বুক ডিপু, ইণ্ডিয়া), পৃঃ ৫৬।

www.pathagar.com

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية و ذكو ان ، فلما ظهر عليهم ترك القنوت و كان ابن مسعود لا يقنت فى صلواة الغداة

ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক মাস ব্যাপী কুনূত পড়েছেন। তিনি আছিয়্যাৎ এবং যাক্ওয়ান গোত্রের ওপর বদ্ দু'আ করছিলেন। অতঃপর তিনি যখন তাদের ওপর বিজয় লাভ করেন তখন কুনূত পাঠ ত্যাগ করেন। আর ইব্ন মাসউদ (রা.) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

ইমাম তাহাভী (র.) ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর উল্লেখিত হাদীসগুলো বর্ণনা করার পর বলেন, এখানে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কারণবশত কুনূত পড়েছেন, আর এ কারণ বিদূরিত হওয়ার পর তিনি কুনূত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কুনূত রহিত হযে গিয়েছে। আর এ কারণেই হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর নামাযে কুনূত পড়তেন না।[৯৬] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কুনূতের হাদীস বর্ণনাকারী অপর সাহাবী হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.)। পরবর্তী সময়ে তিনি বর্ণনা করেন, যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর আয়াত ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ ، فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ

তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা যালিম। (আলে-ইমরান ঃ ১২৮)

নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ্ কুনূতকে মানসূখ করে দেন। ফলে ইব্ন উমর (রা.)-এর নিকট কুনূত পড়া মানসূখ বলে পরিগণিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর তিনি নিজে কুনূত পড়তেন না আর কেউ পড়লে তিনি তা অপসন্দ করতেন। যেমন তাঁর থেকে বর্ণিত আছে ঃ

عن ابن ابى مجلز قال صليت خلف ابن عمر رضى الله عنه الصبح فلم يقنت فقلت ألكبر يمنعك ؟ فقال : ما احفظه ، عن احد من اصحابى

আবূ মিজলায থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.)-এর পিছনে ফজর নামায পড়েছি। তিনি কুনূত পড়েন নি। তখন আমি তাঁকে বললাম, বৃদ্ধতার কারণ কি

---

৯৬. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ৪র্থ খঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাযিম ইব্ন মাসউদের হাদীসের জবাবে বলেন ঃ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সম্ভবত নির্দিষ্ট গোত্রসমূহের ওপর বদ্ দু'আ সংক্রান্ত কুনূত পড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ত্যাগ করেছেন। তিনি দু'আ কামনা এবং আল্লাহ্র প্রশংসা সম্বলিত কুনূত পড়া ছেড়ে দেন নি।

ইব্ন হাযম (র.) তাঁর 'আল-মুহাল্লা' গ্রন্থে বলেন, সম্ভবত ইব্ন মাসউদ (রা.)-এর নিকট কুনূত পড়া সম্পর্কিত হাদীস অজানা ছিল, যেমন রুকূ'তে হাঁটুর ওপর হাত রাখা তাঁর কাছে অজানা ছিল।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৫।

www.pathagar.com

আপনাকে কুনূত পাঠে বাধা দিচ্ছে? তখন তিনি বলেন, আমি আমার কোন সাথী থেকে তা (কুনূত পাঠ) সংরক্ষণ করি নি।

অপর একটি হাদীসে আবুশ্ শা'সা বলেন ঃ

سألت ابن عمر رضى الله عنه عن القنوت فقال ماشهدت و ما رأيت و هكذا فى حديث وهب و فى حديث مؤمل ولا رايت احدا يفعله

আমি ইব্ন উমর (রা.)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন তিনি বলেন, আমি এরূপ প্রত্যক্ষ করি নি এবং দেখিও নি। ওহাব-এর হাদীসে এ ধরনের বর্ণনা আছে। আর মু'মালের হাদীসে বর্ণিত আছে, আর আমি কাউকেও এরূপ করতে (কুনূত পড়তে) দেখি নি। তিনি বলেন, ইব্ন উমর (রা.)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, তখন তিনি বলেন, কুনূত আবার কি? তখন প্রশ্নকর্তা বলেন, ইমাম যখন শেষ রাক'আতে কিরা'আত পাঠ সম্পন্ন করেন তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'আ করতে থাকেন। তিনি তখন বলেন, আমি কাউকেও ঐরূপ করতে দেখিনি। আমি ধারণা করছি, তোমরা ইরাকবাসীরাই এ কাজটি করছ।

ইমাম তাহাভী (র.) আবূ বাকরার সনদে আবুশ্ শা'সা থেকে আর একটি হাদীস বর্ণনা করেন ঃ

قال سئل ابن عمر رضى الله عنه عن القنوت ، فقال : و ما القنوت، فقال : إذا فرغ الإمام من القراءة فى الركعة الأخرة قام يدعو ، قال ما رايت احدا يفعله ، و إنى لاظن لم معاشر اهل العراق تفعلونه

অপর এক বর্ণনায় ইব্ন উমর (রা.) বলেন, **مارأيت ولاعلمت**। আমি এটা দেখিওনি এবং আমি জানিও না। অতঃপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ এ অনুচ্ছেদে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শেষ রাক'আতে রূকূ' থেকে মাথা উঠাবার পর কুনূত পড়েছেন। তারপর **لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ** 'তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা যালিম।' (আলে-ইমরান ঃ ১২৮) নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর এ কুনূত পড়া ত্যাগ করেন। আরও বর্ণিত আছে যে, আবূ মিজলায ইব্ন উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি বৃদ্ধজনিত কারণে কুনূত পড়ছেন? তখন তিনি বলেন, **مااحفظه من أحد من أصحابى** আমি আমার কোন সাথী থেকে তা সংরক্ষণ করিনি অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুনূত পড়া ছেড়ে দেয়ার পর কোন সাহাবী তা পড়েন নি।

আবুশ্ শা'সা (রা.) যখন ইব্ন উমর (রা.)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন ইব্ন উমর (রা.) তাঁকে পাল্টা জিজ্ঞেস করেন, কুনূত কি? তখন আবুশ্ শা'সা বলেন, ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আত শেষ করার পর ইমামের দাঁড়িয়ে দু'আ করা। তখন ইব্ন উমর (রা.) বলেন, আমি কাউকে তা করতে দেখি নি। কারণ, ইব্ন

www.pathagar.com

উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে কুনূত পড়া সম্পর্কে জানতেন তা ছিল রূকূ'-এর পর দু'আ করা রূকূ'-এর পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বা অন্য কাউকে কুনূত পড়তে দেখেন নি। আর এ কারণেই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। ইব্ন উমর (রা.)-এর এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রূকূ'-এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুনূত পড়া সম্ভবত মানসূখ হয়ে গিয়েছে এবং রূকূ'-এর পূর্বে আদৌও কোন কুনূত নেই। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে এবং তাঁর পর তাঁর খালীফগণ এ কুনূত পড়েন নি।[৯৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কুনূতের হাদীস বর্ণনাকারী অপর একজন সাহাবী হচ্ছেন আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.)। তাঁর বর্ণিত হাদীসে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পঠিত কুনূত একটি সম্প্রদায়ের উপর বদ্ দু'আ বলে উল্লেখ করেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর বাণী لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ الاية দ্বারা তা মানসূখ করে দেন। এ হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, ফজরের নামাযে কুনূত পড়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কুনূতের হাদীস বর্ণনাকারী অপর সাহাবী হচ্ছেন, খাফাফ ইব্ন ইমন (রা.)। তাঁর বর্ণিত হাদীস এবং ইব্ন উমর (রা.) ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস সমার্থবোধক। তাঁদের দুই জনের হাদীসে কুনূত মানসূখ হওয়া সম্পর্কিত আয়াতের বর্ণনা আছে। সুতরাং খাফাফ (রা.)-এর হাদীসেও মানসূখ বলে পরিগণিত হবে।

কুনূতের হাদীস বর্ণনাকারী আর একজন সাহাবী হচ্ছেন বারা'আ (রা.)। তাঁর হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরে এবং মাগরিবে কুনূত পড়তেন, তবে এ কুনূত কি ধরনের ছিল তা তিনি উল্লেখ করেন নি। হতে পারে ইব্ন উমর (রা.) আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীসে যে কুনূতের উল্লেখ আছে তাও সম্ভবত সে ধরনেরই কুনূত যা উল্লেখিত আয়াত দ্বারা মানসূখ হয়ে গিয়েছে। তবে হযরত বারা'আ (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মাগরিব এবং ফজরে এই দুই নামাযেই কুনূত পড়তেন। ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, আমাদের বিপরীত মতাবলম্বী আলিমগণ আমাদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেছেন যে, মাগরিবের নামাযের কুনূত মানসূখ হয়ে গিয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর আর কারও জন্য মাগরিবে কুনূত পড়া জায়িয নেই।

এ সর্বসম্মত মত এ দলীল বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরে যে কুনূত পড়েছেন তাও মাগরিবের কুনূতের ন্যায় মানসূখ হয়ে গিয়েছে।

---

৯৭. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কুনূতের হাদীস বর্ণনাকারী আর একজন সাহাবী হচ্ছেন হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.)। আমর ইব্ন উবায়দ (র.) হাসানের মাধ্যমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামাযে রূকূ'-এর পরে সদাসর্বদা কুনূত পড়তেন। হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বিচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এরূপ পড়তে শুনেন। তিনি এ হাদীস দ্বারা ফজরের নামাযে কুনূত রয়েছে বলে প্রমাণ করেন। উক্ত হাদীসের প্রেক্ষিতে কুনূত মানসূখ হয় নি। অবশ্য অন্যান্য সনদে আনাস (রা.) থেকে এ হাদীসের বিপরীত হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন মুহাদ্দিস আয়্যুব (র.) মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন, আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কি ফজরের নামাযে কুনূত পড়েছেন। তখন তিনি বলেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হয়, তা কি রূকূ' এরপর ছিল না তার পূর্বে ছিল? জবাবে তিনি বলেন, রূকূ'-এর পর অল্প কিছু দিন তিনি এ কুনূত পড়েন। অপর একটি হাদীসে ইসহাক ইব্ন আব্দুল্লাহ্, ইব্ন আবূ তালহা (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ত্রিশ দিন ফজরের নামাযে রা'আল এবং যাক্ওয়ান গোত্রের প্রতি বদ্ দু'আ করে কুনূত পড়েন। কাতাদাহ্ (র.)ও হযরত আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাভী হুমায়দ আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিশ দিন কুনূত পড়েন।

হযরত আনাস (রা.) থেকে এসব রাবীর বর্ণিত হাদীস হাসানের মাধ্যমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাবী আমরের হাদীসের বিপরীত। এ ছাড়া রাবী আসিম (র.) কর্তৃক আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রূকূ'-এর পর কুনূত পড়াকে আনাস (রা.) স্বীকার করেছেন, অথচ হাদীসের রূকূ'-এর পূর্বে কুনূত পড়ার

---

৯৮. এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনুল কায়্যুম (র.) বলেন, সহীহ্ বুখারীতে উল্লেখিত হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস-এ বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজর এবং মাগরিব-এ কুনূত পড়তেন। অনুরূপভাবে হযরত বারা'আ ইব্ন আযিবের হাদীসেও ফজর এবং মাগরিবে কুনূত পড়ার উল্লেখ আছে। সুতরাং কুনূতকে ফজরের নামাযে খাস করার কি কারণ থাকতে পারে? যদি বলা হয় যে, মাগরিবের কুনূত মানসূখ হয়ে গিয়েছে, তবে কূফার বিপরীত মতাবলম্বীগণ বলবেন যে, ফজরের কুনূতও মানসূখ হয়ে গিয়েছে। কারণ মাগরিবের কুনূত মানসূখের জন্য যে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হবে তা ফজরের কুনূত মানসূখ হওয়ার দলীল হিসেবেও গণ্য হবে। সুতরাং মাগরিবের কুনূতকে মানসূখ বলে ফজরের কুনূত সাবিত করার কোন সুযোগ কখনও পাওয়া যাবে না। যদি বলা হয় যে, মাগরিবের কুনূতে নাযিলা ছিল রাতিবা নয়। তবে বিপক্ষবাদীরাও ফজরের কুনূতকে নাযিলা বলবেন। আর এদু'য়ের মধ্যে পার্থক্যের কোন দলীল নেই।

ইবনুল কায়্যুম ঃ যাদুল মা'আদ।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আ'মানিল আহ্বার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১।

www.pathagar.com

উল্লেখ আছে। এতে আসিম (র.)-এর হাদীস আমার ইব্ন উবায়দ[৯৯]-এর হাদীসের কোন একটি দ্বারাই দলীল গ্রহণ করা কারো পক্ষে ঠিক হবে না।[১০০]

ইমাম তাহাভী (র.) হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখিত ولكن القنوت قبل الركوع – (তবে কুনূত রুকূ' করার পূর্বেই পাঠ করতে হবে।) -এ অংশের উপর মন্তব্য করে বলেন, আনাস (রা.)-এ অংশটি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন নি। সম্ভবত এটা অন্য কোন সাহাবীর অভিমত অথবা তাঁর নিজস্ব অভিমত। যদি এটা তাঁর নিজস্ব মতামত হয়, তবে অন্য সাহাবীগণও তাঁর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মতের পক্ষে স্পষ্ট দলীল না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর মতকে অন্য সাহাবীর মতের মোকাবেলায় প্রাধান্য দেয়া সমীচীন হবে না। এখানে যদি বলা হয় যে, আবূ জা'ফর আর-রাযী রাভী ইব্ন আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তখন আনাস (রা.)-কে বলা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এক মাস যাবৎ কুনূত পড়েছেন। তখন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নশ্বর জগৎ থেকে বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা সকালের নামাযে কুনূত পড়েছেন।

ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, এ হাদীসের জবাবে বলা হবে, সম্ভবত এ হাদীসে বর্ণিত কুনূত এবং আমার ইব্ন উবায়দ কর্তৃক আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত কুনূত এক ও অভিন্ন। যদি তাই হয়, তবে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত অন্যান্য হাদীস এ হাদীসের বিপরীত হওয়ার কারণে এ হাদীসটি আর দলীল যোগ্য থাকবে না। যেমন উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এমনও হতে পারে যে, এ হাদীসে উল্লেখিত কুনূত এবং হযরত আসিমের হাদীসে বর্ণিত কুনূত অভিন্ন। অর্থাৎ রূকূ'-এর পূর্বের কুনূত। আর আমাদের নিকট আনাস (রা.) থেকে এমন কোন হাদীস জানা নেই যাতে তিনি নবী করীম (সা.) থেকে রূকূ'-এর পূর্বে কুনূত পড়ার বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে এমন হাদীসই বর্ণিত আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রূকূ' করার পূর্বে কুনূত পড়া মানসূখ হয়ে গিয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার হাদীস বর্ণিত আছে। এ কুনূত-এ একটি সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ এবং আর একটি সম্প্রদায়ের প্রতি বদ্ দু'আ করা হয়েছে। তাঁর বর্ণিত হাদীসে আরও উল্লেখ আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উপর (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) (এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই।) অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি কুনূত পড়া ত্যাগ করেছেন। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, যদি প্রশ্ন করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পরও আবূ হুরায়রা (রা.) ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন, এতে বুঝা যায় তাঁর নিকট ফজরে কুনূত পড়ার হুকুম রহিত হয় নি। বরং বদ্

৯৯. আমার ইব্ন উবায়দ কাদারিয়া মতবাদীদের পুরোধা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। ফলে তার থেকে বর্ণিত হাদীস দলীলের যোগ্য নয়।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আ'মানিল আহ্বার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২।

১০০. হাফিয ইব্ন হাজার তাঁর 'তালখীস' গ্রন্থে বলেন, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী এবং মুস্তারাব। এ ধরনের হাদীস দলীল যোগ্য নয়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

www.pathagar.com

দু'আ সম্বলিত কুনূতই মানসূখ হয়েছে। ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, এর জবাব এই ঃ

১. ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদের হাদীসে উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর কুনূত ত্যাগ করার যে বর্ণনা এসেছে তা ইব্ন শিহাব যুহরীর মন্তব্য। সাঈদ এবং আবূ সালমাহ এ অংশটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন নি। সুতরাং হতে পারে এ আয়াত নাযিল হওয়ার সর্বজনবিদিত খবরটি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) জানতে পারেন নি। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কুনূত পড়ার কথা বিলক্ষণ জানতেন। ফলে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত কুনূত পড়েছেন। কেননা, এর বিপরীত কোন দলীল হয়তো তাঁর নিকট উপস্থিত ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) জানতে পারেন যে, এ আয়াত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কুনূত পড়া মানসূখ করে দেয়। এ কারণে তাঁরা কুনূত পড়া থেকে বিরত থাকেন।

২. দ্বিতীয় জবাব দিতে গিয়ে তাহাভী (র.) বলেন, ইব্ন ঈসা-এর হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কুনূতে যা পড়তেন তার সব কিছু উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি সব কিছু ছেড়ে দেন নি। যেমন - নির্দিষ্ট সম্প্রদায়সমূহের প্রতি বদ্ দু'আ করা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু মক্কার অবস্থানকারী যে কয়জন সাহাবীর জন্য তিনি দু'আ করতেন তাঁদের জন্য দু'আ করা তিনি ত্যাগ করেন নি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে দেখা যায়, মক্কায় অবস্থানকারী সাহাবীগণ যখন মদীনায় এসে পৌঁছেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের জন্য দু'আ করা ছেড়ে দেন। এ সকল হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামাযের ন্যায় ইশার নামাযেও কুনূত পড়তেন। ইমামগণের এ ব্যাপারে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ইশার নামাযে সকল প্রকার কুনূত রহিত হয়ে যায়। সুতরাং ফজরের নামাযের সকল কুনূত ও মানসূখ হয়ে যেতে পারে। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কুনূত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো আলোচনা পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, এ হাদীসগুলো দ্বারা ফজরের নামাযে কুনূত পড়া ওয়াজিব বলে প্রমাণিত হয় না। ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, এ জন্যই আমরা ফজরের নামাযে কুনূত পড়া বৈধ মনে করি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন কোন সাহাবী ফজরের নামাযে কুনূতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন।[১০১] এ প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে আবূ মালিক আল-আশজাঈ

---

১০১. ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ফজরের নামায ব্যতীত অবশিষ্ট চার ওয়াক্ত নামাযে কুনূত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নামায দুই দুই রাক'আত করে ফরয করা হয়েছে, সফরের অবস্থায় এটা ঠিক রাখা হয়েছে, ইকামত অবস্থায় বাড়ানো হয়েছে। আর তিনি ফজরের ছাড়া অন্য সকল নামাযে কুনূত পড়া ছেড়ে দিয়েছেন।

ইমাম শাফিঈ ঃ কিতাবু ইখতিলাফিল হাদীস ফী হাশিয়াতি কিতাবিল উম্ম, ১ম সং, ৭ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৬।

www.pathagar.com

সা'দ ইব্ন তারিক থেকে বর্ণনা করেন ঃ

قال قلت لأبى يا أبت ! إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم و خلف ابى بكر و خلف عمر و خلف عثمان و خلف على ههنا بالكوفة قريبا من خمس سنين فكانوا يقنتون فى الفجر ؟ فقال : اى بنى محدث .

তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, হে পিতঃ! আপনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছনে, আবূ বকর (রা.)-এর পিছনে, উমর (রা.)-এর পিছনে, উসমান (রা.)-এর পিছনে এবং এ কুফাতেই আলী (রা.)-এর পিছনে প্রায় পাঁচ বছরের মত নামায পড়েছেন। তাঁরা কি ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন? তখন তিনি বললেন, হে বৎস! এটা নব সৃষ্টি।

এ হাদীস বর্ণনার পর তাহাভী (র.) বলেন, আমরা এ কথা বলি না যে, "কুনূতের অস্তিত্ব ছিল না এবং এটা মুহ্দাস বা নবসৃষ্ট। বরং কুনূতের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু পরে তা মানসূখ হয়ে যায়। মানসূখ হওয়ার পর পুনরায় তা পড়া হচ্ছে বলে হযরত সা'দ-এর পিতা এটাকে নবসৃষ্ট বলে উল্লেখ করেন। এরপর তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে সাধারণভাবে কুনূত পড়ার কোন প্রমাণ আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তখন আমরা এ বিষয়ে সাহাবীগণের বর্ণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। যেমন সালিহ্ ইব্ন আবদুর রহমান তাঁর সনদে উবায়দ ইব্ন উমায়র থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রা.)-এর পিছনে ফজরের নামায পড়ি। তিনি রূকূ'-এর পর কুনূত পড়েন। তিনি তাঁর কুনূতে বলেন ঃ

اللهم إنا نستيعنك و نستغفرك و نثنى عليك الخير كله ، ونشكرك ولا نكفرك و نخلع و نترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلى و اليك نسعى ونحفد و نرجو رحمتك و نخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق.

হে আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। তোমার নিকট ক্ষমা চাই। সকল কল্যাণকর কাজের জন্য তোমারই প্রশংসা করি। তোমার অবাধ্য হই না। যে ব্যক্তি তোমার সীমালংঘন করে আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করি, তাকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। তোমারই জন্য নামায পড়ি। আর তোমারই দিকে দৌড়ে আসি। তোমারই সেবা করি। আর তোমার করুণা প্রাপ্তির আশা রাখি। তোমার আযাবকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফিরদের প্রতি সংশ্লিষ্ট হবে।

এরপর তাহাভী (র.) তাঁর সনদে হযরত উমর (রা.) থেকে এ হাদীসের সমার্থবোধক আরো সাতটি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন হযরত উমর (রা.) থেকে এর বিপরীত হাদীসও বর্ণিত আছে। যেমন ইব্ন মারযূক তাঁর সনদে আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ **إن عمر كان لايقنت فى صلواة الصبح** অবশ্যই উমর (রা.) ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন না। এ হাদীসের সমার্থবোধক আরও পাঁচটি হাদীস বর্ণনা করে ইমাম তাহাভী

www.pathagar.com

(র.) বলেন, এসব হাদীস উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহের বিপরীত। এখানে সম্ভাবনা আছে যে, উমর (রা.) এ দু'টি কাজই করেছেন। অর্থাৎ তিনি কখনও কুনূত পড়েছেন আবার কখনও পড়েন নি। যেমন ইয়াযীদ ইব্ন সিননা তাঁর সনদে যায়িদ ইব্ন ওয়াহাব থেকে বর্ণনা করেন ঃ قال ربما قنت عمر তিনি বলেন, উমর (রা.) কখনও কখনও কুনূত পড়েছেন।

হযরত উমার (রা.)-এর এ কুনূত পড়ার অর্থ কি? এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখি ইব্ন আবূ ইমরান তাঁর সনদে আল-আসওয়াদ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ

كان عمر إذا حارب قنت واذالم يحارب لم يقنت

উমর (রা.) যখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তেন তখন তিনি কুনূত পড়তেন। আর যখন যুদ্ধ করতেন না তখন তিনি কুনূত পড়তেন না।

রাবী আসওয়াদের এ বর্ণনা থেকে হযরত উমর (রা.)-এর কুনূত পড়ার অর্থ স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ শত্রুদের প্রতি বদ্ দু'আ এবং তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য কামনা করেই তিনি কুনূত পড়েছেন। যেমন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিছু সংখ্যক সাহাবী বীরে মাউনার-এর ঘটনায় শহীদ হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ

তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই; কারণ তারা যালিম (আলে ইমরান ঃ ১২৮) নাযিল হওয়া পর্যন্ত কুনূত পড়েছেন। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) বলেন, এর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আর কারো উপর বদ্ দু'আ করেন নি। হযরত আবদুর রহমান (রা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) এবং তাঁদের মতানুসারীগণের মতে নামাযে কোন ব্যক্তির প্রতি বদ্ দু'আ করার রীতি এ আয়াত দ্বারা রহিত। তবে হযরত উমর (রা.)-এর মতে এ আয়াত জিহাদের সময় 'কুনূত নাযিলা' পড়ার রীতি মানসূখ (রহিত) করে না। তাঁর মতে স্বাভাবিক (শান্তির) অবস্থায় তা পড়া রহিত। যাঁরা ফজরের নামাযে সর্বদা কুনূত পড়ার মত পোষণ করেন এ হাদীস দ্বারা তাঁদের মতামতও বাতিল বলে প্রমাণিত হয়।

হযরত আলী (রা.) থেকেও কুনূত পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে বর্ণনা করেন ঃ

عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه انه كان يقنت فى صلواة الصبح قبل الركوع

আবূ আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী (রা.) ফজর নামাযে রুকূ'র আগে কুনূত পড়তেন।

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে আলী (রা.) থেকে অনুরূপ অর্থের আরও দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। এরপর তিনি বলেন ঃ হতে পারে হযরত আলী (রা.) তাঁর সারা

www.pathagar.com

জীবন ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন অথবা তিনি উমার (রা.)-এর মত বিশেষ বিশেষ সময়ে কুনূত পড়তেন। আল্লামা তাহাভী (র.) আরও বলেন বিষয়টি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই যে, রাওহ ইবনুল ফারজ তাঁর সনদে ইব্‌রাহীম থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) ফজরে কুনূত পড়তেন না। সর্বপ্রথম আলী (রা.) ফজরের নামাযে কুনূত পড়েন। তাঁদের মতে আলী (রা.) যুদ্ধেরত ছিলেন বলে তিনি কুনূত পড়েছেন। যেমন ফাহদ তাঁর সনদে ইব্‌রাহীম থেকে বর্ণনা করেন ঃ

إنماكان على رضى الله عنه يقنت فيهاهنا لأنه كان محاربا ، فكان يدعو على أعدائه فى القنوت فى الفجر والمغرب

আলী (রা.) নামাযে এখানে কুনূত পড়তেন, কেননা তিনি যুদ্ধরত অবস্থায় ছিলেন। তিনি ফজর এবং মাগরিব নামাযে কুনূতে তাঁর শত্রুদের ওপর বদ্ দু'আ করতেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয়, যে কুনূত সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর মতামত হযরত উমর (রা.)-এর মতই ছিল। আর আলী (রা.) শুধু ফজরেই কুনূত পড়েন নি, তিনি মাগরিবেও কুনূত পড়েছেন। যেমন রাভী আবদুর রহমান ইব্‌ন মা'কাল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমি আলী (রা.)-এর পিছনে মাগরিবের নামায পড়েছি। তিনি এতে কুনূত পড়েন ও দু'আ করেন।[১০২]

আর ইমামগণের ইজমা' অনুসারে যুদ্ধের সময় ছাড়া মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়া যাবে না। হযরত আলী (রা.) মাগরিবে যে কুনূত্ পড়েছেন তা একমাত্র যুদ্ধের কারণেই

---

১০২. ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন ঃ

اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم عن الأسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه صحبه ستين فى السفر والحضر ، فلم يراه قانتافى الفجر حتى فارقا ، قال ابراهيم وإن أهل الكوفة إنما اخذوا القنوت عن على رضى الله عنه قنت يدعوا على معاوية حين حاربه واما اهل الشام فإنما اخذوا القنوت عن معاوية قنت يدعوا على على رضى الله عنه حين حاربه

আবূ হানীফা (র.) আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্‌রাহীম থেকে, তিনি আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াযীদ থেকে তিনি উমর ইবনুল-খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আসওয়াদ) সফর এবং ইকামত অবস্থায় ষাট বার উমর (রা.)-এর সাথে ছিলেন। তাঁরা পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়ার আগে তাঁকে কখনও ফজর নামাযে কুনূত পড়তে দেখেন নি। ইব্‌রাহীম বলেন, কুফাবাসীগণ হযরত আলী (রা.) থেকে কুনূত গ্রহণ করেছেন। তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা.)-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় তাঁর প্রতি বদ্ দু'আ করে কুনূত পড়েছেন। আর সিরিয়াবাসীগণ হযরত মু'আবিয়া (রা.) থেকে কুনূত পড়া রীতি গ্রহণ করেছেন। তিনি আলী (রা.)-এর সাথে লড়াইরত অবস্থায় তাঁর ওপর বদ্ দু'আ করে কুনূত পাঠ করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ ঃ কিতাবুল আসার, (ইদারাতুল কুরআন, করাচী), পৃঃ ৪৪।

www.pathagar.com

পড়েছেন। অতএব, আমাদের মতে তিনি ফজরের নামাযে যে, কুনূত পড়েছেন তা যুদ্ধের কারণেই পড়েছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার বর্ণনা এসেছে। ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর কুনূত পড়ার যে কারণ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর কুনূত পড়ারও কারণ একই হতে পারে। তারপর তিনি বলেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে উপরোক্ত বর্ণনার বিপরীত কোন বর্ণনা পাওয়া যায় কিনা আমরা এবিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি। এরপর তাহাভী (র.) তাঁর সনদে রাভী সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.)-এর মাধ্যম হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে দু'টি হাদীস এবং ইমরান ইবনুল হারিস আস্ সুলামীর (র.)-এর মাধ্যমে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে আরও দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসগুলোর মর্ম এক। রাভী সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.)-এর হাদীস নিম্নরূপ ঃ

قال صليت خلف إبن عمر و ابن عباس رضى الله عنهما فكانا لا يقنتان فى صلواة الصبح

তিনি বলেন, আমি ইব্ন উমর (রা.) এবং ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর পিছনে নামায পড়েছি। তাঁরা ফজরের নামাযে কুনূত পড়তেন না।

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) মন্তব্য করেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে কুনূতের হাদীস বর্ণনাকারী হচ্ছেন আবূ রাজা। এ সময় তিনি হযরত আলী (রা.) থেকে বস্রার গভর্ণর ছিলেন। আর এর বিপরীত হাদীস বর্ণনাকারী হচ্ছেন রাভী সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)। তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর সাথে এমন সময় নামায পড়েছেন যখন তিনি বস্রা থেকে মক্কায় ফিরে এসেছিলেন।[১০৩] কাজেই তাঁর থেকে বর্ণিত এ কুনূতও হচ্ছে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর বর্ণিত কুনূতের ন্যায় 'কুনূতে নাযিলা'। এতে বুঝা যায়, ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা তখনকার উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই ছিল। এ সময় তাঁরা সকল নামাযেই কুনূত পড়েছেন এবং বিভিন্ন যুদ্ধের অবসানের পর তা আবার ছেড়ে দিয়েছেন। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কিছুসংখ্যক সাহাবী থেকেও সর্বাবস্থায় কুনূত না পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবূ বাকরা (রা.) হযরত আলকামাহ্ (র.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

---

১০৩. সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা.)-এর যুগ পান নি। হরযত আলী (রা.)-এর শাহাদাতের পর ইব্ন আব্বাস (রা.) মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময় সাঈদ (র.) তাঁর পিছনে নামায পড়েন। ইব্ন জারীর বলেন, সাধারণ জীবনী গ্রন্থকারগণের মতে চল্লিশ হিজরী সালে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বস্রা থেকে মক্কায় ফিরে আসেন। কারো কারো মতে হযরত আলী (রা.)-এর শাহাদতের পর হাসান (রা.)-এর যুগে মু'আবিয়া (রা.)-এর সাথে সন্ধি করা পর্যন্ত ইব্ন আব্বাস (রা.) বস্রায় ওয়ালী ছিলেন। এরপর তিনি মক্কায় আসেন। অতএব তাঁর জীবনের শেষ ভাগে হযরত সাঈদ তাঁর পিছনে নামায পড়েন।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আ'মানিল আহ্বার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৩।

www.pathagar.com

قال كان عبد الله رضى الله عنه لا يقنت فى صلواة الصبح

তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) ফজর নামাযে কুনূত পড়তেন না।

আবূ বাকরা (রা.) অপর একটি সনদে হযরত আল-আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

قال كان إبن مسعود رضى الله عنه لا يقنت فى شئ من الصلواة الوتر ، فانه كان يقنت قبل الركعة

তিনি বলেন, ইব্ন মাসউদ (রা.) বিত্র ছাড়া অপর কোন নামাযেই কুনূত পড়তেন না। তিনি (বিত্র নামাযে) রুকূ' করার পূর্বে কুনূত পাঠ করতেন।

হযরত আবূদ্ দারদা (রা.) এবং ইব্ন উমর (রা.) থেকেও নামাযে কুনূত না পড়ার বর্ণনা এসেছে। রাভী আমর ইব্ন দীনার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনুয-যুবায়র (রা.) ফজরের নামাযে ইমামতি করতেন এবং তিনি কুনূত পড়তেন না।

এ বর্ণনার পর ইমাম আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) বলেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) তাঁর পুরো যুগে কুনূত পড়েন নি, অথচ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সকল সময় অথবা অধিকাংশ সময় মুসলমানগণ তাঁদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত ইব্ন মাসউদ (রা.) কুনূত পড়েন নি। হযরত আবূদ্-দারদা (রা.) তো কুনূতকে অস্বীকার করেছেন আর হযরত ইবনুয যুবায়র (রা.) যুদ্ধে লিপ্ত থেকেও কুনূত পড়েন নি। আর আমরা জানি, তিনি শুধু খিলাফতের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়েই ইমামতি করেছেন।[১০৪] এ সব সাহাবীগণ যুদ্ধের সময় কুনূত পড়া সম্পর্কে হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং ইব্ন আব্বাসের (রা.) বিপরীত মত পোষণ করেছেন। অথচ তাঁরা সকলেই একমত যে, যুদ্ধাবস্থা না থাকলে কুনূত পড়া যাবে না। এরপর ইমাম তাহাভী বলেন ঃ সাহাবীগণ যখন বিষয়টিতে একাধিক মত পোষণ করেছেন তখন সঠিক অর্থ নির্ধারণের জন্য আমাদের বিষয়টি সম্পর্কে গভীর পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে দেখা যায়, সাহাবীগণ যুদ্ধের কারণে ফজর এবং মাগরিবে কুনূত পড়েছেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইশায় নামাযে কুনূত পড়তেন। এ 'ইশা' অর্থ মাগরিব[১০৫] এবং 'ইশা' দু'টিই হতে পারে। আর কোন সাহাবী থেকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধের সময় বা অন্য সময় যুহর এবং আসরের নামাযে কুনূত পড়েছেন। যুদ্ধের সময় এবং অন্য সময়ে যখন এ দু'টি নামাযে কুনূত নেই এবং ফজর, মাগরিব ও ইশার

---

১০৪. এ থেকে বুঝা যায়, তাঁর মতে যুদ্ধের সময়ও কুনূত পড়া যাবে না।

১০৫. আরবের লোকেরা 'ইশা' শব্দ মাগরিব এবং 'ইশা' দু'টো অর্থেই ব্যবহার করে থাকে। তাঁরা মাগরিবকে প্রথম ইশা এবং ইশা-কে দ্বিতীয় ইশা নামে অভিহিত করে থাকেন। মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

www.pathagar.com

নামাযে যুদ্ধে না থাকা অবস্থায় কুনূত পড়া হয় না তখন এতে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধের সময়েও এসব নামাযে কুনূত নেই।

অধিকাংশ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদের মতে সর্বদা বিত্‌র নামাযে কুনূত পড়তে হয়।[১০৬] আর কিছুসংখ্যক ইমামের মতে এক মাত্র রামাযান মাসের দ্বিতীয়ার্ধের রাতে কুনূত পড়তে হবে।[১০৭] অতএব, দেখা যায় দলমত নির্বিশেষে সকল ইমামই যুদ্ধের অবস্থায় এবং শান্তির সময়ে বিত্‌র নামাযে কুনূত পড়তেন। অতএব যখন বিত্‌র নামায ছাড়া অন্য কোন নামাযে নামাযের কুনূত হিসাবে কুনূত পড়া নিষিদ্ধ, তখন অন্য কোন কারণেও কুনূত ওয়াজিব হতে পারে না।[১০৮]

উপসংহারে ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কিয়াস এবং সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পর্যালোচনার প্রেক্ষিতে ফজরের নামাযে কুনূত পড়া উচিৎ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) এ অভিমতই পোষণ করেন।

আমরা কুনূতের এ অনুচ্ছেদ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, ইমাম তাহাভী (র.) বিষয়টি বেশ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সংগৃহীত হাদীসের সংখ্যা অন্য যে কোন হাদীস গ্রন্থের তুলনায় অধিক। তিনি অনুচ্ছেদে অভিনব পদ্ধতিতে হাদীসগুলো সন্নিবেশ করেছেন। প্রথমে তিনি কুনূত পড়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলো সবিস্তারে উল্লেখ করেন। এরপর কুনূত কি রূকূ'-এর পূর্বে পড়তে হবে না পরে পড়তে হবে এ সম্পর্কে ইমামগণের একাধিক মতের উল্লেখ করে প্রত্যেক পক্ষের দলীল বর্ণনা করেন। তারপর যাঁরা ফজর নামাযে আদৌ কুনূত নেই বলে মত পোষণ করেন তিনি বিভিন্ন সনদে তাঁদের দলীলসমূহ উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, কুনূতের হাদীস যে সকল সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে ইমাম তাহাভী (র.) সে সব হাদীস খণ্ডন করেন এবং বিত্‌র নামাযের কুনূতকে দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন। পরিশেষে তিনি সুতীক্ষ্ণ

---

১০৬. হানাফী এবং হাম্বলী আলিমগণ এমত পোষণ করেন। শাফিঈ মাযহাবের বিশিষ্ট আলিম আবূ আবদুল্লাহ্ আয-যুবায়রী এবং আবূল ওয়ালিদ আন-নীশাপূরী প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। ইমাম সাওরী এবং ইবনুল মুবারকেরও এ মত।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

১০৭. ইমাম শাফিঈ (র.) এবং ইমাম মালিক (র.) এ মত পোষণ করেন। ইমাম আহ্‌মাদ (র.) থেকে অনুরূপ একটি মত বর্ণিত আছে।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

১০৮. বিত্‌র নামাযে কি সর্বদা কুনূত পড়তে হবে, না শুধু রামাযানের শেষার্ধে পড়তে হবে এ নিয়ে যদিও ইমামগণের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে একমত যে বিত্‌র নামাযে পঠিত কুনূত বিত্‌র নামাযের জন্যই হয়ে থাকে। সুতরাং এতে বুঝা যায়, যুদ্ধের কারণেও অন্যান্য নামাযগুলোতে কুনূত পড়া যাবে না। মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

www.pathagar.com

যুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধকালীন এবং শান্তি যে কোন অবস্থাতেই ফজরের নামাযে কুনূত পড়া উচিৎ নয় বলে প্রমাণ করেন।

মা'আনিল আসার-এর মাখতূতাহ বা হস্তলিপির অনুলিপি বিভিন্ন স্থান ও গ্রন্থাগারে পাওয়া যায়।[১০৯] এ গ্রন্থের অতুলনীয় মর্যাদার প্রেক্ষিতে হাদীস শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এর শিক্ষাদান, সংক্ষিপ্ত করণ, ভাষ্যগ্রন্থ রচনা এবং এর রাবীগণের পর্যালোচনায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। যে সকল প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মা'আনিল আসার-এর শারহ্ লিখেন তাঁদের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. হাফিয আবূ মুহাম্মদ আলী ইব্ন যাকারিয়্যা ইবন মাসঊদ আল-আনসারী আল-মানবাজী (র.) (মৃঃ ৬৯৮/১২৯৮)।[১১০]

---

১০৯. বার্লিন, ১২৬৩ (৭ম খঃ, পৃঃ ২৬৬, হিঃ ৯০০); ১২৬৪ (৪র্থ খঃ, পৃঃ ৩৭৫ হিঃ ১০০০); ১২৬৫ (৪র্থ খঃ, পৃঃ ২১৫, হিঃ ৮১৭); ফাতিকান ফিদা, ৫২৭ (১ম খঃ, পৃঃ ৭-৫, হিঃ ৮ম শতাব্দী); ইয়ানী, ৫৭১ (পৃঃ আলিফ-বা-২০০, হিঃ ১২শ শতাব্দী; মুরাদ মুল্লা, ৫৩৫-৫৩৬ (১ম ও ২য় খঃ, পৃঃ ২৮২ ও ২৬৩, হিঃ ৬৯৮) বিংগীপুর, ৫/২/১৯-২৩, ক্র ৩০৫-৩০৭ (১-৩ খঃ পৃঃ ২৯৯, পৃঃ ৩২১, পৃঃ ১৭৭, হিঃ ৬৮৪); পাটনা, ১ম খঃ, পৃঃ ৫৪, ৫৪২/৪; নুলাঃ ১/১৫৩, সরাই আহ্মাদ আস-সালিস, ৫৯৩ (১ম, ২য় খঃ, হিঃ ৮৪৮) ৫৯৫ (১ম, ৩য় খঃ, হিঃ ৮৭১); আতিফ, ৬৩২ (পৃঃ ৩১০, হিঃ ১১৩৯); কুবরীলী, ২৯৭ (১ম খঃ পৃঃ ২৩০, হিঃ প্রায়া ৮০০), ৩৪২ (২য় খঃ, পৃঃ ১৮০, হিঃ ৭৩১); ফায়যুল্লাহ্, ৪৬৬ (১ম খঃ, পৃঃ ১৯২, হিঃ শতাব্দী); ৮১৫ (২য় খঃ, পৃঃ ২৫৩, হিঃ ১০ম শতাব্দী); ৮১৬ (৩য় খঃ, পৃঃ ২২৭, হিঃ ৭৩৪); জারুল্লাহ্, ৭৩৬-৭২৮ (১-৩ খঃ, পৃঃ ২৭৯, পৃঃ ২৬৩, পৃঃ ১৫৩, হিঃ ৭৩০); ৭৩৯ (১ম খঃ, পৃঃ ২২৭, হিঃ ৭৩৩ (৭৪০, ২য় খঃ, পৃঃ ৩৪৫, ৯ম হিঃ শতাব্দী); নূর উসমানিয়া, ১১১৩ (১ম খঃ, পৃঃ ২৮৮, হিঃ ৮৩১), ১১১৪ (২য় খঃ, পৃঃ ৩২৬, হিঃ ৯৩৭); আয়া সুফিয়াহ, ১২০২ (২য় খঃ, ২৬২, হিঃ ৬৬৭); মাহমূদ পাশা, ১১১ (১ম খঃ, পৃঃ ২৪৫, হিঃ ৮২৫); ১১২ (২য় খঃ, ২৪৩, হিঃ ৮২৫); আদারনাহ সালীমিয়াহ, ৮২৩, হিঃ ৮৯৭); কায়রো, ১/১৪৯ (এখানে কিছু কিছু কপি পাওয়া যায়)।

ফুওয়াদ সিজগীন ঃ তারীখুত্ তুরাসিল আরাবী, ১ম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯২-৯৩।

১১০. যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আল-মানবাজী রচিত এ শারহ্ গ্রন্থের একটি অংশ আস্তানাঃ-এর আয়া সুফিয়াহ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

আল-মানবাজী ঃ আল-লুবাব ফী জামি' বায়নিস্ সুন্নাহ্ ওয়াল কিতাব' গ্রন্থের সংকলক।

যাহিদ কাওসারী ঃ আল হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানীল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫।

www.pathagar.com

২. আল্লামা আইনী আল-হানাফী (র.) (মৃতঃ ৭৬২/১৩৬১-৮৫৫/১৪৫১)।[১১১] তিনি মা'আনিল আসার-এর দু'টি[১১২] ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন।
(ক) নুখাবুল আফ্কার।[১১৩] (খ) মাবানিল আখ্বার।[১১৪]

---

১১১. তাঁর পুরো নাম আবূ মুহাম্মদ মাহমুদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মূসা বদরুদ্দীন আইনী (র.)। তাঁর পিতা আহ্মাদ (৭২৫/১৩২৫-৭৮৪/১৩৮২) হলপ্পোর অধিবাসী ছিলেন। এরপর তিনি আইন-তাব্ নামক শহরে স্থানান্তরিত হন এবং তথাকার কাযী পদে নিয়োজিত হন। এ শহরেই বদ্দরুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর শহরের অন্যান্য আলিমগণের নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের পর হলপ্পো, সিরিয়া, বায়তুল মুকাদ্দাস প্রভৃতি শহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট শায়খের নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকগণের মধ্যে রয়েছেন, হাফিয যায়নুদ্দীন আবদুর রহীম আল-ইরাকী, হাফিয সিরাজুদ্দীন বালকীনী, তাকিয়ুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ প্রমুখ। তিনি হাদীস, ফিকহ্, তারীখ প্রভৃতি শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, উমদাতুল ক্বারী, আল-বিনায়া ফী শারহিল হিদায়াহ, রামযুল হাকাইক ফী শারহি কানযিদ্ দাকাইক, আল-ওয়াসীত ফী মুখ্তাসারিল মুহীত প্রভৃতি।

তারজুমাতুল আইনী ঃ মুকাদ্দিমাতু উমদাতিল-ক্বারী, (দারুল ফিক্র), পৃঃ ২-১০।

১১২. তারজুমাতুল আইনী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানিল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫; মাওলানা সাঈদ আহ্মাদ পালনপূরী ঃ হায়াতে ইমাম তাহাভী, (মক্তবা হিজায, দেওবন্দ, ইউ,পি, ১৪০১), পৃঃ ৯০-৯১।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মালিকুল মুআয়্যিদ একজন জ্ঞান পিপাসু এবং আলিম ভক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর জামি'আতুল-মুআয়্যিদিয়াহ নামক শিক্ষায়তনে গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থসমূহের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তৎকালীন সুবিখ্যাত আলিমগণকে নিয়োগ করেন। 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থ অধ্যাপনার দায়িত্ব ছিল সে কালের প্রথিতযশা মুহাদ্দিস হাফিয বদরুদ্দীন আইনী (র.)-এর উপর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আল-মুআয়্যিদিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের অধ্যাপনা করেন। এ সময় তিনি তাঁর এ সুবিস্তৃত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

১১৩. এর পুরোনাম, 'নুখাবুল আফ্কার ফী তানকীহি মাবানিল-আখ্বার ফী শারহি মা'আনিল আসার'। আল্লামা আইনী (র.) তাঁর এ গ্রন্থে হাদীসের ব্যাখ্যার সাথে সাথে রাবীগণের জীবনী সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। যাহিদ কাওসারীর ভাষ্যানুসারে এ কিতাবটি গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা আট খণ্ডে মিসরের দারুল-কুতুব-এ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কান্দলুভী (র.) বলেন যে, তিনি এ গ্রন্থের নবম খণ্ড হায়দারাবাদ-এ দেখেছেন। এ খণ্ডে মূল কিতাবের باب أكل لحم الفرس (ঘোড়ার গোস্ত খাওয়ার অনুচ্ছেদ) পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর মতে এর পরে কিতাবের আরও বেশ অংশ অবশিষ্ট রয়েছে, যার ব্যাখ্যায় আরও তিন থেকে পাঁচ খণ্ড লেগে যাবে।

এ গ্রন্থটি মিসরের দারুল-কুতুব থেকে ফটো করে হিজরী ১৪৭৬ সালের ৪র্থ রজব তারিখে সাহারাণপুরের মাযাহিরুল উলূম মাদ্রাসার গ্রন্থাগারে আনা হয়েছে। এর ক্রমিক

www.pathagar.com

৩. মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ (র.) [১১৫] (১৩২৫/১৯৯-১৩৮৪/১৯৬৪)।

তাঁর রচিত শারহ্ গ্রন্থের নাম 'আমানিল আহবার'[১১৬] এর ভূমিকা বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা বিস্তৃত। একে তিনি ষোলটি ভাগে বিভক্ত করে ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনী এবং তাঁর 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন।

তাঁর শারহ্ গ্রন্থখানা চার খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে باب الماء يقع فيه النجاسة (এমন পানি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ যাতে নাপাক বস্তু পতিত হয়েছে) থেকে শুরু করে باب مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا (লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে তাতে ওযূ করা ওয়াজিব, না ওয়াজিব নয় - এ সম্পর্কিত

নম্বর ইল্ম-ই-হাদীস, ২৭৮১৪। ১ম খণ্ডে ২৪৩ পৃষ্ঠা, ২য় খণ্ডে ২৩২ পৃষ্ঠা, ৩য় খণ্ডে ২২৮ পৃষ্ঠা, ৪র্থ খণ্ডে, ২২৭ পৃষ্ঠা, ৫ম খণ্ডে, ২৩৬ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ খণ্ডে ২১৯ পৃষ্ঠা, ৭ম খণ্ডে ২৩৮ পৃষ্ঠা, এবং ৮ম খণ্ডে ২৪২ পৃষ্ঠা রয়েছে। এ গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ আহ্মাদ আস-সালিম গ্রন্থাগারে এবং আস্তানা-এর উমুজাহ হুসায়ন পাশা গ্রন্থাগারেও সংরক্ষিত আছে।

যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫; ব্রোক্যালম্যান ঃ তারীখুল আদব, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৬৩।

১১৪. আল্লামা আইনী (র.) রচিত এ গ্রন্থটিতে মা'আনিল আসার-এর রাবীগণ সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। স্বয়ং গ্রন্থাকারের হাতে লেখা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত পাণ্ডলিপি মিসরের দারুল কুতুব-এ সংরক্ষিত আছে।

যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২-৩৩, মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫।

১১৫. তাঁর সংক্ষিপ্ত বংশ তালিকা এই ঃ মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন শায়খ মুহাম্মদ ইলইয়াস ইব্ন মুহাম্মদ ইসমাঈল ইব্ন গোলাম হুসায়ন ইব্ন হাকীম করীম বখ্শ ইব্ন হাকীম গোলাম মুহ্য়িদ্দীন ইবন মুহাম্মদ ফয়য ইব্ন মুহাম্মদ শরীফ ইব্ন মুহাম্মদ আশরাফ। তিনি সাত বছর বয়সে নিজামুদ্দীন-এ পবিত্র কুরআন হিফয করা শুরু করেন এবং এগার বছর বয়সে কাশিফুল উলূম মাদ্রাসায় পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি অধিকাংশ আরবী গ্রন্থ তাঁর পিতার নিকট থেকেই অধ্যয়ন করেন। তাঁর পিতা যখন ১৩৫১ হিজরী সালে হজ্জে গমন করেন তখন তিনি সাহারাণপূরের মুজাহিরুল উলূম মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং হিদায়াহ ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী সেখানে পাঠ করেন। তাঁর পিতা হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করার করার পর তিনি কাশিফিল উলূম মাদ্রাসায় পিতার নিকট মিশ্কাত, জালালাইন ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠ করেন। এরপর তিনি মুজাহিরুল মাদ্রাসায় তৎকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে সিহাহ্ সিত্তাহ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ঃ

আমানিল আহ্রাব ফী শারহি শারহি মা'আনিল আসার; হায়াতুস সাহাবাহ ইত্যাদি।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানিল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৭।

১১৬. এতে রাবীগণের জীবনী, হাদীসের কঠিন কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ, ইমামগণের মতামত ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ) পর্যন্ত স্থান লাভ করেছে।[১১৭]

দ্বিতীয় খণ্ডে باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر (মোজার ওপর মাসহ্ করা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, মুকীম এবং মুসাফির ব্যক্তির জন্য এর সময়সীমা কত?) থেকে باب صلواة العصر هل يعجل او تؤخر (সালাতুল আসর সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ, তা কি জল্‌দী - সময় হওয়ার সাথে সাথেই পড়তে হবে না বিলম্বে?) পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১১৮]

তৃতীয় খণ্ডে باب رفع اليدين فى افتتاح الصلواة إلى اين يبلغ بهما (নামাযের শুরুতে দুই হাত কোন পর্যন্ত উঠাতে হবে এ সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ) থেকে باب الإمام يقول سمع الله لمن حمده (ইমাম سمع الله لمن حمد لا বলা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ) পর্যন্ত স্থান পেয়েছে।[১১৯]

চতুর্থ খণ্ডে باب القنوت فى صلواة الفجر و غيرها (ফজর এবং অন্যান্য নামাযে কুনূত পড়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ) থেকে باب الوتر (বিত্‌র নামায সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ) পর্যন্ত স্থান লাভ করেছে।[১২০]

৪. মাওলানা আশিক ইলাহী (র.)।

তাঁর রচিত শারহ্ গ্রন্থের নাম, 'মাজানিল আসার মিন শারহি মা'আনিল-আসার'।[১২১] অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের ন্যায় শারহু মা'আনিল আসার গ্রন্থেরও হাশিয়াহ বা পাদটীকা রচিত এবং তা মূল গ্রন্থের সাথে মুদ্রিত হয়। যেমন ঃ

---

১১৭. এ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৭৬।

১১৮. এ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪২।

১১৯. এ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০০।

১২০. এ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯১।

১২১. মাওলানা সাঈদ আহ্‌মাদ পালনপূরী-এর বর্ণনানুসারে এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ছাপা হয়েছে। তবে গ্রন্থটি তাঁর হস্তগত হয় নি।

সাঈদ আহ্‌মাদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, ১ম সং, (মাক্‌তাবা হিজায দেওবন্দ, ইউ,পি, ভারত হিঃ ১৪০১), পৃঃ ৯৩।

১২২. তিনি ভারতের অন্তর্গত সুরত নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি বালাকালেই কানপূর আসেন। তিনি মৌলভী লুতফুল্লাহ্-এর নিকট থেকে অধিকাংশ কিতাব অধ্যয়ন করেন। তারপর তিনি সাহারাণপূর এসে মাওলানা আহ্‌মাদ আলী সাহারাণপূরীর (র.) নিকট হাদীসের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। তিনি সুনানুন নাসাঈ এবং মা'আনিল আসার-এর হাশিয়া লেখেন।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৩-৯৪।

১২৩. দিল্লীর আসিফিয়্যাহ মাক্‌তাবা থেকে ১৩৪৮ হিজরী সালে মরহুম আসগর আলী ইব্‌ন খান-এর বদান্যতায় মা'আনিল আসার-এর সাথে আহ্‌মাদ সুরতী-এর হাশীয়া মুদ্রিত হয়। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এর মুকাদ্দিমায় আহ্‌মাদ সুরতী কর্তৃক লিখিত ইমাম তাহাভী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীও ছাপা হয়।

www.pathagar.com

১. মৌলভী ওয়াসী আহ্মাদ সুরতী (র.)[১২২]-এর হাশীয়া।[১২৩]

২. হাকীম মুহাম্মদ আইউব (র.) (জন্ম হিঃ ১৩৪৮)-এর হাশীয়া।[১২৪]

কোন কোন হাদীস বিশারদ মা'আনিল আসার-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন। যেমন ঃ

১. ইব্ন আবদিল-বার (র.) (৩৬৮/৯৭৮-৪৬৩/১০৭১)।[১২৫]

২. হাফিয জামালুদ্দীন যাইলায়ী (র.) (মৃঃ ৭৬২/১৩৬০)।[১২৬]

৩. তালখীসুত্ তাহাভী।[১২৭]

অন্য মাযহাবের ইমাম ও আলিমগণের নিকট 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থ থেকে কোন হাদীস দলীল হিসেবে উপস্থাপন করা হলে তাঁরা সিহাহ্ সিত্তাহ্ থেকে হাদীস পেশ করার জন্য বলে থাকেন। অথচ মা'আনিল আসার-এর অধিকাংশ হাদীসই বুখারী,

---

১২৪. মুহাদ্দিস হাকীম সায়্যিদ মুহাম্মদ আইউব ইব্ন হাকীম মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহারাণপূর-এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি পেশায় হাকীম ছিলেন। কিন্তু তাঁর নেশা ছিল নবী করীম (সা.)-এর হাদীসের খিদমত করা। তিনি আজীবন শারহু মা'আনিল আসার-এর খিদমতে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাশিয়াহ সহ 'শারহু মা'আনিল আসার'-এর প্রথম খণ্ড হিঃ ১৪০৬ সালে পাকিস্তানের মুলতান শহরে মাক্তাবা এমদাদিয়া থেকে মুদ্রিত হয়। এতে হাদীসের সংখ্যা ৩৭২০টি এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬৬। পাদটীকায় মুহাদ্দিস আইউব প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। তবে কোন কোন স্থানে তিনি প্রয়োজনবশত বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। যেমন তিনি ইব্রাহীম ইব্ন আবূ দাউদ এবং সুলায়মান ইব্ন দাউদ আল-আসাদী সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর এ হাশিয়া-এ মা'আনিল আসার-এর হাদীসসমূহের তাখরীজও (অপর কোন কোন গ্রন্থে এ হাদীসটি রয়েছে) করেছেন।

১২৫. তাঁর পুরোনাম ঃ হাফিযুল মাগরিব আবূ উমর ইউসুফ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল বার কুরতুবী মালিকী। তিনি সাধারণভাবে তাঁর সকল গ্রন্থে এবং বিশেষভাবে তাঁর 'আত্ তামহীদ লিমা ফিল মু'আত্তা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ' গ্রন্থে তাহাভী (র.) মা'আনিল আসার গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী ফী সীরাতিল ইমাম আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩।

১২৬. তাঁর পুরোনাম ঃ আল্লামা জামালুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ যাইলায়ী। তিনি 'নাসবুর রায়াহ'-এর সংকলক। তাঁর সংকলিত 'মা'আনিল আসার'-এর সংক্ষিপ্ত সংকলনটি মাকতাবাহ রুওয়াকুল-আতরাক এবং আস্তানাহ-এর কুবরীলী লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৩।

১২৭. এই সংক্ষিপ্ত সংকলনটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত মা'আনিল আসার-এর পাদটীকায় স্থান পেয়েছে। প্রথম খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংকলন মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন মাওলানা হুসায়ন আলী। এটি মূল গ্রন্থের হাশিয়ায় মুদ্রিত হয়।

সাঈদ আহ্মাদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৫।

www.pathagar.com

মুসলিম এবং অন্যান্য হাফিযগণের হাদীসগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে 'মা'আনিল আসার'-এর হাদীসসমূহের তাখরীজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ কর্তৃক প্রণীত 'আমানিল আহ্‌বার ফী হাল্লি শারহি মা'আনিল আসার' এবং হাকীম মুহাম্মদ আইউব (র.)-এর পাদটীকায় এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে রচিত গ্রন্থের আলোচনা করা হলো ঃ

১. আল-হাভী ফী তাখরীজি আহাদীসি মা'আনিল আসার লিত্ তাহাভী।

এ গ্রন্থটি প্রথিতযশা মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ আবূ মুহাম্মদ আবদুল কাদির ইব্ন মুহাম্মদ কুরাশী আল-হানাফী (র.)[১২৮] (৬৯৬/১২৯৭-৭৭৫/১৩৭৩) (র.) কর্তৃক সংকলিত। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের সংকলনের কারণ সম্পর্কে বলেন ঃ

একবার জনৈক আমীর আল্লামা মারদীনী[১২৯] (৬৮৩/১২৮৪-৭৫০/১৩৪৯) (র.)-এর নিকট অভিযোগ করে বলেন যে, ভিন্ন মাযহাবের আলিমগণের নিকট 'মা'আনিল-আসার' গ্রন্থ থেকে কোন দলীল পেশ করা হলে তাঁরা সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি

---

১২৮. তিনি 'আল-জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ' গ্রন্থের সংকলক। এ গ্রন্থে তিনি আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে হানাফী মাযহাবের ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের জীবনী এবং তাঁদের অবদানের আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের ভূমিকা তিনটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম অনুচ্ছেদে আল্লাহ্ তা'আলা-এর আসমাউল হুসনা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নবী করীম (সা.)-এর নামসমূহ এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রশংসা সম্পর্কে আলোচনা করেন। হাজী খলীফার মতে এটি আল-কুরাশী রচিত প্রথম গ্রন্থ হওয়ায় এতে কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা ইমাম ইব্‌রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-হালাবী (মৃঃ ৯৫৬/১৪৪৯) এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন।

হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪১১।

১২৯. তাঁর পুরোনাম ঃ আলাউদ্দীন আলী ইব্ন উসমান ইব্ন ইব্‌রাহীম ইব্ন মুস্‌তাফা ইব্ন সুলায়মান আল-মারদীনী আল-মিস্‌রী। তিনি 'হুবনুত-তুরকমানী' নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং কাযীল-কুযাত ছিলেন। তাঁর প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

(ক) বাহজাতুল-আরীব মিম্মা ফী কিতাবিল্লাহিল আযীয মিনাল-গারীব,

(খ) আল-জাওহারুল-ফারদ ফিল-মুনাজারিত বায়নান নারজাস ওয়াল-ওয়ারদ,

(গ) আল্ জাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বায়হাকী,

(ঘ) শারহুল হিদায়া লিল মুরগীনানী (অসমাপ্ত)

(ঙ) মুনতাখাব ফিল-হাদীস,

(চ) আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরুকূন মিন আসহাবিল হাদীস ইত্যাদি।

ইসমাঈল পাশা ঃ হাদয়াতুল-আরিফীন মিন কাশ্‌ফিয-যুনূন (দারুল ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২), পৃঃ ৭২০।

www.pathagar.com

জ্ঞাপন করেন।

তখন কাযী মারদীনী বলেন, 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থের অধিকাংশে হাদীস সিহাহ্ সিত্তাহর অন্তর্গত। উক্ত আমীর তখন মারদীনী (র.)-কে তাহাভী শরীফের হাদীস সমূহকে তাখরীজ করার জন্য অনুরোধ জানান। কাযী ব্যস্ততার কারণে এ কাজ সম্পাদন করার জন্য হাফিয আল্-কুরাশীর নাম প্রস্তাব করেন। আমীর এ কাজে সহায়তার উদ্দেশ্যে হাফিয কুরাশীকে প্রয়োজনীয় বহু কিতাব সরবরাহ করেন। যেমন হাফিয মিযযী[১৩০] (৬৫৪/১২৫৬-৭৪২/১৩৪১) (র.)-এর 'তুহফাতুল্ আশরাফ বি মা'রিফাতিল আতরাফ', 'তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল' প্রভৃতি গ্রন্থ। মারদীনীও তাঁকে ইমাম তাহাভী (র.)-এর শিক্ষকগণের নাম সম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রদান করেন। হাফিয আল-কুরাশী (র.) ৭৪০/১৩৩৯ সালে এ গ্রন্থ সংকলন করা শুরু করেন। তিনি প্রথমে প্রতিটি হাদীসের সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন এবং এ হাদীস সিহাহ্ সিত্তাহ্ এবং হাফিযগণের সংকলিত কোন কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা উল্লেখ করেন।[১৩১]

হাদীস শাস্ত্রবিদগণ মা'আনিল আসার-এর রিজাল বা বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কেও গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিম্নরূপ ঃ

১. মুগানিল আখইয়ার মিন রিজালি মা'আনিল আসার।

এ গ্রন্থের রচয়িতা আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.)। যাহিদ কাওসারী (র.)-এর মতে এ গ্রন্থখানা দুই খণ্ডে বিভক্ত। মিসরের দারুল-কুতুব-এ এর অসম্পূর্ণ একটি কপি এবং আল-মাযহার-রুওয়াকুল আতরাক-এ এর একটি পূর্ণ কপি সংরক্ষিত আছে। আবূ তুরাব সিন্দী-এর বর্ণনানুসারে এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত।[১৩২]

২. কাশ্ফুল আসতার আন রিজালি মা'আনিল আসার। এ গ্রন্থের অপর নাম হচ্ছে, 'হায়াতুল লিমা ফিত্-তাহাভী মিনার রুওয়াত'।

এ গ্রন্থের সংকলয়িতার নাম আবূ তুরাব শাহ্ রুশদুল্লাহ্ সিন্দী। তিনি মুহররম, ১৩২৩/১৯০৫ সালে মদীনা শরীফের কোন এক গ্রন্থাগারের 'মুগানিল আখইয়ার' গ্রন্থখানা লাভ করেন। তাঁর সময়ের স্বল্পতা হেতু তিনি এ গ্রন্থ থেকে এমন সব রাভীর জীবনী সংক্ষেপে সংকলন করেন। যাঁদের বর্ণনা ইব্ন হাজার (র.)-এর 'তাকরীব' এবং 'তাহযীব' গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এরপর তিনি দেশে ফিরে এসে তাকরীব এবং তাহযীব গ্রন্থদ্বয় থেকে অবশিষ্ট রাবীগণের আলোচনা সংযোজন করে ১৩২৬/১৯০৮ সালে ১১৮

---

১৩০. তাঁর পুরোনাম ঃ ইমাম আবুল হাজ্জাজ জামালুদ্দীন ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান মিয্যী।

১৩১. যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১-৩২; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৫-৫৬।

১৩২. আল্লামা যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩; সাঈদ আহ্মাদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৯।

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা সম্বলিত তাঁর 'কাশফুল আসতার আন রিজালি মা'আনিল আসার' গ্রন্থখানা সংকলন করেন।[১৩৩]

৩. আল-ঈসার বি রিজালি মা'আনিল-আসার।[১৩৪] এ গ্রন্থের সংকলক হচ্ছেন ইব্ন কাতলূবুগা (৮০২/১৪০০-৮৭৯/১৪৭৪) আল-হানাফী (র.)।[১৩৫]

৪. তারাজিমুল-আহবার মিন রিজালি মা'আনিল-আসার।

এ গ্রন্থের রচয়িতা হাকীম সায়্যিদ মুহাম্মদ আইউব। তিনি এই গ্রন্থ মাওলানা খলীল আহ্মাদ সাহারাণপূরী (র.)-এর নির্দেশে এবং শায়খুল-হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়্যা (র.)-এর উৎসাহে হিজরী ১৩৪১ সালে রচনা শুরু করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনার পর হিজরী ১৩৭১ সনে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করেন। এটি চার খন্ডে সমাপ্ত।[১৩৬] এতে তিনি আল্লামা আইনী (র.)-এর 'নুখাবুল আফকার',

---

১৩৩. সাঈদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৯-১০০।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দারুল উলূম দেওবন্দ-এর সাবেক মুফ্তী মাওলানা মুহাম্মদ শফী' (র.) এই গ্রন্থখানা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করিয়ে তাঁর নিজস্ব মাক্তাবা থেকে হিজরী ১৩৪৯ সালে প্রকাশ করেন। বর্তমানে এটি দুর্লভ।
সাঈদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০০।

১৩৪. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬০।

১৩৫. তাঁর পুরোনাম ঃ কাসিম ইব্ন কাতলূবুগা ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মিস্রী যায়নুদ্দীন আবুল-আদল। তিনি হানাফী মাযহাবের একজন বিশিষ্ট ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রণেতা। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ
ক. ইত্তিহাকুল ইহ্ইয়া বিমা ফাতা মিন তাখরীজি আহাদীসিল ইহ্ইয়া,
খ. ইজারাতুল-আকতা'
গ. আল-আজবিবাহ আন ই'তিরাযাতি ইব্ন শায়বাহ আলা আবী হানীফা (র.),
ঘ. আস আলাতুল-হাকিম লিদ-দারা-কুত্নী,
ঙ. বুগয়াতুর-রাশিদ ফী তাখরীজি আহাদীসি শারাহিল আকাইদিন-নাসাফিয়্যাহ,
চ. তারসী'উল-জাওহারিন-নাকী ফী তালখীসি সুনানিল বায়হাকী। ইত্যাদি।
ইসমাঈল পাশা ঃ হাদয়াতুল-আরিফীন মিন কাশফিয যুনূন, ৫ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৩০-৮৩১।

১৩৬. এ গ্রন্থের রাভীগণের বর্ণনা আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে সজ্জিত করা হয়েছে। দেওবন্দ-এর রাহাত প্রেস থেকে সাহারাণপূরের খলীলিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশকালের সন-তারিখের কোন উল্লেখ নেই।
প্রথম খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৪৮৮,
দ্বিতীয় খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৬৩৫,
তৃতীয় খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৪৯৬,
চতুর্থ খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৬৭৭।

www.pathagar.com

হাফিয ইব্ন হাজার (র.)-এর 'তাকরীবুত্ তাহযীব' ও 'তাহযীবুত তাহযীব', সিন্দী-এর 'কাশফুল আসতার' এবং অন্যান্য রিজাল বিশেষজ্ঞগণের গ্রন্থমালা থেকে রাবীগণের জীবনী এবং তাঁদের সম্পর্কে সমালোচকগণের উক্তির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থে তাঁদের থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যারও উল্লেখ করেছেন।[১৩৭]

৫. আল-মিরআত লিমান ফী মা'আনিল-আসার মিনার-রুওয়াত। এটি একটি পুস্তিকা। এর সংকলকও হচ্ছেন হাকীম মুহাম্মদ আইউব। মূলত এ পুস্তিকাটি তিনি 'তারাজিমুল আহ্বার'-এর ভূমিকা হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু এখনও তা মুদ্রিত হয় নি।[১৩৮] অপরাপর হাদীস গ্রন্থের মত 'মা'আনিল-আসার'-এর আতরাফও[১৩৯] রচনা করা

---

১৩৭. হাকীম মুহাম্মদ আইউব ঃ মুকাদ্দিমাতু তারাজিমুল আহ্বার, ১ম খঃ, (মাক্তাবা খলীলিয়াহ্, সাহারাণপূর, ইউ,পি, হিন্দুস্তান), পৃঃ আলিফ থেকে জীম পর্যন্ত।

১৩৮. আমি এ পুস্তিকাটি তাঁর সাহারাণপূরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে দেখতে পেয়েছি। এটি তাঁর সুযোগ্য পুত্র সাহারাণপূর মাদ্রাসার হেড মাওলানা জনাব মুহাম্মদ আকিল-এর নিকট সংরক্ষিত আছে। এ কিতাবের একটি অধ্যায়ে সিহাহ্ সিত্তাহর মধ্যে যে দুর্বল রাবী থেকে হাদীস বর্ণিত আছে তাঁদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। এ ধরনের রাবীর সংখ্যা পায় চারশ'। এ পুস্তিকায় 'শারহু মা'আনিল আসার'-এর রাবীগণের মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রের সমালোচকগণ সমালোচনা করেছেন তাঁদের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। এরূপ রাবীর সংখ্যা একচল্লিশ জন। আর একটি অধ্যায়ে মা'আনিল আসার-এর এমন সতের জন রাবীর তালিকা প্রদান করা হয়েছে, যাঁদের সম্পর্ক সমালোচকগণ মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছে। এ কিতাবের অপর একটি অধ্যায়ে মা'আনিল আসার-এ উল্লেখিত ইমাম তাহাভী (র.)-এর এমন সাত জন শিক্ষকের নাম বর্ণিত আছে যাঁদের যাঈফ (দুর্বল) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (গ্রন্থকার)

১৩৯. আতরাফ এমন একটি হাদীস গ্রন্থ যাতে হাদীসের একটি বিশেষ অংশের উল্লেখ থাকে। আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস সুন্নাহ্, ২য় সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৮।

১৪০. কাযীউল-কুয়াত আহ্মাদ ইব্ন আলী মুহাম্মদ আবুল ফাযল ইব্ন হাজার আল-কিনানী আল-আস্কালানী। হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, বিশেষজ্ঞ এবং সমালোচক ছিলেন। তিনি হিজায, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশের মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। হাফিয যায়নুদ্দীন আল-ইরাকী (মৃঃ ৮০৬/১৪০৩) ছিলেন তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষক। ইবনুল মুলকিকন (মৃঃ ৮০৪/১৪১১ প্রমুখ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ-এর নিকট থেকে তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। তিনি সুদীর্ঘ একুশ বছর যাবৎ মিসরের কার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড়শ'। সহীহ্ বুখারীর শারহ গ্রন্থ 'ফাতহুল বারী' তাঁর অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠ অবদান।

আবদুল আযীয খাওলী ঃ মিফতাহুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৩-৪৪, ডক্টর আফতাব আহ্মাদ রহমানী ঃ Hafiz Ibn Hajar al-Asqualani and his contibution to Hadith Literature, Rajshahi University, 1967).

www.pathagar.com

হয়। হাদীস বিশারদ ইব্ন হাজার আসকালানী[১৪০] (৭৭৩/১৩৭২-৮৫২/১৪৪৯) (র.) 'ইত্তিহাফুল মাহারাহ বি আতরাফিল আশরাহ' নামে একটি আতরাফ গ্রন্থ রচনা করেন। এতে 'মা'আনিল আসার'-এর হাদীসের আতরাফও স্থান লাভ করেছে।[১৪১] 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থকে উর্দূ ভাষায় অনুবাদ করা হয়। চার খণ্ডে সমাপ্ত এ অনুবাদ গ্রন্থখানা শায়খ ইলাহী বখ্শ লাহোরী কর্তৃক ১৯১৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[১৪২]

হাদীস শাস্ত্রের কয়েকজন[১৪৩] বিশেষজ্ঞ আলিম সম্মিলিতভাবে 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থের কিছু কিছু দুর্বোধ্য স্থানের ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি উর্দূ পুস্তিকা রচনা করেন। এ পুস্তিকার নাম 'আল-হাভী আলা মুশকিলাতিত-তাহাভী'।[১৪৪] এ প্রসঙ্গে মিসবাহুত তাহাভী আল-মারূফ বি তাকবীর-ই তাহাভী শরীফ' নামে আর একটি উর্দূ পুস্তিকা-এর নাম উল্লেখ করা যায়।[১৪৫]

ভারতে মুদ্রিত 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থে কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। মুহাদ্দিস হাকীম মুহাম্মদ আইউব (র.)-এ সকল ভুল সংশোধন করে দুই খণ্ডে একটি গ্রন্থ

---

১৪১. এ গ্রন্থের একটি কপি হায়দারাবাদের আসিফিয়া গ্রন্থাগারে এবং অপর একটি কপি বীরজান্দ এবং পাকিস্তানের হায়দারাবাদ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।
মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫।

১৪২. সাঈদ আহ্মাদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০২-১০৩।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ উর্দূ অনুবাদের অনুবাদকের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৪৩. তাঁরা হচ্ছেন ঃ
ক. শায়খুল হাদীস মওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়্যা (র.)
খ. মাওলানা আবদুর রহমান কামিলপূরী (র.)
গ. মাওলানা আবদুল লতীফ (র.)
ঘ. মুফ্তী সাঈদ আহ্মাদ পালনপূরী (র.) এবং
ঙ. মাওলানা আস'আদুল্লাহ্ (র.)।

১৪৪. এ গ্রন্থটি সংকলন ও বিন্যাস করেন রাওয়ালপিণ্ডির জামি'আ ইসলামিয়া-এর মুহ্তামিম ক্বারী সাঈদুর রহমান। এটি পাকিস্তানের পেশাওয়ার থেকে হিঃ ১৩৯৬ সালে প্রথম প্রকাশ লাভ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৯। এতে সর্বমোট ৯৮টি ইশকাল রয়েছে। মাওলানা আবদুর রহমান-এর পক্ষ থেকে প্রথমে ইশকাল উত্থাপন করা হয়। প্রথমে এর জবাব দান করেন শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়্যা (র.), দ্বিতীয় জবাব প্রদান করেন মওলানা আস'আদুল্লাহ (র.) এবং তৃতীয় জবাব দেন ক্বারী মুফ্তী সাঈদ আহ্মাদ (র.)।

১৪৫. এই পুস্তিকাটি মাওলানা মুহাম্মদ আস'আদুল্লাহ্ (র.)-এর বক্তব্য। তিনি সাহারাণপূর-এর মাদ্রাসা আরাবিয়্যা মাযাহির উলূম-এর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এর শুরুতে ইমাম তাহাভী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং উসূল-ই-হাদীসের কিছু আলোচনা রয়েছে। এটি দেওবন্দ-এর মাহবুব প্রেস থেকে সাহারাণপূর-এর মাক্তাবা আস'আদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

সংকলন করেন। তিনি এ গ্রন্থের নামকরণ করেন, 'তাসহীহুল আগলাতিল কিতাবিয়্যা আল্ ওয়াকি'আ ফিন-নুসাখিত্ তাহাভিয়্যাহ্'[১৪৬] ভারতবর্ষে মা'আনিল আসার গ্রন্থখানা কয়েকবার মুদ্রিত হয়। নিম্নে এর একটি বর্ণনা প্রদান করা হলো ঃ

(ক) সর্বপ্রথম হিজরী ১৩০০ সালে জনাব কাযী বিন ইয়ামীন কর্তৃক লক্ষ্ণৌ-এর মুস্তাফাঈ প্রেস থেকে মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ খাঁন-এর তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়।[১৪৭] এই সংস্করণ তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য।

(খ) দ্বিতীয় সংস্করণ লাহোর থেকে ইলাহী কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

(গ) তৃতীয় সংস্করণ হিজরী ১৩৪৮ সালে দিল্লীর রাহীমিয়াহ কুতুবখানা প্রকাশ করেন।[১৪৮]

(ঘ) এরপর কলকাতা থেকে পুনরায় ছাপা হয়।

(ঙ) এরপর আবার দেওবন্দ থেকে এটি মুদ্রিত হয়।

(চ) হিজরী ১৩৮৬ সনে মিসর থেকে এ গ্রন্থটি চার খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তবে হিন্দুস্তানে মুদ্রিত গ্রন্থে যে সব ভুল-ভ্রান্তি ছিল এতে সে সব ভুল থেকেই যায়।

(ছ) পাকিস্তানের সাঈদ কোম্পানী কর্তৃক ১৩৯০/১৯৭০ সালে করাচী থেকে এ গ্রন্থটি আবার মুদ্রিত হয়।

প্রাচ্যের আলিমগণ 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থখানা হাফিয আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন্

---

১৪৬. মুহাদ্দিস হাকীম মুহাম্মদ আইউব (র.) মা'আনিল আসার-এর রাবীগণের জীবনী রচনার সময় এতে যে সকল ভুল ভ্রান্তি দেখতে পান তা দুই খণ্ডে সংকলন করেন। এর প্রথম খণ্ডটি ১৩৬৯ হিজরী সনে দিল্লীর নু'মানী প্রেস থেকে সাহারাণপূর-এর মাক্তাবা ইয়াহ্ইয়াবিয়্যা-এর নাযিম মৌলভী হাফিয নামীরুদ্দীন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এতে তাহাভী শরীফের প্রথম খণ্ডে মুদ্রণ জনিত যে সকল ভুল পাওয়া গিয়েছে তার সংশোধন-এর উল্লেখ করা হয়। আর দ্বিতীয় খণ্ডটি দিল্লীর জামাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে হিঃ ১৩৯৩ সালে সাহারাণপূরের মাক্তাবা ইশাআতুল-উলূম-এর নাজিম হাফিয ইলইয়াস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতে মা'আনিল আসার-এর দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণ জনিত ভ্রান্তি সমূহের বর্ণনা এবং এর সংশোধনীর উল্লেখ রয়েছে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৮৮।

১৪৭. মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.), মাওলানা আবদুল কাদির বাদায়ূনী (র.), মাওলানা নযীর হোসাইন দিহলুভী (র.)-এর নিকট সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মাওলানা ওয়াসী আহ্মাদ সূরভী (র.) এবং মাওলানা আবদুল আলী মাদ্রাসী (র.)-এর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়।

সাঈদ আহ্মাদ পালনপূরী ঃ হায়াত-ই-ইমাম তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৩-১০৪।

১৪৮. এ সংস্করণের সময় ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করেন মাওলানা মুফ্তী কিফায়াতুল্লাহ্ (র.), হযরত মাওলানা আবদুল গনী (র.) এবং মাওলানা সৈয়্যদ আসগর আলী দেহলুভী (র.)। পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪।

www.pathagar.com

ইব্‌রাহীম আল-হাম্বলী (র.) এবং আবুল কাসিম হিশাম ইব্‌ন্ মুহাম্মদ ইব্‌ন্ উমার আত্-তিরমিযী (র.)-এর মাধ্যমে তাহাভী (র.) থেকে বর্ণনা করেন। আর পাশ্চাত্যের আলিমগণ আবুল কাসিম হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মদ আর রাঈনী (র.)-এর মাধ্যমে ইমাম তাহাভী (র.) থেকে এ গ্রন্থটি রিওয়ায়াত করেন।[১৪৯]

২. মুশকিলুল্ আসার

হাদীস শাস্ত্রে এই গ্রন্থখানা ইমাম তাহাভী (র.)-এর এক বিশিষ্ট অবদান। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন শাখা সম্ভবত খুব কমই রয়েছে যার আলোচনা পর্যালোচনা তিনি এতে করেন নি। তাহারাত, সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ, জিহাদ, নিকাহ্, তালাক, বুয়ূ', হুদূদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক হাদীসের অর্থ ও তাৎপর্য তিনি এতে অতি সূক্ষ্মভাবে বিধৃত করেন। এ ছাড়াও তাফসীর, সীরাতুন্-নবী (সা.), কিরা'আত, লুগাহ, ইল্‌মুল কালাম প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। বিরোধপূর্ণ বিষয়ের আলোচনাও এতে স্থান পেয়েছে। বিরোধপূর্ণ এবং সহীহ্ সনদে বর্ণিত এমন অনেক হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি এতে করেছেন যেগুলো অনুধাবন করা অনেকের পক্ষেই কঠিন ছিল। অথচ এগুলোর সঠিক জ্ঞানার্জন উম্মাতের জন্য ছিল অপরিহার্য। এ প্রসংগে তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর উম্মাতকে লক্ষ্য করে যা এরশাদ করেছেন তা উপলব্ধি করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য একান্ত অপরিহার্য। কেননা, তাঁর বাণীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দীন ও শরী'আতের পরিসীমা, প্রয়োজনীয় আদব-আখ্‌লাক এবং যাবতীয় আহ্‌কাম ও নীতিমালা সম্পর্কে অবগত করান। আর এ কথাও জানা অত্যাবশ্যক যে, নবী করীম (সা.)-এর বাণীসমূহের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আর তাঁর পরবর্তী কোন বাণীর অর্থ পূর্ববর্তী বাণীর ভাবের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলে দু'টি অর্থকেই সমবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে জানতে হবে। কারণ, তাদের ধারণা মতে, পরস্পর বিরোধী দু'টি অর্থ সম্পর্কে

---

১৪৯. যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৮।

প্রসংগত উল্লেখ্য, আল্লামা সাখাবী (র.) তাঁর থেকে ইমাম তাহাভী (র.) পর্যন্ত মা'আনিল আসার -এর বিভিন্ন সনদের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। মসজিদ-ই-নববী-এর খতীব মুহাদ্দিস আবদুল কাদির ইব্‌ন খলীল কাদাকযাদাহ এ প্রসংগে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থের নাম ঃ

المطرب المعرب الجامع لأسانيد أهل الشرق و المغرب

এতে তিনি তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী থেকে আল্লামা সাখবী (র.) পর্যন্ত এবং এরপর হাফিয মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুর রহমান আস্ সাখাবী (র.) থেকে ইমাম তাহাভী (র.) পর্যন্ত বিভিন্ন সনদের বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

যাহিদ কাওসারীঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৮-৩৯; মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতুল আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬৫-৬৭।

www.pathagar.com

গভীরভাবে চিন্তা করলে তারা তাদের এ ধারণাকে সঠিক নয় বলে দেখতে পাবে। অবশ্য কেউ যদি এ সত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হয় তবে মনে করতে হবে যে, নিজস্ব জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই সে তা বুঝতে পারে নি, নবী করীম (সা.)-এর বাণীর পরস্পর বিরোধী হওয়ার দরুণ নয়। কেননা, মহান আল্লাহ্, তাঁর নবীর সম্পর্কে যে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তা এর বিপরীত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "এ কুরআন যদি আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারো নিকট থেকে অবতীর্ণ হতো তবে তারা এতে অনেক বিরোধ দেখতে পেতো।"[১৫০] কিতাবের উপক্রমণিকায় কুরআন এবং নবী (সা.)-এর শাশ্বত সুন্নাতের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদিত হয়েছে। নবী করীম (সা.)-কে 'খাতামুল আম্বিয়া' অভিহিত করে পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তাঁর নবীর উপর এমন একটি গ্রন্থ নাযিল করেছেন যা এর পূর্বে তাঁর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশেষ গ্রন্থ। আর ইহা তাঁর প্রতি বরকত স্বরূপ এবং এর পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহকে সত্যপ্রতিপন্নকারী। এরপর তিনি কুরআন থেকে দলীল উপস্থাপন করে নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সুন্নাতের আনুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন ঃ

১. নবীর কণ্ঠস্বর থেকে কোন ঈমানদারের কণ্ঠস্বর উচ্চ করা যাবে না।[১৫১]

২. রাসূলের অগ্রে অগ্রসর হওয়া যাবে না।[১৫২]

৩. আল্লাহ্ তাঁর বাণী ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى আর তিনি মনগড়া কথাও বলেন না; এটাত ওহী যা তাঁর নিকট প্রত্যাদেশ হয়। (আন্-নাজ্ম ঃ ৩-৪)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, নবীর পবিত্র মুখ নিসৃত প্রতিটি বাক্য সঠিক হওয়ার দায়িত্ব তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেছেন।[১৫৩]

৪. আল্লাহ্ তাঁর বাণী ঃ وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا রাসূল

---

১৫০. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ ১ম সং, (হায়দারাবাদ, ১৩৩৩ হিঃ) পৃঃ ৬১।
মূল আরবী ঃ

فالواجب على ذوى اللب ان يعقلوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخاطب به أمته فانه إنما يخاطبهم به ليوقفهم على حدود دينهم و على الاداب التى يستعملونها فيه و على الأحكام التى يحكمون بها فيه ، و ان يعلم انه لا تضاد فيه وان كل معنى فيها يخاطبهم به يخالف الفاظه فيه الا لفاظ التى قد كان خاطبهم فيها قبله من جنس ذلك المعنى ، وا ن طلبوا مافى كل واحد من دينك المعنيين إذا وقع فى قلوبهم ، إن فى ذلك تضادا اوخلافا فانهم يجدونه يخلافه ما ظنوه فيه وإن خفى ذلك على بعضهم فانما هو بتصير علمه عنه – لا لان فيه ماظنه من تضاداو خلاف لان ما تولاه الله بخلاف ذلك ، كما قال الله تعالى : ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا و الله نسال التوفيق

১৫১. সূরা হুজুরাত ঃ ২
১৫২. সূরা হুজুরাত ঃ ১
১৫৩. সূরা আন্-নাজ্ম ঃ ৩-৪

www.pathagar.com

তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর ঃ ৭) দ্বারা তাঁর বান্দাদের হুকুম দিয়েছেন যে, নবীর উপস্থাপিত প্রতিটি বিষয়ের অনুসরণ করা কর্তব্য এবং তাঁর নিষিদ্ধ প্রতিটি বস্তু পরিহার করা অপরিহার্য।[১৫৪]

৫. আল্লাহ্ তাঁর বাণী ঃ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ আর তোমরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না। (সূরা হুজুরাত ঃ ২) দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন যে, ঈমানদারগণ পরস্পরের সাথে যেভাবে কথা বলে ও ব্যবহার করে নবীর সাথে অনুরূপভাবে কথা বলাও ব্যবহার করা যাবে না।[১৫৫]

৬. কোন ব্যক্তি এরূপ করলে আল্লাহ্ তাকে সতর্ক করে বলেছেন, যে তার অজান্তেই তার সকল সৎকাজ বরবাদ হয়ে যাবে।[১৫৬]

৭. যারা নবী করীম (সা.)-এর হুকুমের বিরোধিতা করে আল্লাহ্ পাক তাঁর বাণী ঃ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা সতর্ক হউক যে, বিপর্যয় তাদের ওপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের ওপর কঠিন শাস্তি। (সূরা নূর ঃ ৬৩) দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করেছেন।[১৫৭]

নবী করীম (সা.)-এর হাদীস সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.)-এর উল্লেখিত বর্ণনা বিশেষ গুরুত্ববহ। সহীহ্ সনদে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস মুসলিম উম্মাহ্র পথ নির্দেশক। অভ্রান্ত জ্ঞানের সংকীর্ণতা হেতু কোন কোন হাদীস-এর সঠিক মর্মার্থ উদ্ঘাটনে অসমর্থ ব্যক্তিরা প্রায়শঃই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর গ্রন্থে এ সব ভুলভ্রান্তি নির্মূল করতে চেষ্টা করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাতের সাথে সাথে সাহাবীগণের বর্ণনা ও আমল এবং তাবিঈগণের ফাতাওয়ার প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও অটুট বিশ্বাস ছিল। তিনি এ গ্রন্থে মহানবীর অন্যতম মু'জিযা চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিতকরণ (شق القمر-চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া) এর বিষয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

لا نعلم روى عن أحد من أهل العلم وهم القدوة والحجة الذين لا يخرج عنهم إلا جاهل ولا يرغب عما كانوا عليه إلا جائر[১৫৮]

সাহাবীগণ হচ্ছেন আমাদের পথ প্রদর্শক, অগ্রগণ্য এবং দলীল স্বরূপ। আমরা এমন কোন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা জানি না যিনি সাহাবীগণের বিরোধিতা করেছেন। কেবল মূর্খ

---

১৫৪. সূরা হাশ্র ঃ ৭
১৫৫. সূরা হুজুরাত ঃ ২
১৫৬. সূরা হুজুরাত ঃ ২
১৫৭. সূরা আন্-নূর ঃ ৬৩
১৫৮. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং (দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, হিঃ ১৩৩৩) পৃঃ ৩০৩।

www.pathagar.com

ব্যক্তিই তাঁদের মতের অনুসরণ থেকে বের হতে পারে। আর একমাত্র যালিম ব্যক্তিই তাঁদের অনুসৃত পথ থেকে বিমুখ হতে পারে।

এরপর তিনি এ অনুচ্ছেদেই আবার বলেন ঃ

ونعوذ بالله من خلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذهبهم ، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله ومن استكبر عن كتاب الله و من مذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و تا بعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله تعلى فهمه [১৫৯]

আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবীগণের বিরোধিতা এবং তাঁদের মাযহাব তথা মতামতের অনুসরণ ত্যাগ করা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় কামনা করছি। কেননা এরূপ আচরণ আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি অহংকার করার শামিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের (সা.) সাহাবীগণের মতামত এং তাবি'ঈগণের মাযহাব গ্রহণ থেকে অহংকারবোধ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বোধশক্তি ও বুঝ দান থেকে বঞ্চিত করেছেন। অতএব, সে (জ্ঞান জগৎ থেকে) মুক্ত।

এ প্রসংগে তিনি ইব্ন আবূ ইমরানের সনদে সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যারা সাহাবী এবং তাবিঈদের মতামতকে অহমিকাবশত উপেক্ষা করে চলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাঁর কালামে পাক অনুধাবন থেকে বঞ্চিত রাখেন।[১৬০]

শারহু মা'আনিল আসার-এ যেভাবে হাদীসগুলোকে বিভিন্ন কিতাব ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে এ গ্রন্থে তেমন করা হয় নি। এতে কোন বিষয় নির্ধারণ না করেই অধ্যায়ের একটি শিরোনাম উল্লেখ করে তাতে হাদীস সংযোজন করা হয়েছে। অবিকল ও হুবহু একই অধ্যায়ের বারবার উল্লেখিত হয়েছে।[১৬১]

---

১৫৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৫।

১৬০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৫

১৬১. যেমন رد الشمس -এর হাদীস দ্বিতীয় (পৃঃ ৮-১৪) এবং ৪র্থ (৩৮৮-৩৮৯) খণ্ডে একই শিরোনামে দুই বার বর্ণিত হয়েছে।

যেমন ঃ باب بيان مشكل ماروى من جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى قال له .. ياخير البرية قال : ذلك ابى ابراهيم حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن خليفة حدثنا ابو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الازدى الطحاوى إملاء حدثنا بكارين قتيبة ، حدثنا ابو احمد محمد بن عبد الله الزبير

নবী করীম (সা.)-কে জনৈক সাহাবী বলেছিলেন, হে সৃষ্টির সর্বোত্তম! তার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা বলেছিলেন তার বর্ণনা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ।

আমাদের আবুল কাসিম হিশাম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন কুররাহ ইব্ন খালীফা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের আবূ জা'ফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ আল-আযদী আত্-তাহাভী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের বাক্কার ইব্ন কুতায়বা এং আবূ আহ্মাদ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আয-যুবায়ের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের অধীনে বর্ণিত প্রথম হাদীসের সনদে উল্লেখ আছে।

তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৪৭।

www.pathagar.com

এ অবিন্যস্ততার দু'টি কারণ হতে পারে ঃ

ক. এ কিতাবের বিষয়বস্তুগুলোই এমন যে, এসবকে নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ ও অনুচ্ছেদের আওতাভুক্ত করা যায় না। বিভিন্ন বিধি-বিধানের উদ্ভাবন উদ্দেশ্য হলে ফিকহী বিন্যাস (ترتيب) সাজানো সম্ভব হয়। আর এ গ্রন্থের একমাত্র উদ্দেশ্য তা নয়।

খ. এটি তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ হওয়ায় সম্ভবত একে সাজিয়ে গুছিয়ে, সুবিন্যস্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। পাণ্ডুলিপিতেও অনেক শূন্যস্থান দেখা যায় বেঁচে থাকলে সম্ভবত পরবর্তী সময়ে তিনি এতে আরও সংযোজন করতেন। আর হয়ত এ কারণেই তাঁর শিষ্য আবুল কাসিম হিশাম ইব্ন্ মুহাম্মদ কর্তৃক এতে বেশ কিছু পরিবর্ধন ও পরিমার্জন পরিলক্ষিত হয়।[১৬২] হায়দারাবাদের দাইরাতুল মা'আরিফ থেকে ৪ খণ্ডে মুদ্রিত অসমাপ্ত।[১৬৩] এ গ্রন্থে বেশ কিছু ভুলত্রুটি প্রত্যক্ষ করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বরা যায়, তাহাভী (র.)-এর শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত 'খুত্বাতুল হাজাহ'-এর উল্লেখ করেন। এরপর তিনি এ হাদীসের বিভিন্ন সনদের বর্ণনা করতে থাকেন। হঠাৎ করে সামঞ্জস্যহীনভাবে নিম্ন সনদটির উল্লেখ দেখা যায় ঃ

(وقد روى) عن ابن عباس ممايدخل فى هذا المعنى ايضا ماقد حدثنا محمد بن على بن داؤد و فهد بن سليمان قالا حدثنا محمد بن صلت الكوفى حدثنا يحيى بن ذكريا [১৬৪]

---

১৬২. এ গ্রন্থটি মোট আট খণ্ডে সমাপ্ত। হায়দারাবাদ থেকে এর প্রথম চার খণ্ড প্রকাশিত হয়। চতুর্থ খণ্ড শেষে নিম্নোক্ত উযরে পেশ করা হয় ঃ

قد طبع تم الكتاب. (বাক্যটি قد تم طبع الكتاب হওয়া বাঞ্ছনীয়) **قد ماكان موجودا عند نا و ان لم يتم الكتاب فى الحقيقة كما يدل عليه سياق العبارة ، وقد بذل المجلس جهده فى تكميل الكتاب بمراسلات إلى بلاد شتى و تسويد بياضاته و تصحيح اغلاطه ما أمكن و لكن لم يظفر على نسخة أخرى فبقى هذا النقص لامحالة ، فالمرجومن ناظرى هذا الكتاب ممن و جه نسخة أخرى صحيحة كاملة أن يكمل الكتاب**

আমাদের নিকট এ গ্রন্থের যে পরিমাণ অংশ মওজুদ ছিল তার মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হল। অবশ্য পূর্ণ কিতাবের মুদ্রণ সম্পন্ন হয়নি। ইবারতের পূর্বাপর ধরন থেকে এটাই বুঝা যায়। কিতাবটির পূর্ণতা বিধান, এর শূন্য অংশ পূর্ণ করা এবং ভুল সংশোধনের জন্য এ সংস্থা যথাসাধ্য চেষ্টা সাধনা করেছে। কিন্তু তারা এর অপর কোন কপি লাভে সফল হয়নি। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে এ ত্রুটি থেকেই যায়। অতএব, এ গ্রন্থের পাঠকের প্রতি আশা ও অনুরোধ থাকল তিনি যদি এর অপর কোন বিশুদ্ধ কপি লাভ করেন তবে তিনি যেন এ গ্রন্থটিকে সমাপ্ত করেন।

মুশ্কিলুল আসার, ৪র্থ খঃ, পৃঃ ৩৯০।

১৬৩. পূর্বোক্ত।

১৬৪. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৪।

www.pathagar.com

ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে অনুরূপ অর্থের একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি আমাদের বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইব্ন আলী এবং ফাহাদ ইব্ন সুলায়মান। তাঁরা উভয়ই বলেন, আমাদের মুহাম্মদ ইবনুস সালত আল-কূফী হাদীস বর্ণনা করেছেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এরপর কিছু অংশ খালি। এই শূন্য অংশের পরই সনদ ছাড়াই সাফওয়ান ইব্ন আসাজ (রা.) থেকে 'تسع آيات بينات' (নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন বা মু'জিযা) এর হাদীসটি বর্ণিত আছে। অথচ এ হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার পূর্বে 'بَاب' শব্দ এবং একটি শিরোনাম থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

এছাড়া 'تسع آيات بنيات' (নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন) এর হাদীস বর্ণিত হওয়ার পর পরই তাহাভী থেকে নিম্নেবর্ণিত সমালোচনাটির উদ্ধৃতি দেয়া হয়।

(وإن بكارين قتيبة) قد حدثنا قال حدثنا أبو داؤد صاحب الطيالسة ثنا شعبة ثم ذكر مثل حديث ابى الوليد بالشك الذى فيه [১৬৫]

বাক্কার ইব্ন কুতায়বা আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের আবূ দাউদ ওয়ালিসী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের শু'বা হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি আবুল ওয়ালীদের হাদীসে যে সংশয়টি রয়েছে অনুরূপ সংশয় সহ হাদীস বর্ণনা করেন।

অথচ ইতিপূর্বে আবুল ওয়ালীদ থেকে এ ধরনের কোন হাদীসের উল্লেখ দেখা যায় না।

আমরা উপরে তাহাভী (র.)-এর এ বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করেছি যে, নবী করীম (সা.)-এর হাদীস পরস্পর বিরোধী হতে পারে না। এ বিশ্বাসের আলোকেই তিনি এতে পরস্পর বিপরীত হাদীসের দূর্লভ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু উপমার উল্লেখ করা হলো ঃ

কুরআনের আয়াত ঃ[১৬৬] يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى হে মু'মিনগণ মূসাকে (আ.) যারা ক্লেশ দিয়েছে তোমরা তাদের ন্যায় হইও না। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯) -এর অবতরণের কারণ সম্পর্কে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এমন দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে যা বাহ্য দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী। আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে হযরত মূসা (আ.) ছিলেন খুব লাজুক ব্যক্তি। তিনি কখনও উলংগ হতে পারতেন না। এতে বনী ইসরাঈল তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দেয়।

---

১৬৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫।

১৬৬. সূরা আহযাব, পৃঃ ৬৯।

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। একদা হযরত মূসা (আ.) নির্জনে কাপড় খুলে এবং সেই পরিধেয় বস্তুকে পাথরের উপর রেখে গোসল করতে শুরু করেন। ইত্যবসরে পাথর তাঁর কাপড় নিয়ে পলাতক অবস্থায় বনী ইসরাঈলের একটি প্রকাশ্য মজলিসে গিয়ে উপনীত হয়। হযরত মূসা (আ.)ও স্বীয় লজ্জা নিবারণ কল্পে দ্রুতগতিতে সেখানে উপস্থিত হন। তখন বনী ইসরাঈল তাঁকে একজন সুগঠিত পুরুষ হিসেবে দেখতে পায়। আর এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে তাদের অপবাদ থেকে মুক্ত করেন।

অপর দিকে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একদা মূসা (আ.) এবং হারূন (আ.) একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন। সেখানে হারূন (আ.) ইন্তিকাল করেন। এতে বনূ ইসরাঈল তাঁকে বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বলেন ঃ হে মূসা! তুমিই হারূনকে হত্যা করেছ। তিনি ছিলেন তোমার থেকে কোমল স্বভাবের এবং অধিক লজ্জাশীল। এভাবে উল্লিখিত দু'টি হাদীস বর্ণনা করার পর তাহাভী (র.) বলেন ঃ

অজ্ঞ ব্যক্তিই এই দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখতে পাবে। আল্লাহ্র শপথ! এ দু'টি হাদীসের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা, হতে পারে এ দু'টি হাদীসে উল্লেখিত দু'টি বিষয়েই বনূ ইসরাঈল নবী হযরত মূসা (আ.)-কে যন্ত্রণা দিয়ে থাকবে। এরপর এ দু'টি অপবাদ থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পবিত্র ও নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন।[১৬৭]

অনুরূপভাবে মুনাফিক আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল-এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার 'সালাতুল জানাযা' পড়েছেন কি না এ নিয়ে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.), ইব্ন উমর (রা.) থেকে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।

ইব্ন আব্বাসের হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه ، فقلت : يا رسول الله ! أتصلى على ابن أبى وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعددعليه قوله ، فتبسم رسول الله صلى الله عليه و وسلم و قال تأخر عنى يا عمر ، فلما اكثرت عليه، قال انى خيرت فأخترت ، ولو اعلم أنى لوزدت على السبعين غفرله ، زدت عليها، قال فصلى عليه، [১৬৮]

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দণ্ডায়মান হলেন এবং তার প্রতি অবিচল হলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি ইব্ন উবাই-এর জানাযা পড়বেন? অথচ

---

১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১-১২।

মূল আরবী ঃ

(قال ابو جعفر) وكان من لاعلم عنده ممن وقف على هذين الحديثين يرى أنهما متضادان وحاش لله ، ان يكو نا متضادين ، لا نه قد يجوران يكون بنواسرائل اذت موسى عليه السلام بما ذكر مماكان مما اذته به فى كل و احد من الحديثين حتى برأه الله من ذلك بما برأه به من ذالك مما هو مذكورفى هذين الحديثين

১৬৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২-১৩।

www.pathagar.com

সে অমুক অমুক দিন এই কথা বলেছে। আমি তার মন্তব্যের কথা একে একে তাঁর নিকট পেশ করতে থাকি। তখন এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে উমর! আমার একটু বিলম্ব করতে দাও। যখন আমি তাঁকে আরও অধিকভাবে বলতে থাকি, তখন তিনি বললেন, আমাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর আমি তা গ্রহণ করেছি। আমি যদি জানতাম যে, সত্তরের অধিকবার তার জন্য ক্ষমা চাওয়া হলে তাকে ক্ষমা করা হবে তবে আমি তাই করতাম। রাভী বলেন, অতঃপর তিনি তার জানাযা পড়েন।

হযরত ইব্ন উমার (র.)-এর বর্ণনায় দেখা যায় ঃ

فلما اراد أن يصلى عليه جاءه عمر وقال : اليس الله قد نهاك أن تصلى على المنافقين، فقال : أنا بين خيرتين أستغفرلَهُمْ اَوْلاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ ، إِنْ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ فنزلت: وَلاَ تُصَلِّ عَلٰى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ فترك الصلواة

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযা পড়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন তখন উমর (রা.) তাঁ নিকট আসেন এবং বলেন, আল্লাহ্ কি আপনাকে মুনাফিকদের জানাযা পড়তে নিষেধ করেন নি? তিনি তখন বলেন, আমাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করেন একই কথা; আপনি সত্তরবার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ্ তাদের কখনই ক্ষমা করবেন না। (সূরা তাওবা ঃ ৮০) এরপর নাযিল হয়, 'তাদের মধ্যে কারও মৃত্যু হলে আপনি কখনও তার জন্য জানাযার নামায পড়বেন না। আর তার কবর পাশে দাঁড়াবেন না। (সূরা তাওবা ঃ ৮৪)

তাহাভী (র.) এ দু'টি হাদীস সম্পর্কে বলেন, ইব্ন উমরের বর্ণনায় আছে যে, উমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলেন ঃ

أتصلى عليه وقد نهاك الله أن صلى على المنافقين

আপনি তার জানাযার নামায পড়বেন? অথচ আপনাকে আল্লাহ্ মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

আর ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের এ স্থলে রয়েছে ঃ

أتصلى عليه و قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا

আপনি কি তার জানাযার নামায পড়বেন? অথচ সে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছে।

এরপর তিনি হযরত ইব্ন আব্বাসের হাদীস-এর এ বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেনঃ ইব্ন উমরের হাদীসে বর্ণিত বিষয়ের তুলনায় ইব্ন আব্বাসের হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত বিষয়টি গ্রহণ করা উত্তম।

---

১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৩।

www.pathagar.com

কেননা, এটা অসম্ভব ব্যাপার যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে কোন বিষয় থেকে নিষেধ করার পরও তিনি নিষিদ্ধ কাজটি করবেন। আমাদের মতে এটা হাদীসের কোন রাভীর ভুল ধারণা মাত্র।[১৭০] এরপর আহ্মাদ ইব্ন আবূ দাউদ-এর সনদে তিনি জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইব্ন উবায়-এর সালাতুল জানাযা পড়েছেন। এরপর তিনি তিনটি পৃথক পৃথক সনদে জাবির (রা.) থেকে এ মর্মে তিনটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উবায়কে দাফন করার পর তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর অনুরোধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুধুমাত্র তার কবরে গমন করেন এবং তাঁকে কবর থেকে বের করে আপাদমস্তক থুথু দিয়ে নিজের 'কামীস'-তাঁকে বিশেষভাবে পরিয়ে দেন। এরপর ইমাম তাহাভী (র.)-এর নিম্নের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

ففى هذا مادل أنه لم يكن صلى عليه ولا شهده و لا اتاه قبل ذلك وهذا هوالاشبه بأفعاله لأن صلاته على من كان يصلى عليه إنما كانت لما يفعل الله كانت فيمن سواه من الناس ممن صلاها عليه [১৭১]

এ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযার নামায পড়েন নি, তার জানাযার নামাযে উপস্থিত হননি এবং জানাযার আগে সেখানে আগমনও করেন নি। সে ছাড়া মহানবী (সা.) কর্তৃক কোন কোন ব্যক্তির জানাযার নামায না পড়ার ঘটনাও এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ইব্ন উবাইর জানাযা পড়েননি। কেননা নবী করীম (সা.) যাঁদের জানাযার নামায পড়তেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর এ জানাযার নামায পড়ার কারণে তাঁদের প্রতি বিশেষ রহমত ও করুণা বর্ষণ করতেন।

এ প্রসংগে তিনি নবী করীম (সা.) থেকে হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে এই মর্মের দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সালাতুল জানাযা রহমত স্বরূপ এবং তাতে অন্ধকারে নিমজ্জিত কবর নূরের ছটায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়।[১৭২] এরপর আল্লামা তাহাভী (র.) আরও বলেন, ইব্ন উবায় যেহেতু এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয় যাদের উল্লেখ এ দু'টি হাদীসের মধ্যে এসেছে, সুতরাং তার জন্য রাসূলের 'সালাতুল জানাযা' পড়াও অবাস্তব। কারণ যে সাহাবা ইসলামের জন্য জিহাদ-এ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু শহীদ হওয়ার পূর্বে কিছু গণীমতের মাল অপহরণ করেছেন। এমন সাহাবীর জানাযাও তিনি পড়েন নি। ইমাম তাহাভী (র.) এ প্রসংগে ইমাম মুযানীর মাধ্যমে যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন।[১৭৩] এ পর্যায়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও যথার্থ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য ঃ

---

১৭০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪।
১৭১. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৫।
১৭২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।
১৭৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।

www.pathagar.com

(قال أبوجعفر) فإذا كان من سنته إنه لا يصلى على من غل من المؤمنين لأنه ، بغلوله غير مستحق للمدح فى صلاته عليه و لا مستحق لسؤاله ربه مايسئاله ، فى صلاته عليه ممن هو برئ من مثل ذلك ، كان صلواته ، على المنافقين الذين قد اخبره الله بكفرهم أبعد و بتركهاحق

আবূ জা'ফর (তাহাভী (র.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর রীতি ছিল, মু'মিনগণের মধ্যে যিনি গণীমতের মাল চুরি করেছেন তার জানাযার নামায তিনি পড়তেন না। কেননা গণীমতের মাল চুরির কারণে জানাযার নামাযে তিনি আর প্রশংসা পাওয়ার অধিকার রাখেন না। এমনিভাবে এ ধরনের কাজ থেকে মুক্ত অপর মু'মিন ব্যক্তির জানাযার নামাযে তাঁর প্রতিপালকের নিকট তাঁর জন্য প্রার্থনার যে অধিকার রাখে এ ব্যক্তি সে অধিকার রাখে না। অতএব, যে সকল মুনাফিকের কুফর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সংবাদ দিয়েছেন তাদের জানাযার নামায ত্যাগ করা নবীর জন্য আরও অধিক বাঞ্ছনীয়।

তিনি আরও প্রাসংগিকভাবে মন্তব্য করেন, অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আত্মহত্যাকারীর জানাযাও পড়েন নি। আত্মহত্যাকারী ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর জানাযা পড়েন নি। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় এমন ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যাদের জন্য দু'আ করা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীর উপর হারাম করেছেন। অতঃপর তাঁর পক্ষে ইব্ন উবায়-এর জানাযা না পড়াই বাঞ্ছনীয় হবে। এমন ব্যক্তির জন্য দু'আ আল্লাহ্ পাক তাঁর নবী (সা.) ও মু'মিনদের উপর হারাম করেছেন। এ ছাড়াও নবী (সা.)-এর নিয়ম ছিল, কোন মু'মিন ব্যক্তির জানাযার জন্য তাঁকে আহবান জানানো হলে তিনি মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। কোন ঋণী ব্যক্তি ঋণ শোধ করার মত সম্পদ রেখে গেলেই তিনি নিজে ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়তেন আর কোন ত্রুটি পেলে সাহাবাগণকে বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ো।' অবশ্য বিভিন্ন বিজয়ে গণীমতের সম্পদ তাঁর হাতে আসার পর তিনি বলতেন ঃ

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا [১৭৫] فهولورثته

আমি মু'মিনগণের জন্য তাদের নিজেদের থেকেও পরম বন্ধু। অতএব, যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তার ঋণ পরিশাধ করা আমার দায়িত্ব। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায় তার মালিক হবে তার ওয়ারিসগণ।

ইমাম তাহাভী (র.) এ প্রসংগে বলেন ঃ

---

১৭৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯।

১৭৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭।

www.pathagar.com

واذا كان لا يصلى على المديونين من المؤمنين من الموتى لأنهم محبوسون بديونهم التى عليهم كان بان لا يصلى على من هو محبوس عن الجنة بما هو أغلظ من الدين احرى

যখন নবী করীম (সা.) ঋণগ্রস্থ মু'মিন ব্যক্তিগণের জানাযার নামায তাদের ঋণে আবদ্ধ হওয়ার কারণে পড়তেন না; তখন ঋণ থেকে অধিক মারাত্মক বিষয় অর্থাৎ জান্নাত থেকে বঞ্চিত ব্যক্তির জানাযার নামায তাঁর জন্য না পড়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

একটি হাদীস থেকে বিভিন্ন অর্থ বুঝা গেলে ইমাম তাহাভী (র.) কোন একটি অর্থকেই সঠিক বলে চিহ্নিত না করে অর্থের উল্লেখ করে থাকেন। যেমন হাকীম ইব্ন হিযামের উক্তি ঃ

بايعت النبى صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر الا قائما[১৭৬]-এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে।

ইমাম তাহাভী (র.) এ প্রসংগে বলেন ঃ কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে এর অর্থ নিখুঁতভাবে সালাত আদায় করা। যেমন রূকূ' করার পর স্থির হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং দু' সিজ্‌দার মাঝে স্থির হয়ে বসা।

এ ধরনের ব্যাখ্যাকারগণ হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা.)-এর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেন। এতে বর্ণিত আছে ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" لا تجزى صلوة لا يقيم الرجل فيها صلبه إذا رفع رأسه من الركوع والسجود ."[১৭৭]

রাসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে রুকূ' এবং সিজ্‌দা থেকে উঠে আপন পৃষ্ঠদেশ সোজা করে না তার নামায সুসম্পন্ন হয় না।

আর একদল আলিমের মতে অর্থ হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট বায়'আত করেন যে, তিনি সর্বদা ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁরা

---

১৭৬. পূর্বোক্ত পৃঃ ১৭-১৮।

১৭৭.

خر يخر بالضم و الكسر اذا سقط من علو خر الماء يخر بالكسر ومعناه لا امرت الا متمسكا. بالاسلام، وقيل لا اقع فى شى من تجارتى و اموى إلاتمت به منتصبا له و قيل لا أغبن ولا غبن

(**خر** শব্দকে **ضمه** এবং **كسره** উভয় রীতিতেই পড়া যায়। এর অর্থ ওপর থেকে নীচে পতিত হওয়া। পানি পতিত হওয়ার অথে **كسره** দিয়েই পড়া হয়। হাদীসের অর্থ হচ্ছে, আমি ইসলামকে শক্তভাবে আকড়িয়ে না ধরে মারা যাব না। কারও কারও মতে এর অর্থ, আমি আমার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অন্যান্য কাজকর্মে দৃঢ়তা ছাড়া অবতীর্ণ হব না। কেউ কেউ এর অর্থ প্রসঙ্গে বলেন, আমি কাউকেও ধোঁকা দিব না এবং কারও নিকট প্রতারিতও হব না।)

মুহাম্মদ তাহির ঃ মাজমাউ বিহারিল-আনওয়ার ফী গারাইবি তানযীলি ওয়া লাতাইফিল, ১ম সং, ১ম খঃ (প্রকাশক, নেওল কিশোর, গুজরাট, হিন্দুস্থান, ১২৮৩/১৮৬৬), পৃঃ ৩৩৭।

www.pathagar.com

পবিত্র কুরআনের আয়াত (إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا) তার পিছনে তুমি লেগে না থাকলে'। (আল-'ইমরান ঃ ৭৫) থেকে দলীল গ্রহণ করে থাকেন।[১৭৮]

অন্য কিছু সংখ্যক আলিমের মতে এর অর্থ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে মৃত্যুর বায়'আত গ্রহণ করেছেন। এটা সর্বোত্তম বায়'আত। নবী (সা.) ছাড়া অন্য কারো হাতে এরূপ বায়'আত গ্রহণ করা নাজায়িয। উপসংহারে ইমাম তাহাভী উপরোক্ত ব্যাখ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

وكل هذه الأصول التى يأ ول عليها حديث حكيم بن حزام هذا محتملة ان يكون ما تأولت عليه هو الذى اراده حكيم ، و الله اعلم ما أراد ما كان منها اومما سواها مما يحتمل ان يكون عليه [১৭৯]

হাকীম ইব্ন হিযামের (রা.) হাদীসের ব্যাখ্যা যে সকল মূলনীতির ভিত্তিতে করা হয় তার সবটাই সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে। হাকীম (রা.) নিজে তাঁর বক্তব্যের যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তার সাথে এ ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য হতেও পারে। অথবা তিনি যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তার সাথে এ ব্যাখ্যার মিল নাও থাকতে পারে। আর আল্লাহ্ই এ ব্যাপারে সম্যক অবগত।

তাহাভী (র.) কখনও কখনও একই বিষয়ে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ সংগ্রহ করে একই অধ্যায় (باب)-এ সন্নিবেশিত করেন। এতে হাদীস সহজবোধ্য হয়ে তাতে সঠিক অর্থ ও ভাবের উন্মেষ ঘটে। এমনকি তাঁর পূর্বসূরী মুহাদ্দিসগণ যে হাদীস বুঝাতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন এ পদ্ধতিতে তিনি তা সুস্পষ্ট করতে সক্ষম হন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ঃ তিনি তাঁর সনদে সুলায়মান ইব্ন আমির আয্-যাববী থেকে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেন ঃ

سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى[১৮০]

আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, পুরুষ সন্তানের আকীকা দিতে হবে। অতএব, তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত কর।

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

فكان فيما روينا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يماط عن المولود الاذى وذلك مماقد اشكل على من قبلنا منهم محمد بن سيرين حتى لقد روى عنه فى ذلك ما (قد حدثنا) محمد بن خزيمة ثنا حجاج بن منهال حدثنا يزيد بن ابراهيم حدثنا محمد بن سيرين عن

---

১৭৮. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭৯-৮০।
১৭৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮০-৮১।
১৮০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৯।

www.pathagar.com

سلمان بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الغلام عقيقة فاهريقوا دما وامیطو ا عنه الأذى ، قال محمد : فحرصت ان اعلم معنى (امیطوا عنه) فلم یخبرنی أحد –[১৮১]

আমাদের উদ্ধৃত হাদীসে নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে যে, নবজাত সন্তান থেক কষ্টদায়ক বস্তু অপসারিত করতে হবে। আমাদের পূর্বসূরী আলিমগণের নিকট হাদীসটি দুর্বোধ্য থেকে যায়। তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ ইব্ন সীরীন অন্যতম। তাঁর থেকে মুহাম্মদ ইব্ন খুযায়মার সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সন্তানের আকীকা দাও। তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্ট বিদূরিত কর। মুহাম্মদ বলেন, আমি 'امیطواعنه' তার থেকে অপসারিত কর-এর অর্থ জানতে উৎসাহবোধ করি, কিন্তু কেউ আমাকে এ অর্থের সন্ধান দিতে পারেননি।

তাহাভী (র.) বলেন ঃ তারপর আমি এ অর্থ উপলব্ধি করার জন্য চিন্তা করতে থাকি। অবশেষে আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস-এর অর্থ খুঁজে পাই। তিনি তাঁর সনদে এ হাদীস বর্ণনা করে বলেন ঃ

قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن و حسین یوم السابع و سماهما وأمر ان یماط عن رأسه الأذى یعنى عن رأسهما الأذى ،أقول ذلك و الله عالم [১৮২]

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.), হাসান (রা.) এবং হুসাইন (রা.)-এর জন্মের সপ্তম দিবসে তাদের আকীকা করেছেন। তাদের উভয়ের নাম রেখেছেন। আর তার মাথা থেকে কষ্ট-যাতনা দূর করার নির্দেশ দান করেছেন। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মাথা থেকেই।

তারপর তাহাভী (র.) বলেন ঃ আমরা এ হাদীস থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, যেই শিশুটির জন্য আকীকা দেয়া হয়েছে তার মাথা থেকেই কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হুকুম দিয়েছেন। এরপর তিনি আর একটি সনদে হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, বুরায়দা (রা.) বলেন ঃ জাহিলী যুগে তাঁদের সন্তান জন্ম নিলে তাঁরা তার পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবেহ্ করতেন এবং তার রক্ত দিয়ে সন্তানের মাথা লেপন করতেন আর ইসলামী যুগে সন্তান জন্ম লাভের পর তাঁরা তার জন্য একটি ছাগল যবেহ্ করতেন এবং তাঁর মাথায় যা'আফরান লেপন করতেন। এ হাদীস বর্ণনার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ

فعقلنا بذلك أن الأذى أمر باماطته عن رأس المولود هو الدم الذى كان یلطخ به رأسه فى الجاهلیة و الله اعلم

আমরা এ বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম, নবজাতকের মাথা থেকে যে কষ্ট-যাতনা দূর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছ ঐ রক্ত, যে রক্ত জাহিলিয়া যুগে

১৮১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫৯।
১৮২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬০।

www.pathagar.com

তার মাথায় লেপন করা হত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

এ প্রসংগে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আরও একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটি এই ঃ

إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر أن يعق عن الغلام و لا يمس رأ سه بدم

নবী করীম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন সন্তানের আকীকা দিতে। আর তার মাথায় রক্তে প্রলেপ না দিতে।

এরপর তিনি বলেন ঃ এ হাদীস থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে জন্মের সপ্তম দিনে নবজাতকের মাথা থেকে কোন্ বস্তুকে দূর করতে হবে।[১৮৪] তিনি এ হাদীসের আরও একটি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন ঃ এটাও হতে পারে যে, নব জাতকের মাথা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করার অর্থ আর মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলা। তিনি এ প্রসংগে কুরআনের আয়াত ঃ উল্লেখ করে দলীল গ্রহণ করেন।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْبِهٖ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْصَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ [১৮৫]

তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্ইয়া দিবে। (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬)

ইমাম তাহাভী (র.) এ গ্রন্থে ফিকহ্ শাস্ত্রের কিছু কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এ ধরনের বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে 'দারুল-হারব'-এ মুশরিকদের সাথে মুসলমানগণের সূদী কারবার করা। ইমাম মুহাম্মদ (র.) মাস'আলাটি তাঁর 'সিয়ারুল কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এরূপ কারবার করা মুবাহ্।

আল্লামা তাহাভী (র.) বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর সনদে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে হাজ্জাজ ইব্ন আলাত-এর ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি হিজরতের সময় মক্কায় পরিবার পরিজন এবং সহায় সম্পদ ছেড়ে আসেন। এসব মদীনায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় স্বীয় জন্মভূমি মক্কার মাটিতে গিয়ে উপনীত হওয়ার বাসনা করেন এবং নবী (সা.)-এর নিকট আরয করে বলেন ঃ

হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যদি আমাকে অনুমতি প্রদান করেন তবে আমি মক্কাবাসীদের নিকট গিয়ে আপনার সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে সেই অনুমতি প্রদান করেন।[১৮৬]

এরপর হাজ্জাজ ইব্ন আলাত (রা.) মক্কায় উপনীত হয়ে মক্কার সর্দারদের নিকট নবী করীম (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

---

১৮৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬০।

১৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৬০।

১৮৫. সূরা বাকারা ঃ ১৯৬।

১৮৬. তাহাভী ঃ মশকিলুল আসার, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪২।

www.pathagar.com

إن اصحاب محمد قد اسبتحوا وأنما جئت لأخذ أهلى ومالى فاشترى من غنائمهم.[১৮৭]

মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথীগণ মূলৎপাটিত হয়েছেন। আর আমি এখানে এসেছি আমার পরিবার-পরিজন এবং সহায়-সম্পদ নিয়ে যাওয়ার জন্য; যাতে আমি তাদের ছাগলসমূহ ক্রয় করে নিতে পারি।

এ খবর মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। আব্বাস (রা.)-এর নিকট এ খবর পৌছলে তিনি এর গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ এখবরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা আত্মগোপন করেন।[১৮৮] আর মুশরিকরা এ খবরে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। আব্বাস (রা.) যখন তাদের মজলিসে গমন করতেন তখন তারা তাঁকে বলত ঃ হে আবূল ফাযল! আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে বিপদগ্রস্থ না করুন। এরপর আব্বাস (রা.) তাঁর গোলামকে হাজ্জাজ-এর নিকট পাঠিয়ে বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ। তুমি এ কি খবর নিয়ে এসেছ। কেননা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা তোমার পৌছানো খবর থেকে অনেক উত্তম। তখন হাজ্জাজ (রা.) গোলামকে বললেন, আবূল ফাযলকে সালাম জানাবে এবং তাঁকে আমার সাথে কোন এক নির্জন গৃহে মিলিত হতে বলবে। কেননা খবর তো এমন যা তাঁকে আনন্দিত করবে। তারপর হযরত আব্বাস (রা.) গোপনে হাজ্জাজ (রা.)-এর সাথে মিলিত হন এবং জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে খায়বরের বিজয় সূচিত হয়েছে।

এ হাদীস বিস্তৃত আকারে বর্ণনা করার পর ইমাম তাহাভী (র.) এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য পেশ করে বলেন ঃ

فتأملنا هذا الحديث فو جدناه فيه ما دلنا على اسلام العباس كان قبل ذلك ، وهو اقراره كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة من الله و تصديقه ما وعده[১৮৯]

আমরা এ হাদীসটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। আর এতে আমরা এমন তথ্য খুঁজে পেয়েছি যা আমাদের নিকট স্পষ্ট করে যে, হযরত আব্বাস (রা) এ ঘটনার পূর্বেই ইসলাম কবূল করেছেন। আর তা হচ্ছে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর রিসালাত লাভের স্বীকৃতি এবং আল্লাহ্র দেওয়া প্রতিশ্রুতির সত্যতা ও যথার্থতা।

এরপর তিনি দাবী করেন যে, এ ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখন মদীনায় সূদ হারাম ঘোষিত হয়েছে[১৯০] এ দাবীর পক্ষে তিনি ইউনুস-এর সনদে ফুযালা ইব্ন উবায়দ আনসারী (রা.) থেকে দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। এতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

---

১৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪২।
১৮৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪২।
১৮৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৩।
১৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৩।

www.pathagar.com

খায়বারে অবস্থানকালে সুদ হারাম করেছেন। তিনি মালায় স্বর্ণ ও অন্যান্য বস্তুকে আলাদা করে পৃথকভাবে বিক্রি করার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ[১৯১] الذهب با لذهب و زنا بوزن (স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে ওযন কর বিক্রি করতে হবে।) এ হাদীস বর্ণনার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ সময় দারুল ইসলামে সূদী লেনদেন হারাম ছিল।[১৯২] ইমাম তাহাভী (র.) বিভিন্ন সনদে বিদায় হজ্জ-এর সুপ্রসিদ্ধ হাদীস থেকে নিম্নবর্ণিত অংশটি উদ্ধৃত করেন।

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم عرفة فى حجة الوداع : ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله[১৯৩]

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরাফা দিবসে বিদায় হজ্জের খুত্বায় বলেন, জাহেলী যুগের সূদ রহিত করা হল। আর আমি প্রথম যে সূদ রহিত করছি, তা আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সূদ। তা সম্পূর্ণই রহিত করা হল।

এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করে ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ মক্কা যতদিন দারুল-হারর ছিল, ততদিন সেখানে সুদী লেন-দেন প্রতিষ্ঠিত ছিল। আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর সুদী কারবার বহাল ছিল এবং দেনাদারদের উপর প্রাপ্য বলবৎ ছিল। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিদায় হজ্জ-এর সময় তাঁর পাওনা সুদ মাওকূফ করে দেন। যদি দারুল হারব-এ সূদী লেনদেন অবৈধ হয়ে যেতো তবে বিদায় হজ্জ-এর সময় তা মাওকূফ করা সঠিক হতো না। কেননা খায়বার বিজয় হয়েছে সপ্তম হিজরীতে আর মক্কা বিজয় সংগঠিত হয়েছে অষ্টম হিজরীতে আর বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবম হিজরী সালে।[১৯৪] এরপর ইমাম তাহাভী (র.) মন্তব্য করে বলেন, উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মক্কা শরীফ যতদিন দারুল হরব-এ রূপায়িত ছিল ততদিন পর্যন্ত সেখানে মুসলমান এবং মুশরিকদের মাঝে সুদী লেনদেন হালাল ছিল। অথচ ঐ একই সময়ে দারুল ইসলামে মুসলমানগণের মাঝে সূদী কারবার হারাম ছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দারুল হরব-এ অবস্থানকারী মুসলমান সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সুদী লেন-দেন করতে পারবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম সাওরী (র.) এ অভিমতই পোষণ করে থাকেন।[১৯৫]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, এর পূর্বে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ইব্রাহীম নাখঈ (র.)-ও এরূপ মতামত পোষণ করতেন।[১৯৬] ইমাম তাহাভী (র.) বিষয়টিকে

১৯১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।
১৯২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।
১৯৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪।
১৯৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৫।
১৯৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৫।
১৯৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৫।

www.pathagar.com

আরও সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে বলেন, প্রশ্ন হচ্ছে হযরত আব্বাস (রা.)-এর পাওনা যে সুদকে মাওকূফ করা হয়েছে তা দেনাদারদের উপর কখন ওয়াজিব হয়েছিল? রিবা-এর আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে না পরে? রিবা-এর আয়াত[১৯৭] فَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا কে 'আম' বলে গণ্য করা হলে যে কোন স্থানের অধিবাসী মুসলমানের জন্যই রিবা হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং পূর্বেই আব্বাস (রা.)-এর প্রাপ্য সুদ বাতিল না হওয়ার কারণ কি হতে পারে?[১৯৮] এ প্রসংগে ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর বিদায় হজ্জের ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্বাস (রা.)-এর সূদী লেনদেন নবী করীম (সা.) কর্তৃক বিদায় হজ্জের সময় বাতিল বলে ঘোষণা করার পূর্বে পর্যন্ত বলবৎ ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এ থেকে এটাও বুঝা যায় যে, তৎকালীন সময়ে মক্কা শরীফের সূদী কারবার মদীনা শরীফের সূদী কারবারের বিপরীত অবস্থায় বহাল ছিল।[১৯৯]

হযরত আব্বাস (রা.) কখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধে তিনি মুসলমানগণের হাতে বন্দী হয়ে এসেছিলেন। ইমাম তাহাভী (র.) এই সংশয়ের অপনোদন করে তাঁর সনদে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) যখন হযরত আব্বাস (রা.)-কে তাঁর নিজের মুক্তিপণ আদায় করার নির্দেশ দান করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট তাঁর আবেদন পেশ করে বলেন, যে, তিনি এ যুদ্ধে আসার পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলেন। তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোরপূর্বক তাঁকে এ সময়ে আনা হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে বলেন, আপনার বাহ্যিক আচরণ আমাদের বিপক্ষে ছিল। সুতরাং আপনি আপনার মুক্তিপণ আদায় করুন।[২০০]

এ বর্ণনা পেশ করার পর ইমাম তাহাভী (র.) উপসংহারে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য পেশ করে বলেন,

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা সঠিক হলে তাতে প্রমাণিত হয় যে, বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা সঠিক না হলেও আনাস ইব্ন মালিক (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখিত হাজ্জাজ ইব্ন আলাত (রা.)-এর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আব্বাস (রা.) খায়বার বিজয়ের সময়ে মুসলমান ছিলেন। আর এ উভয় মতামত থেকেই এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, হযরত আব্বাস (রা.) মক্কায় অবস্থানকালে মুসলমান ছিলেন। আর মক্কা শরীফ তখন ছিল 'দারুল হারুব'। আর এ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মক্কা

---

১৯৭. সূরা বাকারা ঃ ২৭৮।
১৯৮. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪৫।
১৯৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬।
২০০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬

www.pathagar.com

শরীফে মুসলিম হিসেবে অবস্থান করেও সেখানে তাঁর সূদী কারবার বলবৎ ছিল। অথচ ঐ সময়ে মদীনা শরীফে মুসলমানগণের মাঝে সুদ হারাম ছিল।'[২০১]

এখানে দেখা যায় যে, ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর আলোচনায় একটি নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন। ফিক্হ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে উপরোল্লিখিত মতামতটি শুধু ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রের উস্তাদ, হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) এবং প্রখ্যাত তাবিঈ ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পূর্বে অনুরূপ অভিমত পোষণ করেছেন।

আল্লামা তাহাভী (র.) তাঁর এ আলোচ্য গ্রন্থে কুরআনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস[২০২], কুরআনের বিভিন্ন সূরা সম্পর্কে উদ্ভূত বিভিন্ন প্রশ্নের সুরাহা[২০৩], সূরাসমূহের তারতীব[২০৪]-বিন্যাস, বিভিন্ন শব্দের পঠন পদ্ধতি[২০৫] ক্বারীগণের মধ্যে শব্দের পার্থক্য,[২০৬] সাব্'আতু আহরুফ-এর ব্যাখ্যা[২০৭], বিভিন্ন জটিল আয়াতের তাফসীর প্রভৃতি বিষয় এ গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। তিনি সহীহ্ আসার-এর আলোকে এ সব বিষয়ের আলোচনার সাথে সাথে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তও সংযোজন করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে আমরা একটি আয়াতের তাফসীর উল্লেখ করছি ঃ

পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ [২০৮]

হে মু'মীনগণ! আত্মসংশাধন করাই তোমাদের কর্তব্য; তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সূরা মায়িদা ঃ ১০৫)

এবং 'আমর-বিল-মারূফ ওয়ানাহ্য়ি আনিল, মুনকার'[২০৯]-এর আয়াত বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয়। তাহলে কি সৎকাজের আদেশ এবং

---

২০১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৬

২০২. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ৩য় খঃ ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪।

২০৩. যেমন মু'আওওয়াযাতায়ন, (১ম খঃ, পৃঃ ৩৩) আনফাল ও বারা'আত (২য় খঃ পৃঃ ১৫৪), সূরাতুল-মায়িদা (৩য় খঃ, পৃঃ ১৯৫) ইত্যাদি।

২০৪. মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৭-১৫১।

২০৫. পূর্বোক্ত, ৪র্থ খঃ, ১ম সং, পৃঃ ১৯৮-২০২।

২০৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৬-১৯৮।

২০৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭২-১৭৩, ১৮১-১৯৪।

২০৮. সূরা মায়িদা ঃ ১০৫।

২০৯. সূরা আল-ইমরান ঃ ১১০।

www.pathagar.com

অসংকাজের নিষেধমূলক নির্দেশটি মানসূখ হয়ে গিয়েছে? এ জিজ্ঞাসার সঠিক জবাব অন্বেষণে ইমাম তাহাভী (র.) সচেষ্ট হন।

তিনি প্রথমে তাঁর সনদে হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

তোমরা পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করছ, এতে আল্লাহ্ পাক বলেনঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তা কর, অপর কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা নিজেরা সঠিক পথের পথিক হয়ে থাকো।' আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন ঃ লোকেরা যদি অত্যাচারী ব্যক্তিকে অত্যাচার করতে দেয় তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত না রাখে তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকলের উপর সাধারণভাবে আযাব নাযিল করবেন।[২১০]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

আমরা জানি যে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞতা, মহানুভবতা ও বিরাট মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পর জনগণের প্রতি এমন কোন বক্তব্য প্রমাণ করবেন না যাতে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে পারে। আর আমরা একথাও জানি যে, এখানে যে ত্রুটি দেখা যায় তা হাদীসের কোন রাভীর পক্ষ থেকে সংঘটিত হয়েছে আবূ বকর (রা.)-এর পক্ষ থেকে নয়।[২১১]

তিনি উপরে বর্ণিত হাদীসের সমর্থনে ভিন্ন ভিন্ন আরও চারটি সনদে হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে অনুরূপ অর্থবোধক আরও চারটি হাদীস বর্ণনা করেন। এতে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন ঃ

জনগণ এই আয়াতটিকে তার যথার্থ অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে। সাবধান! আমি নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, লোকেরা যখন যালিম ব্যক্তিকে যুলম্ করতে দেখেও তাকে নিবৃত্ত করবে না অথবা তিনি বলেছেন তারা যখন অসৎ কাজকে দেখেও তা প্রতিরোধ করবে না তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আযাবকে আমভাবে অবতীর্ণ করবেন।[২১২]

---

২১০. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৬২।

মূল ঃ

عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه قال إنكم تقرون هذه الايه (يايها الذين امنواعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم انى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذ على يديه يو شك ان يعمهم الله بعقاب'

২১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।

মূল আরবী ঃ

نحن نعلم انه رضى الله عنه مع حكمته و جلالته و عظم مقداره لا يخاطب الناس بخطاب فيه نقصان نعلم ان ما وقع من نقصان فى ذلك فمن بعض رواه هذا الحديث لا منه

২১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৪।

www.pathagar.com

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ এখানে আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) কি তাঁর উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা আয়াতের কোন বিশেষ তা'বীলের প্রতি ইংগিত করেছেন না আয়াতটির হুকুম কোন বিশেষ কালের সাথে সংশ্লিষ্ট। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) এ প্রসংগে সাহাবী আবূ সা'লাবাহ আল-খুশানী (রা.) থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেন। তাঁকে তাবিঈ আবূ উমুয়্যাহ (র.) এই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বলেন ঃ

"তুমি এই বিষয়টি সম্পর্কে একজন জ্ঞাত ব্যক্তিকেই জিজ্ঞেস করেছ। আর আমি ও সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ করতে থাকো এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকে। এরপর যখন তুমি কৃপণতার তাবেদার, প্রবৃত্তির অনুসারী, পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দানকারী এবং প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণকে নিজ নিজ মতামতকে সঠিক বলে গ্রহণ করতে দেখতে পাবে তখন তমি শুধু তোমার নিজের কথাই চিন্তা করবে। আর সাধারণ লোকদের সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করবে। কেননা, তোমাদের পর এমন সময় আসবে যখন ধৈর্যধারণ করা জ্বলন্ত অগ্নী কয়লা হাতে ধারণ করার মত কঠিন হবে। ঐ সময়ে যারা এই হুকুমের উপর আমল করবে তাকে ঐরূপ পাঁচশ' আমলকারীর সমান প্রতিদান দেওয়া হবে।'[২১৩]

এই হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ আমরা এই হাদীস থেকে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, হযরত আবূ বকর (রা.) তাঁর বক্তব্য দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, লোকেরা এ আয়াতের উপর এমন এক যুগে আমল করবে যখন এ আয়াতের উপর আমল করার সময় নয়। এ আয়াতের উপর আমল করার উপযুক্ত পরিবেশ তো তখনই আসবে যখন হযরত আবূ সা'লাবাহ (রা.)-এর হাদীস-এর বর্ণিত অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যের অভ্যুদয় ঘটবে। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব 'আমর-বিল-মারূফ এবং নাহ্য়ি আনিল-মুনকার' উন্মাতের উপর ফরয থাকবে। এ ফরযের উপর আমল করা না হলে সাধারণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ইমাম তাহাভী (র.) এই প্রসংগে আরও দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। এরপর তিনি আবূ সা'লাবাহ (রা.)-এর হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

---

২১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫।

২১৪. তাহাভী মূল বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

ففيما ذكرنا توكيد الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر حتى يكون الزمان الذى ينقطع ذلك فيه هو الزمان الذى وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث ابى ثعلبة الذى لا منفعة فيه بأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ، و لا قوة مع من ينكره على العام بالواجب فى ذلك ، فسقط الفرض عنه فيه ورجع أمره فيه إلى خاصة نفسه فلا يضره ، مع ذلك من ضل ، هكذا يقول اهل الآثارفى هذا الباب على ما قد صححنا هذه الآ ثار عليه.

www.pathagar.com

ফলপ্রসূ নয় এমন কোন কাজ করার হুকুম শরী'আতের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় না। যে নির্দেশ দ্বারা জনগণের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব নয় তা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

কারণ, ক্ষমতা অর্জন ছাড়া সাধারণ মানুষের উপর কোন হুকুম বলবৎ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এ অবস্থায় অন্যদের প্রতি 'আমর-বিল-মা'রূফ এবং নাহ্য়ি আনিল-মুনকার'-এর ফরয রহিত হয়ে যায়। এ সময় ব্যক্তির নিজের দায়িত্ব নিজের উপরই এসে পড়ে। অপর কেউ পথভ্রষ্ট হলে এর দায়িত্ব তাকে বহন করতে হবে না এবং এ কারণে তাকে ক্ষতিরও সম্মুখীন হতে হয় না।

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) তা'বীল পন্থীদের মতামত উল্লেখ করে বলেন, তাঁদের মতে 'সৎ কাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ করার' দায়িত্ব থেকে কখনও অব্যাহতি পাওয়া যায় না। এ কর্তব্য পালন না করলে কোন ব্যক্তিকেই হিদায়াত প্রাপ্ত বলে অভিহিত করা যাবে না। কারণ 'لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ'-এর সাথে 'إِذَا اهْتَدَيْتُمْ'-এর শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায়, একমাত্র হিদায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তিগণই গোমরাহ লোকদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর হিদায়াত লাভের জন্য

আমরা যা বর্ণনা করেছি তাতে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধের প্রতি তাকীদ ব্যক্ত হয়েছে। আর এটা এমন যুগ আসা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে যে যুগে তা বন্ধ হয়ে যাবে। এ যুগটির বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ (স.) আবূ সা'লাবার হাদীসে প্রদান করেছেন। এ কালে বাল কাজের আদেশ প্রদানে এবং মন্দ কাজের নিষেধে কোন কল্যাণ আসবে না। অতএব, এ কাজের উদ্দেশ্য তখন আর সাধিত হবে না। ফলে এ সময়ে আপন আত্মার সংশোধন মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। নিজে সংশোধিত হলে অপরের পথভ্রষ্টতায় তার কোন ক্ষতি সাধিত হবে না। হাদীস বিশারদগণ এ অনুচ্ছেদের এ ব্যাখ্যাই প্রদান করে থাকেন। আর এতেই হাদীসের সঠিক অর্থ নিরূপিত হয়।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

প্রসংগত উল্লেখ ইমাম তাহাভী (র.)-এর বক্তব্যে তিনটি বিশেষ মৌলিক নীতিমালার প্রতি ইংগিত রয়েছে ঃ

(ক) কুরআনের কোন আয়াত ব্যহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেই কোন আয়াতের হুকুম মানসূখ বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। সময় এবং কালের প্রতি দৃষ্টি রেখে সহজেই এসব জটিলতার নিরসন করা যেতে পারে।

(খ) দীনের দৃষ্টিতে ফলপ্রসূ এমন কাজে আত্মনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। যুগের বৈশিষ্ট্য এড়িয়ে কোন কাজে লিপ্ত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে কাংখিত নয়।

(গ) প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন ছাড়া আনুগত্যের আশা করা অবাস্তব। সংস্কারমূলক কাজে পদচারণার পূর্বে আলিমদের জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করা অপরিহার্য। ইসলামী নির্দেশমালার একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন যুগের সাথে সম্পৃক্ত। মাদীনা যুগের পরিবেশ অর্জন করার পূর্ব পর্যন্ত সংস্কার কর্মীদের জন্য মক্কী যুগই আদর্শ।

www.pathagar.com

শর্ত হচ্ছে, সৎ কাজের হুকুম দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা। এ মতাবলম্বী আলিমগণ তাঁদের দলীল স্বরূপ কুরআনের আয়াত ঃ[২১৫] (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ) 'তাদের সৎ পথ গ্রহণের দায় তোমাদের নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন।' (সূরা বাকারা ঃ ২৭২) পেশ করে বলেন ঃ

এই আয়াত নবী করীম (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা তাঁর উপর ফরয করা হয়, যাতে করে তিনি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে সেই দীনের অনুসারী করাতে পারেন যেই দীন সহকারে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। আর এই লক্ষ্যে সকল বিরোধী লোকের সাথে লড়াই করার জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁকে নির্দেশও প্রদান করেন।[২১৬] ইমাম তাহাভী (র.) এ দু'টি মত এবং তাঁদের দলীল বর্ণনা করার পর প্রথম মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বলেন ঃ এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি যদিও শুদ্ধ তবে প্রথমে বর্ণিত তাৎপর্যটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অধিক স্পষ্ট।[২১৭]

পবিত্র কুরআনের জটিল আয়াতগুলোর ব্যাখ্য দানের পাশাপাশি নবী করীম (সা.)-এর সীরাত সম্পর্কিত অনেক তথ্য তিনি এ গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন। যেমন নবী করীম (সা.)-এর স্ত্রীগণের সংখ্যা এবং তাঁদের অবস্থা, তাঁর কন্যাগণের বর্ণনা, 'শাক্কুল কামার'-এর ঘটনা, তাঁর সর্বশেষ উক্তি, তাঁর ইন্তিকাল ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়[২১৮] সম্পর্কিত অনেক হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করে এ সব বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন।

অনেক হাদীসে এমন কিছু কিছু দূর্বোধ্য বাক্য ও জটিল শব্দ আছে যে গুলোর সঠিক অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থে মন্থন করলে এতে এই ধরনের অনেক জটিল বাক্য ও শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। কোন ক্ষেত্রে তিনি এ বিষয়ের ইমামগণের মতামত উল্লেখ করেন এবং কোন কোন স্থানে তিনি নিজে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেমন তিনি اقروا الطير على مكناتها (পাখিকে আপন বাসায় অবস্থান করতে দাও।) হাদীসের ব্যাখ্যায় তাঁর মামা ইমাম মুযানী-এর সনদে ইমাম 'গারীবিল-হাদীস'-এ ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণনা

---

২১৫. সূরা বাকারা ঃ ২৭২।

২১৬. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬।

২১৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৬।

২১৮. আল মু'তাসার মিনাল মুখ্তাসার' গ্রন্থে এ সব বিষয়কে কিতাবুন জামি'উন নামে একটি শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত উদওয়া, তয়ারাহ, শুম, শাদ্দির রিহাল, তাফাউল, ইব্ন সায়্যাদ, দাজ্জাল, দুখান ইত্যাদি সম্পর্কিত হাদীস এবং এগুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি এতে আলোচনা পর্যালোচনা করেন।

www.pathagar.com

করেন, জাহিলী যুগে লোকেরা কোন কাজে বের হওয়ার সময় যাত্রার শুভ-অশুভ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে উড়ন্ত পাখির প্রতি দৃষ্টিপাত করতো। পাখি বাম পাশ থেকে উড়ে ডান পাশ দিয়ে গমন করলে তারা যাত্রাকে শুভ বলে চিহ্নিত করত। আর পাখি ডান পাশ থেকে উড়ে বাম পাশ দিয়ে চলে গেলে তারা এ যাত্রাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করে যাত্রা বিরতি দিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত। উড়ন্ত পাখি দেখতে না পেলে পাখির বাসায় গিয়ে তারা পাখি উড়িয়ে যাত্রার শুভ-অশুভ নির্ধারণ করতো।

নবী করীম (সা.) তাদের একাজ থেকে বিরত রেখে বলেন :

اقروا الطير على مكناتها اى لا تحر كوها ، فان تحريكها و ما تعلمون به من الطيرة لا يضع شئا ، وانما يضع فيما يتوجهون له ، قضاء الله سبحانه و تعالى [২১৯]

তোমরা পাখিকে আপন বাসায় অবস্থিত রাখ। অর্থাৎ, তাকে বাসা থেকে উড়াইও না। কেননা পাখির উড্ডয়ন এবং তোমাদের ধারণামতে এ শুভ-অশুভ গ্রহণ পদ্ধতি কোন ফলপ্রসূই নয়। তবে পবিত্র ও মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যই তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে থাকে।

ইমাম তাহাভী (র.) ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এ ব্যাখ্যাকে উত্তম ব্যাখ্যা হিসেবে অভিহিত করে বলেন ঃ এই ব্যাখ্যাটি সুন্দর। কাজেই এই অনুচ্ছেদে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এই বিশ্লেষণটি উল্লেখ করার পর অপর কোন ব্যাখ্যাকারের মতামতের উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি নি।[২২০] এখানে ইমাম তাহাভী (র.) অত্যন্ত উদারতার সাথে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতামতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। এমনকি তাঁর অভিমতের সাথে আর অন্য কোন বিশেষজ্ঞের মতামত উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন নি। তবে যেখানে তিনি ইমাম শাফিঈ (র.) বা অপর কারো ব্যাখ্যা থেকে অন্য কোন হাদীস বিশারদের ব্যাখ্যা উত্তম মনে করেছেন সেখানে তিনি সেটাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। যেমন ইমাম শাফিঈ (র.) বিখ্যাত হাদীস ঃ

اذا هلك كسرى فلاكسراى بعده و إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده

যখন কিসরা তথা বর্তমান পারস্য সম্রাট ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর আর কোন কিস্‌রার উদ্ভব হবে না। আর যখন কায়সার তথা রোম সম্রাটের পতন ঘটবে তারপর আর কোন কায়সারের উদয় হবে না। এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ কুরায়শগণ সিরিয়া এবং ইরাক-এ ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁরা তাঁদের এ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন এবং বিষয়টি নিয়ে নবী করীম (সা.)-এর সাথে আলোচনা করেন। তখন নবী করীম (সা.) তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন ঃ কিস্‌রা-এর ধ্বংসের পর ইরাক--এর উপর কিস্‌রার এবং কায়সার-এর ধ্বংসের পর সিরিয়ার উপর কায়সরের

---

২১৯. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪৩।
২২০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪৩।

www.pathagar.com

আর কোন আধিপত্য বজায় থাকবে না।[২২১]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ এ হাদীসের তা'বীল সম্পর্কে আমি আমার উস্তাদ আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরানকে জিজ্ঞেস করি। তিনি উপরোক্ত ব্যাখ্যায় বিপরীত একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাঁর মতে কিস্রা-এর হালাক হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কিস্রা-এর অভ্যুদয় ঘটবে না। আর কায়সারও সত্ত্বর ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের ধ্বংসের সময়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ দর্শাতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ কায়সার-এর নিকট যখন নবী করীম (সা.)-এর চিঠি পৌছানো হয় তখন তিনি তাঁর চিঠির যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন করেন। আর কিস্রা নবী করীম (সা.)-এর প্রেরিত চিঠির অবমাননা করে। এ প্রসংগে তিনি চারটি হাদীসের উদ্ধৃতি দেন। এরপর ইব্ন আবূ ইমরান বলেন ঃ

فخولف بين هلاكيها فى تعجيل أحدهما و فى تاخير الأخر [২২২]

অতঃপর এ দুই সম্রাটের একজনের দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া এবং অপরজনের বিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য সূচিত হয়।

তাহাভী (র.) এ দু'টি ব্যাখ্যার মধ্যে আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরানের ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দিয়ে বলেন ঃ

وكان هذا التأويل عندنا أشبه من الأول ، لأن فى التأويل الأول ذكر هلاك قيصر ولم يهلك إنما كان منه تحوله بملكه من الشام الى الموضع الذى هو مقيم به الان

এই ব্যাখ্যাটি আমাদের নিকট প্রথমটির তুলনায় অধিক সঠিক। কেননা প্রথম ব্যাখ্যাটিতে কায়সারের ধ্বংসের উল্লেখ থাকলেও সেটা তার ধ্বংস নয়। বরং সেখানে সিরিয়া থেকে তার শুধু স্থানান্তরের কথাই উল্লেখ আছে।

তিনি তাঁর এ মন্তব্যের পক্ষে দলীল উত্থাপন করে বলেন ঃ

ومما يحقق ذلك هنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و الذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বক্তব্যই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছেন, যাঁর হস্তে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ করে বলছি যে, তোমরা এ দুই সম্রাটের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে।

এরপর তিনি বলেন, কিস্রা-এর ধনভাণ্ডার আল্লাহ্র রাহে ব্যয়িত হয়েছে, কিন্তু কায়সার-এর ধন-সম্পদ এখনও অনুরূপভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ হয় নি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগামীতে অবশ্যই এ ভাণ্ডারও আল্লাহ্র পথে ব্যয়

---

২২১. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (পূর্বোক্ত), পৃঃ ২১৪।

প্রসংগত উল্লেখ্য, এখানে কিস্রা ও কায়সার দ্বারা তৎকালীন রোম ও পারস্য সম্রাটকে বুঝান হয়েছে।

২২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৪-২১৫।

www.pathagar.com

হবে। কেননা, এ সংবাদ আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ ওয়াদ খিলাফ করেন না। তিনি তাঁর এ দাবীর পক্ষে ভিন্ন সনদে বর্ণিত চারটি হাদীস দলীল হিসেবে পেশ করেন। এসব হাদীসে নবী করীম (সা.) রোম সম্রাজ্য এবং কনস্‌টান্টিনোপল বিজয়ের ভবিষদ্বাণী করেন।[২২৩] অতঃপর তিনি বলেন ঃ

أخبرنا عليه السلام بالمعنى الذى يكون عنده هلاك قيصر حتى يكون هلاكه ، كهلاك كسرى الذى فلا يكون بعده قيصر إلىٰ يوم القيامة كما لا يكون بعد كسرى ، كسرى الى يوم القيامة ، و يكون البلدان كلها خالية من كل و احد منها و يكون كنوز هما قدصرفت إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ينفق فيه ، و الله نسأله التو فيق [২২৪]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদেরকে কায়সার-এর সঠিক ধ্বংসের কথাই বর্ণনা করেছেন। তার ধ্বংস কিস্‌রার ধ্বংসেরই অনুরূপ। সুতরাং তারপর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন কায়সারের উদ্ভব ঘটবে না। তাদের উভয়ের পূর্ণ সাম্রাজ্যই তাদের থেকে শূন্য হয়ে পড়বে। তাদের ধনভাণ্ডার ঐভাবেই ব্যয় হবে, যেভাবে ব্যয় হওয়ার কথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উল্লেখ করেছেন ! আমরা আল্লাহ্‌র নিকট তাওফীক কামনা করি।

'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থে দেখা যায়, তাহাভী (র.) যে কোন বিষয়ে সহীহ্ হাদীস পেলে সেটাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন। উপমা স্বরূপ 'শাক্কুল-কামার'-এর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করা যায়। এ সম্পর্কে আলিমগণ মতভেদ করেন। একদল আলিমের মতে এটা নবী করীম (সা.)-এর যুগে সংঘটিত হয়েছে। অপর একদল আলিমের মতে এটা কিয়ামাত দিবসে অনুষ্ঠিত হবে। তাঁরা[২২৫] ." وَانْشَقَّ الْقَمَرُ "- 'আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।'-এর তা'বীল করে বলেন ঃ এ আয়াত তার পরবর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ[২২৬] ." يَوْمَ يَدْعَ الدَّاعِ إِلىٰ شَيْءٍ نُكُرٍ ". 'যেদিন আহবানকারী আহবান করবে এক ভয়াবহ পরিণামের দিকে।'

অর্থাৎ কিয়ামাত দিবসেই তাদের দুঃখজনক বস্তুর দিকে আহ্বান জানানো হবে। আর এ দিনেই চন্দ্র বিদীর্ণ হবে।

তাহাভী (র.) প্রথমোক্ত আলিগণের অভিমতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। তিনি এ মতামতের পক্ষে তাঁর বিভিন্ন সনদে হযরত আলী (রা.), ইব্‌ন মাসউদ (রা.), হুযায়ফা (রা.), ইব্‌ন উমার (রা.), ইব্‌ন আব্বাস (রা.) এবং আনাস (রা.) থেকে দশটি হাদীস

---

২২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬-২১৭।

প্রসংগত উল্লেখ্য, তাহাভী (র.) হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীসের আলোকে কনস্‌টান্টিনোপলের যে বিজয়ের কথা বলেছেন তা সুলতান মুহাম্মদ ফাতিহ্-এর হাতে সূচিত হয়েছিল।

২২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৬-২১৭।

২২৫. আল-কুরআন, সূরা কামার ঃ ১।

২২৬. আল-কুরআন, সূরা কামার ঃ ৬।

www.pathagar.com

বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ

ولانعلم روى عن أحد من أهل العلم فى ذلك غير الذى روى عنهم فيه و هم القدوة و لحجة الذين لا يخرج عنهم إلا جاهل و لا يرغب عما كانوا عليه الأجائر [২২৭]

এ সকল জ্ঞানী ব্যক্তি ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ থেকে যা বর্ণিত আছে তার বিপরীত কোন বর্ণনা অপর কোন হাদীস বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আর এঁরাই হচ্ছেন আমাদের নেতৃস্থানীয় ও দলীল স্বরূপ। মূর্খ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কেউ তাঁদের সাথে মতানৈক্য করে না। আর যালিম ব্যক্তি ছাড়া কেউই তাঁদের মতামত থেকে বিরূপ হয় না।

তিনি আরও বলেন ঃ সূরাতুল কামার-এ উল্লেখিত ' وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ' আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছ।,আয়াত তার পরবর্তী আয়াত[২২৮] - وَإِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَ يَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ' তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে লয় এবং বলে এটাত চিরাচরিত যাদু।'-এর সাথে সম্পৃক্ত। আর আয়াত বা নিদর্শনাবলী কিয়ামাতের পূর্বে দুনিয়াতেই সংঘটিত হয়। এ কারণে, নবী করীম (সা.)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ ' فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ ' 'অতএব কিছু কালের জন্য আপনি তাদের উপেক্ষা করুন।'

হাদীসের তা'বীল করতে গিয়ে তিনি যেমন সহীহ্ হাদীসের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনুরূপভাবে যুক্তি ও আক্লের দৃষ্টিতেও তিনি মুশকিল হাদীসের তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়াস পান। এ প্রসংগে[২২৯] المؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة (কিয়ামতের দিন, মু'আযিযগণ সর্বাধিক দীর্ঘ গ্রীবা বিশিষ্ট হবেন।) হাদীসটির ব্যাখ্যা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا -'কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আহবান করে এবং সৎকর্ম করে'[২৩০]-এর প্রেক্ষিতে দেখা যায় আযান-এর মর্যাদা অন্যান্য নেক কাজের তুলনায় অনেক বেশী। পৃথিবীতে যাঁরা বিভিন্ন নেক কাজে আত্মনিয়োগ করেন কিয়ামতের দিন তাঁরা ঘাড় উত্তোলন করে তাঁদের সে সব কাজের সাওয়াবের দিকে তাকাতে থাকবেন। যেহেতু মুআয্যিন দিবা-রাত্র ক্লেশের পর ক্লেশ বহন করে উচ্চশব্দে আযান দিতে থাকেন। এ কারণে তাঁর অর্জিত সাওয়াব হবে অনেক বেশী। কিয়ামতের দিন তিনি তাঁর এ সাওয়াবের দিকে ঘাড় তুলে তুলে তাকাতে থাকবেন। যেমন তার বিপরীত পাপীদের বেলায় বলা হয়েছে ঃ

فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ [২৩১]

'ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত তাঁর প্রতি।'

---

২২৭. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০১-৩০৩।

২২৮. আল-কুরআন, সূরা কামার ঃ ২।

২২৯. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮১-৮২।

২৩০. সূরা হামীম সিজদাহ্ ঃ ৩৩।

২৩১. সূরা আশ্ শু'আরা ঃ ৩।

www.pathagar.com

উপসংহারে তিনি বলেন ঃ

ولم نجد فى تأ ويل هذا الحديث مما قال النامن فيه أحسن من هذا التأويل الذى ذكرناه فيه ، والله اعلم مما اراده ورسوله فى ذلك واياه نسأله التوفيق

আমরা ওপরে এ হাদীসের যে ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ থেকে বর্ণিত এরচেয়ে আর কোন উত্তম ব্যাখ্যা আমরা পাইনি।

তিনি এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী অনুচ্ছেদেই নবী করীম (সা.)-এর তাঁর স্ত্রীদের সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসে **أسرعكن بى لحوقا اطولكن يدا** আমরা ওপরে এ হাদীসের যে ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ থেকে বর্ণিত এর চেয়ে আর কোন উত্তম ব্যাখ্যা আমরা পাইনি। -এর উল্লেখ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণ কোন ঘরে সমবেত হলে তাঁরা প্রাচীরে হাত রেখে মেপে দেখতেন যে, কার হাত দীর্ঘ। কিন্তু যায়নাব (রা.) বিন্তে জাহাশ-এর ইন্তিকালের পর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, হাত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ দান খায়রাতে অগ্রগামিনী হওয়া। হযরত আয়েশা (রা.) এ প্রসংগে বলেন ঃ

وكانت امرأة قصيرة رضى الله عنها و لم تكن اطولنا يدا ، فعرفنا حينئذ إنما اراد النبى صلى الله عليه وسلم الصدقة قالت : وكانت زنيب إمرأة صناعة اليد تذيع الخير و تجوز و تتصدقة به فى سبيل الله ২৩২

আমার সাথে অতিশীঘ্র তোমার মধ্য থেকে তাঁরই মিলন ঘটবে যিনি তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ হস্ত বিশিষ্টা। যায়নব (রা.) একজন খাট আকারের স্ত্রীলোক ছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে দীর্ঘ হস্ত বিশিষ্টা ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর আমরা অনুধাবন করলাম যে, নবী করীম (স.) দীর্ঘ হাত দ্বারা সাদকা-খায়রাতকেই বুঝিয়েছেন। আর যায়নব (রা.) ছিলেন একজন মহিলা হস্তশিল্পী। তিনি উপার্জন করতেন এবং আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করতেন।

প্রসংগত উল্লেখ্য, তাহাভী (র.) এ দু'টি অনুচ্ছেদ পরপর এনে সম্ভবত এ দিকেই ইংগিত করেছেন যে, যেমন এ হাদীসে হাত দীর্ঘ হওয়ার অর্থ দানশীলতা। অনুরূপভাবে মুআয্যিনের গৃবা দীর্ঘ হওয়ার অর্থ বাস্তবভাবে দীর্ঘ হওয়া নয়, বরং উপরোক্ত ব্যাখ্যাই সঠিক।

৩. কিতাবু নাকযি কিতাবিল-মুদাল্লিসীন আলাল-কারাবীসী

আবূ আলী আল-হুসায়ন ইব্ন আলী আল-কারাবীসী হাদীস বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে অতি অশোভনীয় ও অশালীন মন্তব্য করে 'কিতাবুল মুদাল্লিসীন' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে তিনি স্বীয় মাযহাবের অনুসারী রাবী ছাড়া অন্যান্য মাযহাবের

---

২৩২. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮২-৮৩।

www.pathagar.com

অনুসারী রাবীগণের সম্পর্কে কটূক্তি করেন। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি যেন 'আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল-জামা'আত-এর বিরুদ্ধে তাঁদের শত্রুদের নিকট একটি দলীল উপস্থাপনের প্রয়াস পান।[২৩৩] আল-কারাবীসী'-এর এই আলোচ্য কিতাব সম্পর্কে ইব্ন রাজাব (র.) মন্তব্য করে বলেন ঃ এই গ্রন্থের সুযোগ নিয়ে বিদ্'আত পন্থীদের একটি দল হাদীসবিদগণের উপর বিরূপ মন্তব্যের সুযোগ পায়।[২৩৪] ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.), আবূ সাওর (র.) প্রমুখ আলিমগণ কারাবীসী-এর এই 'কিতাবুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করেন।[২৩৫]

ইমাম তাহাভী (র.) ও এই অবাঞ্ছিত গ্রন্থের বক্তব্য খণ্ডনে তাঁর ক্ষুরধার লিখনি পরিচালনা করেন। যুক্তিপূর্ণ আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে তিনি কারাবীসী-এর এ ফিত্নার অবসান ঘটান।[২৩৬] আল্লামা কাওসারী (র.)-এর মতে তাহাভী রচিত এ গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে বিস্তৃত।

হাদীস শাস্ত্রের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রিজালশাস্ত্র সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.) যে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন এ গ্রন্থে তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কারণ, হাদীসের বিভিন্ন সনদ, রাবীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং হাদীসের হাফিয হওয়া ছাড়া এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। আল্লামা মারদীনী (র.) স্বীয় 'আল জাওহারুন-নাকী' গ্রন্থে তাহাভীর এ গ্রন্থ থেকে মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২৩৭] এ থেকে বুঝা যায় যে ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'নাকযু কিতাবিল মুদাল্লিসীন' অষ্টম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

---

২৩৩. যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাভী, পৃঃ ৩৬।

২৩৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

২৩৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৬।

২৩৬. পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৬

প্রসংগত উল্লেখ, কারাবীসী-এর এ ফিত্না সম্পর্কে আল-মারওয়াযী বলেন ঃ

قال المروزى : مضيت إلى الكرابيسى و هو اذ ذاك يذب عن السنة و يظهر نصرة أبى عبد الله ، فقال لى : ان أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق و قد رضيت ان يعرض كتابى عليه ، قال : وقد سألنى : أبو ثور وإبن عقيل و ابن حبش أن اضرب على هذا الكتاب فابيت عليهم و قلت بل أزيد فيه ما سنح فى ذلك وأبى ان يرجع عنه فجئ بالكتاب إلى ابى عبد الله و هو لا يدرى من وضع الكتاب وكان فى الكتاب الطعن على الاعمش و النصرة للحسن بن صالح و كان فى الكتاب : ان قلتم ان الحسن بن صالح كان يرى رأئ الخوارج ، فهذا ابن الزبير قد خرج فلما قرى على أبى عبد الله قال : هذا قد جمع للمخالفين مالم يحسنوا ان يحتجوا به حذروا عن هذا و نهى عنه

যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, পৃঃ ৩৬।

২৩৭. আলাউদ্দীন আল-মারদীনী ঃ আল-জাওহারুন-নাকী আলাস-সুনানিল কুব্রা লিল-বায়হাকী, ১ম খঃ, (ভারত, হিঃ ১৩৫৫) পৃঃ ১২৮।

www.pathagar.com

৪. আত্ তাস্‌বিয়াতু বায়না 'হাদ্দাসানা' ওয়া 'আখ্‌বারানা'

হাদীস বর্ণনাকারী যদি তাঁর শায়খের নিকট হাদীস পাঠ করেন এবং শায়খও সে হাদীসের স্বীকৃতি প্রদান করেন তবে এ হাদীস শায়খ থেকে বর্ণনা করার সময়ে রাবী 'হাদ্দাসানা'(حدثنا)শব্দ ব্যবহার করবেন না 'আখবারানা'(اخبرنا)প্রয়োগ করবেন এ সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম তাহাভী (র.)-এর মতে উভয় শব্দের যে কোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে প্রয়োগ বিধিতে এ দু'টি শব্দের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর এ অভিমতের পক্ষে কুরআন এবং হাদীস থেকে কতিপয় দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে তাঁর পুস্তিকাটি[২৩৮] প্রণয়ন করেন। এটি এ বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিপুল জ্ঞানের প্রমাণ বহন করে।

তাহাভী (র.) তাঁর এ পুস্তিকায় তৃতীয় হিজরী শতাব্দীতে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মাঝে বহুল আলোচিত প্রধানত দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ক. শাইখ-কে হাদীস শুনানো উত্তম না শায়েখ-এর মুখ থেকে শ্রবণ করা উত্তম অথবা উভয় পদ্ধতি সমমর্যাদা সম্পন্ন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইব্‌ন আবূ যি'ব (র.) এবং ইমাম মালিক (র.)-এর কাছ থেকে তাঁর সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, তাঁদের মতে শায়খকে হাদীস শুনানো শায়খের মুখ থেকে হাদীস শোনার চেয়ে উত্তম। কেননা, রাবী কখনও তাঁর হাদীস বর্ণনায় ভুল করে থাকতে পারেন অথবা কোন অংশ ভুলে ছেড়েও দিতে পারেন, কিন্তু তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণকারী তেমন বিজ্ঞ না হওয়ার কারণে তাঁর এ ভুল সম্পর্কে কিছুই না বলে এটাকে সঠিক বলে ধরে নেবেন এবং এভাবে একটি ভ্রান্ত বস্তু সঠিক বলে ক্রমাগত চলতে থাকবে। কিন্তু শায়খের নিকট হাদীস পেশ করা হলে এবং তাতে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে শায়খ তৎক্ষণাৎ তা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং এভাবেই হাদীসটি পরিশুদ্ধ হবে।

হযরত আলী (রা.), ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ইমাম বুখারী (র.) এবং হিজায ও কূফার অধিকাংশ আলিমগণের মতে উভয় পদ্ধতি সমমর্যাদা সম্পন্ন। ইমাম তাহাভী (র.)ও এ মতটি গ্রহণ করেন।

খ. শায়খ-এর মুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করলে অথবা শায়খকে হাদীস পড়ে শুনালে তা অন্যের নিকট বর্ণনা করার সময় কিভাবে বর্ণনা করতে হবে এ সম্পর্কে আলিমগণের তিনটি অভিমত রয়েছে। এক দল আলিমের মতে উভয় অবস্থায় 'হাদ্দাসানা এবং আখবারানা' ব্যবহার করা যাবে। ইমাম তাহাভী (র.) এ প্রসংগে বলেন, আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহ্‌র মধ্যে 'হাদীস' এবং 'খবর' এ দু'য়ের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য দেখতে পাই নি। যেমন - আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

২৩৮. আল্লামা ইব্‌ন আবদুল-বার তাঁর রচিত 'জামি'উ বায়ানিল ইল্‌ম ওয়া ফাযলিহী' গ্রন্থের ২য় খণ্ডে (পৃঃ ১৭৫-১৮০) তাহাভী (র.)-এর এ পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন। অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মূল গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

www.pathagar.com

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।[২৩৯] এখানে হাদীস এবং খবর দু'টিই সমার্থবোধক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّانَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ.[২৪০] অজুহাত পেশ কর না, আমরা তোমাদের কখনই বিশ্বাস করব না। আল্লাহ্ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন।'

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ.[২৪১] 'তোমাদের নিকট কি পৌঁছেছে সৈন্যবাহিনীর বৃত্তান্ত।'

وَ لَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا.[২৪২] 'এবং তারা আল্লাহ্ থেকে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না।'

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا.[২৪৩] 'আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব।'

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.[২৪৪] 'আপনার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে?'

حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ.[২৪৫] 'ইব্রাহীম (আ.)-এর সম্মানিত মেহমানগণের বৃত্তান্ত'

উল্লেখিত আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হাদীস এবং খবর এক। অতঃপর তিনি তাঁর মতের পক্ষে নিম্নেবর্ণিত হাদীসগুলো দলীল হিসেবে পেশ করেন ঃ

হযরত ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرونى عن شجرة مثلها مثل المؤمن

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমাকে এমন গাছের কথা বল, যার দৃষ্টান্ত মু'মিনের মত।

হযরত ফাতিমা বিনত কায়স (রা.) বলেন ঃ

قال اخبرنى تميم الدارى ، فذكر قصة الدجال.

আমাকে তামীম আদ্-দারী খবর দিয়েছেন। এরপর তিনি দাজ্জালের ঘটনা বর্ণনা করেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغو اعنى ولو آية و حدثواعن بنى اسرائيل و لا حرج

---

২৩৯. সূরা যিলযাল ঃ ৪।
২৪০. সূরা তাওবা ঃ ৯৪।
২৪১. সূরা বুরূজ ঃ ১৭।
২৪২. সূরা নিসা ঃ ৪২।
২৪৩. সূরা যুমার ঃ ২৩।
২৪৪. সূরা আল্-গাশিয়া ঃ ১।
২৪৫. সূরা আয্-যারিয়াত ঃ ২৪।

www.pathagar.com

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার থেকে অন্যদের নিকট পৌঁছিয়ে দাও; যদিও তা শুধু একটি আয়াত হয়। আর তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা কর। এতে কোন দোষ নেই।

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قال للاعرابى: لا تخبر تلا عب الشيطان بك فى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم

হযরত আনাস (রা.) হযরত উবাদাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارادأن يخبرهم بليلة القدر فتلاحى رجلان

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের লায়লাতুল কদর এর নির্দিষ্ট রাতের খবর দিতে ইচ্ছা করেন। ইত্যাবসারে দু'টি লোক ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

হযরত আনাস (রা.) থেকে আরও বর্ণিত আছে ঃ

ان عبد الله بن سلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماأول اشراط الساعة ؟ قال : اخبرنى جبرئيل ان نارا تحشرهم من المشرق

আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, কিয়ামতের প্রথম চিহ্নটি কি? তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, জিব্রাঈল (আ.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, একটি আগুন তাদেরকে পূর্বদিক থেকে ধাওয়া করবে।

হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث فقال : ما تحدثون ؟ فقلنا : نتحدث عنك ، قال تحدثوا، وليتبوا من كذب على مقعده من جهنم

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদা আমাদের নিকট গমন করেন। আমরা তখন পরস্পর হাদীসের আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কি আলোচনা করছ? তখন আমরা বললাম, আমরা আপনার হাদীস আলোচনা করছি। তিনি বললেন, তোমরা হাদীস বর্ণনা কর। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে আপন অবস্থান তৈরি করে নেয়।'

এ ধরনের সমার্থবোধক আরও কিছু কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়ার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ 'এ সকল হাদীস প্রমাণ করে যে, **حدثنا ، اخبرنا .** - আমাদের খবর বর্ণনা করেছে - এর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নেই।'[২৪৬] এরপর তিনি বলেন, কিছু কিছু হাদীস বিশারদের মতে শায়খের নিকট হাদীস পড়ে শোনাবার পর তিনি যদি এ হাদীসের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তাঁর থেকে বর্ণনা করার অনুমতি দেন তবে এ

২৪৬. তাহাভী ঃ তাসবিয়াতু বায়না হাদ্দাসানা ওয়া আখবারানা, (সংক্ষিপ্তকারী ঃ) ইব্ন আবদিল-বার ঃ জামি'উ বায়ানিল ইল্ম, ২য় খঃ, ১ম সং, (তাবাআ'তুল মুনী'রিয়্যাহ, মিস্র,) পৃঃ ১৭৭-১৮০।

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে বলতে হবে, قرئ علي فلان (আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছে) এ অবস্থায় أخبرنا-حدثنا (আমার নিকট অমুক পড়ে শুনিয়েছে) বলা যাবে না। তিনি এ প্রসংগে আরও বলেন ঃ আমাদের মতে এ বক্তব্যের পক্ষে কোন যুক্তি নেই, বরং শায়খকে পড়ে শোনানো হোক বা শায়খের মুখে শ্রবণ করা হোক উভয় অবস্থাতেই حدثنا এবং أخبرنا বলা যাবে।[২৪৭]

---

২৪৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৭-১৮০।

প্রসংগত উল্লেখ্য, চার ইমাম, ইমাম যুহরী, ইমাম বুখারী, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান, হুমায়দী, ইব্ন উয়ায়নাহ্ এবং হিজায ও কূফার অধিকাংশ আলিমের মতে শায়খের মুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করলে সে ক্ষেত্রে ذكرلنا فلان، قال لنا فلان ، سمعته يقول انبأنا. أخبرنا ، حدثنا ، এর মধ্যে যে কোন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

মুতাকাল্লিমগণের মতে শায়খকে হাদীস পড়ে শোনানো হলে তখন শুধু এভাবে বলা যাবে ঃ حدثنا فلان قراة عليه و أخبرنا قرأة عليه (আমাকে অমুক হাদীস বর্ণনা করেছে তাঁর নিকট পড়ার মাধ্যমে। আর আমাকে খবর বর্ণনা করেছে তাঁর নিকট পড়ার মাধ্যমে) অপর এক জামা'আত মুহাদ্দিসের মতে এ অবস্থায় حدثنا শব্দ বলা যাবে না বরং শুধু أخبرنا বলতে হবে। ইমাম শাফিঈ (র.), মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (র.) প্রাচ্যের অধিকাংশ আলিম, ইব্ন জুরায়জ, আওযাঈ, নাসাঈ, ইব্ন ওয়াহাব প্রমুখ আলিমগণ ও মত পোষণ করেন। মুতাআখ্খির বা পরবর্তী যুগের আলিমগণ এ বিষয়ে নতুন একটি পরিভাষা সৃষ্টি করেন। তাঁরা বলেন ঃ একাকী শায়খের মুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করলে বলতে হবে حدثني অথবা اخبرني অথবা سمعت অন্যান্য সাথীদের সাথে একত্রে শোনলে বলতে হবে حدثنا অথবা أخبرنا শায়খকে একাকী হাদীস পড়ে শোনালে বলতে হবে أخبرني আল্লামা আয়নী (র.) এ প্রসংগে বলেন ঃ

وكل هذا مستحسن و ليس بواجب عندهم ، لان هذا اصطلاح و لا منازعة فيه

উপরোল্লিখিত সকল পদ্ধতিই সুন্দর। হাদীসবিদগণের মতে এভাবে উল্লেখ করা ওয়াজিব নয়। কেননা এটি পরিভাষা। আর পরিভাষায় বিরোধ নেই।

অনুরূপভাবে হাফিয ইব্ন হাজার বলেন ঃ

وظن بعضهم ان ذلك على سبيل الوجوب فتكلموا فى الإحتجاج له ، و عليه بما لا طائل تحته .. نعم يحتاج المتاخرون إلى مراعاة الا صطلاح المذكور لئلا يختلط ، لانه صار حقيقة عرفية عندهم ، فمن تجوز عنها احتاج الى الاتيان بقرينه تدل على مراده وإلا فلا يومن اختلاط المسموع بالمجاز بعد تقرير الاصطلاح فيحمل ما يرد من الفاظ المتقدمين على محل واحد بخلاف المتاخرين

আবার কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যে, এ পদ্ধতিতে উল্লেখ করা ওয়াজিব। তারা আপন মতের পক্ষে দলীলও উপস্থাপন করেছেন। কিন্তু তাতে তেমন যুক্তি নেই। তবে পরবর্তী আলিমগণ সংমিশ্রণের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য উল্লেখিত পরিভাষা রক্ষার

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভী (র.)-এর এ পুস্তিকাটি প্রমাণ করে যে, হিজরী তৃতীয় শতকে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ হাদীসের পরিভাষা সংক্রান্ত যে সকল মতামত প্রদান করেছেন তিনি সে সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন।

৫. সুনানুশ্ শাফিঈ (র.)

ইমাম তাহাভী (র.) এ গ্রন্থটি তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর নিকট থেকে ২৫২/৮৬৬ সালে শ্রবণ করেন।[২৪৮] এরপর তিনি এ গ্রন্থটি তাঁর শিষ্যগণের নিকট বর্ণনা করেন।[২৪৯]

প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কেননা এ পরিভাষা তাদের নিকট যথার্থ ও সুপরিচিত। অতএব যিনি এ পরিভাষা মেনে না চলেন তাঁকে এমন কোন সংকেত উপস্থাপন করতে হবে যা তার গৃহীত অর্থ প্রকাশ করে। কারণ এ পরিভাষাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর অন্য কিছু শুনা গেলে তা রূপক বলে ধরে নেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। অতএব পূর্বসূরীগণের ব্যবহৃত শব্দ একটি স্পষ্ট পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। তবে পরবর্তীগণের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম।

ইমাম বুখারী ঃ সহীহ্ আল-বুখারী, ১ম খ, পৃঃ ১৪; বদরুদ-দীন আইনী ঃ উমদাতুল ক্বারী, ২য় খ, (দারুল-ফিক্‌র) পৃঃ ১১; ইব্‌ন হাজার ঃ ফাতহুল-বারী, ১ম খঃ, ২য় সং, (ইহ্‌য়াউত্ তুরাসিল-আরাবী, বৈরুত, হিঃ ১৪০২), পৃঃ ১১৮-১১৯।

২৪৮. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮১।

২৪৯. তিনটি সনদে এ গ্রন্থটি ইমাম তাহাভী (র.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। মিসরের দারুল কুতুব-এ রক্ষিত হস্তলিখিত কপিতে বর্ণিত আছে ঃ

ورواه عن الطحاوى ابو القاسم ميمون بن حمزة بن الحسين الحسينى العدل ، قال : قرئ على أبى جعفر أحمد بن سلامة الطحاوى وأنا اسمع فى ذى الحجة و فى المحرم سنه ٣١٧ فقال حدثنا أبو ابراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى فى ذى القعدة من سنة ٢٥٢ هـ....

এ গ্রন্থটি ইমাম তাহাভী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন আবুল কাসিম মায়মূন ইব্‌ন হামযা ইবনুল হুসায়ন আল-হুমায়নী আল-'আদল। তিনি বলেন, গ্রন্থটি আবূ জা'ফর আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সালামা আত-তাহাভী (র.)-এর নিকট ৩১৭ হিজরী সালের যিলহাজ্জ এবং মুহাররম মাসে পাঠ করা হয়। আর আমি তা শ্রবণ করতে থাকি। তিনি বলেন, আমাদেরকে আবূ ইব্‌রাহীম ইসমাঈল ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া আল-মুযানী (র.) ২৫২ হিজরী সালের যিল-কা'আদ মাসে বর্ণনা করেছেন।

ক্রমিক সং, হাদীস, ২৭৬। হিজরী ১৩১৫ সালে প্রকাশিত। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তাহাভী থেকে বর্ণনাকারী আরও দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন ঃ (ক) মুহাম্মদ ইবনুল মুজাফ্‌ফর ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন ঈসা আল-বায্‌যার আল-হাফিয। (খ) আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আসিম ইবনুল মুকরী।

আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮১।

www.pathagar.com

এ কিতাবের কোন কোন স্থানে তাহাভী (র.) তাঁর মামা ইমাম মুযাবী (র.)-এর মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর কাছ থেকে ফিকহ্ শাস্ত্রের কিছু কিছু মাস'আলাও বর্ণনা করেন।[২৫০] তিনি এ কিতাবের[২৫১] শেষ অংশে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করেন যেগুলো ইমাম মুযানী (র.)-এর মাধ্যমে ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে বর্ণিত নয়, বরং তিনি এগুলো সরাসরি তাঁর শায়খ বাহ্র ইব্ন নাসর-এর মাধ্যমে ইব্ন ওয়াহাব (র.)-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন।[২৫২] ইমাম তাহাভী (র.)-এ গ্রন্থে ফিকহ্-এর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন খুব কম।[২৫৩] হাদীস সম্পর্কে তিনি এতে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে কিছু কিছু

---

২৫০. এ গ্রন্থের 'সালাতুল-কুসূফ' এবং কিতাবের শেষ অংশে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত মাস'আলা-এর উদ্ধৃতি রয়েছে।

পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮১।

২৫১. তাহাভী ঃ সুনানুশ্ শাফিঈ (মাতবা'আতুশ্ শারকিয়্যাহ্, হিঃ ১৩১৫), পৃঃ ১২২।

২৫২. তাহাভী ঃ সুনানুশ্ শাফিঈ, পৃঃ ১১৯।

২৫৩. ফিকহ্ শাস্ত্রের নিম্নে বর্ণিত মাস'আলাটি উল্লেখযোগ্য ঃ

তাহাভী (র.) ইমাম মুযানী (র.)-এর মাধ্যমে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

إن عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر إشتراها فاستجمعها فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! إنى اصبت مالا لم أصب مثله قط ، أردت ان تقرب به إلى الله عزوجل فقال له : احبس الاصل ، و بسل الثمرة

উমর ইবনুল-খাত্তাব (রা.) ক্রয়সূত্রে খায়বারের একশটি অংশের মালিকানা স্বত্ব লাভ করেন। তিনি অংশগুলো একত্রিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এত মাল পেয়েছি যা ইতোপূর্বে কখনও লাভ করি নি। আর আমি এ মাল দিয়ে পরাক্রমশালী ও মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করতে ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, তুমি মূল সম্পদ নিজের নিকট রাখ এবং উৎপাদিত ফসলাদি বিতরণ কর।

এরপর তিনি বলেন ঃ

قال أبو جعفر : هذا يدل على اجازة حبش المشاع كما قال أبو يوسف و الشافعى و لولم يجز هذا لدلنا عليه حديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم امره عمر رضى الله عنه أن يحبس ماله من خيبر على ما أوه أن يحبسه ، عليه لما سأله ، عن ذلك ، لأن خيبرلم تقسم إلا فى زمن عمر رض ، فاما ماكان فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فإنما هو قسمة جمع ، لأنه ، جعل كل مائه سهم كسهم واحد، ثم جرأ علاتها على ذلك و لم يقسهم الارض

আবূ জা'ফর (র.) বলেন, এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, অর্জিত সম্পদ জমা করা অনুমতি আছে। ইমাম আবূ ইউসুফ এং ইমাম শাফিঈ (র.) অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। এটা যদি জায়িয না হত তবে ইব্ন আওন-এর হাদীসটি আমাদের তা প্রমাণ করে দিত। হাদীসটি নাফি' ইব্ন (র.) উমর (রা.) থেকে এবং তিনি নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

www.pathagar.com

আলোচনা করেছেন।[২৫৪]

৬. সাহীহুল আসার

ব্রোক্যালম্যান, যাহিদ কাওসারী, আবদুল মাজীদ মাহমূদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ একথা উল্লেখ করেন যে, 'সাহীহুল আসার' ইমাম তাহাভী (র.)-এর রচিত একটি হাদীস

এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উমর (রা.)-কে খায়বরের অর্জিত সম্পদ তাঁকে রেখে দেওয়ার নির্দেশ দান করেন। কেননা খায়বর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত কালেই বন্টন করা হয়েছিল। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে যা হয়েছিল তা ছিল সংগৃহীত অংশ। কেননা তখন প্রত্যক একশ' ভাগকে এক ভাগ ধরেছেন। এবং তার থেকে উৎপাদিত ফসলাদি বন্টন করেছেন। কিন্তু যমীন বন্টন করেননি।

তাহাভী ঃ সুনানুশ্ শাফিঈ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯২।

২৫৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, তাহাভী (র.) বলেন ঃ

عن المزنى عن الشافعى عن مالك بن أسنن عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبيد اله بن جريج

মুযানী (র.) শাফিঈ (র.) থেকে, তিনি মালিক ইব্ন আনাস (র.) থেকে তিনি সাঈদ ইব্ন আবূ সাঈদ আল-মাকবূরী (র.) থেকে তিনি ওবায়দুল্লাহ ইব্ন জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুযানী সনদটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ নামটি হবে 'ওবায়দ ইব্ন জুরাইজ। ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জুরাইজ নয়।

এরপর তিনি বলেন ঃ كذا حدثنا المزنى و انما هوعن لا عبيد بن جريج

ইমাম তাহাভী (র.) সনদ ও হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম মুযানী (র.)-এর কিছু কিছু ভুলভ্রান্তির উল্লেখ করে বলেন।

তাহাভী, সুনানুশ্ শাফিঈ, (প্রাগুক্ত), পৃ, ৮৭

এ গ্রন্থের আর একটি স্থানে তাহাভী (র.) তাঁর সনদের মাধ্যমে রিফা'আহ আনসারী থেকে বর্ণনা করেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أيها الناس ! ان قريشا أهل امانة ، من بغاهم العوافر اكبة الله كمنخريه يقولها ثلاثا قال ابو جعفر هكذا قراه المزنى عليها اهل امانة و انماهو اهل امامة قال ابو جهقر و انما هى العوائر

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আহবান করেন, হে জনমণ্ডলী! কুরায়শগণ আমানতদার - বিশ্বস্ত। যারা তাদেরকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিপদাপদে ফেলাতে চায় আল্লাহ্ তাদেরকে আপন নাকের উপর উপুড় করে ফেলে দেবেন। তিনি তিনবার কথাটি বলেন। আবূ জা'ফর (র.) হাদীসটি বর্ণনার পর বলেন, মুযানী (র.) এখানে امانة (বিশ্বস্ত) শব্দ বলেছেন। মূলতঃ তা হবে امامة অর্থাৎ কুরায়শগণ নেতৃত্বের অধিকারী। তাহাভী (র.) আরও বলেন, মুযানী (র.)

www.pathagar.com

গ্রন্থ।[২৫৫] তাঁরা ভারতের খোদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীর আরবী মাখতূতাহ্ গ্রন্থসমূহের হাতে লেখা ক্যাটালগ-এর উপর নির্ভর করে সম্ভবত বর্ণনা প্রদান করেছেন। এ তালিকায় ৫৪৮ নম্বর-এ 'সহীহ্ আসার' গ্রন্থের রচয়িতা ইমাম তাহাভী (র.) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থাগারের ছাপানো ক্যাটালগ[২৫৬]-এ এই গ্রন্থের নাম 'তাসহীহুল-আসার' এবং এর রচয়িতা আবুল হাসান মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাহিলী (মৃঃ ৩২১/৯৩৩) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, আল্লামা বাহিলী ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

হাজী খালীফা ইমাম বাহিলীকে মা'আনিল-আসার-এর একজন ব্যাখ্যাকার বলে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে মালিকী মাযহাবের পক্ষে যে সকল উক্তি করা হয়েছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এর রচয়িতা হচ্ছেন মালিকী মাযহাবের অনুসারী ইমাম বাহিলী (র.)।[২৫৬] গ্রন্থটির শুরুতে কোন ভূমিকা নেই। এর প্রারম্ভে রয়েছে ঃ

محمد صلى الله عليه وسلم - باب الماء يقع فيه النجاسة ، ذكر ابو جعفر الطحاوى فى هذا الباب ما رواه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من بئر بضاعة

মুহাম্মদের ওপর আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। এমন পানি সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ যাতে নাপাক বস্তু পতিত হয়। আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) এ অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'বুযআহ' নামক কুপের পানিতে ওযূ করতেন।

হাদীসে امامة শব্দ বলেছেন অথচ শব্দটি হবে العوائر।)

তাহাভী ঃ সুনানুশ্ শাফিঈ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৬।

২৫৫. ব্রোক্যালম্যান ঃ তারীখুল-আদাবিল-জাদীদ, ৩য় খঃ, ৪র্থ সং, (দারুদ-মা'আরিফ, মিসর) পৃঃ ২৬৫; যাহিদ কাওসারী ঃ আল হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৭; আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮১।
প্রসংগত উল্লেখ, ব্রোক্যালম্যান সর্বপ্রথম 'সাহীহুল-আসার'-কে ইমাম তাহাভী (র.)-এর রচিত একটি পৃথক গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তী গ্রন্থকারগণ তাঁর বর্ণনার অনুসরণ করেন।

২৫৬. Moulovi Abdul Hamid; Catalogue of the Arabic and Persian Manuscripts in Oriental public library al Bankipur, 7.7. Arabic kes. addition part 77, 1925, Page 23-24

www.pathagar.com

পাটনা খোদ বখ্‌শ গ্রন্থাগারে এ গ্রন্থটির হস্তলিখিত যে কপিটি সংরক্ষিত আছে তাতে 'শারহ্ মা'আনিল আসার'-এর প্রথম অনুচ্ছেদ الماء يقع فيه النجاسة থেকে শুরু করে كتاب الجنايات.-এর . كيف يكون القسامة অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---

২৫৭. ইমাম বাহিলী তাঁর এ গ্রন্থে 'শারহু মা'আনিল-আসার'-এ উল্লেখিত হাদীসসমূহের সনদ বাদ দিয়ে শুধু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর ইমাম তাহাভী (র.)-এর মতামত উল্লেখ করেন। তারপর তিনি 'قلت' বলে ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত বর্ণনা করেন এবং তাঁর মতামতের পক্ষে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। যেমত তিনি 'আল-বুয়ূ' অধ্যায়ের 'بيع الشعير بالحنطة متفاضلا' অনুচ্ছেদে তাহাভী (র.)-এর মতামত উল্লেখ করার পর বলেন ঃ قلت و مذهب مالك رحمة الله أن القمح و الشعير صنف واحد ، لا يجوز فيها التفاضل .. على ماذكره في مؤطاه عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ومصعب الدوسى ، لا نقوله في حديث عبادة : وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد زيادة لم يتفق عليها جميع الرواة ، فاحتمل أن يكون في قول الراوى قياسا على قول النبى صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث فاذا اختلف الصفات فبيعوا كيف شئتم و الله اعلم

আমি বলব, ইমাম মালিক (র.)-এর মাযহাব অনুসারে গম এবং যব একই প্রকার। এ দু'টিকে পরস্পরের বিনিময়ে বিক্রির সময় কোন একটিকে অধিক গ্রহণ করা যায়িয নেই। ইমাম মালিক (র.) তাঁর মু'আত্তা গ্রন্থ সা'দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) এবং মুস'আব আদ-দূসী (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেছেন। কারণ, ওবাদা (রা.)-এর হাদীসে উল্লেখিত, 'তোমরা যবের বিনিময়ে গমকে নগদ বিক্রির সময় ইচ্ছামত অধিক হারে বিক্রি কর।' বক্তব্যটির সাথে সকল বর্ণনাকারী একমত নন। হতে পারে এ ক্ষেত্রে রাভী নবী করীম (সা.)-এর অপর একটি বাণীর ওপর কিসাম করেই উল্লেখিত মন্তব্যটি দিয়েছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে, 'যখন বিক্রিত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয় তখন তোমরা ইচ্ছামত (কম-বেশি) বিক্রি কর।'

তাসহীহুল আসার, (হস্তলিপি, খোদা বখ্‌শ, ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, নং-৫৪৮), পৃঃ ১৮৪।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

ইমাম তাহাভী (র.)-এর কতিপয় বিশিষ্ট অবদান

ইমাম তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থসমূহের তালিকা

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইমাম তাহাভী (র.)-এর অবদান অনস্বীকার্য। ফিকহ্, আকাইদ, ইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে রচিত তাঁর গ্রন্থসমূহ তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

(ক) আকাইদ শাস্ত্র

১. বায়ানু ই'তিকাদি আহলিস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ,
২. কিতাবুন ফিন নিহাল ওয়া আহকামিহা ওয়া সিফাতিহা ওয়া আজনাসিহা ওয়া মা ওয়ারাদা ফীহা মিন খাবর।

(খ) তাফসীর শাস্ত্র

১. আহ্কামুল-কুরআন,
২. তাফসীরুল কুরআন।

(গ) ফিকহ্ শাস্ত্র

১. আল-মুখতাসারুল কাবীর,
২. আল-মুখতাসারারুস্ সাগীর,
৩. ইখ্তিলাফুল উলামা,
৪ আশ-শুরূতুল কাবীর,
৫. আশ-শুরূতুল আওসাত,
৬. আশ-শুরূতুস্ সাগীর অথবা মুখ্তাসারুশ্ শুরূত,
৭. শারহুল জামি'ইল কাবীর,
৮. শারহুল জামিইস্ সাগীর,
৯. আন-নাওয়াদিরুল ফিকহিয়্যাহ্,
১০. জুয্উন্ ফী আরযি মাক্কাহ্,
১১. জুয্উন্ ফী কিসমিল ফাই ওয়াল গানাইম,
১২. কিতাবুল আশরিবাহ,

www.pathagar.com

১৩. জুয্আনি ফির রাদ্দ আলা ঈসা ইব্ন আবান,
১৪. জুয্আনি ফী ইখ্তিলাফির রিওয়ায়াত আলা মাযহাবিল কূফিয়্যীন,
১৫. জুযউন ফির-রাযিয়্যাহ্,
১৬. আল-মুহাযির ওয়াস-সিজিল্লাত,
১৭. আল-ওয়াসায়া ওয়াল ফারাইয,
১৮. আল-খিতাবাত ফিল ফুর্‌'আ,
১৯. শারহুল মুগ্নী।

(ঘ) ইতিহাস এবং জীবনী গ্রন্থ

১. আত-তারীখুল কাবীর,
২. আখরু আবী হানীফাহ ওয়া আসহাবিহী অথবা মানাকিবু আবী হানীফাহ (র.),
৩. আন্-নাওয়াদির ওয়াল হিকায়াত,
৪. আর্ রাদ্দ আলা আবী উবায়দ ফীমা আখতাআ ফীহি ফী কিতাবিল আনসাব্।

আকাইদ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিভিন্ন বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থমালার সুদীর্ঘ সূচির পর নিম্নে আমরা আলাদা আলাদাভাবে উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমাদের নিকট প্রাপ্তব্য গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করছি ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে 'আকীদা'[১] একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বস্তু। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে কোন কোন সাহাবী আকীদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন।[২] সাহাবাগণের যুগে আকীদার ব্যাপারে কিছু মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।[৩] উমায়্যা যুগে (৪০/৬৬১-১৩২/৭৫০) এ মতপার্থক্য তীব্রতর হয়ে উঠে। এ সময় মু'তাযিলা, মুরজিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া ইত্যাদি মতাবলম্বীদের উদ্ভব ঘটে।[৪] আব্বাসী যুগের

১. ৬টি বস্তুর ঈমানের উপর আকীদা প্রতিষ্ঠিত ঃ (১) আল্লাহ্ (২) ফিরিশ্তা, (৩) কিতাব, (৪) রাসূল, (৫) আখিরাত এবং (৬) তাক্দীর।
ডক্টর এ. কে. এম. আইউব আলী ঃ আল-আকীদাতুল-ইসলামিয়্যাহ ওয়াল ইমাম মাতুরীদী, ১ম সং (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা ১৯৮৩), পৃঃ ১।
২. সাহাবীগণের আলোচনা ৬টি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ঃ (ক) আল্লাহ্র সত্তা, (খ) তাঁর সিফাত, (গ) তাঁকে দেখা সম্ভব কি না? (ঘ) তাক্দীর, (ঙ) ঈমান-আমল এবং (চ) ঈমান ও ইসলাম। যেমন আবূ হুরায়রাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ লোকেরা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকবে এমনকি তারা বলবে, আল্লাহ্ তা'আলা মাখলূককে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে কে সৃষ্টি করেছেন? যার অন্তরে এমন ধরনের প্রশ্ন জাগবে সে যেন বলে, আমি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছি। (পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭-১৮।)
৩. এ সময়ে খারিজী, শী'আ, ইমামিয়াহ প্রভৃতি দলের উৎপত্তি ঘটে।
৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫২-৫৩।

www.pathagar.com

(১৩২/৭৫০-৬৫৬/১২৫৮) প্রাথমিক অবস্থায় যদিও এ সকল দলের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ সময়ে মু'তাযিলাগণের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর 'ফিকহুল-আকবার' এ সময়ে রচিত একটি অনন্য গ্রন্থ[৫]। মু'তাযিলা মতাবলম্বীগণ সরকারী ছত্রছায়ায় তাদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। মু'তাযিলা মতবাদের খণ্ডনকল্পে 'আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ'-এর তিনজন পুরোধা স্বীয় ক্ষুরধার লিখনী নিয়ে এপথে এগিয়ে আসেন। এঁরা হলেন আবূ মানসূর মাতুরীদী (র.) (মৃঃ ৩৩৩/৯৪৫), (২) আবুল হাসান আলী ইব্ন ইসমাঈল আল-আশ'আরী (র.) (মৃঃ ৩২৪/ ৯৩৫) এবং (৩) ইমাম আবূ জা'ফার তাহাভী (র.) (মৃঃ ৩২১/৯৩৩)।

ইমাম তাহাভী (র.) মাযহাব-এর আহ্কাম, বৈশিষ্ট্য এবং এর অপরাপর তথ্যাদি সম্পর্কে প্রায় চল্লিশ জুয (অংশ)-এ বিভক্ত একটি বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর পুরোনাম 'কিতাবুন্ ফিন্-নিহালি ওয়া আহ্কামিহা ওয়া সিফাতিহা ওয়া আজনাসিহা ওয়া মা ওয়ারাদা ফীহা মিন খাবরিন'। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় আমরা তাহাভী (র.)-এর এ তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত বিরাট কিতাবটি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি নি।[৬]

আকীদা-এর মৌলিক নীতিমালা বর্ণনার উদ্দেশ্যে ইমাম তাহাভী (র.) একটি রিসালা বা পুস্তিকা রচনা করেন। এর নাম হচ্ছে 'বায়ানু ই'তিকাদি আহলিস্ সুন্নাতি ওয়াল জামা'আহ্'। এতে আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্-এর আকীদাহ সুস্পষ্ট ও সুশৃংখলভাবে বিধৃত হয়েছে। এ প্রসংগে আল্লামা সুবকী (র.)-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

সকল প্রশংসাই আল্লাহ্ পাকের জন্য। চারো মাযহাবই আকীদার ক্ষেত্রে অভিন্ন। তবে যারা মু'তাযিলা এবং তাজসীম (যারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য দেহ কল্পনা করে) মতবাদীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন তাদের কথা ভিন্ন। এছাড়া অধিকাংশ আলিমই ইমাম তাহাভী (র.)-এর আকীদাহ সম্পর্কিত পুস্তিকাটি পাঠ করে থাকেন। আর

---

৫. আহ্মাদ আমীন ঃ যুহাল ইসলাম, ৩য় খঃ ৭ম সং, (মাকতাবাতুন-নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৩৫৫/১৯৩৬), পৃঃ ৯-১০। উল্লেখ্য, ইমাম বযদূবী (র.) (মৃঃ ৩৯০/১০০০) বলেন, 'ফিকহুল আকবর' গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র.) আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত, তাক্দীরের ভালো-মন্দ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত থাকা, কাজের সংকল্প করার পর বান্দাকে আল্লাহ্র তরফ থেকে ক্ষমতা প্রদান, মাখলূকের সকল কর্মের সৃষ্টিকারী আল্লাহ্, বান্দার কল্যাণ দান আল্লাহ্ পাকের উপর ওয়াজিব নয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন।

ফাখরুল ইসলাম বযদূবী ঃ আল-উসূলুল বযদূবী, ১ম খঃ, (পাকিস্তান) পৃ. ৭৮।

৬. আবদুল মাজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩০; যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৩৭.

www.pathagar.com

পূর্ববর্তীগণ এবং পরবর্তী সকল আলিমই এটিকে কবূল করেছেন।[৭]

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর এ 'রিসালাতে আকীদা' সম্পর্কিত ১০৫টি বিষয়ের অবতারণা করেন। তিনি বিষয়গুলোকে এত সুন্দরভাবে বিধৃত করেছেন যে, এর মধ্যে ঈমানের জ্যোতি এবং ইখ্লাসের উষ্ণতা পরিদৃষ্ট ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। পুস্তিকাটির অবতরণিকা নিম্নরূপ ঃ

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক। হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা আবূ জা'ফর ওয়াররাক আত-তাহাভী (র.) মিসরে অবস্থান কালে বলেন, মুসলিম মিল্লাতের ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ ইমাম আবূ হানীফাতুন নু'মান ইব্ন সাবিত আল-কূফী, আবূ ইউসুফ ইয়া'কূব ইব্ন ইব্রাহীম আল-আনসারী (র.) এবং আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (র.)-এর পরিগৃহীত নীতি অনুসারে ইহা আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল জমা'আতের আকীদা এবং তাঁরা দীনের নীতি সমূহের প্রতি যে, আকীদা পোষণ করতেন এবং যে সব নীতি অনুসারে তাঁরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মনোনীত দীন পালন করতেন তার বিবরণ।"[৮]

এরপর তাহাভী (র.) আল্লাহ্র একত্ববাদ, তাঁর সিফাত (গুণাবলী) এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান স্থাপন সম্পর্কিত ইসলামের মৌলিক আকীদা বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি এ প্রসংগে বলেন ঃ

আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক কামনা করে তাঁর একত্ববাদ সম্পর্কে আমি বলছি ঃ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। কোন কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি অনাদি, যাঁর আদি নেই। তিনি অনন্ত যাঁর কোন অন্ত নেই। তাঁর ক্ষয় নেই, লয় নেই। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না। কোন বস্তু তাঁর সদৃশ হতে পারে না। তিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তিনি চির জাগ্রত, যার ঘুম নেই। তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং রিয্কদাতা।

---

৭. هذه المذاهب الاربعة ولله الحمد فى العقائد واحدة ، الإ من لحق منها بأهل الاعتزال او التجسم و إلا فجمهورها الحق يقرؤن عقيدة الطحاوى التى تلقاها العلماء سلفاوخلفا بالقبول

হাশিয়াতু শারহি আকীদাতিত তাহাভিয়্যাহ্, ৫ম সং (মাকতাবাতুল ইসলামী, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯) পৃ-৩

৮. তাহাভী ঃ আল-আকীদাতুত্ তাহাভিয়্যাহ্, (আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং ঢাকা, ১৯৮৪) পৃঃ ৯।

মূল আরবী ঃ

الحمدلله رب العالمين قال العلامة حجة إلاسلام أبوجعفرا الوراق الطحاوى بمصر رحمه الله عليه هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة : أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى ، وأبى يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصارى ، وأبى عبد الله محمد بن الحسن الشيبانى رحمة الله عليهم اجمعين و ما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين

www.pathagar.com

তিনি নির্ভয়ে মৃত্যুদানকারী এবং নির্বিবাদে পুনরুত্থানকারী। সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই তিনি অনাদি গুণাবলীসহ বিদ্যমান ছিলেন। আর সৃষ্টির কারণে তাঁর নতুন কোন গুণের সংযোজন ঘটে নি। তিনি তাঁর গুণাবলীসহ যেমন অনাদি ছিলেন, তেমনি তিনি গুণাবলীসহ অনন্ত থাকবেন।"[৯]

অতুলনীয় চির শাশ্বত গ্রন্থ আল-কুরআনকে কেন্দ্র করে 'আহলুস্ সুন্নাহ্ ওয়াল্ জামা'আহ্'-এর আকীদা সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ

"কুরআন আল্লাহ্ পাকের কালাম। ইহা তাঁর নিকট থেকে উৎসারিত হয়েছে, তবে সাধারণ কথাবার্তার পদ্ধতিতে নয়। এ কালামকে তিনি তাঁর রাসূলের (সা.) নিকট ওহী হিসেবে নাযিল করেছেন। ঈমানদারগণ এ ব্যাপারে তাঁকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। আর তারা দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে তা সত্যই আল্লাহ্র কালাম। এটা মাখলূকের কালামের ন্যায় কোন সৃষ্টবস্তু নয়। অতএব, যে ব্যক্তি এ কালামকে শুনেও এটাকে মানুষের কালাম বলে ধারণা করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির নিন্দা করেছেন, তিরস্কার করেছেন এবং তাঁকে জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ শীঘ্রই তাঁকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[১০]

আল্লাহ্ পাক তাঁর গুণাবলীতে একক। মানবীয় কোন গুণ তাঁর প্রতি আরোপ করা কুফরীর শামিল। আল্লাহ্র দীদার জান্নাতীগণের জন্য সত্য। পবিত্র কুরআন ঘোষণা দিয়েছে ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (সূরা কিয়ামাহ ঃ ২২-২৩)।

ইমাম তাহাভী (র.) আকীদার এ মূল কথাটি বলার পর মন্তব্য করে বলেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। এ সম্পর্কে সহীহ্ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তা অবিকৃত অবস্থায় গৃহীত হবে। আমরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে এতে কোন প্রকার অসঙ্গত তাৎপর্যের অনুপ্রবেশ ঘটাতে বা নিজস্ব প্রবৃত্তির প্ররোচনায় কোন সংশয় সৃষ্টিকারীর সংশয়কে প্রশ্রয় দিতে পারি না। কেননা দীনের ব্যাপারে একমাত্র সেই ব্যক্তিই পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে

---

৯. পূর্বোক্ত পৃঃ-৯-১১।

মূল আরবী ঃ

نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ، ان الله واحد لاشريك له ولا شئ مثله ، ولاشئ يعجزه. ولا إله غيره ، قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء ، لا يفنى و لايبيد ، و لا يكون الإ مايريد ، لا تبلغه الا وهام ولاتدركه الأ يشبه الأنام ، حتى لا يموت قيوم لا ينام،خالق بلا حاجة ، رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة ، مازال بصفاته قديما قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته ازليا كذلك لا يزال عليها أبديا .

১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

www.pathagar.com

যে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি আত্মসমর্পণ করে তাঁদের শাশ্বত বাণীর প্রতি হুবহু ঈমান এনেছে এবং সংশয়মূলক বিষয়কে সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিই অর্পণ করেছে।

তাহাভী (র.) এ সম্পর্কে আরও বলেন ঃ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা স্বীকার করা ছাড়া কারো কদম ইসলামে দৃঢ় থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি এমন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের পেছনে পড়বে যা তার জ্ঞানের নাগালের বাইরে এবং যার বিবেক আত্মসমর্পণে সন্তুষ্ট হবে না সে নির্ভেজাল তাওহীদ, নির্দোষ মা'রিফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত থাকবে। সে কুফ্রী ও ঈমান, সত্য ও মিথ্যা, স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। সে না সত্যবাদী মু'মিন হবে আর না অস্বীকারকারী মিথ্যাবাদী হবে।[১১] তাক্দীর বা অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বহু মতবিরোধ হয়েছে।

ইমাম তাহাভী (র.) এই নিরোধপূর্ণ বিষয়টির সারকথা অতি সুন্দরভাবে বিধৃত করে বলেন ঃ তাক্দীর সম্পর্কে আসল কথা হলো, "এটা সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ্র রহস্য। এই নিগূঢ় ও অজ্ঞাত রহস্যটি ফিরিশ্তামণ্ডলী এমনকি প্রেরিত নবীগণেরও অগোচরে। এর তথ্য আবিষ্কার করতে যাওয়া অথবা অনুরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতারই শামিল, বঞ্চনার সোপান এবং সীমালংঘনের ধাপ।"[১২]

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এই তাক্দীরের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলেন ঃ[১৩] لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ 'তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না। বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।' (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩) আর যে ব্যক্তি কিতাবের হুকুম অমান্য করল সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[১৪]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর এ পুস্তিকায় অভিনব পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে লাওহ্, কলম, আরশ-কুরসী, ফিরিশ্তামণ্ডলী, আম্বিয়া, আওলিয়া, কবীরা গুনাহ্-এর মধ্যে নিঃপতিত ঈমানদার, কবর আযাব, মুন্কার নাকীরের সাওয়াল, পুনরুত্থান, হিসাব-কিতাব, জান্নাত-জাহান্নাম, সাহাবী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করেন। উপসংহারে তিনি মহান আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করে বলেন ঃ

"আমরা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এই প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং ঈমানের সাথে আমাদের জীবনাবসান করেন। আর আমাদেরকে বিভিন্ন প্রবৃত্তি পরায়ণতা, ভ্রান্ত মতামতসমূহ থেকে রক্ষা করেন। আর মুশাব্বিহা, মু'তাযিলা, জাহ্মিয়া, জাবারিয়া, কাদারিয়া প্রভৃতি যারা আহলুস্-সুন্নাহ্ ওয়াল জামা'আত-এর বিরুদ্ধচরণ করে এবং ভ্রষ্টতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য শপথ

---

১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬-১৮।

১২. শারহুল আকীদাতিত্ তাহাভিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৭।

১৩. সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩।

১৪. তাহাভী ঃ আল আকীদাতু'ত তাহাভিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১।

www.pathagar.com

গ্রহণ করে আমরা তাদের থেকে আমাদের সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি। তারা আমাদের মতে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলারই নিকট যাবতীয় ভ্রান্তি থেকে নিরাপত্তা এবং সঠিক পথের অনুসারী হওয়ার তাওফীক কামনা করছি।[১৫]

এ রিসালাটি মাযহাব ও মত নির্বিশেষে সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য ও গ্রহণীয়। আল্লামা সুব্কী (র.) তাঁর 'তাবাকাতুশ্-শাফিঈয়্যাহ্ 'গ্রন্থে আবুল হাসান আল আশ'আরী (র.)-এর জীবনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

আমি আমার পিতা ইমাম আত্-তাজ (র.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন ঃ তাহাভী (র.)-এর প্রণীত আকীদাহ গ্রন্থে যে সকল বস্তুর বর্ণনা আছে তন্মধ্যে তিনটি বিষয় ছাড়া অবশিষ্ট সবকিছুই ইমাম আশ'আরী (র.)-এর আকীদার অনুরূপ।[১৬]

আল্লামা আবদুল গনী আল্ সুবকীর (মৃঃ ১২৯৮/১৮৮১) এই বর্ণনা প্রসংগে বলেন ঃ

আমি ইমাম তাহাভী (র.)-এর আকীদা গ্রন্থটি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করার পর দেখতে পেয়েছি যে, ইমাম আত-তাজ (র.)-এর মন্তব্যটি সঠিক ও যথাযথ। আকীদাতুত্ তাহাভিটি যদিও ইমাম আবূ হানীফা (র.) ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর পরিগৃহীত আকীদার উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও তিনি একে অতি উত্তমভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১৭]

ইমাম তাহাভী (র.)-এর এ রিসালাটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে মুদ্রিত হয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ফু'আদ সিজগীন এই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের একটি তালিকা প্রণয়ন করেন।[১৮] তালিকাটি এই ঃ

বার্লীন, ১৯৩৮ (পৃঃ ৪৪-৫৬) ১৯৩৯ (প্রঃ ১৩-১৭) জুতা, ৬৬৩ (পৃঃ ৫); কায়রো, ১/১৯৬, কালাম ১১৩,১৭১,১৭২; কূব্রীলী, ৭৪৭/১(১-১৫)৮২১ হিঃ; জারীত ২১২৭/১৭৯ ম হি); ইস্কান্দারিয়া ১৯৬৮/১ (পৃঃ ৬) ৭৮৩ হিঃ দ্রঃ গ্রঃ তা মাহাদুল-মাখতুতাতুল-আরাবিয়্যাহ ২/১১৯, রামপুর ১/৩১৫, কালাম, ৩৫৩ (১২৯২ হিঃ), রাগিব ১৪৭৯/১ (পৃঃ ৬, ১১১০হিঃ), ওয়াহরী ৪৮১, ২০৮৮/৪, শাহীদ আলী ১৭০৬/৭, রাশীদ, ইস্তাম্বুল ৩২১ (৯৮৯ হিঃ) বারতু পাশা ৬৪৭/২৩, ৬৫০/১, ফাতিহ;

---

১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪২।

১৬. সুবকীঃ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ্, ২য় খঃ, পৃঃ ২৬১।

১৭. আবদুল গণী আল্-গুনায়মী ঃ শারহুল আকীদাতিত্ তাহাভিয়্যাহ' ২য় সং, (দিমাশ্ক দারুল-ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ৪৩।

وقدتاملت عقيدة أبى جعفر الطحاوى فوجدت الأمر على ما قاله الشيخ الإمام ، وعقيدة الطحاوى رغم انها الذى عليه ابو حنيفة و ابو يوسف و محمد و لقد جود فيها

১৮. ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত্ তুরাসিল আরাবী (আরবী) (অনুঃ মাহমুদ ফাহমী হিজাযী, ১ম ভঃ, ৩য় খঃ, ফিকহ্ ইদারাতুস্-সাকাফাহ ওয়ান-নাশ্র, সাউদী আরাব, পৃঃ ১৪০৩/ ১৯৮৩), পৃঃ ৯৬।

www.pathagar.com

১০৩৯/৫, আসা'আদ আফিন্দী, ১২৫৯/১, রাঈসুল কিতাব, ৩০৪/২, লালাহলী, ২১৫৩/২, ২৪১১/১, ২৪১২/১, ২৩৮০/৩, লালাহ্ ইসমাঈল, ৬৮৯/১, মিহরিশাহ, ২৯৪/২, হাসান হাসানী পাশা, ১১৬০/৭, আয়া সূফিয়াহ ৫৭৪/৬, ২৭৯২/৩, মাকতাবাহ্ জামি'আহ ইস্তাম্বুল, ৩৮২৩, প্যারিস, ৪৮০৮ (পৃঃ ৩০/৩৮, দ্রঃ ফাবদা ২৬৭, তাশাস্তার বীতী, ৪৪০০/৯ (পৃঃ ৯৪-৯৯ (হিঃ দ্বাদশ শতক) কায়রো, সংযোজিত ২/১৩৬, ক্রমিক ২০৫৭৬ বা (পৃঃ ১১৫-১২৯) ৩৬০০ জিম (পৃঃ ৯-১৮, ১০৩১ হিঃ) কাযাণ ১৮৯৩ খ্রীঃ হলপ্লো, ১৩৪০হিঃ।

বিভিন্ন যুগের প্রখ্যাত আলিমগণ তাহাভী (র.)-এর এই আকীদা গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও টীকা লিপিবদ্ধ করেন। নিম্নে এর বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. ইসমাঈল ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন আহ্মাদ আশ্ শায়বানী (র.) (মৃঃ ৬২৯/১২৩১)।[১৯]

২. মানজুবারস নাজমুদ্দীন ইব্ন ইয়ালিন ফিলহ আবদুল্লাহ্ আত-তুর্কী (র.) (মৃঃ ৬৫২/১২৫৪)।[২০] এ গ্রন্থটি একটি বিরাট খণ্ডে সমাপ্ত। এর নাম 'আন নূরুল-লামি' ওয়াল বুরহানস্-সাতি'।

৩. মাহমূদ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মাসঊদ আল-কুনূবী (র.) (মৃঃ ৭৭১/১৩৬৯)। তাঁর এ গ্রন্থখানার নাম, 'আল-কালাইদ ফী শারহিল আকাইদ।[২১]

৪. সিরাজুদ্দীন আবূ হাফস উমার ইব্ন ইসহাক আশ্-শিবলী আল-হিন্দী (র.) (মৃঃ ৭৭৩/১৩৭২)।[২২]

৫. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আল-বাবরণী (র.) (মৃঃ ৭৮৬/১৩৮৪)।[২৩]

৬. হিবাতুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন মু'আল্লা তুর্কী শুজা উদ্দীন (র.) (মৃঃ ৭৪৬/১৩৪৫)।[২৪]

৭. আলী ইব্ন আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবিল-ইয়াযীদ দিমাশ্কী (র.) (মৃঃ ৭১২/১৩৯০)।[২৫]

---

১৯. ফু'আদ সিজগীন এ গ্রন্থটি সম্পর্কে নিম্নে বর্ণিত তথ্য পেশ করেন ঃ
কূবরীলী, ৮৪৮/২ (পৃঃ ১৫-৪৫, হিঃ ৮২১) রইসুল কুত্তাব,৩০/৩ পৃঃ৭৬-১০৩, হিঃ ১১৩৫ বরতুপাশা ৬.৪৭/৪৭ (পৃঃ ২৩৩-২৪৪ হিঃ ১১৬৫), তাশতারবীতী, ৪৪৪৬/৩ (পৃঃ ৬৩-৯০, হি, ৯০৬) কায়রো, ২/৫০, ক্রমিক ২২৮৯৬ (পৃঃ ২৭, হিঃ ১০৭৭)।
ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত্ তুরাসিল, আরাবী, ১ম ভলিঃ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৭।

২০. গ্রন্থটি নিম্নলিখিত স্থানে সংরক্ষিত আছে ঃ

২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪৩।

২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪৩।

২৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪৩।

২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৪৩।

২৫. ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত্ তুরাসিল আরাবী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৮।

www.pathagar.com

৮. কাফী হাসান আফিন্দী (র.) (মৃঃ ১০২৫/১ ৬১৬)। গ্রন্থটির নাম ঃ 'নূরুল ইয়াকীন ফী উসূলিদ্দীন।'[২৬]

৯. জনৈক অজ্ঞাত ব্যাখ্যাতা। সাইফুদ্-দীন-আন-নাসিরী (র.) (মৃঃ ৭৫৮/১৩৫৭)-এর নির্দেশে গ্রন্থটি প্রণীত হয়।[২৭]

১০. জনৈক অজ্ঞাত ব্যাখ্যাতা। তিনি হাফিয ইব্ন কাসীরের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থটির নাম ঃ 'শারহুল আকীদাতিত্ তাহাভিয়্যাহ্।'[২৮]

১১. অজ্ঞাত ব্যাখ্যাত।[২৯]

১২. অপর একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ।[৩০]

১৩. শায়খ আবদুল গানী আল-গুনায়মী আল-মায়দানী (মৃঃ ১২৯৮/১৮৮১)।[৩১]

আয়া সুফিয়াহ, ২৩১১ (পৃঃ ১৬৬, হিঃ ৮৩২) কূবরীলী, ৮৪৮ (পৃঃ ২৯৩, হিঃ ৬৪৮), ৮৬১/২ (পৃঃ ২২৪, ৯ম হিঃ লালাহলী, ২৩১৮ (পৃঃ ১১৪, হিঃ ৭১৪) ২৩২০/১ (পৃঃ ১-৭৪), রঈসুল-কুত্তাব, ৫৬৩ (পৃঃ ৩২১, হিঃ ৬৪২)।

তাফসীর সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি

তাফসীরুল কুরআন (تفسير القران)

ইমাম তাহাভী (র.) অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় তাফসীর শাস্ত্রেও মহামূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত তাফসীরের একটি খণ্ড ইসকান্দারিয়াহ-এর জামি' আশ-শায়খ এ সংরক্ষিত আছে। এ খণ্ডটি সুরাতুল আনফাল থেকে শুরু হয়েছে।[৩২]

আহ্কামুল কুরআন (احكام القران)

আহ্কামুল কুরআন সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.) অতীব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর রচিত এ গ্রন্থ আজ দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। মুল্লা আলী আল-কারী (র.)-এর বর্ণনানুসারে তাহাভী (র.)-এর আহ্কামুল কুরআন গ্রন্থখানা বিশ অংশে (جزء) বিভক্ত।[৩৩]

---

২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

২৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

২৮. আবদুল গনী আল-গুনায়মী ঃ শারহু'ল আকীদাতিত্ তাহাভিয়্যাহ, ২য় সং, (দারুল ফিকর, দিমাশ্ক, ১৪০২), (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১।

২৯. ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত্ তুরাসিল আরাবী, ১ম ভলিঃ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৮।

৩০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৮।

৩১. আবদুল গানী আল-গুনায়মী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১।

৩২. আবদুল মজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৬-১২৭।

৩৩. মুল্লা আলী আল-কারী ঃ আল-আসমারুল জানিয়্যাহ, হস্তলিপি, নং ২৪৫১ (খোদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, পাটনা) পৃঃ ৯৮।

www.pathagar.com

হাজী খলীফাহ (র.)-এর মতে ইমাম তাহাভী (র.)-এর পবিত্র কুরআন সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম 'নাওয়াদিরুল কুরআন' কাযী ইয়ায (র.) - এ গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা এক হাজার বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৪]

ফিকহ্ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের পরিচিতি

মুখ্‌তাসারুত্ তাহাভী (مختصر الطحاوى)

এ গ্রন্থখানা ইমাম তাহাভী (র.)-এর এক বিশিষ্ট অবদান। মামা ইমাম মুযানী (র.) (মৃঃ ২৬৪/৮৭৭)-এর সাথে বিরোধের পর তিনি কাযী বাক্কারের সংস্পর্শে আসেন। আর তখন ইমাম মুযানী (র.)-এর মুখতাসার গ্রন্থের প্রশংসা মিসরের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত ও অনুরণিত হচ্ছিল। আলিমগণ এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ।[৩৫]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইমাম মুযানী (র.) তাঁর ভগ্নির পুত্র তাহাভীকে বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ তুমি কখনও সফলতা লাভ করতে পারবে না।[৩৬] ফলে তাহাভী (র.) যখন গ্রন্থ প্রণয়ন শুরু করেন তখন তিনি ইমাম মুযানী (র.)-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মুখ্‌তাসারুল মুযানী'-এর মুকাবিলায় গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সচেষ্ট হন। তাহাভী (র.) তাঁর মুখ্‌তাসার গ্রন্থকে এমন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেন যেমনভাবে ইমাম মুযানী (র.) তাঁর মুখ্‌তাসারে বিন্যস্ত করেছিলেন। তবে স্বীয় ইচ্ছানুসারে ইমাম মুযানী (র.)-এর জীবদ্দশায় তা সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সম্ভবত 'মুখ্‌তাসার' নামক উৎকৃষ্ট অবদানটি সংকলন করতে গিয়ে তাঁকে বেশ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়। এছাড়া পরবর্তীতে তিনি এর আমূল পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে থাকেন। আর এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ তাঁর 'মুখ্‌তাসারুল-কাবীর' এবং 'মুখ্‌তাসারুস সগীর' নামক একই

---

৩৪. হাজী খলীফাহ ঃ কাশফুয-যুনূন, ৫ম খঃ (দারুল-ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮১), পৃঃ ৫১।

৩৫. শাফিঈ মাযহাব-এর ফরু'আত (فروعات) সম্পর্কে রচিত এটিই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। তাঁদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ও গৃহীত পাঁচটি ফিকহ্ গ্রন্থের মাঝে এটি অন্যতম পরবর্তী শাফী আলিমগণ এ গ্রন্থের অনুকরণে তাঁদের গ্রন্থাবলী রচনা করেন। তাঁদের শিক্ষাগার সমূহে দীর্ঘদিন ধরে এ গ্রন্থটি তাঁদের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকেই এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেন তবে ইব্‌ন সুরায়জ-এর মতে কারো পক্ষেই এর যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। যে সকল আলিম এ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আবুত্ তায়্যিব তাহির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আত-তাবারী (মৃঃ ৪৪৫/১০৫৩) রেঃ); আবুল ফাতূহ্ আলী ইব্‌ন ঈসা (মৃঃ ৭১০/৩১০) আবুল ফাতূহ্ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন ইসমাঈল আল-ইয়ামানী (মৃঃ ৪২১/১৩০) প্রমুখ।
হাজী খলীফাহ ঃ কাশফুয্ যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬৩৫-৩৬।

৩৬. ইব্‌ন আসাকির ঃ তারীখু দিমাশ্‌ক, ২য় খ, ২য় সং, (দারুল-মাসীরাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯) পৃঃ ৫৮।

www.pathagar.com

জতীয় দু'টি গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে।[৩৭] শাহ্ আবদুল আযীয (র.) বলেন ঃ 'ইমাম তাহাভী (র.) ফিকহ্ শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁর মুখ্তাসার গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থেরই নাম 'মুখতাসারুত্ তাহাভী।'[৩৮]

হাফিয ইব্ন আসাকির (র.) (৫৭১/১১৭৫) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম তাহাভী (র.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, আমি আমার প্রথম মতটি অধ্যয়ন করি। এরপর স্বপ্নযোগে মামাকে দেখতে পাই। তিনি তখন আমাকে বলছেন ঃ হে আবূ জা'ফর। আমি তোমাকে রাগান্বিত করেছি। এ কথাটি তিনি দু'বার উচ্চারণ করেন।'[৩৯] এখানে তাঁর পূর্বকথাটি কি ছিল তা উল্লেখ করা হয় নি। সম্ভবত এটা ঐ বিষয় যে বিষয়ে মামার সাথে তাঁর বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। তাহাভী (র.) যখন তাঁর 'মুখ্তাসার' গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করেন এবং তাতে ঐ বিরোধপূর্ণ বিষয়টি লক্ষ্য করেন যার কারণে তিনি মামার অনুসৃত মতামত পরিত্যাগ করেছিলেন। আর তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই মামার কথা এবং ইখ্তিলাফী বিষয়টির কথা তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠে। এরপরে রাতের বেলায় মামাকে স্বপ্নে দেখেন। সকালে জাগ্রত হয়ে মামার কবর যিয়ারত করতে যান।[৪০]

কবর যিয়ারত শেষে তিনি বলেন ঃ 'হে আবূ ইব্রাহীম! আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এ সময় তমি যদি জীবিত থাকতে তবে অবশ্যই তোমার কসমের কাফ্ফারা আদায় করতে।'[৪১]

ইমাম তাহাভী (র.) হয়ত তাঁর উল্লেখিত উক্তির দ্বারা মামা ইমাম মুযানী (র.)-কে লক্ষ্য করে বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর সাথে মত পার্থক্যের কারণেই তিনি আজ ফিকহ্ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভে সামর্থ হয়েছেন এবং একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর মামা মুযানী (র.) এ সময় জীবিত থাকলে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কসমের

---

৩৭. হাজী খলীফা এ প্রসংগে বলেন ঃ الفه صغيرا وكبيرا و رتبه كترتيب مختصر المزنى
তিনি আস-সগীর (সংক্ষিপ্ত) এবং আল-কবীর (বিস্তারিত) নামে দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর এ দু'টির প্রত্যেকটিকে তিনি ইমাম মুযানী (র.)-এর আল-মুখ্তাসার গ্রন্থের অনুরূপ বিন্যাস করেন।
হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২৭।

৩৮. শাহ আবদুল আযীয (র.) -এর বর্ণনাটি এই ঃ
سعى يسار كردتا آنكه درفقه مهارت پيداكرد ومختصر تصنيف .نمود كه اور مختصر طحاوى كويند
শাহ আবদুল আযীয ঃ বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৭।

৩৯. ইব্ন আসাকির ঃ তারীখু দিমাশ্ক, ২য় খঃ, ২য় সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৮।

৪০. সৈয়দ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, দশম খঃ, সংখ্যা ৩, মার্চ ১৯৩৪, দিল্লী, পৃঃ ১৯৩।

৪১. ইব্ন আসাকির ঃ তারীখু দিমাশ্ক, ২য় খঃ, ২য় সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৮।

www.pathagar.com

কাফ্ফারা আদায় করতেন।[৪২] সত্যই তিনি যদি মামার নিকট থেকে উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে সরে না পড়তেন তবে হয়ত কাযী বাক্কারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সক্ষম হতেন না এবং মুখ্তাসার গ্রন্থগুলোও আত্মপ্রকাশ করতো না। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে 'মুখ্তাসার' নামে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ছিল তিনটি।

এক. আল্-মুখ্তাসারুল কাবীর,

দুই. আল-মুখ্তাসারুল ওয়াসীত এবং

তিন. আল্-মুখ্তাসারুস্ সাগীর।

'মুখ্তাসারুল ওয়াসীত' গ্রন্থটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করে।[৪৩]

হানাফী আমিলগণের মধ্যে ইমাম তাহাভীই (র.) প্রথম ব্যক্তি যিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে 'মুখ্তাসার' গ্রন্থ সমূহ সংকলন করেন। তিনি তাঁর 'মুখ্তাসারুল ওয়াসীত' গ্রন্থে যা 'মুখ্তাসারুত তাহাভী' নামে প্রসিদ্ধ এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেন যেগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকা অনেকেরই পক্ষে আবশ্যক। তিনি অধিকাংশ মাস'আলার জবাব শুধুমাত্র ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম আবূ ইউসূফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.) প্রমুখ হানাফী ইমামগণের অনুসৃত অভিমতের প্রেক্ষাপটেই লিপিবদ্ধ করেন।[৪৪] ইখ্তিলাফী বিষয়েও তিনি কখনও অন্য কোন মাযহাবের ইমামের অভিমত বর্ণনা করেন নি। যে সব মাসআলায় হানাফী আলিমগণ পরস্পর মতপার্থক্য করেছেন তিনি এতে তাঁদের সকলের রায় উল্লেখ করে তাঁর মতে যে রায়টি অধিক শক্তিশালী তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

আর সেটাকে নিজের মত হিসেবে গ্রহণ করে বলে থাকেন, আমরা এ অভিমতটিই গ্রহণ করি (وبه نأخذ)। একমাত্র ইমামগণই তাঁদের কিতাবে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। আসহাবুল মুতূন (মতন সংকলকগণ) তাঁদের গ্রন্থে শুধু ইমামের অভিমত উল্লেখ করেন। যেমন 'কানযুদ্-দাকাইক'-এর সংকলক শুধু ইমামের মত বর্ণনা করেছেন কেউ ইমামের মত উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর শিষ্যগণের অভিমত ও বর্ণনা করেছেন।

---

৪২. সৈয়্যদ কত্বুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ১০ম খ, সংখ্যা ৩, মার্চ, ১৯৪৩, দিল্লী, পৃঃ ১৯৩।

প্রসংগত উল্লেখ, তাহাভী (র.) যখন কোন জটিল বিষয় দরস্ দিতেন অথবা কোন দুর্বোধ্য বিষয়ে জবাব প্রদান করতেন তখনই তিনি বলে উঠতেন, আল্লাহ্ পাক আমার মামাকে রহম করুন, তিনি যদি জীবিত থাকতেন তবে আবশ্যই তিনি তাঁর কসমের কাফ্ফারা আদায় করতেন।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২।

৪৩. আবুল ওয়াফা আফগানী ঃ মুখ্তাসারত তাহাভী-এর উপক্রমণিকা' ১ম সং, (দারু ইহ্ইয়াইল-উলূম, বৈরুত, ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ৫।

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

www.pathagar.com

কিন্তু কদাচিতই তাঁরা একজনের মতামতকে অপরের মতামতের উপর প্রধান্য দিয়ে থাকেন। কিন্ত ইমাম তাহাভী (র.) কখনও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর, কখনও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এবং কখনও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতামতকে 'তারজীহ্' বা প্রাধান্য দেন। আবার কখনও তিনি এ তিন জনের অভিমতের বিরোধিতা করে ইমাম যুফার (র.)-এর রায়কে তারজীহ্ দেন এবং কখনও হাসান ইব্ন যিয়াদ (র.)-এর মতকে তারজীহ্ প্রদান করেন। কখনও তিনি সকল ইমামের মতামতের বিরোধিতা করেন এবং তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ অনুসারে তিনি একটি ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন গুঁইসাপ * (الضب)-এর মাস'আলায় তিনি হানাফী ইমামগণের বিরোধিতা করে এটা খাওয়ায় কোন দোষ নেই বলে উল্লেখ করেন।[৪৫] শাহ আবদুল আযীয (র.) এ প্রসংগে বলেন ঃ

জেনে রাখ, 'মুখ্তাসার-ই-তাহাভী' এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি একজন মুজতাহিদ-ই-মুনর্তাসিব ছিলেন। তিনি শুধু হানাফী মাযহাবের মুকাল্লিদ ছিলেন না। কেননা, তিনি তাঁর এ মুখ্তাসার গ্রন্থে এমন কিছু কিছু মতামত প্রদান করেছেন যা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের পরিপন্থী। আর এ কারণেই এ মাযহাবের ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণের নিকট এ গ্রন্থের তেমন খ্যাতি নেই। কারণ, তাঁরা ছিলেন শুধু মুকাল্লিদ পর্যায়ের।'[৪৬]

ইমাম তাহাভী (র.) এ গ্রন্থটি ইমাম মুযানীর (র.)-এর মুখতাসার গ্রন্থের অনুকরণে রচনা করে না ফলে তিনি 'কিতাবুত্ তাহারাত'-এর হানাফী আলিমগণের রচিত অন্যান্য

---

৪৫. তাহাভী বলেন ঃ

وكره أبو حنيفة وأبو يوسف و محمد رضى الله عنهم أكل الضب ، قال : أبو جعفر : ونحن لا نرى بأكله بأسا

ইমাম আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মতে 'দাবব' নামক প্রাণী খাওয়া মাকরূহ। আবূ জা'ফর বলেন, আমরা এ প্রাণী ভক্ষণে কোন দোষ দেখি না। * দাবব দেখতে অনেকটা গুঁইসাপের মত। তবে আমাদের দেশের গুঁইসাপ নয়। এগুলোকে উষ্ণ অঞ্চলে দেখা যায়। এরা সাপের ডিম খায়। বাতাস খেয়ে অনকটা জীবন ধারণ করে এবং চল্লিশ দিনে সামান্য পরিমাণ প্রশ্রাব করে।

তাহাভী ঃ মুখ্তাসারুত্ তাহাভী, ১ম সং, (দারু ইহ্য়াইল-উলূম, বৈরুত, ১৪০৬/১৯৮৬) পৃঃ ৪৪১।

৪৬. শাহ আবদুল আযীয ঃ বুসতানুল মুহাদ্দিসীন, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮৭।

মূল ঃ

باید دانست که مختصر طحاوی دلالت میکندکه طحا وی مجتهد منتسب بود ومحض مقلد مذهب حنفی نبود زیراکه دران مختصر چیزها اختیار کرد که مخالف مذهب ابو حنیفة است ، رحمة الله علیه ، ولهذا ان مختصر در فقها ئے این مذهب که محض مقلد انه حیران شیوع پیدا نکرده

www.pathagar.com

ফিকহ্ গ্রন্থের ন্যায় অযূ-এর ফরয ইত্যাদির বর্ণনা না দিয়ে প্রথম অনুচ্ছেদ স্থাপন করেন ঃ باب مايكون به الطهارة । তিনি এতে বলেন ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন ঃ পানি ছাড়া পবিত্রতা অর্জন করা যায় না। তবে শহর ও গ্রাম ভিন্ন অন্য কোন স্থানে পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি অথবা শুধুমাত্র শুক্না খেজুর ভিজানো রস (نبيذ التمر) দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এ সব বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করেন। তবে তাঁর মতে অন্যান্য নাবীযের মত খেজুরের নাবীয দ্বারাও অযূ করা যাবে না। আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) বলেন, আমরা এ বিষয়ে তাঁর মতামতকেই গ্রহণ করেছি। ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (র.) তাঁদের উভয়ের সাথে এসব বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। তবে তিনি 'খেজুরের নাবীয' সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন। তাঁর মতে 'খেজুরের নাবীয' দিয়ে অযূ করতে হবে এবং এরপর তায়াম্মুম করতে হবে।[৪৭]

এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এর শারহ্ বা বিশদ ব্যাখ্যা প্রণয়নে ব্রতী হন। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদত্ত হলো ঃ

ক. আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-জাস্সাস[৪৮] (৩০৫/৯১৭-৩৭০/৯৮১)। তাঁর রচিত 'মুখ্তাসার'-এর শারহ্ চার খণ্ডে বিভক্ত।[৪৯]

---

৪৭. ইমাম তাহাভী ঃ মুখতাসারুত তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫।

৪৮. তিনি আবূ সাহাল আয্-যুজায এবং আবুল-হাসান কারখী প্রমূখ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ৩৪৪/৯৫৫ সাল থেকে বাগদাদে অধ্যাপনা করেন। মুল্লা আলী কারীর মতে তাঁকে জাস্সাস এবং রায়ী উভয় উপাধিতে ভূষিত করা হয়। খাতীব তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

هو إمام أصحاب أبى حنيفة فى وقته وكان مشهورا بالزهد خوطب فى أن يلى القضاء ، فامتنع واعيد عليه الخطاب فلم يقعد

তিনি আপন যুগে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অনুসারীগণের মধ্যে ইমাম ছিলেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগী এবং দুনিয়া ত্যাগের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে কাযীর পদ গ্রহণের জন্য আহবান জানান হয়। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। পুনরায় তাঁর নিকট কাযী পদ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তিনি এবারও তা গ্রহণ করেননি।

মুখতাসারুত্ তাহাভীর শারহ্ ছাড়াও তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে আহ্কামুল কুরআন, শারহু'ল জামি'লি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান, শারহুল আসমাইল-হুসনা ইত্যাদি।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭-২৮।

আবূল ওয়াফা আফগানী ঃ মুখতাসারু'ত তাহাভী-এর উপক্রমণিকা, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫।

৪৯. ফু'আদ সিজগীনের মতে জাস্সাস্ এর শারহটি নিম্নেবর্ণিত গ্রন্থাগারগুলোতে সংরক্ষিত আছে ঃ

দারু'ল কুতুব, কায়রো, ফিকহ্ হানাফী, ৪৯৮ (পৃঃ ২৪০, হিঃ ৭৪৮০); ৭৫৬ (পৃঃ ১৯০, হিঃ পঞ্চম শতাব্দী) ফিহ্রিস মাহাদুল-মাখতূতাতিল আরাবিয়্যাহ্ ১/২৫৩; ইউসুফ

www.pathagar.com

চতুর্থ খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠা 'হিদায়া'-এর ব্যাখ্যাকার আল-ইত্কানী (র.)-এর হাতে লেখা। তিনি এর পরিসমাপ্তি টেনে বলেন ঃ

"আমাদের এ যুগ পর্যন্ত এরূপ গ্রন্থ কখনও সংকলিত হয় নি। আর সংবাদ শুনা কখনও স্বচক্ষে দেখার মত হতে পারে না। কিয়ামত পর্যন্তও এধরনের আর কোন গ্রন্থ রচিত হতে পারবে না।" তিনি এ প্রসংগে আরও বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি এ গ্রন্থ অধ্যয়ন থেকে বঞ্চিত হলো সে যেন একটি মহৎ উদ্দেশ্য অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হলো আর যিনি এ গ্রন্থ লাভে সামর্থ হয়েছেন তিনি যেন বিরাট আকাংখিত বস্তু লাভ করেছেন। যিনি এ গ্রন্থখানা প্রণয়ন করেছেন তিনি হচ্ছেন একজন মহান জ্ঞানী ব্যক্তি। আর তিনি যেন বর্ণনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সর্বশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। ইনি হচ্ছেন সৎপথ প্রদর্শনের ইমাম, আল্লাহ্ ভীরু এবং উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আমাদের ইমাম আবূ বকর রাযী।'[৫০]

খ. শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আস্ সারাখসী (মৃঃ ৪৮৩/১০৯০)। তাঁর ভাষ্য গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে বিভাজ্য। এর একটি অংশ সুলায়মানিয়াহ পাঠাগারে এর্বং অবশিষ্ট অংশগুলো আস্তানা-এর শাহযাদাহ পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে।[৫১]

আফিন্দী,৩৫৮১-৩৫৮৪ (আল-আজযা', ১-৪, পৃঃ ২৪৬, পৃঃ ২২০, পৃঃ ২৩৭, পৃঃ হিঃ ৭১৩); আহ্মাদ আস্ সালিস্ ৩/১০৭৬ (২য় খঃ, পৃঃ ৩২৫, হিঃ ৮০১, দ্রঃ ফিহরিস ২/৩৯০); জারুল্লাহ, ৭১৮ (পৃঃ ২১৮, হি. ৭৬৯) ৭৮১০ (১ম খঃ, পৃঃ ২৩৮, ৯ম হিজরী শতাব্দী) ৮৭২ (৪র্থ খঃ, পৃঃ ১৫৫, হিঃ ৪৮১, দ্র ফিহরিস মাহাদুল মাখতূতাতিল - আরাবিয়্যাহ, ১/২৬৪)।

৫০. মূল আরবী ঃ

ولم يصنف مثل هذا قط الى يومنا هذا ، فليس الخبر كالمعاينه، ولن يصنف مثله الى يوم القيامة فمن فاته

তিনি আরো বলেন ঃ

ومن ناله نال حل المارب * فمن فاته قد فات جل المطالب
ألا ان من أنشاه نحرير عالم * فقد حاز فى البتيان اقصى المراتب
ابو بكر الرازى لهو إمامنا * إمام الهداى يشنخ التقى نوالمناقب

আবূল ওয়াফা আফগানী ঃ মুখতাসারুত্ তাহাভী-এর উপক্রমণিকা, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫।

৫১. ব্রোক্যালম্যান ঃ তারীখুল আদাব, ৩য় খঃ (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৬৪; হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত) পৃঃ ১৬২৮; যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৫।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ফু'আদ সিজগীনের বর্ণনানুসারে এভাবে গ্রন্থটি নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহে সংরক্ষিত আছে ঃ

জারুল্লাহ্ ৬৮২ (১ম খঃ, ২য় খঃ, পৃঃ ১৭২, হিঃ ৮৭০, দ্রঃ ফিহরিস মাহাদু'ল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যাহ ১/২৬৪) ৬৮৩ (হিঃ ৫৮১); মুরাদ মোল্লা; ৫৬ (১ম খঃ, পৃঃ ২৬০, ৭ম হিঃ শতাব্দী); ফায়যুল্লাহ্, ৮০৩ (পৃঃ ৪৭০, ৯ম হিঃ শতাব্দী) ইয়ানী ৪৫৭ (পৃঃ ৩৫২); ৪৫৮

www.pathagar.com

গ. বাহাউদ্দীন আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-আসবীজাবী আস-সামারকান্দী (র.) (মৃঃ ৫৩৫/১১৪০)।[৫২]

ঘ. আবূ নসর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আকতা (র.) (মৃঃ ৪৭৪/১০৮১)।[৫৩]

ঙ. আবূ নসর আহ্মাদ ইব্ন মানসুর আল-মুতাহারী আল-আসবীজাবী (র.) (মৃঃ ৪৮০/১০৮৭)।[৫৪]

চ. আল-ইমামুল কাবীর মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ আল-খাজান্দী আল-আসবীজাবী (র.) (জীবনকাল, হিঃ ষষ্ঠ শতাব্দী)।[৫৫]

ছ. আবূ নাসর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাসঊদ আল-ওয়াবারী (র.)। তাঁর ভাষ্য গ্রন্থটি নাতিদীর্ঘ এবং দুই খণ্ডে বিভক্ত।[৫৬]

জ. আবূ আবদিল্লাহ্ হুসায়ন ইবন্ আলী আস্ সায়মারী (র.) (মৃঃ ৪৩৬/১০৪৫)। তাঁর রচিত শারহ্ গ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত।[৫৭]

ঝ. আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-ওয়াররাক আর-রাযী আল-হানাফী (র.)।[৫৮] তাঁর এ শারহ্ গ্রন্থটি চার খণ্ডে বিস্তৃত। তিনি এতে প্রথমে মূল গ্রন্থ

(পৃঃ ৭০১; হিঃ ১০১১, দ্রঃ ফিহারিস মাহাদুল মাখতূতাতিল-আরাবিয়্যাহ্ ১/২৬৪-২ ..৫); দামাদ ইব্রাহীম, ৫৬৩ (পৃঃ ৫০৪, হিঃ ৩১৩); আতিফ, ৮৯৬ (পৃঃ ৪১৮ হিঃ ৬৩৮); ৮৯৭ (পৃঃ ৩১৭, একাদশ হিঃ শতাব্দী) সারায়, আহ্মাদ সালিস ১০৭৫ (পৃঃ ৩৩৮, হিঃ ৭৭৫, দ্রঃ ফিহরিস ২/৩৮৯)

ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত তুরামিল আরাবী, ১ম ভলিঃ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), ৯৫-৯৬।

৫২. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২৭।

৫৩. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২৭।

৫৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২৭

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২৭।

প্রসংগত উল্লেখ্য, তাঁর গ্রন্থটি নিম্নলিখিত গ্রন্থাগার সমূহে সংরক্ষিত আছে। ফিহ্রিস মাহাদুল মাখতূতাতিল আরাবিয়্যাহ ১/২৬৪); কূবরীলী ৫৮৮ (১ম খঃ ২য় খঃ), পৃঃ ৩৮০। ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত তুরাসিল আরাবী, ১ম ভলিঃ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৬।

৫৬. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২৭।

৫৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬২৮।

৫৮. তিনি আহ্মাদ আত্ তিরমিযী নামেও পরিচিত। কুরআন এবং হাদীস লিপিবদ্ধকারকে 'ওয়ার-রাক' বলা হয়। কাগজ বিক্রেতা বা ব্যবসায়ীকেও আবার 'ওয়ার-রাক' বলা হয়। কুনিয়াহ গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে যে বর্ণনাটি রয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

ان خرج حاجا الى بيت الله فلما سار مرحلة قال لاصحابه ردونى ارتكبت سبعمائه كبيرة فى مرحلة واحدة فردوه

www.pathagar.com

মুখ্‌তাসার-এর মাস'আলা উল্লেখ করার পর 'আহ্‌মাদ বলেছেন' (قال أحمد) বলে ব্যাখ্যা করা শুরু করেন। তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নের কারণ সম্পর্কে বলেন ঃ

আমার কিছু ভাই আমাকে ইমাম তাহাভী (র.)-এর মুখ্‌তাসার গ্রন্থখানার ব্যাখ্যা করার অনুরোধ জানান। তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশায় তাঁদের এ অনুরোধে সাড়া দেই। কেননা, এ গ্রন্থে সাধারণ ইখ্‌তিলাফী বিষয়াবলী এবং বহু ফারূ' মাস'আলার সন্নিবেশ ঘটেছে।[৫৯]

আশ্-শুরূতুল কাবীর

ইলমুশ্ শুরূত[৬০]-এর উপর ইমাম তাহাভী (র.) তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যখন তিনি একটি মঞ্জিল অতিক্রম করেন তখন সাথীদের বলেন, আমাকে ফিরত নিয়ে চল। আমি একটি মঞ্জিলেই সাতশতটি কবীরা গুনাহ করেছি। অতঃপর তারা তাঁকে ফিরত নিয়ে যান।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭।

৫৯. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৬২৮।

মূল আরবী ঃ

قال سالنى بعض اخوانى عمل شرح لمختصر الطحاوى فاجبت قربة لله تعالى ، إذ كان هذا لكتاب يشتمل على عامة مسائل الخلاف وكيثر من الفروع

৬০. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৪৫-১০৪৬।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইলমুশ শুরূত-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হাজী খলীফা বলেন ঃ

وهو علم باحث عن كيفية ثبت الأحكام الثابتة عند القاضى فى الكتب والسجلات على وجه يصح الإحتجاج به عند انقضاء شهود الحال وموضوعه تلك الاحكام من حيث الكتابة و بعض ميادنه مأخوذ من الفقه وبعضها من علم الانشاء و بعضها من الرسوم والعادات والأ ستحسانية ومن فروع الفقه من حيث كونه ترتيب معانيه موافقا لقوانين الشرع و قد يجعل من فروع الأدب باعتبار تحسين الأ لفاظ

এটি এমন শাস্ত্র যা কাযীর গ্রন্থে এবং দপ্তরে বিধিবদ্ধ হুকুম সমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে, যাতে বর্তমান সাক্ষীগণের সাক্ষ্য সমাপ্তির সময় দলীল গ্রহণ করা বৈধ হবে। এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে, লিপিবদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এ সকল হুকুম; এর কোন কোন মৌলিক বিষয় ফিকহ্ শাস্ত্র থেকে, কোনটি ইলমুল ইনশা থেকে, কোনটি রুসম-রেওয়াজ ও অভ্যাস থেকে এবং কোনটি ইসতিহ্‌সান থেকে গৃহীত। এটিকে শরী'আতের আইনের অনুরূপ একটি আইন হিসেবে গ্রহণের ক্ষেত্রে এটি ফিক্‌হ শাস্ত্রে একটি শাখা হিসেবে বিবেচিত। ভাষাগত সুবিন্যস্ততার দিক থেকে এটিকে সাহিত্যের একটি শাখা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০৪৫-১০৪৬।

www.pathagar.com

(ক) আশ-শুরূতুস্ সাগীর ঃ এটি পাঁচ খণ্ডে বিস্তৃত।[৬১]

(খ) আশ-শুরূতুল-আওসাত।[৬২]

(গ) আল-জামি'উল কাবীর ফিশ্ শুরূত।

শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রায় চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত। এর কিছু কিছু অংশ বিভিন্ন পাঠাগারে[৬৩] সংরক্ষিত আছে। এ গ্রন্থের নিম্নে বর্ণিত দু'টি অংশ প্রকাশিত হয়েছে।

(ক) কিতাবুশ-শুফ'আহ্[৬৪] এবং

(খ) কিতাবু আযকারিল - হুকূম ওয়ার রুহূন।[৬৫]

কিতাবুশ শুফ'আহ্কে ইমাম তাহাভী (র.) দু'টি অংশে বিভক্ত করেন। শুফ'আহ্ অধ্যায়-এর শুরুতে তিনি বলেন ঃ

"ইমাম আবূ হানীফা (র.), আবূ ইউসুফ (র.) যুফার (র.)-এবং মুহাম্মদ (র.)-এর মতে এমন ব্যক্তিই শুফ'আহ-এর অধিক হক্দার যার সম্পত্তি বিক্রেতা শরীকের সাথে বন্টন করে নেয়া হয় নি। এরপর এমন শরীক যার সম্পত্তি বন্টন করা হয়েছে তবে এখনও শরীকী রাস্তা বর্তমান আছে। তারপর য'মীনের সাথে সংযুক্ত পড়সী শুফ'আহ-এর অধিকার রাখে। বসরী আলিমগণের মতে এমন শরীক ব্যক্তিই হক্কুশ্ শুফ'আহ-এর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত যার সম্পত্তি বন্টন করা হয়েছে, তবে রাস্তার মধ্যে

---

৬১. নিম্নবর্ণিত গ্রন্থাগার সমূহে হস্তলিপি সংরক্ষিত আছে ঃ

কুর্‌রা ঃ মুস্তাফা, ২৪০ (পৃঃ ১৪৪, হিঃ ৮২২); মুরাদ মোল্লা, ৯৯৭ (পৃঃ ১৭০, হিঃ ৮৫৮) ৯৯৮ (পৃঃ ১৮৫, হিঃ ৮৭০, দ্রঃ সাখত ১/২৭); ফায়যুল্লাহ্, ১০৩৩ (পৃঃ ১২২, হিঃ ৮৯২, দ্রঃ ফিহারিস মাহাদুল মাখতূতাতিল আরাবিয়্যাহ, ১/২৬৬)।

ফু'আদ সিজগীন ঃ তারীখুত তুরাসিল আরাবী, ১ম ভলিঃ, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৪-৯৫।

৬২. এ গ্রন্থটি কোন লাইব্রেরীতে আছে কিনা তা জানা যায় নি।

আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪২।

৬৩. ফু'আদ সিজগীনের বর্ণনানুসারে এর অংশ বিশেষ নিম্নেবর্ণিত গ্রন্থাগার সমহে সংরক্ষিত আছে ঃ

শাহীদ আলী, ৮৮১ (পৃঃ ২১৯, হিঃ পঞ্চম শতাব্দী) ৮৮২ (পৃঃ ১৮০, হিঃ পঞ্চম শতাব্দী, দ্রঃ শাখ্ত ১/২৬, ফিহরিস মাহাদুল মাখতুতাতিল আরাবিয়্যাহ ১/২৬৬); বালী ৪১/২, কায়রো ১/৪৫৬; ফিকহ্ হানাফী, নং ১৩৪, ১৪০।

তারীখুত্ তুরাসিল-আরাবী, ১ম ভলিয়ম, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯৪।

৬৪. এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬০। এটি ইউসুফ শাখ্ত্ কর্তৃক আহ্মাদ ইহসান প্রেস থেকে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়।

৬৫. এর প্রকাশক ও ইউসুফ শাখ্ত্। এর একটি হস্তলিপি দারুল কুতুব, মিসর (নং ফিকহ্ হানাফী ১৩৯, হিঃ ৮৪৯)-এ সংরক্ষিত আছে।

আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৩।

www.pathagar.com

তাদের শরীকানা বহাল রয়েছে। তাঁদের নিকট এ দুই ধরনের ব্যক্তির পর আর তৃতীয় কোন ব্যক্তির জন্য বিক্রিত সম্পত্তিতে শুফ'আহ-এর অধিকার নেই। ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.) ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইদ্রীস আশ্-শাফিঈ (র.) এবং তাঁদের অনুসারীগণের মতে একমাত্র এমন শরীকী সম্পত্তিতেই শুফ'আহ-এর হক প্রতিষ্ঠিত হবে যা এখনও বন্টন করা হয় নি।[৬৬]

এরপর শুফ'আহ-এর একজন দাবীদার কিভাবে তার শুফ'আহ সম্পর্কিত দাবী লিপিবদ্ধ করবেন ইমাম তাহাভী (র.) সুনিপুণভাবে তার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন। নিম্নে এর নমূনা পেশ করা হলো ঃ

واذا اشترى رجل من رجل سهما واحدا من ثلاثة أسهم من دار اواكثر من سهم او أقل منه فبلغ ذلك الشريك فى الدار المبيع ذلك منهما فارار ان يكتب فى ذلك كتابا يشهد فيه أنه ، على المطالبة بالشفعة فانك تكتب : هذا ما شهد عليه الشهود المسمون فى هذا الكتاب شهودا جميعا أن فلان بن فلان بن الفلانى بعنى الشفيع وقد اثبتوه و عرفوة معرفة صحيحة يعينه واسمه ونسبه أقر عندهم وأشهدهم على نفسه فى صحة عقله وبدنه وجواز امره وذلك فى يوم كذا لكذا كذا ليلة خلت من شهدكذا أنه بلغه ، فى وقت إشهاده اياهم على جميع ما سمى ووصف فى هذا الكتاب ان فلان بن فلان بن فلان بن الفلانى يعنى المشترى ابتاع من فلان بن فلان الفلانى يعنى البائع جميع ماذكر فلان بن فلان يعنى البائع انه ، جميع حقه وحصته ، وهوكذا وكذا سهمامن كذا وكذا سهما من جميع الدار التى بمدينة كذافى الموضع الكذامنها و هى الدار التى يحيط بهما ويجمعها ويشمل عليها حدود اربعة احدود جماعتها الحد الأله وهو كذا ينهى الى كذا و الحد الثانى والثالث والرابع

---

৬৬. ইমাম তাহাভী ঃ আল-জামি'উল কাবীর ফিশ্-শুরূত', (ইউসুফ শাখত, আহ্মাদ ইহসান প্রেস, ১৯২৯ খ্রীঃ,) পৃঃ ৩।

মূল আরবী ঃ

الشفعة بالشركة فى الطريق فلايوجبون فى هذا شفعة ، وجملة قول أبى حنيفة و أبى يوسف وزفر و محمد ان اولى الذى لم يقاسم ، ثم من بعده الشريك الذى قد قاسم و بقى له الطريق ثم من بعده الجارالملازق ، وجملة قول البصريين الذين ذكرنا عنهم ما ذكرنا فى هذا الكتاب ، ان اولى الشفعاء بماوجبت فيه الشوفعة الشريك الذى لم يقاسم ثم من بعده الشرْيك الذى لم يقاسم ثم من بعده الشريك الذى قاسم وبقيت له الشركة فى الطريق فلا شفعة لأحد من الناس غيرهم فى مبيع بعد هذا الشفيعتين وجملة ، قول مالك بن انس و محمد بن إدريس الشافعى وعن ذكرنا موافقته لهما على ما ذكرناه عنما من الشفعة فى هذا الباب ان لا شفعة عندهما ألا للشريك الذى لم يقاسم ، فاذا وقع البيع على مايجب فيه الشفعة بما و صفنا فأشهد الشفيع حين علم و طالب فهو على شفعته.

www.pathagar.com

"যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে একটি গৃহের এক অংশ অথবা একাধিক অংশ অথবা এর চেয়ে কম অংশ ক্রয় করবে, আর এমতাবস্থায় ঐ বিক্রিত গৃহের শরীকের কাছে এ খবর পৌঁছে এবং সে এ সময়ে একটি দলীলনামা লেখতে ইচ্ছা পোষণ করে আর এ দলীলনামায় সে শুফ'আর দাবীদার হতে চায় তবে লেখবে। সাক্ষীগণ এতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এ লিপিকায় নামোল্লিখিত সকল সাক্ষীই সাক্ষ্য দান করেন যে, ফুলান ইব্ন ফুলান ইব্ন ফুলানী (অমুক পিতা অমুক পিতা অমুক) অর্থাৎ শুফা'-এর দাবীদারকে সাক্ষীগণ চিনেন, সঠিকভাবে জানেন এবং তার নাম ও বংশ তাদের জানা আছে। তিনি তার নিজের সম্পর্কে স্বজ্ঞানে, সুস্বাস্থ্যে এবং স্বাধীনভাবে স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর এটা অমুক দিনে এবং অমুক মাসের এত তারিখে। এই সাক্ষীগণকে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানোর সময় এ লিপিকায় বর্ণিত এবং উল্লেখিত খবরটি তার নিকট পৌঁছেছে যে, অমুক, পিতা অমুক, পিতা অমুক, পিতা অমুক অর্থাৎ বিক্রেতা অমুক, পিতা অমুক থেকে যে ঘর ক্রয় করেছে তা তাদের শরীকী ঘর। আর ঘর অমুক শহরের অমুক স্থানে অবস্থিত। এ ঘরের চৌহদ্দী এ লিপিকায় সবিস্তারে উল্লেখ করতে হবে।"

তাহাভী[৬৭] তাঁর 'কিতাবু আযকারিল হুকূকি ওয়ার রুহুন'-এ লেন-দেন, ঋণগ্রহণ ও ঋণপ্রদান করার সময় কিভাবে বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করতে হবে তা এতে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন।[৬৮] তিনি এতে বিভিন্ন ইমামের লিখন পদ্ধতিও উল্লেখ করেন এরপর এগুলোর মধ্যে যেটি তাঁর মতে অধিক যুক্তিসংগত সেটিকে তিনি প্রাধান্য দান করেন।[৬৯]

---

৬৭. পূর্বোল্লেখিত, পৃঃ ৪।

৬৮. তাহাভী (রা.) তাঁর এ অধ্যায়ের শুরুতে বলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم قال أحمد بن محمد سلامة الأزدى : وإذا كان للرجل على الرجل دين حال ، فاراد أن يكتب عليه كتاب ذكر حق مجرد كتبت : ذكر حق فلان بن فلان الفلانى ، على : ! فلان بن فلان بن فلان الفلانى له عليه ، وكذا وكذا دينارا، مثاقيل ذهبا ، عينا وازنة ، جيادا ، دينا ثابتا لازما حالا وذلك با مر حق واجب لازم ، عرفه فلان بن فلان ، لفلان بن فلان ، ولزمه الإقرارله به ، وكلما أحاله فلان بن فلان على فلان بن فلان بهذه الكتابة كذا الدينار المسماة فى هذا الكتاب او بشئ منها احدا من الناس

আবদুল মজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৩।

৬৯. এ প্রসংগে নিম্নে বর্ণিত অংশটি উল্লেখযোগ্য ঃ

قال ابو جعفر و قد إختلف فى غير موضع من هذا الكتاب ، فكان أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد بن الحسن و يوسف بن خالد و هلال بن يحيى يكبتون : ذكر حق فلان بن فلان على فلان بن فلان عليه كذا كذا دينارا وكان أبو زيد يكتب له عليه كذا كذا دينارا ، فكان ما اكتب أبو زيد فى هذا احب الينا و اؤكد عندنا ، لأن فيما كتب من ذلك إضافة الدنانير الى من هى له ، وكان ابؤ حنيفة و ابو يوسف و محمد بن الحسن يكتبون مكان ذلك ، من اجال فلان بن فلان على فلان

www.pathagar.com

ইখতিলাফুল ফুকাহা (اختلاف الفقهاء)

এটি ইমাম তাহাভীর (র.) একটি অনবদ্য গ্রন্থ। কোন কোন আলিম এই কিতাবকে 'ইখতিলাফু'র রিওয়ায়াত' নামে অভিহিত করেন।[৭০] আবার কেউ কেউ এর নাম 'কিতাবুল ইখ্তিলাফ্ বায়নাল ফুকাহা' বলেও উল্লেখ করেছেন।[৭১] হাজী খলীফা-এর বর্ণনানুসারে এটি একশ' ত্রিশ অংশে বিভক্ত।[৭২] ইব্ন নাদীমের মতে তাহাভী (র.) তাঁর এ সুবৃহৎ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। তাঁর মতে এর প্রায় আশিটি অধ্যায় সমাপ্ত হয়েছে।[৭৩] হাজী খলীফার মতে আবূ বকর আল-জাস্সাস (র.) (মৃঃ ৩৭০/৯৮০) তাহাভী (র.)-এর এ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ লিপিবদ্ধ করেন।[৭৪] যাহিদ কাওসারী (র.) এ তথ্যটি উল্লেখ করেছেন।[৭৫]

সম্প্রতি সগীর হুসান মা'সূমীর সম্পাদনায় পাকিস্তান থেকে 'ইখ্তিলাফুল ফুকাহা'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।[৭৬]

بن فلان بهذه الدنانير المسماة فى هذا الكتاب او ...بشئ منها اقر...له به ولم يكن ابو زيد ولا سائر أصحابنا من البغداد من يكتبون من هذا شيئا ، فاماكان أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد يكتبون فى ذلك ، مماقد حكيناه منهم فضعيف ، لأ نهم إذ جعلوا لمن قام بذلك النكر الحق ولاية بما فيه ، احتمل ان يقوم بد لا يجب له القيام به ، وأما ماكان يوسف وهلال يكتبان فى ذلك مما قد حكيناه عمنهما فهو أحسن مما ذكرناه عن ابى حنيفة وابى يوسف و محمد وعن يوسف وهلال

আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৪।

৭০. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয-যুনূন, ১ম খঃ (দারুল ফিক্র, ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ৩২।

৭১. খায়রুদ-দীন যিরাক্লী ঃ আল-আলাম, ১ম খঃ, ২য় সং, (মাযবাদাহ) পৃঃ ১৯৭; ইব্ন নাদীম ঃ ফিহরিস্ত, ষষ্ঠ প্রবন্ধ, (লিবয়াজ, ১৮৭২, খ্রী,) পৃঃ ২০৭।

৭২. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২।

৭৩. ইব্ন নাদীম ঃ ফিহরিস্ত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০৭।

৭৪. কাশফুয-যুনূন, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২,।

৭৫. যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪।
এ প্রসংগে কাওসারী বলেন, এ সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি ইস্তাম্বুলের জারুল্লাহ্ ও ওয়ালি উদ্দীন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। তবে মিসরের 'দারুল কুতব'-এ মুখ্তাসার এর যে অংশটি দেখা যায় তা ইমাম জাসসাস (র.) রচিত 'ইখতিলাফ উলামাইল আমসার'-এর মুখ্তাসার। এটাকে ভুলবশত ইমাম তাহাভী (র.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে।
যাহিদ কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৪।

৭৬. প্রফেসর মা'সূমী এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন ঃ
পুরাতন উৎস এবং মিসরের দারুল কুতুব-এ সংরক্ষিত ফিকহ্ হানাফী ৬৪৭ নম্বর যুক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থটির ফটোকপিটি প্রত্যক্ষ করলে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থখানার শিরোনাম হচ্ছে, 'কিতাবু ইখতিলাফিল ফুকাহা'। কাশফুয যুনূন-এর সংকলক এ গ্রন্থের

www.pathagar.com

ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর এ গ্রন্থকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। সেগুলো এই ঃ

১. কিতাবুস-সরফ,
২. কিতাবুল-ইতাক,
৩. কিতাবুস্-সায়দ ওয়ায যাবাইহ্,
৪. কিতাবুল-আয়মান ওয়াল-কাফ্ফারাত,
৫. কিতাবুল-হুদূদ,
৬. কিতাবুল-কাযা ওয়াশ্-শাহাদাত।

ইমাম তাহাভী (র.) এ গ্রন্থে প্রতিটি বিষয়ের শিরোনাম উল্লেখ করার পর হানাফী ইমামগণের মতামত বর্ণনা করেন। এবং এতে তাঁদের মধ্যে কোন মতবিরোধ থাকলে সেটাও তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি তিনি ইমাম মালিক (র.) এবং তাঁর অনুসারীগণের মতামত, ইমাম শাফিঈ (র.) এবং তাঁর অনুসারীগণের রায়, ইমাম সাওঁরী (র.), আওযাঈ, (র.), ইব্ন শাবরামাহ (র.), যুফার (র.), ইব্ন লায়লা (র.), লায়স ইব্ন সা'আদ (র.), হাসান ইব্ন হায় (র.) এবং অন্যান্য আলিমগণের অভিমত ও উল্লেখ করেন।

এ গ্রন্থে ইমাম তাহাভী (র.)-এর বর্ণনাভংগী থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি ইমামগণের প্রতি তখনই তাঁদের মতামতের কথা আরোপ করে থাকেন যখন তিনি সনদের মাধ্যমে সুনিশ্চিত হন যে, এটা তাঁরই অভিমত। আর যদি সনদের মাধ্যমে তিনি এটা সুনিশ্চিত হতে না পারেন তখন তিনি ইমামগণের প্রতি তাঁদের মতামত আরোপ করার সময় বলেন ঃ **قال اصحابنا وعند مالك وهو قول الشافعيّ** 'আমাদের ইমামগণ এ মত প্রদান করেছেন। আর ইমাম মালিক (র.) এ মত ব্যক্ত করেছেন এবং ইমাম শাফিঈ (র.)ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। কখনও কখনও তিনি মূল উৎসের উল্লেখ করে থাকেন।

যেমন তিনি বলেন ঃ

সংক্ষিপ্ত সংকলনের যে বৃত্তান্ত উল্লেখ করেছেন তা সঠিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। পুরাতন কোন উৎস থেকে এ তথ্যটি পাওয়া যায় না। ইমাম আবূ বকর আর-রাযী (র.)-এর কোন জীবনী লেখকও একথা উল্লেখ করেন নি যে, তিনি ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'ইখতিলাফুল ফুকাহা' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলন করেছেন। কাতিব সালাফীই (মৃঃ হিঃ ১০৬৭/ ১৬৫৭) (র.) সর্বপ্রথম একথা উল্লেখ করেছেন। এরপর যাহিদ কাওসারী (র.) তাঁর অনুসরণ করেন। অথচ যাহিদ কাওসারী নিজেও আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন আলী আররাযী আল্ জাস্সাস (র.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি তাঁর বলে উল্লেখ করেন নি। তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে আহ্কামূল কুরআন, আল-ফুসূল ফিল-উসূল, শারহু জামিউল্ কাবীর, শারহু মুখ্তাসারিত-তাহাভী এবং শারহ্ মুখ্তাসারিল কার্খী-এর উল্লেখ করেছেন।

www.pathagar.com

قال محمد فى السير وقال أبو يوسف فى الردعلى الاوزاعى و قال الشافعى فى المزنى[৭৭]

ইমাম মুহাম্মদ (র.) তাঁর 'সিয়ার' গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) তাঁর 'আর-রদ আলাল-আওযা'ঈ গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এ মত 'মুখতাসার আল-মুযানী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

তিনি এ গ্রন্থে হানাফী ইমামগণের অভিমত ব্যক্ত করার পর তাঁদের মতামতের পক্ষে হাদীস অথবা 'আসার' দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। প্রতিপক্ষ ইমামগণের গৃহীত দলীলের খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি হাদীসবেত্তাগণের প্রতিষ্ঠিত নীতিমালার অনুসরণ করেন। এরপর পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে তাঁর অনুসৃত দলীল সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

ইব্ন জারীর আত্-তাবারী (র.) কর্তৃক রচিত 'ইখতিলাফুল ফুকাহা'-এর সাথে ইমাম তাহাভী (র.) প্রণীত 'ইখতিলাফুল-ফুকাহা'-এর তূলনা করলে দেখা যায় যে, তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থটি এ বিষয়ে অধিক বিস্তৃত এবং নির্ভরযোগ্য। কারণ, তিনি বিভিন্ন ইমামের মতামত বর্ণনা করেন এবং কিছু বিচার বিশ্লেষণসহ তাঁদের দলীলেরও উল্লেখ করে থাকেন। এরপর তিনি হানাফী ইমামগণের মতামতের পক্ষে হাদীস উপস্থাপিত করেন এবং তাঁদের মতামতের বিপক্ষে হাদীস উপস্থাপিত করেন এবং তাঁদের মতামতের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি কোথাও তাঁর নিজস্ব অভিমতের উল্লেখ করেন নি। পক্ষান্তরে আবূ জা'ফর তাবারী (র.) তাঁর 'ইখতিলাফুল-ফুকাহা' গ্রন্থে **'والحق فى ذلك عندى'** এ বিষয় আমার মতে এটাই সঠিক বলে তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন।[৭৮] আল্লামা তাবারী (র.) হানাফী ইমামগণের মতামত বর্ণনা করার সময় বলেন ঃ **' قال أبو حنيفة وأصح '** ইমাম আবূ হানীফা (র.) এবং তাঁর অনুসারীগণ বলেছেন।

তবে তিনি এ গ্রন্থে পৃথকভাবে ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতামত কোথাও বর্ণনা করেন নি। পক্ষান্তরে ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর এ গ্রন্থে সকল মুজতাহিদ-এর মতামত পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ইমাম মালিক (র.), লায়স (র.), কাসিম (র.), আওযাঈ (র.), শাফিঈ (র.), সাওরী (র.), ইব্ন শাবরামাহ (র.), উসমানু'ল বাত্তী (র.), যুফার (র.), আবূ ইউসুফ (র.), মুহাম্মদ আশ্-শায়বানী (র.), হাসান ইব্ন হায় (র.) প্রমুখের মতামত বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁদের মতামতের যৌক্তিকতা বিস্তারিত পরিসরে বর্ণনা করার প্রয়াস পান নি। তিনি ইমাম তাবারী (র.)-এর ন্যায় এ গ্রন্থের কোথাও বলেন নি যে ঃ

والحق فى ذلك عندى ، والصواب من القول عندنا او على مذهبنا[৭৯]

আমার মতে এ বিষয়ে সঠিক এই। আমাদের মতে অথবা আমাদের মাযহাব অনুসারে এটাই সঠিক মত।

---

৭৭. সাগীর হাসান মা'সূমী ঃ মুকাদ্দামা ইখতিলাফু'ল-ফুকাহা, ১ম সং (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৩১।
৭৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।
৭৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩১।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামগণের দৃষ্টিতে ইমাম তাহাভী (র.)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িক ও উত্তরসূরীগণের মন্তব্য ও মতামত থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং তাঁর অনুপম চরিত্র মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। তাই তাঁর নিকট যে বিষয় সত্য ও সঠিক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, তিনি দৃঢ় চিত্তে তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শাফিঈ মাযহাব থেকে হানাফী মাযহাবে তাঁর পরিবর্তন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কাযী আবূ উবায়দ ইব্ন হারবাওয়াইহ্-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ও হৃদ্রতা ছিল । তিনিই তাঁকে শুহূদগণের অন্তর্ভুক্ত করেন। একদা আলোচনার মাধ্যমে তিনি কাযী উবায়িদকে তাঁর আমীনগণের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন।[১] তখন কাযী বলেন, ইসমাঈল ইব্ন ইসহাক তাঁর আমীনগণের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণ করতেন না। এতে তাহাভী (র.) বলেন, কাযী বাক্কার তাঁর আমীনগণের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণ করতেন। এ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ও বাক্ বিতণ্ডা শুরু হয়। ইমাম তাহাভী (র.) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যাকাতের মাল আদায় করার দায়িত্বে নিয়োজিত 'ইবনুল লুত্বিয়াহ' থেকে হিসাব গ্রহণ সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে[২] দলীল হিসেবে উপস্থাপিত করেন। আমীনগণের নিকট এ বিতর্কের খবর পৌছার পর তাঁরা কাযী এবং তাহাভীর মাঝে সম্পর্কের আরো বেশী অবনতি ঘটাতে সক্ষম হয়।[৩] এরপর কাযী আবূ উবায়দ যখন তাঁর পদ থেকে বরখাস্ত হন তখন তাহাভীর পুত্র আলী তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে আসেন। কিন্তু তখন তিনি বলেন, তোমার জন্য পরিতাপ এ কি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মুহূর্ত? আল্লাহ্র শপথ! এটা তো সমবেদনা প্রকাশেরই সময়। তাঁর

---

১. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, ডিকান, হিঃ, ১৩২৯) পৃঃ ২৮১।

২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল ঃ আল-জামী', ৩য় সং, ২য় খঃ (নূর মুহাম্মদ ঃ আসাহ্হুল মাতাবি', করাচী, ১৩৮১/১৯৬১পৃঃ ১০৪)।

৩. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ (প্রাগুক্ত) পৃঃ ২৮১।

www.pathagar.com

ইন্তিকালের পর আমি কার সাথে উঠাবসা করবো এবং জ্ঞানালোচনায় লিপ্ত হবে?[৪] এ ঘটনায় ইমাম তাহাভী (র.)-এর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক পরিস্ফুট হয়। তাঁদের মধ্যে মাযহাবের পার্থক্য এবং উল্লেখিত বিভেদ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি কাযীর যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দেন এবং বন্ধুত্বের উত্তম হক আদায় করেন।

তিনি একজন আল্লাহ্ভীরু, আবিদ এবং দীনদার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর এবং তীক্ষ্ণ। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা এবং হাদীস, ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে আমরা এ অধ্যায়ে তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমাম, মনীষী এবং পণ্ডিতগণের মন্তব্য উল্লেখ করতে এবং সমালোচকগণের বিভিন্ন উক্তির পর্যালোচনা করতে চাই।

মুহাদ্দিস, ফকীহ্, ইমাম ও ঐতিহাসিকগণের মন্তব্য

হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ এই ঐকমত্য পোষণ করেন যে, আল্লামা তাহাভী (র.) হাদীস শাস্ত্রে ছিলেন হাফিয, সিকাহ্ (বিশ্বস্ত), সাবাত (সুপ্রতিষ্ঠিত), ফকীহ্ এবং ইমাম। আল্লামা সাম'আনী (র.) বলেন ঃ তিনি ছিলেন একজন ইমাম, বিশ্বস্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত রাবী, ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং আলিম। তারপর তাঁর তেমন কোন উত্তরসূরী পাওয়া যায় নি।[৫]

ইবনুল আসীর (র.) বলেন ঃ তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ফকীহ্, ইমাম এবং বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত রাবী।[৬]

হাফিয যাহাবী (র.) (মৃঃ ৭৪৮/১৩৪৮) তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' গ্রন্থে ইমাম তাহাভীকে হাফিয আবূ বকর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ বাগদাদী (র.) (মৃঃ ৩১১/৯২৩), হাফিয আবূ বকর আর রাযী (র.) (মৃঃ ৩১৫/৯২৮), হাফিয আবূ আওয়ানা (৩১৬/৯৩) প্রমুখের স্তরে অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর তিনি বলেন, আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালাহ্ আত-তাহাভী (র.) ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হাফিয এবং অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা।[৭]

---

৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮৯।
মূল আরবী ঃ يحت أهذه تهنئة ؟ هذه و الله تعزية، من أذاكر بعده اومن أجالس

৫. সাম'আনী ঃ কিতাবুল আনসাব (প্রাগুক্ত) পৃঃ ৩৬৮।
মূল আরবী ঃ كان اماماثقة ثبتا فقيها ، عالما لم يخلف مثله

৬. ইবনু'ল আসীর ঃ আল-লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব, ২য় খঃ, (মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৩৫৬ হিঃ) পৃঃ ৮২।

৭. যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান) পৃঃ ২৯।

www.pathagar.com

যায়নুদ্দীন কাসিম ইব্ন কাতলুবাগা (র.) (মৃঃ ৮৭৯/১৪৪৭) বলেন, তিনি ছিলেন নাবীল (ধীশক্তিসম্পন্ন), ফকীহ্ এবং ইমাম।[৮]

ইব্ন আবদুল বার (র.) (৩৬৮/৯৭৮-৪৬৩/১০৭১) বলেন, তিনি ছিলেন কুফাবাসীগণের ইতিহাস ও জীবন বৃত্তান্ত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি, তদুপরি সমস্ত ফকীহ্গণের মাযহাবেও তাঁর আসামান্য দখল ছিল।[৯]

আল্লামা যাহাবী (র.) ঃ ইব্ন ইউনুস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন বিশ্বস্ত ও প্রতিষ্ঠিত রাবী এবং বিজ্ঞ ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ। তাঁরপর তাঁর সমকক্ষ আলিম ছিলেন বিরল।[১০]

মাসলামাহ ইব্ন কাসিম আন্দালুসী (র.) (মৃঃ ৩৫৩/৯৬৪) তাঁর 'কিতাবুস সিলাহ্' গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন একাধারে বিশ্বস্ত, উচ্চ মর্যাদাশীল, ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ, আলিমগণের ইখতিফাফ ও বিরোধ সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সুদক্ষ ও সিদ্ধহস্ত গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফার (র.) মাযহাবের অনুসারী এবং এর একনিষ্ঠ সমর্থক।[১১]

আল্লামা ইব্ন তাগরী বারদী (র.) (৮১৩/১৪০০-৮৭৪/১৪৭০) বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন ফিকহ্ ও হাদীস শাস্ত্রবিদ, হাদীসের হাফিয, ইখতিলাফুল উলামা, আহ্কাম, আরবী অভিধান এবং আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে স্বীয় যুগের অপ্রতিরোধ্য ইমাম ও অনবদ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা।[১২]

ইব্ন আসাকির (মৃ: ৫৭১/১১৭৫) বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন, বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মুহাদ্দিস, ফকীহ্, জ্ঞানী ব্যক্তি এবং একজন ক্ষণজন্মা ইসলামী পণ্ডিত।[১৩]

ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র.) (মৃঃ ১০৮৯/১৬৭৮) বলেন তাহাভী (র.) ছিলেন, হানাফী মাযহাবের একজন শায়খ, বিশ্বস্ত রাভী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত আলিম। তিনি ফিকহ্ এবং হাদীস শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।[১৪] আল্লামা সুয়ূতী (র.) (৮৪৯/১২৪৫

---

৮. ইব্ন কাতলুবাগা ঃ তাজুত্ তারাজিম, (মাতাবা'আতুল আনী, বাগদাদ ১৯৬২) পৃঃ ৮।
৯. ইব্ন আবদুল বার ঃ জামিউ' বায়ানিল ইল্ম, তাজুত তারাজিম, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৯।
১০. যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩০।
১১. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, ২য় সং, (মুআস্সাতু'ল আলামিল মাতবূ'আত, বৈরূত, ১৩৯০/১৯৭১) পৃঃ ২৭৬।
১২. ইব্ন তাগরী বারদী ঃ আন নুজূমুয যাহিরাহ্, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৯-২৪০।
১৩. ইব্ন বাদরান ঃ তাহ্যীবু তারীখি ইব্নে আসাকির, ২য় খঃ সং, (দারুল মাসীরাহ, বৈরূত, ১৩৯৯) পৃঃ ৫৮।
১৪. ইবনুল ইমাদ ঃ শাযারাতুয যাহাব, ২য় খঃ (মাকতাবাতুল কুদ্সী, কায়রো, ১৩৫০/১৯৩২) পৃঃ ২৮৮।

www.pathagar.com

-৯১১/১৫০৫) বলেন, তাহাভী (র.) ছিলেন হাদীসের হাফিয, অভিনব গ্রন্থরাজির রচয়িতা, সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী এবং ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ। তাঁর উত্তরসূরীগণের মধ্যে এত অগাধ জ্ঞানের অধিকারী খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। তাঁর ইন্তিকালের পর থেকে ধীরে ধীরে মিসরে হানাফী মাযহাবের নেতৃত্বে অবসান ঘটতে থাকে।[১৫]

সালাহ্ আস-সফদী স্বীয় 'আল ওয়াফী' গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন বিশ্বস্ত, অতি মর্যাদার অধিকারী, সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণনাকারী, ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং বুদ্ধিমান।[১৬]

ইবনুল জাওযী (র.) (৫১০/১১১৭-৫৯০/১২০৯ বলেন, তাহাভী (র.) ছিলেন একজন সুপ্রতিষ্ঠিত রাভী, ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি।[১৭]

ইবনুল জাওযী (র.) (মৃঃ ৬৫৪/১২৫৬) তাঁর 'মিরআতুয-যামান' গ্রন্থে অনুরূপ মন্তব্য করার পর বলেন, বিজ্ঞজনেরা সবাই তাঁর সম্মান, সততা, সাধুতা এবং কৃচ্ছতার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।[১৮]

হাফিয ইবন কাসীর (র.) (মৃঃ ৭৭৪/১৩৭৩) তাঁর "আল-বিদায়াহ' গ্রন্থে হিজরী ৩২১ সালের উল্লেখযোগ্য বিষয়ের বর্ণনায় বলেন, "এই সময়ে যেই নামকরা ব্যক্তিবর্গ ইন্তিকাল করেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ ইব্ন সালমাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক আবূ জা'ফর আত-তাহাভী (র.)।

তিনি ছিলেন হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থরাজির রচয়িতা। তিনি ছিলেন সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত এবং এবং হাদীসের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম।[১৯]

---

১৫. সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৯৮।

১৬. জাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাভী ফী সীরাতিত তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২।

১৭. আবুল ফারজ ইবনুল জাওযী ঃ আল-মুনতাযায ফী তারীখিল মুলূকি ওয়াল উমাম, ৬ষ্ঠ খঃ, ১ম সং, (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৫৭ হিঃ) পৃঃ ২৫০।

১৮. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানিল আহ্বার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬।
মূল ঃ واتفقوا على فضله و صدقه و زهده و ورعه

১৯. ইবন কাসীর ঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১শ খঃ, ২য় সং, (মাকাতাবাতুল মা'আরিফ, বৈরূত, ১৯৭৭ খ্রীঃ) পৃঃ ৭৪।
মূল ঃ
وفيها توفى من الأعيان أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك أبو جعفر الطحاوى الفقية الحنفى صاحب المصنفات المفيدة و الفوائد العزيزة وهوأحد الثقات الابثات و الحفاظ الجهابذة .

www.pathagar.com

আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আস'আদ আল-ইয়াফিঈ (র.) (৬৯৮/১২৯৯-৭৬৮/১৩৬৬) বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) ফিকহ্ ও হাদীস শাস্ত্রে উচ্চমর্যাদা লাভ করেন। তিনি হিতসাধনকারী অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।[২০]

হাফিয যাহাবী (র.) তাঁর 'তারিখুল কাবীর' গ্রন্থে বলেন, তাহাভী (র.) একাধারে মুহাদ্দিস, হাফিয, সিকাহ্, সাবত্, ফকীহ্, বুদ্ধিমান এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগণের একজন।[২১]

আল্লামা খাফফাজী (র.) (মৃঃ ১০৬৯/১৬৫৯) তাঁর 'শারহুশ্-শিফা' গ্রন্থে ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদাশীল ইমাম, মুহাদ্দিস্ আবূ জাফর আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামাহ্ ইব্ন আবদুল মালিক ইব্ন সালমাহ্ ইব্ন সুলাইম আল-আযাদী আল-মিস্রী ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাশীল ইমাম ও মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী। কারো মতে তিনি ছিলেন মালিকী মাযহাবের অনুগামী। কিন্তু এটা ঠিক নয়। তিনি ছিলেন প্রথমে শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী এবং ইমাম মুযানী (র.)-এর অন্যতম শিষ্য। এরপর তিনি হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। মিসরে হানাফী মাযহাবের নেতৃত্ব তাঁর হাতেই ন্যস্ত হয়। তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজির রচয়িতা।[২২]

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (র.) (১২৬৪/১৮৪৮) বলেন, আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) ছিলেন উচ্চ মর্যাদাশীল ও খ্যাতি সম্পন্ন ইমাম। তাঁর প্রশংসা ও উত্তম আলোচনায় বিভিন্ন গ্রন্থের পৃষ্ঠাসমূহ পরিপূর্ণ রয়েছে।[২৩]

বস্তুত ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন কুরআন এবং হাদীস থেকে মাসয়ালা উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে সিদ্ধহস্ত এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী। হাফিয আবূ মুহাম্মদ মাহমূদ ইব্ন মুহাম্মদ বদরুদ্দীন আইনী (র.) (মৃঃ ৮৫৫/১৪৫১) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে স্বীয় 'নুখাবুল আফকার ফী শারহি মা'আনিল আসার' গ্রন্থে বলেন, ইমাম তাহাভী (র.)-এর বিশ্বস্ততা, ধর্মভীরুতা, আমানতদারী,

---

২০. আল-ইয়াফিঈ ঃ মির'আতুয যামান ওয়া ইবরাতুল ইয়াকযান, (পাণ্ডুলিপি, ক্রমিক নং, ২২২৭, প্রগ্রেস নং ২৪২৮, খোদা বখশ্ লাইব্রেরী, পাটনা) পৃঃ ১৯৫।

মূল ঃ الطحاوى برع فى الفقة و الحديث وصنف التصانيف المفيدة

২১. যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২।

মূল ঃ المحدث الحافظ أحد الاعلام وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا

২২. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দিমাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬।

মূল ঃ

هو الإمام الجليل القدر المحدث أبو جعفر أحمد بن محمد بن مسلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم لز ردى ثم المصر الحنفى لا المالكى كما قيل، وكان أولا شافعيا من تلاميذة المزنى ثم تحنف و انتهت اليه رئا سة الحنفية بمصر و له تاليف جليلة

২৩. আবদুল হাই ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩১-৩২।

www.pathagar.com

মহান মর্যাদা, হাদীস শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা, হাসীসের দোষ-ত্রুটি এবং এর নাসিখ (হুকুম রহিতকারী হাদীস) ও মানসূখ (যে হাদীসের হুকুম রহিত করা হয়েছে) সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিষয়ে সকল আলিম একমত। তাঁর উত্তরসূরীগণের মধ্যে তাঁর সমকক্ষ ছিল বিরল। তাঁর সমসাময়িক যে সব হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসা করেছেন তন্মধ্যে ইমাম সুলায়মান ইব্ন আহ্মাদ তাবারানী (২৬০/ ৮৭৩-৩৬০/৯৭১), আবূ বকর আল-খাতীব (র.)[২৪] (৩৯৩/ ১০০৩-৪৬৩ /১০৭০), হাফিয ইব্ন সুফিয়ান সাওরী (র.) (১৯/৭১৮-১৬১/৭৭৮)। ইব্ন আসাকির।[২৫] (মৃঃ ৫৭১/১১৭৫), আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুমায়দী (র.)[২৬] (মৃঃ ৪৮৮ /১০৯৫) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহাভীর পরবর্তী হাদীস বিশারদ এবং ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যারা তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, হাফিয আবুল হাজ্জাজ আল-মিযযী (র.)[২৭] (জন্ম ৬৫৪ /১২৫৬),

---

২৪. আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-বাগদাদী আল-খাতীব (র.) ছিলেন হাদীসের হাফিয এবং বহু জ্ঞানের অধিকারী। হাদীস অন্বেষণে তিনি বহু দেশ সফর করেন। আবূ ইসহাক শীরাযী বলেন ঃ "হাদীসের জ্ঞান এবং সংরক্ষণে তিনি ছিলেন ইমাম দারা কুত্নীর সমকক্ষ। সাম'আনী (র.)-এর মতে তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৫৬টি।

হাফিয যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৩১-৩৪০।

২৫. তিনি হিঃ ৫ম শতাব্দীতে তাঁর পিতা ও তাঁর ভাই যিয়া উদ্দীনের পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীস শ্রবণ শুরু করেন। তিনি প্রায় ১৪০০শ' মুহাদ্দিস থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে ৮০ জন সৎলোকও ছিলেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে আবূ সা'দ সাম'আনী, আবূ জা'ফর কুরতুবী (র.) প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস রয়েছেন। তিনি তারীখ, প্রভৃতি বহু অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা।

যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২-১২৮।

২৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ নাসর আল-হুমায়দী আয-যাহিরী (র.) ছিলেন ইব্ন-হাযম (র.)-এর একজন উল্লেখযোগ্য শিষ্য। তিনি তাঁর জন্ম সম্পর্কে বলেন, "আমি ৪২০/১০৮৮) সালের পূর্বে জন্মলাভ করেছি।" তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের জীবনী সম্পর্কে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী।

যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭-২০।

২৭. জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনুয যাকী আল-মিয্যী (র.) হালব শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং মিযয নামক স্থানে লালিত-পালিত হন। তিনি কুরআন হিফ্য করে ফিকহ্-এর প্রয়োজনীয় মাসাইল শিক্ষা করেন। অতঃপর বিভিন্ন শহরে অগণিত মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হাদীস শাস্ত্রের হুজ্জাত, অগাধ জ্ঞানের অধিকারী এবং উত্তম চরিত্রে বিভূষিত। রিজাল শাস্ত্রে তিনি ২০০ খণ্ডে ব্যাপ্ত 'তাহ্যীবুল কামাল' এবং আতরাফ শাস্ত্রে ৮০ খণ্ডের অধিক 'জুয' (খণ্ড) রচনা করেন। 'ইলমুর রিজাল' এ তিনি অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৪র্থ খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৯০-২৯১।

www.pathagar.com

হাফিয যাহাবী (র.) (মৃঃ ৭৪৭/১৩৪৭), হাফিয ইব্ন কাসীর (র.) (৭০০/১২৯৯-৭৭৪/১৩৭৩) প্রমুখ গ্রন্থ প্রণেতা।

আল্লামা আইনী (র.) আরও বলেন, নীতিবান আলিম ও জ্ঞানী ব্যক্তি অকপটে স্বীকার করবেন যে, ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সমকালীন মুহাদ্দিস এবং হাদীস অধ্যয়নে তাঁর সহপাঠী সহীহ্ ও সুনান গ্রন্থ প্রণেতাগণের তুলনায় কুরআন ও হাদীস থেকে আহ্কাম উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে এবং ফিকহ্ শাস্ত্রে অধিক পারদর্শী ও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এ সব ক্ষেত্রে তাহাভী (র.)-এর বক্তব্য এবং তাঁর সমকালীন আলিমগণের বক্তব্যের প্রতি তুলনামূলক দৃষ্টিপাত করলে তাঁর প্রাধান্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। কুরআন, হাদীস, ফিকহ্, আকাইদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর রচিত প্রভূত হিত সাধনকারী গ্রন্থমালা আমাদের এ দাবীকে আরও শক্তিশালী ও জোরদার করে তোলে। হাদীস বর্ণনা, রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, অধিক শিক্ষক মণ্ডলী থেকে হাদীস গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে ইমাম তাহাভীকে আমরা ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ সিহাহ্ গ্রন্থ সংকলকগণের ন্যায় হাদীসশাস্ত্রের একজন মহান ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত রাবী এবং হুজ্জাহ্ হিসেবে দেখতে পাই। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশালতা এবং হাদীস বর্ণনায় এ বিষয়ের সুপ্রসিদ্ধ ইমামগণের সাথে তাঁর শরীক থাকা আমাদের উল্লেখিত বক্তব্যকে সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করে।[২৮]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দীস শাহ আবদুল আযীয (র.) ইমাম তাহাভী (র.)-কে একজন 'মুজতাহিদ' বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "হানাফী মাযহাবে তাঁর রচিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। তিনি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে এ মাযহাবের খিদমত

---

২৮. বদরুদ্-দীন আইনী ঃ নুখাবুল আফ্কার, মূল উৎস মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৬; মুহাম্মদ আবদুল হালীম ঃ আল রিযাআতু'ল মাযজাতু লি মান-ইউতালি'উল মিরকাত, ১ম সং, (মাতআবাতুল ইমদাদিয়্যাহ, মুলতান, ১৩৯২/১৯৭২), পৃঃ ৪৬। আল্লামা ঃ আইনী-এর মূল বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

أما الطحاوى فإنه مجمع عليه فى ثقته وديانته و أمانته و فضيلته التامة و يده الطولى فى الحديث و علله و ناسخه ومنسوخه ، لم يخلفه فى ذلك أحد ولم اثنى عليه كل من ذكره من أهل الحديث و التاريخ كالطبرانى و ابى بكر الخطيب و أبى عبد الله الحميدى و الحافظ ابن عساكر و غيرهم من المتقد مين و المتاخرين كالحافظ أبى الحجاج المزى و الحافظ الذهبى وعما دالدين ابن كثير وغيرهم من أصحاب التصانيف ، ولايشك ما قل مصنف أن الطحاوى و من أثبت فى استنباط الأحكام من القران و من الأحاديث النبوية و اقعد فى الفقه من غيره ممن عاصره، سنأوشاركه رواية من أصحاب الصحاح و السنن ، لأن هذا إنما يظهر بالنظر فى كلامه و كلامهم ، ومما يدل على ذلك و يقوى ما ادعيناه تصانيفه المفيدة الغزيرة فى سائر الفنون من العلوم النقلية و العقلية ، وأما فى رواية الحديث و معرفة الرجال و كثرة الشيوخ فهوكما ترى إمام عظيم ثبت ثقة حجة كالبخارى و مسلم و غيرها من أصحاب الصحاح و السنن يدل على دلك إتساع روايته و مشاركته فيها ائمة الحديث المشهورين كما ذكرناهم

www.pathagar.com

করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততার সন্ধান পাওয়া যায়। শুরূত, ইখতিলাফুল উলামা এবং আহ্কামুল কুরআন সম্পর্কেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'মুখ্তাসারুত্ তাহাভী' অধ্যয়ন করলে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হানাফী মাযহাবের শুধু একজন অনুসারীই ছিলেন না বরং একজন 'মুজতাহিদ-ই মুনতাসাব' ছিলেন। তিনি এ গ্রন্থে কিছু কিছু মাস'আলায় হানাফী মাযহাবের সাথে দ্বিমত পোষণ করেন। এ কারণে হানাফী ফকীহ্গণের নিকট এ গ্রন্থটির তেমন চর্চা ও খ্যাতি নেই।"[২৯] আল্লামা লক্ষ্ণৌভী (র.)-এর মতে ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন একজন মুজতাহিদ। তিনি স্বীয় 'আত-তালীকাতুস্ সানিয়্যাহ আলাল-ফাওয়াইদিল-বাহিয়্যাহ' গ্রন্থে বলেন, ইব্ন কামাল পাশা (র.)[৩০] (মৃঃ ৯৪০/১৫৩৩) প্রমুখ ইমাম তাহাভীকে এমন স্তরের মুজতাহিদগণের অন্তর্ভুক্ত করেন যাঁরা উসূল এবং ফুরূ-এর ক্ষেত্রে নিজস্ব মাযহাবের ইমামের বিরোধিতা করতে পারেন না, তবে যে সব বিষয়ে মাযহাবের কোন বর্ণনা নেই সে সব বিষয়ে তাঁরা ইজতিহাদ করতে সক্ষম।[৩১]

---

২৯. শাহ্ আবদুল-আযীয ঃ বুসতানুল-মুহাদ্দিসীন, (মাতবা মুজতাবাঈ, দিল্লী, ১৩৩৪/১৯১৫)

.....باید داست کر مختصر طحاوی دلالت می کندکه وی مجتهد منتسب بود و محض مقلد مذهب حنفی نبود، زیر اکه دران مختصر چیزها اختیارکرده که مخالف مذهب ابو حنیفة است ولهذا ان مختصر درفقهائے این مذهب که محض مقلد اند جندان شیوع پیدا نکرده..

৩০. আহ্মাদ ইব্ন সুলায়মান রূমী উরফে কামাল পাশা শিক্ষা অর্জন করেন, মৌলভী লুৎফল্লাহ্, মৌলভী মুসলিহুদ্দীন কাস্তালানী প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দের নিকট থেকে। শিক্ষা শেষে তিনি উনাহ্ শহরে অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি উক্ত শহরের কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর সুলতান সালীম খান তাঁকে সৈন্য বাহিনীর কাযী নিযুক্ত করেন। ৯৩২/১০২৫ সালে তিনি কনস্টান্টিনোপলের মুফ্তী নিযুক্ত হন। তাফসীর, ফিকহ্, উসূল প্রভৃতি বিয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা তিন শতাধিক। জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং অধিক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মিসরের জালালুদ্-দীন সুয়ূতীর সমকক্ষ। আদাব এবং উসূল বিষয়ে তিনি সুয়ূতী অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন আর হাদীস শাস্ত্রে সুয়ূতী ছিলেন তাঁর তুলনায় প্রশস্ত দৃষ্টির অধিকারী।

আবদুল হাই ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ্, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১-২২।

৩১.

الثالثة : طبقة المجتهدين فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب كالحضاف و أبى جعفر الطحاوى أبى الحسن الكرخى و شمس الأئمة السرخسى و فخرا لاسلام البزدوى و فخرالدين قاضى خان لهم انهم لا يقتدرون مخالفة الشيخ لافى الاصول ولافى الفروع ولكنهم يستنبطون الاحكام فى المسائل التى لانص فيها عنه على. حسب أصول و مقتضى قواعد بسطها

তৃতীয় স্তর ঃ এমন মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাসকারীগণের স্তর যে সব মাসআলায় মাযহাবের ইমামগণ থেকে কোন মতামতের উল্লেখ নেই। এ স্তরের মুজতাহিদগণের মধ্যে রয়েছেন, খাস্সাফ, আবূ জা'ফর তাহাভী, আবুল হাসান কারখী, শামসুল আইম্মা সারাখ্সী, ফখরুল ইসলাম বযদূবী, ফখরুদ্দীন কাযীখান এবং তাঁদের ন্যায় অন্যান্য মুজতাহিদগণ।

www.pathagar.com

আল্লামা লক্ষ্ণৌভী (র.) ইব্ন কামাল পাশা (র.)-এর উক্ত মত উল্লেখ করার পর বলেন, তাহাতী (র.) রচিত 'শারহ্ মা'আনিল আসার' প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তিনি এমন বহু বিষয়ে নিজ ইমামের মতের বিরোধিতা করেছেন যে সব বিষয়ে তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে অকাট্য দলীল পেয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে ইমাম তাহাতী (র.)-এর সঠিক কষ্টিপাথর ও মানদণ্ড হলো, তিনি এমন স্তরের মুজতাহিদ যিনি উসূল বা ফুরূ'-এর ক্ষেত্রে বিশেষ কোন মুজতাহিদের তাক্লীদ করেন না। তবে নির্দিষ্ট কোন ইমামের নীতি পদ্ধতি মেনে চলার কারণে তাঁকে সেই ইমামের অনুসারী বলা হয়ে থাকে।[৩২]

আল্লামা লক্ষ্ণৌভী (র.) আরও বলেন, ইজতিহাদের অন্তর্ভুক্ত থাকবেন যাঁরা স্বীয় ইমাম কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতির অনুসরণ করে কুরআন এবং হাদীস থেকে শরী'আতের আহ্কাম নিরূপণ করতে সক্ষম। অবশেষে তিনি বলেন, ইমামগণের সঠিক মত হিসাবে ইমাম তাহাভী (র.) অবশ্যই ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর

তাঁরা উসূল বা ফুরূ' কোন ক্ষেত্রেই আপন ইমামগণের বিরোধিতা করার ক্ষমতা রাখেন না। তবে যে সব বিষয়ে ইমামগণের কোন বক্তব্য উল্লেখ নেই, সে সব বিষয়ে মূলনীতি এবং নীতিমালার প্রেক্ষিতে তাঁরা আহ্কাম ইসতিম্বাত (উদ্ভাবন) করতে পারেন।

ইব্ন কামাল পাশা ঃ ফি বায়ানী আকসামি তাবাকাতিল উলামা, হস্তলিপি (নাদওয়াতু'ল উলামা, লাইব্রেরী, লক্ষ্ণৌ) পৃঃ ১।

৩২. ফকীহ্গণের এটি দ্বিতীয় স্তর। ইব্ন কামাল পাশা (র.) বলেন ঃ

والثانية : طبقة المجتهدين فى المذهب كابى يوسف و محمد وسائر أصحاب أبى حنيفة القادرين على استنباط الأحكام عن الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التى قدرأستاذهم أبو حنيفة فانهم وإن خالفوه فى بعض أحكام الفروع ، لكنهم يقتدونه فى قواعد الأصول وبه يمتازون عن المعارضين فى المذهب و يفارقونهم كالشافعى وأصحابه المخالفين لأبى حنيفة فى الأحكام غير مقلدين فى الأصول

দ্বিতীয় স্তর ঃ এটি মাযহাবের মুজতাহিদগণের স্তর। যেমনঃ আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর এমন সকল অনুসারীগণ যাঁরা শরী'আতের দলীলসমূহ থেকে এমন মূলনীতির ভিত্তিতে আহ্কাম বের করতে পারেন যে, মূলনীতি তাঁদের উস্তাদ ইমাম আবূ হানীফা (র.) নির্ধারণ করেছেন। কেননা তাঁরা যদিও কোন কোন শাখা হুকুমের ক্ষেত্রে ইমামের সাথে মতপার্থক্য করেছেন। কিন্তু মূল নীতিসমূহের ক্ষেত্র তাঁরা ইমামের অনুসরণ করেন। আর এ প্রেক্ষিতেই তাঁরা হানাফী মাযহাবের বিরোধী মতাবলম্বনকারী ইমামগণ থেকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ (র.) এবং তাঁর অনুসারী আলিমগণ। তাঁরা আহ্কামের ক্ষেত্রে যেমন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর বিপরীত মত পোষণ করেন, মূলনীতির ক্ষেত্রেও তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার (র.) অনুসরণ করেন না।

ইব্ন কামাল পাশা ঃ ফী বায়ানি আকসামিল উলামা (হস্তলিপি, নাদওয়াতুল উলামা লাইব্রেরী, লক্ষ্ণৌ) পৃঃ ১।

www.pathagar.com

পরের মুজতাহিদ। ইজতিহাদের ক্ষেত্রে তাঁর স্তর এ দু'জনের স্তর অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়।[৩৩]

কাওয়্যামুদ-দীন আমীর কাতিব ইব্ন আমীর উমার আল-ফারাবী আল ইত্কানী (র.)[৩৪] (৬৮৫/১২৮৬/-৭৫৮/১৩৫৮) ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ইমাম তাহাতীর গভীর জ্ঞানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "আমার মতে তাঁদের আবূ জা'ফরকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। কারণ, তিনি উম্মাতের একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি। এছাড়া তাঁর রয়েছে প্রশস্ত জ্ঞান, ইজতিহাদ শক্তি, ধার্মিকতা এবং বিভিন্ন মাযহাব সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান।

বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে তিনি যে রায় প্রদান করেন তা যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই দিয়ে থাকেন। অতএব, তাঁর অনেক যুগ পর এসে তাঁকে অস্বীকার করলে তাতে কোন লাভ হবে না। কারণ, তাঁর অস্বীকারকারীগণ তাঁর মর্যাদা পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হয় নি। কেউ আবূ জা'ফরের বেলায় সন্দেহ পোষণ করলে সে যেন তাঁর 'মা'আনিল আসার' গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে। হানাফী মাযহাব তথা অন্য মাযহাবেও এর তুলনা বিরল।"[৩৫]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও হাদীস শাস্ত্রবিদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "তাহাভী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তথা সকল মাযহাব সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে একজন, ইমাম মালিক (র.) থেকে দুইজন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে তিন জন বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। আর তিনি ইমাম আহ্মাদ (র.) থেকে নিজ 'শারহ্ মা'আনিল আসার' গ্রন্থের হজ্জ অধ্যায়ে একজন রাবীর মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করেন।[৩৬]

আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন ঃ ইবনুল আসীর আল-জাযরী (র.) (মৃঃ ৬৩০/১২১২)-এর মতে আল্লামা তাহাভী (র.) ছিলেন একজন ইমাম, মুজতাহিদ ও

---

৩৩. আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ আত-তালীকাতুস্ সানিয়্যাহ আলাল ফাওয়াইদিল বাহিয়্যাহ, ১ম পৃঃ সং। (আস-সা'আদাহ প্রেস, মিস্র, হিঃ ১৩২৪) পৃঃ ৩১-৩২।

৩৪. তিনি নিজ জন্মভূমি ইত্কান-এ অধ্যয়ন শেষে ৭২০/১৩২০ সালে উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে দিমাশ্ক গমন করেন। এরপর তিনি মিসর যান। মিসর থেকে বাগদাদ গমন করেন এবং সেখানে কাযী পদে অধিষ্ঠিত হন। এরপর তিনি পুনরায় দিমাশ্ক গিয়ে জাহিরিয়্যাহ 'দারুল হাদীস' এ অধ্যাপনা শুরু করেন। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য রচনা 'হিদায়া' গ্রন্থের আরবী 'গায়াতুল বায়ান ওয়া নাদিরাতুল আকরান।
আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫০-৫৩।

৩৫. ইতকান ঃ গায়াতুল-বায়ান, হস্তলিপি, ক্রমিক নং, ৯৭০, (খোদা বখ্শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত) পৃঃ ১৪৭।

৩৬. আবদুল হালীম চিশ্তী ঃ আল-বায়া'আতুল মুযজাত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৭।
মুহাম্মদ ইউসুফ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস সুনান, ১ম খণ্ড, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১১৪-১১৫।

www.pathagar.com

মুজাদ্দিদ। এরপর কাশ্‌মীরী (র.) এ প্রসংগে বলেন, আমার মতে ইমাম তাহাভী মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) হওয়ার অর্থ - হাদীস ও সনদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ-এর সূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি উদ্‌ঘাটন এর গভীর পর্যালোচনা, গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন মুজাদ্দিদ। তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের তাঁর নব উদ্‌ঘাটিত পদ্ধতির ইমাম এবং পথিকৃত। কেননা, পূর্ববর্তী হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তাঁদের গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হতেন। তাঁরা অধিকভাবে এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা, গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী হতেন না।[৩৭]

ইমাম তাহাভী (র.) হাদীস এবং ফিকহ্ উভয় শাস্ত্রেই পূর্ণাঙ্গ হাফিয ছিলেন। সায়্যিদ আবদুল হাই আল-কাত্তানী স্বীয় 'ফিহারিসুর ফাহারস ওয়াল ইসবাত' গ্রন্থে বলেন। ইব্‌ন হাজার তাঁর 'আবনাউল-গুমার' গ্রন্থে হাফিয তাকিয়্যুদ-দীন ইব্‌ন রাফি'-এর জীবন বর্ণনা প্রসংগে বলেন যে, যাঁরা হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্র-এ উভয় বিষয়েই পারদর্শী তাঁদের 'আল-হাফিযুল কামিল' (পূর্ণাঙ্গ হাফিয) বলা হয়। প্রথম যুগের পর যুগপাৎভাবে এ উভয় বিষয়ে পারদর্শীর সংখ্যা নগণ্য, যেমন পারদর্শী ছিলেন ইব্‌ন খুযায়মাহ, তাহাভী, ইব্‌ন হিব্বান, বায়হাকী এবং উত্তরসূরীগণের মধ্যে আমাদের শায়খ আল-ইরাকী।[৩৮]

হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি নিরূপণের ক্ষেত্রে ইমাম তাহাভী (র.)-এর যে বিরাট দক্ষতা ও বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল তা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয়। হাফিয যাহাবী (র.) (মৃঃ) ৭৪৮/১৩৪৮) তাঁর 'তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায' গ্রন্থে আবূ সুলায়মান যুবার আর-রিবঈ (র.) (মৃঃ) ৩৭৯/৯৮৯)-এর জীবনী আলোচনা প্রসংগে

---

৩৭. পূর্বোক্ত।

মূল ঃ

وهو امام مجتهد ومجدد ، كما قاله ابن الأثير الجزرى ، قال وأريد بكونه مجددا من حيث شرح الحديث و محامله و غوامضه و البحث و التحقيق فهو امام طريقته المبتكره ، حيث أن القدماء كانوا تنعون برواية الأحاديث فى كتبهم من غير ان مستعرضوا البحث والتحقيق كيثرا

৩৮. তাঁর পুরোনাম হাফিয যায়নুদ্-দীন আবুল ফাযাল আবদুর রহীম ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান। তিনি স্বীয় যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। ইব্‌ন হাজার (র.) তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আলফিয়াহ শারহ আলফিয়া' এবং 'তাখরীজু আহাদীসিল ইহ্‌য়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ আত তা'লীকাতুস্ সানিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩৭।

ডক্টর আফতাব আহ্‌মাদ রহমানী ঃ Hafiz Ibn Hazar Al-Asqalani and his contribution to Hadith Literature (Rajshahi University, 1967), P. 11

আবদুল হালীম ঃ আল বিয়া'আতুল মুয্‌যাত লিমান ইউতালিউল মিরকাত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৭।

www.pathagar.com

বলেন, আলী ইব্ন মূসা আস সিমসার আবূ সুলায়মান ইব্ন যুবার থেকে বর্ণনা করেন, একদা আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) আমার রচিত কিছু গ্রন্থ দেখতে পেয়ে রাতের বেলায় সেগুলো অধ্যয়ন করেন। এ সকল গ্রন্থ ইমাম তাহাভীকে আকৃষ্ট করে। তখন তিনি আমার সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, হে আবূ সুলায়মান! আপনারা হলেন "ঔষধ বিক্রেতা এবং আমরা হলাম চিকিৎসক"।[৩৯] এখানে ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর নিজেকে হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি রূপ রোগের চিকিৎসক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লামা খাদরী বেক (র.) (মৃঃ হি: ১৩৪৫/১৯২৬) ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "তিনি ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের ইমাম এবং তিনি স্বীয় গ্রন্থরাজির মাধ্যমে সমকালীন আলিমগণের উপর প্রাধান্য লাভ করেন।"[৪০]

ইব্ন নাদীম (র.) কর্তৃক বিরূপ সমালোচনা এবং এর যথার্থতা

উল্লেখিত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সকল যুগের নির্ভরযোগ্য আলিম, ঐতিহাসিক এবং সমালোচকগণ ইমাম তাহাভী (র.)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। একমাত্র ইব্ন নাদীম (র.) এবং ইব্ন হাজার আসকালানী (র.)-কে আমরা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। ইব্ন নাদীম ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে বলেন,

كان أوجد زمانه علما وزهدا و يقال انه تعمل لأحمدبن طولون كتابا فى نكاح ملك اليمين يرخص له فى نكاح الخدم و الله أعلم [৪১]

তিনি জ্ঞান এবং দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্র আপন যুগের অনন্য ব্যক্তি। তবে এ কথা বলা হয়েছে যে, তিনি আহ্মদ ইব্ন তূলূনের জন্য এমন একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন যাতে তাঁকে খাদেমদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এখানে ইব্ন নাদীম ইমাম তাহাভীকে জ্ঞানে, দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহ্ ভীরুতার ক্ষেত্রে যুগ শ্রেষ্ঠ বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ এরপর তিনি একজন অখ্যাত ও অজানা ব্যক্তির উক্তি দ্বারা ইমাম তাহাভী (র.)-এর ব্যক্তিত্বে সন্দেহ সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বিষয়টির বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেন নি এবং এর কোন পর্যালোচনা করেন নি। বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় এটা ইমাম তাহাভীর প্রতি একটি অপবাদ। কারণ একজন আবিদ ব্যক্তির পক্ষে রাজকীয় কোন লোভ-লালসার

---

৩৯. শামসুদ্-দীন যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২০৫।
মূল ঃ يا ابا سليمان ! أنتم الصيادلة و نحن الأطباء

৪০. খাদ্রী বেক ঃ তারীখুত তাশরীইল ইসলামী (১ম সং, দারু ইয়াহ্ইয়া কুতুব, মিস্র, ১৩৩৯ হিঃ) পৃঃ ২৩৯।

৪১. ইব্ন নাদীম ঃ আল-ফিহরিস্ত, আল-মাকালাতুস্ সাদিসাহ আল-ফাননুস্ সানী (লিবযাজ, ১৮৭২ খ্রীঃ) পৃঃ ২০৭।

www.pathagar.com

প্রেক্ষিতে অবৈধ বস্তুকে বৈধ বলে ফাত্ওয়া দেয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, ইব্ন নাদীম এ উক্তিকারীর নাম বা পরিচয় উল্লেখ করেন নি। যদি তিনি তাঁর পরিচয় দিতেন তবে আমরা তার সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা এবং আদালত সম্পর্কে যাচাই বাছাই করতে পারতাম।

তৃতীয়ত, ইব্ন তূলূনের যুগে তাহাভী (র.) একজন ছাত্র বৈ আর কিছু ছিলেন না। সুতরাং একজন ছাত্রের নিকট থেকে এধরনের ফাতওয়া গ্রহণ অপ্রত্যাশিত অযৌক্তিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

চতুর্থত, তাহাভী (র.) কাযী বাক্কারের ন্যায় একজন আল্লাহ্ ভীরু, সাহসী এবং অকুতোভয় ইল্মের সেক্রেটারী ও শিষ্য ছিলেন। তিনি কখনও তাহাভীকে এ কাজের অনুমতি দিতে পারেন না।

পঞ্চমত, ইব্ন হাজার এ ঘটনাটি আবুল জায়শ ইব্ন আহ্মাদ ইব্ন তূলূনের যুগে সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। অথচ ইব্ন নাদীম এটি ইব্ন তূলূনের যুগে ঘটেছে বলে বর্ণনা করেন।

সমালোচকগণের দৃষ্টিতে এরূপ পরস্পর বিরোধী বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফিয ইব্ন হাজার (র.) কর্তৃক বিরূপ মন্তব্য এবং এর নিরীক্ষা

ইব্ন হাজার তাঁর 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে তাহাভী (র.) সম্পর্কে বলেন, "মাসলামা ইব্ন কায়স তাঁর 'আস-সিলাহ্' গ্রন্থে বলেছেন যে, ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন বিশ্বস্ত রাভী, উচ্চ মার্যাদশীল, বিজ্ঞ ফকীহ্, আলিমগণের ইখ্তিলাফ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, গ্রন্থ প্রণয়নে সিদ্ধহস্ত। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। এবং এর প্রতি তাঁর কঠোর সমর্থন ছিল। মাসলামা আরও বলেন, আবূ বাকর মুহাম্মদ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্নুল আহ্মার আল-কুরাশী (র.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে একবার মিসরে গিয়েছিলেন এবং মিসরবাসীদিগকে ইমাম তাহাভী (র.)-এর প্রতি একটি মন্দ কাজের অপবাদ দিতে শুনেছিলেন। ইব্ন হাজার এ বর্ণনা দেওয়ার পর তাঁর নিজের পক্ষ থেকে বিষয়টির ব্যাখ্যা করে বলেন,

يعنى من جهة امور القضاء أو من جهة ما قيل : إنه أفتى به ابا الجيش من أمر الحضيان ৪২

অর্থাৎ কাযা তথা বিচার কার্যাবলী সম্পর্কে অথবা কারও কারও মতে বিষয়টি ছিল, তাঁর আবুল-জায়েশের জন্য খুসইয়ানদের ব্যাপারে ফাত্ওয়া প্রদান।

এখানে মাসলামা ইব্ন কায়স ইমাম তাহাভী (র.)-এর বিশ্বস্ততা, মর্যাদা, ফিকহ্শাস্ত্র এবং আলিমগণের মতবিরোধ সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে

৪২. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭৬।

www.pathagar.com

তাঁর প্রশংসা করেন। এরপর তিনি আবূ বকর ইবনুল আহ্মার নামক ব্যক্তির মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। ইবনুল আহমার একজন ব্যবসায়ী ও ভ্রমণ বিলাসী ছিলেন। সমালোচনার মানদণ্ডে একজন ভ্রমণকারী ব্যবসায়ীর উক্তির প্রতি তেমন বিশেষ মূল্য ও গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে না। এছাড়া মাসলামা নিজেও তার সমসাময়িকদের কাছে একজন সমালোচিত ব্যক্তি এবং তার প্রতি মিথ্যাচারের দোষারোপ করা হয়েছে। সুতরাং তাহাভী (র.) সম্পর্কে তার এই বর্ণনা বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের মতামতের তুলনায় গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেননা, তাঁদের ইজ্মা' বা ঐকমত্য অনুসারে তাহাভী (র.) ছিলেন বিশ্বস্ত, সত্যবাদী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী।[৪৩]

বিশেষজ্ঞগণের ধারণা যে, ইবনুল আহমারের এই বর্ণনার উপর ভিত্তি করেই ইব্ন হাজার (র.) 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে তাহাভীর জীবন বৃত্তান্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেননা, আলোচ্য গ্রন্থটি তিনি সামালোচিত রাবীগণের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা বিধৃত করার মানসেই রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরী রিজাল শাস্ত্রবিদগণ অনুরূপ কোন গ্রন্থে তাহাভী (র.)-এর জীবনী সম্পর্কে কোনই আলোকপাত করেন নি।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আল্লামা যাহাবী (র.) 'মীযানু'ল ই'তিদাল' গ্রন্থে ইমাম তাহাভী (র.)-এর আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। অথচ সিকাহ্ রাবীগণের মধ্যে যাঁদের সম্পর্কে সামান্যতম বিরূপ সমালোচনা ও রয়েছে তিনি আলোচ্য গ্রন্থে তাঁদের বর্ণনা যথারীতি লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪৪]

তিনি তাহাভী (র.)-এর জীবন বৃত্তান্ত আপন 'তাযকিরাতুল হুফ্ফায' এবং 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' গ্রন্থে যথাযথভাবে উল্লেখ করেন।

আল্লামা যাহিদ আল-কাওসারী (র.) তাঁর 'আল-হাভী' নামক পুস্তিকায় ইব্ন হাজারের (র.) উপরোল্লেখিত কার্যের সমালোচনা করে বলেন, ইব্ন হাজার 'লিসানুল মিযান' গ্রন্থে তাহাভী (র.)-এর বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করে তাহাভীকে পর্যুদস্ত করার পরিবর্তে তাঁর নিজেকেই কোনঠাসা করে ফেলেছেন। কেননা, তিনি এতে ইমাম তাহাভীর প্রশংসাকারীগণের দল থেকে পৃথক হয়ে পড়েন।[৪৫]

---

৪৩. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী ওয়া আসারুহু ফিল হাদীস, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০১।১

৪৪. মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ যাহাবী ঃ মীযানুল ই'তিদাল, ১ম খঃ, (মাতবা'আতুস সা'আদাহ্, মিস্র, ১৩২৫ হিঃ) পৃঃ ২।

৪৫. ইব্ন হাজার সম্পর্কে তাঁর প্রিয় শিষ্য আল্লামা সাখাভী (র.) বলেন,

لا يستطيع أن يترجم لحنفي إلا ت باخسا لحقة و متنقصا لشانه

তিনি হানাফী মাযহাবের কোন ব্যক্তির জীবনী তাঁর অধিকার খর্ব করা ছাড়া এবং তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা ব্যতীত উল্লেখ করতে সক্ষম হন না।

www.pathagar.com

তিনি আরও বলেন, হাফিয যাহাবীর পর তাঁর উত্তরসূরী ইব্ন হাজার তাঁর চাইতে আরো বিস্তারিতভাবে তাহাভী (র.) সম্পর্কে আলোচনা করেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাহাভীর জীবনীতে মাস্‌লামা ইবনুল কাসিম কর্তৃক বর্ণিত ইবনুল আহমারের বর্ণনাটির অন্তর্ভুক্তকরণ। আল্লামা কাউসারী (র) এ প্রসংগে আরো বলেন, ইবনুল আহমারের উক্তিটির ব্যাখ্যায় ইব্ন হাজার যা বলেছেন, তা খুবই খারাপ কথা এবং অত্যন্ত আপত্তিজনক। কারণ, প্রথমত তিনি এখানে শুধু ইংগিত দিচ্ছেন স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না, যাতে করে শ্রোতার মনে ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মে। সমালোচকগণের মানদণ্ডে এর নামই কি সমালোচনা?

দ্বিতীয়ত, সমস্ত মিসরবাসী যদি ঐ অপবাদ দিয়ে থাকে, তাহলে উচিৎ ছিল আপাতত তাদের একজন বা দু'জন এর নাম উল্লেখ করা। যদ্দারা আমরা তাদের সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারতাম।

তৃতীয়ত, সেই কথিত মন্দ কাজটাই বা কি? যার জন্য ইমাম তাহাভীকে দোষারোপ করা হয়েছে। তার কোন উল্লেখ থাকলে আমরা কোন না কোন কারণ খোঁজে বের করতে পারতাম।

চতুর্থত, অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অজ্ঞাত বিষয়ে অস্পষ্ট বর্ণনার কোন মূল্য বা গুরুত্ব সমালোচকগণের কাছে বিন্দুমাত্র নেই। তা যত সাবলীল ভাষা এবং যত সুন্দর বাচন ভংগীতের দেওয়া হোক না কেন।

পঞ্চমত, ইমাম তাহাভী (র.) কি কাযী ছিলেন যে, কাযা (বিচার) সম্পর্কিত কোন দোষে তাঁকে দোষী করা যেতে পারে। বরং তিনি প্রত্যেকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাযীগণকে ন্যায়বিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, যাতে করে বিচারপ্রার্থী সঠিক বিচার পায়।

ষষ্ঠত, কোন কাজের বা সীমালংঘনকারী কখনও তার সীমালংঘনকে বৈধ করার জন্য আলিমের কাছে ফাত্ওয়া চাইতে পারে না।

সপ্তমত, ইমাম তাহাভী (র.) কোন দরবারী আলিম ছিলেন না যে, রাষ্ট্রপ্রধান বা মন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট করে এ ধরনের ফাত্ওয়া দিবেন। বরং অবৈধকে বৈধ করার প্রতিবাদে সমকালীন আলিমগণের মধ্যে তাঁরই ছিল বলিষ্ঠ কণ্ঠ।

অষ্টমত, ইব্ন হাজার কি করে মাসলামা ইবনুল কাসিম আল-কুরতুবীর মত

অনুরূপভাবে আরো একজন মনীষী আল-মুহিব ইবনু'শ শাহনাহ হানাফী আলিমগণের বর্ণনায় ইব্ন হাজারের মনোভাব উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন ঃ

انه، لا يعول على كلامه فى حنفى متقدم ولا متاخر لبالغ تعصبه

তিনি আপন মতের প্রতি অধিক অনুরাগী হওয়ার কারণে পূর্বসূরী অথবা পরবর্তী হানাফী কোন আলিম সম্পর্কে আলোচনায় মনোযোগী হন না।

আবদুল মাজীদ মাহমুদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১০২।

www.pathagar.com

লোকের উক্তি গ্রহণ করলেন, তা আমাদের বোধগম্যের বাইরে। অথচ তিনি জানেন যে, স্পেনের বহু সংখ্যক আলিমই মাসলামাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার ব্যাপারে আল্লামা যাহাবী, ইবনুল ফারযী প্রমূখের মন্তব্য হচ্ছে, 'তিনি একজন যাঈফুল আক্‌ল বা স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং মুশাব্বিহাহ মতাবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন। এরপর আল্লামা কাওসারী (র.) বলেন, যাঁর সততা, ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা এবং নেতৃত্ব সবার কাছে গৃহীত তাঁকে এ ধরনের অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির কথায় দোষী করা যায় না। তবে কারো মনে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে তার কথা আলাদা।[৪৬]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাহাভী (র.) হাদীস বর্ণনা, রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, প্রচুর শিক্ষক মণ্ডলী থেকে হাদীস গ্রহণ, হাদীস ও কুরআন থেকে ইসতিম্বাত করণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র.) এবং ইমাম মুসলিম (র.)-এর সমকক্ষ ছিলেন। কোন কোন সমালোচক আবার মন্তব্য করেছেন যে, হাদীস ইমাম তাহাভী (র.)-এর বিষয়বস্তু ছিল না। কিন্তু বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ এবং শাণিত যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই বাছাই করলে এ মন্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না।

হাফিয রায়হাকী (র.) এবং ইব্‌ন তাইমিয়া (র.) কর্তৃক বিরূপ সমালোচনা

এ প্রসংগে ইমাম বায়হাকী[৪৭] (র.) (৩৮৪/৯৯৪-৪৫৮/১০৬৬) এবং ইমাম ইব্‌ন

৪৬. যাহিদ আল-কাওসারী ঃ আল-হাভী ফী-সীরাতিত্ তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৭-২৮।

৪৭. আবূ বকর আহ্‌মাদ ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন আলী আল-বায়হাকী খুরাসানের বিখ্যাত শহর নীশাপুরের 'বায়হাক' অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে। তিনি ছোটবেলা থেকেই হাদীস অধ্যয়নে ব্রতী হন। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ كتب الحديث وحفظ من صباه

তিনি বাল্যকাল থেকেই হাদীস লিপিবদ্ধ কণ্ঠস্থ করেন।

তিনি খুরাসান, ইরাক, হিজায প্রভৃতি দেশের শতাধিক মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ থেকে হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে হাকিম আবূ আবদিল্লাহ্ নাসির ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল ফাতহ্ আল-মিরওয়াযী এবং ইব্‌ন ফুরাক উল্লেখযোগ্য। যাহাবী (র.) বলেন ঃ جمع بين علم الحديث والفقه و بيان علل الحديث و الجمع بين الأحاديث

তিনি হাদীস এবং ফিকহ্ শাস্ত্র উভয় বিষয়েই বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা এবং হাদীস সংগ্রহে উভয় ক্ষেত্রে দক্ষ ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন। আল-ইয়াফিঈ বলেন, سرد الصوم ثلاثين سنة তিনি ত্রিশ বছর যাবৎ রোযা রেখেছেন।

তিনি শাফিঈ মাযহাবের সর্বাধিক খিদমত করেন। ইবন খাল্লিকানি বলেন ঃ

তিনিই সর্বপ্রথম দশ খণ্ডে শাফি'ঈ মাযহাবের বিষয়াবলী সংগ্রহ করেন

(اول من جمع نصوص الشافعي في عشر مجلدات)প্রভৃতি অবদানগুলো উল্লেখযোগ্য।

যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ৩য় খঃ, পৃঃ ৩১০-৩১১; ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ আল-ওয়াফায়াত, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২০।

www.pathagar.com

তাইমিয়া[৪৮] (র.)-এর মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য ও প্রণিধানযোগ্য।

হাফিয বায়হাকী (র.) তাঁর 'কিতাবু মা'রিফাতিস্ সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থের 'আল-অযূ মিন মাসসিয্ যাকার' অনুচ্ছেদে তাহাভী (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ শায়খ তাহাভী (র.) হয়ত হাদীস শ্রবণ করেছেন, কিন্তু তিনি সে হাদীসের যথার্থতা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নি। এখানে আমি তাঁর ভুল বর্ণনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি। অবশ্য আমি তাঁর এ ধরনের অনেক ভুল বর্ণনা করা থেকে নীরব থেকেছি। তাঁর এ ভুলের কারণ হচ্ছে এই, হাদীস শাস্ত্র তাঁর নিজস্ব বিষয়বস্তু ছিল না। বস্তুত তিনি হাদীস বর্ণনাকারীগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন নি।'[৪৯]

আল্লামা বায়হাকী (র.) তাঁর উক্ত গ্রন্থে আরও বলেন, আমি যখন এই কিতাব লিখা শুরু করি তখন আমার এক হাদীস শাস্ত্রবিদ বন্ধু আমার নিকট আবূ জা'ফর তাহাভীর কিতাবখানা পাঠান। আর তিনি এই কিতাব সম্পর্কে আমার নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ করে বলেন যে, এ গ্রন্থে হাফিযগণের নিকট সহীহ্ বলে গৃহীত হাদীসকে তিনি তাঁর মতের পরিপন্থী হওয়ার কারণে যাঈফ বা দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। আর তাঁর মতের অনুকূলে থাকার কারণে হাফিযগণের নিকট যাঈফ বলে চিহ্নিত হাদীসকে তিনি বিশুদ্ধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

পরিশেষে তিনি আমাকে এ অনুরোধ জানান যে, ইমাম তাহাভী (র.) যে দুর্বল হাদীসকে সহীহ্ বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন তার দ্বারা নিজস্ব মতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন, আমি যেন তার জবাব প্রদান করি। তখন আমি এ বিষয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট ইস্তিখারা করি এবং এবং ইমাম তাহাভী (র.) এর সে সব ভুলের জবাব আমার এ কিতাবে বর্ণনা করি।[৫০]

পরবর্তীকালে ইব্ন তাইমিয়াও হাফিয বায়হাকী (র.) এর মতোই ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমালোচনা করেছেন। তিনি আপন 'মিনহাজুস্ সুন্নাতিন্ নাবাবিয়্যা' গ্রন্থে হাদীস শাস্ত্রবিদগণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ

"হাদীস শাস্ত্রবিদগণের রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে যে জ্ঞান রয়েছে অন্যদের তা নেই। তাঁরাই হচ্ছেন এ শাস্ত্রের ইমাম। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বহু হাদীসের অধিকারী এবং বহু হাদীসের বর্ণনাকারী রয়েছেন বটে, কিন্তু হাদীসের দুর্বলতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর তেমন উৎসাহ ও অভিজ্ঞা নেই। এ ধরনের মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের বর্ণনা লাভ করা যেতে পারে। কেননা, তিনি একজন সত্যবাদী ও

---

৪৮. তাঁর পুরোনাম তাকীউদ্দীন আবুল আব্বাস আহ্মাদ ইব্ন শিহাবুদ্দীন ইব্ন তাইমিয়্যাহ।

৪৯. আবূ বকর আহ্মাদ আল-বায়হাকী ঃ কিতাব মা'রিফাতিস সুনান ওয়াল আসার, ১ম খঃ (প্রকাশক আবু সালমা শাফী আহ্মাদ বিহারী, পাটনা, পৃঃ ১২৯-১৩০)।

৫০. হাজী খালীফা ঃ কাশফুয্ যুনূন, ২য় খ, (দারুল ফিক্র, মিস্র, ১৪০২/১৯৮২) পৃঃ ১৭২৮।

www.pathagar.com

হাদীস সংরক্ষণকারী রাবী। তবে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান হাদীস শাস্ত্রের আর একটি ভিন্ন বিষয়। একজন মুহাদ্দিস অধিক হাদীসের অধিকারী ফিক্হ শাস্ত্রবিদ হতে পারেন। কিন্তু হাদীসের দোষত্রুটি এবং বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর তেমন জ্ঞান নাও থাকতে পারে। হাদীসবিদগণের মধ্যে এ পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও তাঁদের থেকে কোন প্রকার মিথ্যা প্রচলিত হওয়ার সম্ভবনা নেই। যেমনটা এ বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে প্রচলিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।"[৫১]

এরপর ইব্ন তায়মিয়া (র.) ইমাম তাহাভী (র.) থেকে বর্ণিত হযরত আলী (র.)-এর জন্য 'সূর্য প্রত্যাবর্তন' সম্পর্কিত হাদীসের পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"হাদীস সমালোচকগণের ন্যায় হাদীস সমালোচনা করা ইমাম তাহাভী (র.)-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। এ কারণেই তিনি 'শারহ্ মা'আনিল আসার' গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণনা করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিয়াসের আলোকে তিনি যে হাদীসকে দলীলযোগ্য মনে করেছেন সে হাদীসকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। অথচ এ হাদীসগুলোর অধিকাংশই সনদের দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত এবং অপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তিনি তাঁর এ গ্রন্থে হাদীসগুলোর এ সকল ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে প্রয়াস পান নি। কেননা, সনদ শাস্ত্রের অভিজ্ঞ মনীষীগণের ন্যায় সনদে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না। যদিও তিনি ছিলেন বহু হাদীসের অধিকারী, ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং একজন অভিজ্ঞ আলিম।"[৫২]

এখানে হাফিয বায়হাকী এবং ইব্ন তাইমিয়্যা (র.) ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে যে মন্তব্য করছেন তার সারকথা নিম্নরূপ ঃ

---

৫১. ইব্ন তাইমিয়্যা ঃ মিনহাজস-সুন্নাতি'ন নাবাবিয়্যা, ১ম সং, ৪র্থ খঃ, (আল-মাতবা'আতুল-কুবরা-আল আমীরিয়্যাহ্ বুলকি, মিস্র, হিঃ ১৩২২/১৯০৪) পৃঃ ১৯০। মূল আরবী ঃ

ان علماء أهل العلم بالحديث لهم من المعرفة بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم فهم أئمة هذا الشان وقد يكون كثير الرواية فيه لكن ليس من أهل العناية بصحيحه من سقيمه ، فهذا يستفاد منه نقله فانه صادق ضابط ، أما المعرفه بصحيحه و سقيمه فهذا علم اخر ، وقد يكون مع ذلك مجتهد، وقد يكون صالحا من خيار المسلمين ، وليس له كثير معرفة لكن هؤلاء وان تفاضلو افى العلم فلا تروج عليهم من الكذب ما يروج على من لم يكن له علم

৫২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯৪, মূল ঃ

والطحاوى ليست عادته نقد الحديث كنقد أهل العلم ، ولهذا روى فى شرح الاثار الاحاديث المختلفة، وانما يرجح ما يرجحه منها فى الغالب من جهة القياس الذى راه حجة ، ويكون اكثرها مجروحا من جهة الاسنادلايثبت ، و لا يتعرض لذلك ، فانه لم تكن معرفته باسناد كمعرفة اهل العلم به ، و ان كان كثير الحديث ، فقيها ، عالما

www.pathagar.com

১. ইমাম তাহাভী (র.) হাদীস সমালোচনায় নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করেন নি। তাঁর আপন মাযহাবের অনুকূলের হাদীসকে তিনি সহীহ্ এবং তাঁর মাযহাবের প্রতিকূলের হাদীসকে তিনি দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।

২. হাদীস ইমাম তাহাভী (র.) এর নিজস্ব বিষয় ছিল না।

৩. সহীহ্ এবং ফাসিদ হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী 'ইসনাদ' সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও দক্ষতা এ বিষয়ের দক্ষ ব্যক্তিদের ন্যায় ছিল না।

ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য বাস্তবতার নিরিখে যাচাই বাছাই হলে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না। বরং এটা হচ্ছে তাঁর প্রতি একটি যুল্‌ম এবং হাদীসের 'মতন ও ইসনাদ' শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অস্বীকৃতি। ইমাম বায়হাকী (র.) আপন মাযহাব প্রীতির আতিশয্যে উল্লেখিত মন্তব্য করেছেন। কেননা, মাযহাব প্রীতি অনেক ব্যক্তিকেই মোহগ্রস্ত করে তোলে এবং সঠিক মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অন্ধ করে দেয়।

ইমাম বায়হাকী (র.) শাফিঈ মাযহাবের কট্টর সমর্থক এবং হানাফী মাযহাবের কড়া সমালোচক হওয়ার কারণে ইমাম তাহাভী (র.)-এর প্রতি তাঁর এ অযৌক্তিক সমালোচনা ও মন্তব্য আশ্চর্যজনক নয়![৫৩]

কেননা, প্রায় প্রত্যেক ইমামের ক্ষেত্রেই এ ধরনের কিছু কিছু বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে। ইব্‌ন আবদুল বার (র.) তাঁর 'জামিউ বায়ানিল ইল্‌ম ওয়া ফাযলিহী' গ্রন্থে باب حكم قول الولاء بعضهم فى بعض আলিমগণের পরস্পরের সমালোচনামূলক মন্তব্যের হুকম সম্পর্কিত অনুচ্ছেদ শীর্ষক অনুচ্ছেদে ইমাম এবং আলিমগণের পারস্পরিক সমালোচনার কিছুটা নমুনা উল্লেখ করেন।[৫৪] পরিশেষে তিনি এ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"এ বিষয়ে সঠিক মানদণ্ড এই, যে ব্যক্তির বিশ্বস্ততা, সততা, নির্ভরযোগ্যতা এবং জ্ঞানান্বেষণের ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তাঁর ক্ষেত্রে

---

৫৩. কোন কোন সমালোচক আরও অগ্রসর হয়ে তাহাভী (র.) সম্পর্কে বলেন, من ترك مذهب اهل الحديث و أخذ بالرا ئى لم يفلح যিনি হাদীসবিদগণের মতামত ত্যাগ করেন এবং 'রায়' তথা যুক্তির অনুসারীগণের মাযহাব গ্রহণ করন তিনি সফল হন না। 'আহলু'র রায়' বলতে তাঁরা হানাফী মাযহাবের আলিমগণকে বুঝিয়াছেন। অবশ্য তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, কোন আলিম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন হাদীস মানসূখ হওয়ার দাবী করা ছাড়া প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

আবদুল মাজীদ মাহ্‌মুদ ঃ আবু জা'ফর তাহাভী ওয়া আসারুহ ফিল হাদীস (প্রাগুক্ত),পৃঃ ১৬৬-১৬৭।

৫৪. ইব্‌ন আব্‌দিল-বার ঃ জামি'উ বায়ানিল-ইল্‌ম ওয়া ফাযলিহী, ২য় খঃ, ১ম সং, (ইদারাতু'ত-তাবা'আতিল-মুনীরিয়্যাহ্, মিস্‌র) পৃঃ-১৫০-১৬৩।

www.pathagar.com

কোন বিরূপ সমালোচকের সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে সঠিক ও যথোপযুক্ত প্রমাণ এবং স্পষ্ট সাক্ষ্য দ্বারা কারো ত্রুটি প্রমাণিত হলে তা স্বতন্ত্র কথা। আর যে ব্যক্তির সততা ও নির্ভরযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত নয় এবং স্মরণশক্তির দুর্বলতার কারণে তাঁর বর্ণনা বিশুদ্ধ নয়, তবে তাঁর ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য কি সেটাই দেখা হবে। অবশ্য এ অবস্থায়ও তাঁর থেকে বর্ণিত বিষয়ের যতটুকু যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করা হয়। অধিকাংশ মুসলমানের মতে যাকে দীনের একজন ইমাম হিসাবে মেনে নেয়া হয়েছে তাঁর ক্ষেত্রে কোন একক ব্যক্তির সমালোচনা গ্রহণীয় না হওয়ার পক্ষে দলীল এই, পূর্বসূরী কোন কোন আলিম রাগের বশবর্তী হয়ে অপর আলিম সম্পর্কে অনেক বিরূপ সমালোচনা করেছেন। অথচ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এ বিরূপ সমালোচনার কারণ ছিল নিছক প্রতিহিংসা বা অপর কোন কারণ।[৫৫]

আল্লামা সুব্‌কী (র.)[৫৬] (মৃঃ ৭৭১/১৩১১) ও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

"আমাদের মতে সঠিক কথা এই, যাঁর নেতৃত্ব ও সততা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা অনেক এবং তাঁর সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনাও অতি বিরল। আর এ বিরূপ সমালোচনার পশ্চাতে যদি কোন মাযহাব প্রীতি বা অনুরূপ কোন কারণ বর্তমান থাকে তবে আমরা এ বিরূপ সমালোচনার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করব না। পক্ষান্তরে তাঁকে আমরা আদিল বা সৎ ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসেবেই গ্রহণ করবো। কেননা, যদি আমরা একবার এ ধরনের বিরূপ সমালোচনার দ্বার উন্মোচন করে দেই অথবা এ বিরূপ সমালোচনাকে তাঁর স্বাভাবিক অবস্থার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করি তাহলে কোন ইমামই এর থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবেন না। কেননা এমন কোন ইমামই নেই যাঁর সম্পর্কে কোন, অপবাদ দানকারী অপবাদ দেন নাই অথবা কোন নিন্দুক তাঁর নিন্দা করেন নাই।"[৫৭]

---

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫২।

৫৬. তাজুদ্ দীন আস সুব্‌কী ঃ তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাতি'ল কুবরা, ১ম খঃ, (আল-মাত-বা'আতুল হুসায়নিয়্যাহ), পৃঃ ১৮৭-১৮৮।

মূল ঃ

حسب ما يؤدى النظر اليه والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهورمن جماهير المسلمين. اماما فى الدين قول احد من الطاعنين، إن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم فى بعض كلام كيثر فى حال الغضب و منه ما حمل عليه الحسد ومنه على جهة التاويل

৫৭. ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল আয়ান,

بل الصواب عند نا ان من تثبت امامته وعد الته وكثر مادحوه و مزكوه و ندرجارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبى او عيره فانا لا نلتفت الى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة و الا فلو فتحنا هذالباب او اخذ نا تقديم الجرح على اطلا قه لماسلم لنا احد من الا الا ئمة اذ ما من امام الا وقد طعن فيه طاعنون و هلك فيه هالكون

www.pathagar.com

আল্লামা ইব্ন আবদুল বার (র.) এবং আল্লামা সুবকী (র.)-এর উল্লেখিত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আপন মাযহাব প্রীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিপক্ষ কোন বিশ্বস্ত এবং আদিল ইমামের বিরূপ সমালোচনা করা হলে তা গ্রাহ্য হয় না। ইমাম তাহাভী (র.)-এর জ্ঞান, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, আল্লাহ্ ভীরুতা এবং আদালত সম্পর্কে এমন নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় এবং প্রামাণ্য। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে হাফিয বায়হাকী (র.) এবং ইব্ন তাইমিয়া (র.)-এর সমালোচনা কি করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

বায়হাকীর বিরূপ সমালোচনার মূল কারণ

হাফিয বায়হাকীর এ মন্তব্যের পশ্চাতে যে কারণটি প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত তা সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও বর্ণনা করা প্রয়োজন।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বিশিষ্ট শিষ্য ইমাম মুযানী (র.) নিজ 'মুখ্তাসার' গ্রন্থে হানাফী মতামতের মুকাবিলায় ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতামত বর্ণনা করে তার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। আমরা ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি, মিসরের তৎকালীন হানাফী কাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়বা (র.) 'মুখতাসারুল মুযানীর' খণ্ডন কল্পে 'আল-কিতাবুল জালীল' রচনা করেন। যুবক তাহাভী (র.) এ সময় কাযী বাক্কারের সহযোগিতা করেন। এরপর তিনি নিজে 'মুখতাসারুল মুযানীর' মুকাবিলায় এরই ক্রমবিকাশ অনুসারে তিনটি মুখ্তাসার গ্রন্থ প্রণয়ন করে হানাফী মাযহাবের মতামতকে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা এবং কিয়াসের আলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং প্রতিপক্ষের দাঁতভাংগা জবাব দেন। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ বিশেষ করে 'মা'আনিল আসার' এবং মুশকিলু'ল আসার গ্রন্থে শাফিঈ মাযহাবের মতামত হাদীসের আলোকে খন্ডন করা হয় এবং সুন্নাহ্ ভিত্তিতে ও যুক্তির মাধ্যমে হানাফী মতামতের প্রাধান্য দেয়া হয়। এভাবে ইমাম তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থাদি সরাসরি শাফিঈ মাযহাবের উপর চরম আঘাত হানে। কিন্তু শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হলেও শাফিঈ মাযহাবের কোন আলিম এ মুকাবিলায় তেমন দণ্ডায়মান হতে পারে নি। এরপর হাফিয বায়হাকী (র.)-এর উদ্ভব ঘটে। ইব্ন খাল্লিকান তাঁর সম্পর্কে বলেন, ইমাম বায়হাকী (র.) সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ (র.)-এর নস্ সমূহকে দশ খণ্ডে সন্নিবেশ করেন।"[৫৮] শাফিঈ মাযহাবের খিদমতে তাঁর এ অক্লান্ত পরিশ্রম দেখে এ মাযহাবের আলম ব্যক্তিগণ তাঁদের স্কন্ধে ঝুলন্ত শতাধিক বছরের ঋণের বোঝা লঘু করার নিমিত্তে তাঁকে উদবুদ্ধ করতে শুরু করেন।[৫৯] তাঁরা তাঁকে ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'মা'আনিল-আসার' গ্রন্থ সরবরাহ করেন এবং তিনি ইস্তিখারা করে ইমাম তাহাভী

---

৫৮. ইব্ন খাল্লিকান ঃ ওয়াফায়াতুল আয়ান।

৫৯. সৈয়্যদ কুতুবুদ্দীন ঃ ইমাম তাহাভী, (প্রবন্ধ) মাসিক বুরহান, ১০ম খঃ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৪৩, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮।

www.pathagar.com

(র.)-এর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই প্রকাশ্য ময়দানে অবতীর্ণ হন। ঠিক এ সময়েই তিনি ইমাম তাহাভী (র.) এবং তাঁর গ্রন্থ সম্পর্কে উল্লেখিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। শাফিঈ মতাবলম্বীগণ বায়হাকী (র.)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। স্বয়ং ইমাম বায়হাকী (র.)-এর পুত্র শায়খুল কুযাত আবূ আলী ইসমাঈল তাঁর পিতা বায়হাকী থেকে বর্ণনা করেন ঃ

'আমার পিতা আমাকে বলেন, যখন তিনি তাঁর কিতাব 'মারিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার' রচনা সমাপ্ত করেন এবং এর কিছু অংশ সমাপ্ত করেন তখন তিনি তাঁর বিশিষ্ট শিষ্য তাঁর গ্রন্থের সর্বাধিক অধ্যয়নকারী এবং তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে অধিক সত্যবাদী ও ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ (র.)-এর নিকট শুনতে পান যে, তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-কে এমতাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর হাতে 'মারিফাতুস্ সুনান ওয়াল আসার' গ্রন্থের কিছু অংশ রয়েছে আর তিনি তখন বলছিলেন, আজ আমি ফকীহ্ আহ্মাদ বায়হাকী (র.)-এর গ্রন্থের সাতটি অংশ লিপিবদ্ধ করেছি অথবা পড়েছি। তিনি এরপরও অনুরূপ স্বপ্ন দেখতে পেয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। আবূ আলী ইসমাঈল আরও বলেন, উক্ত দিন সকাল বেলায় ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অপর একজন অনুসারী স্বপ্নে দেখেন যে, ইমাম শাফিঈ (র.) জামি' মসজিদ, তাঁর আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। আর তিনি তখন বলছিলেন, আজই আমি ফকীহ্ আহ্মাদ বায়হাকী (র.)-এর কিতাব থেকে অমুক অমুক হাদীসের জ্ঞান লাভ করেছি।'[৬০]

বায়হাক 'খুসর জুরদ' নামক তাঁর নিজ গ্রামে বসে 'মারিফতুস্ সুনান' গ্রন্থে রচনা সমাপণান্তে শাফিঈ মাযহাবের আলিমগণ তাঁকে নিশাপূর আসার আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা সেখানে তাঁর 'কিতাবুল মারিফাহ' শুনার জন্য সমাবেশের আয়োজন করেন। এ মজলিসে ইমামগণও উপস্থিত থাকতেন।[৬১]

শাফিঈ মাযহাবের আলিমগণ দীর্ঘদিন ধরে ইমাম তাহাভীর (র.) জবাব দানে অক্ষম থাকার পর বায়হাকীর এই অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর প্রতি এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী এ প্রসঙ্গে আরো একধাপ

---

৬০. যাহাবী ঃ তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ৩য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩২৯-৩৩০।

باأبى قال حين إبتدات بتصنيف هذا الكتاب يعنى كتاب معرفة السنن والاثار وفرغت من تهذيب أجزاء منه سمعت الفقيه محمد بن أحمد هو من صالحى أصحابى واكثرهم تلاوة وأصدقهم لهجة ، قول : رايت الشافعى فى النوم وبيده أجزاء من هذا الكتاب ، و هو يقول : قدكتب اليوم من كتاب الفقيه أحمد سبعة أجزاء أو قال قرأتها ، ورأه بعد ذلك ، قال و فى صباح ذلك اليوم رأى فقيه أخرمن إخوانى الشافعى قاعدا فى الجامع على سريره وهو يقول : استفدت اليوم من كتاب الفقيه حديث كذا وكذا

৬১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯।

طلب منه الأئمة الا ننتقال من الناحية إلى ينسابور لسماع الكتب فأتى فى ستة إحدى واربعين و اعله المجلس سماع الكتب وحضرة الائمة

www.pathagar.com

অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ (র.)-এর এমন কোন শিষ্য নেই যাঁর উপর তাঁর অবদান নেই। তবে একমাত্র আবূ বকর বায়হাকী এর ব্যতিক্রম। কারণ তিনি শাফিঈ (র.)-এর মাযহাব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন তা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর প্রতি তাঁর ইহ্সান স্বরূপ।[৬২] দূরদর্শী ইমামুল হারামাইন দেখতে পাচ্ছিলেন যে, যদি ইমাম তাহাভী (র.)-এর গ্রন্থাবলীর জবাব দান সম্ভব না হতো তা হলে শাফিঈ মাযহাবের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন ছিল। তাই তিনি ইমাম শাফিঈ (র.)-এর উপর ইমাম বায়হাকী (র.)-এর অবদানের এই স্বীকৃতি প্রদান করেন। শাহ আবদুল আযীয (র.) ইমামুল হারামাইনের সূরের সাথে সূর মিলিয়ে বলেন, ইমাম বায়হাকী (র.)-এর সাহায্য ও সহযোগিতায় শাফিঈ মাযহাবের প্রসার অনেকগুণ বেড়ে যায়।[৬৩] ইব্ন খাল্লিকানও এ প্রসংগে অনুরূপ মন্তব্য করেন।[৬৪] উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাফিয বায়হাকী (র.) আপন মাযহাব প্রীতির কারণেই তাহাভী (র.)-এর কিতাব এবং তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। যা বিশেষজ্ঞগণের মতে কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ছাড়া খবরে ওয়াহিদকে সহীহ্ এবং যাঈফ বলে চিহ্নিত করা আনুপাতিক বিষয়। হাদীস বিশারদগণ তাই এ ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করতে পারেন নি। কোন কোন সমালোচকের দৃষ্টিতে এরূপ একটি হাদীস 'সহীহ্' কিন্তু অপর সমালোচকের দৃষ্টিতে সে হাদীসটিই আবার 'যাঈফ' বলে চিহ্নিত। এক জামা'আত আলিমের মতে এরূপ একটি হাদীস আমলের যোগ্য অথচ অপর এক দল আলিমের মতে সেটি আমলের অযোগ্য। আবার দেখা যায় কেউ কেউ একটি হাদীসকে 'মানসূখ' বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু অন্যদের নিকট তা মানসূখ নয়। এ প্রসংগে লায়স ইব্ন সা'দ (র.)-এর একটি চিঠি উল্লেখযোগ্য। তিনি এই চিঠিতে ইমাম মালিক ইব্ন আনাস (র.)-এর অনুসৃত সত্তরটি মাস'আলা সম্পর্কে তাঁর নিকট এই বলে প্রতিবাদ করেছেন যে, এগুলো নবী করীম (সা.)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।[৬৫]

হাফিয বায়হাকী (র.) তাঁর বক্তব্যে ইমাম তাহাভী (র.) কর্তৃক সহীহ্ হাদীসকে যাঈফ বলে চিহ্নিত করার যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন; সেটা বায়হাকী (র.)-এর দৃষ্টিতে সহীহ্ হতে পারে, কিন্তু তাহাভী (র.)-এর দৃষ্টিতে তা সহীহ্ নাও হতে পারে। কোন মুজতাহিদের উপর অন্য মুজতাহিদের রায় চাপিয়ে দেয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন একজন আল্লাহ্ ভীরু পরহিযগার ব্যক্তি। কোন মাযহাব প্রীতি বা স্বীয় মামার প্রতি বিদ্বেষ তাঁকে সত্যের গভীর থেকে বের করতে সক্ষম হয় নি।

---

৬২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩২৯ مامن شافعى الا و للشافعى عليه منة الا ابابكر البيهقى فان له المنة على الشافعى لتصا نيفه و نصرة مذهبه

৬৩. শাহ আবদুল আযীয ঃ বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, (প্রাগুক্ত), পৃ. ৫০।

৬৪. ইব্ন খাল্লিকান ঃ আল-ওয়াফায়াত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২১।

৬৫. ইব্ন আবদিল বার ঃ জামি'উ বায়ানিল ইল্ম, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৮।

www.pathagar.com

তিনি যখন অন্য একটি মাযহাবকে সঠিক বলে বুঝাতে সক্ষম হন তখন তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষের মাযহাব পরিবর্তন করতেও দ্বিধা সংকোচ করেন নি। এরপর তিনি হানাফী মাযহাব অধ্যয়ন করেন, কিন্তু এর কোন বিশেষ ইমামের মতামতের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না। তিনি যে ইমামের মতের অনুকূলে শক্তিশালী দলীল অবলোকন করেন সেটাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এ মাযহাবের কোন ইমামের মতকেই অবলম্বন করেন নি, বরং তাঁর স্বাধীন চিন্তা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে তিনি সে ক্ষেত্রে একটি ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

এ ধরনের একজন স্বাধীনচেতা মুজতাহিদের ব্যাপারে কখনও এ অভিযোগ করা যায় না যে, তিনি কারো প্রতি আসক্ত হয়ে তিনি কোন দুর্বল হাদীসকে সহীহ্ হাদীসকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করবেন। এ প্রসংগে 'লিসানুল মীযান' ১ম খণ্ডে বর্ণিত কাযী ইব্ন হারবাওয়াহ্ এর সাথে সংঘটিত তাহাভী (র.)-এর একটি কথোপকথন উল্লেখযোগ্য ঃ

"একদিন ইমাম তাহাভী (র.) কোন একটি মাস'আলায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। তখন কাযী তাঁকে বলেন ঃ এটা তো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত নয়। তখন তিনি উত্তরে বলেন, হে কাযী! আমি কি ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সকল অভিমতকেই গ্রহণ করে থাকি? তখন কাযী বলেন, আমি তো তোমাকে শুধু একজন মুকাল্লিদই মনে করেছি। তখন ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, নিজ মাযহাবের অন্ধ অনুসরণকারী ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি কি তাক্লীদ করতে পারে? তখন কাযী বলেন, বরং নির্বোধ ব্যক্তিই তাক্লীদ করে থাকে। এই বাক্যটি মিসরে বহুল প্রচলিত হয়। এমনকি তা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়ে পড়ে এবং জনগণ এ বাক্যটিকে মুখস্থ করে নেয়।[৬৬] ইমাম বায়হাকী (র.)-এর গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ইমাম তাহাভীর প্রতি যে দোষারোপ করেছেন তা তাঁর নিজের উপরেও আরোপিত হতে পারে।

হাফিয বায়হাকী (র.) কর্তৃক ইমাম তাহাভী (র.)-এর সমালোচনার প্রায় আড়াইশ' বছর পর মিসরে মারদীনী বংশের আলী ইব্ন উসমান ইব্ন ইব্রাহীম আল-মারদী উরফে ইবনুত্ তুরকমানী (র.)[৬৭] (৬৮৩/১২৮৪/৭৪৫/১৩৪৪ হাফিয বায়হাকীর

---

৬৬. ইব্ন হাজার ঃ লিসানুল মীযান, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮০।

ولقد كان الطحاوى يذاكر القاضى أبا عبيد بن حربوية بالمسائل فاجابه الطحاوى يوما فى مسألة ، فقال له ، القا ضى ماهذا قول أبى حنيفة ، فقال له : أيها القاضى اوكل ما قاله ، أبوحنيفة اقول به ؟ فقال : ماظنك الإمقلدا ، فقال له الطحاوى : وهل يقلد الإ عصبى ؟ فقال القاضى : اوغبى ، وقد طارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس

৬৭. তিনি হাদীস্ ফিকহ্ উসূল প্রভৃতি বিষয়ে ইমাম ছিলেন। তিনি অভিনব গ্রন্থ রাজির রচয়িতা ছিলেন। বাহজাতুল আরীব বিমা ফিল কুরআনি মিনাল গারীব, আল-মুনতাখাব ফিল হাদীস, আল-মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ কিতাবুয যু'আফা ওয়াল মাতরুকীন, আল-জাওহারুন

www.pathagar.com

'কিতাবুস সুনানিল কুব্‌রা' নামক সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থকে কেন্দ্র করে, 'আল-জাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বায়হাকী' নামক একটি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন। এর ভূমিকায় তিনি বলেন ঃ

اما بعد ، فهذه فوا ئد علقتها على السنن الكبراى للحافظ ابى بكر البيهقى ، اكثرها توكلت و اليه اعتراضات عليه ، ومناقشات له و مباحثات معه ، وما توفيقى إلا با لله عليه انيب[৬৮]

অতঃপর, আমি হাফিয আবূ বকর আল-বায়হাকী (র.)-এর গ্রন্থ 'আস-সুনানুল-কুবরা'-এ উল্লেখিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর এ সকল কল্যাণকর ও উপকারী টীকা সংযোজন করেছি। এর অধিকাংশই তাঁর মতামতের বিরোধিতা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা সম্বলিত। আমার এ তাওফীক একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত। তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করি।

এতে তিনি এমন অনেক উপমা উৎপ্রেক্ষা পেশ করেন যা থেকে দেখা যায়, বায়হাকী (র.) ইমাম তাহাভী (র)-এর প্রতি যে সব দোষারোপ করেছেন তিনি নিজেও তাঁর সুনান গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, তিনি কখনও তাঁর মাযহাবের পক্ষে দলীল স্বরূপ এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেন যার সনদে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। কিন্তু তিনি এ যাঈফ রাবীকে কখনও নির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন অথবা মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। তারপর তিনি অপর একটি হাদীসের সনদে এই একই ব্যক্তিকে 'যাঈফ' বলে চিহ্নিত করেন। কেননা, সে হাদীস দ্বারা হানাফী আলিমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন। এর একটি উপমা নিম্নরূপ ঃ বায়হাকী (র.) 'كراهة التطهير بالماء المشمس' (সূর্যের উত্তাপে গরমকৃত পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন মাকরূহ) অনুচ্ছেদে ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ (১০২/৭২০/১৮১/৭৯৭) নামক রাবী সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নি।[৬৯] এরপর তিনি 'ترك الوضوء من الدم' (রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পরও অযূ ত্যাগ করা) অনুচ্ছেদে ইসমাঈল ইব্‌ন আইয়াশ কর্তৃক শামী রাবীগণের থেকে বর্ণিত হাদীসকে সহীহ্ বলে বর্ণনা করেন।[৭০] অথচ তিনি 'الضب' অনুচ্ছেদে একই ইব্‌ন আইয়াশকে শামী রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করা সত্ত্বেও 'যাঈফ'

নাকী ফির রাদ্দি আলাল বায়হাকী ইত্যাদি তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি মিসরের কাযী ছিলেন।

সুয়ূতী ঃ হুসনুল মুহাযারাহ্, ১ম খঃ (মাত'বা আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিস্‌র ১২৯৯ হিঃ), পৃঃ ২৬৭, আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী ঃ ফাওয়াইদুল বাহিয়্যাহ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২৩।

৬৮. ইব্‌ন তুরকমানী আল-মারদীনী ঃ আল জাওহারুন নাকী ফির রাদ্দি আলাল বায়হাকী, ১ম খঃ (মাতবা'আতুল মুগীস, দাইরাতুল মা'আরিফ, (১৩৬৬) পৃঃ ২।

৬৯. তুরকমানী ঃ জাওহারুন-নাকী, ১ম খণ্ড, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৪।

৭০. তুরকমানী ঃ জাওহারুন-নাকী, ২য় খণ্ড, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৬।

www.pathagar.com

বলে অভিহিত করেন।[৭১]

হাফিয বায়হাকী (র.) 'মাআনিল আসার' সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার জবাবে আবদুল কাদির আল-কুরাশী 'আল-হাবী ফী বায়ানি আসারিত্-তাহাভী' নামক একটি কিতাব প্রণয়ন করেন যে, তাহাভী (র.) 'মাআনিল আসার'-এ যে সকল হাদীস গ্রহণ করেছেন এর অধিকাংশই বুখারী, মুসলিম সুনান গ্রন্থসমূহে এবং বিভিন্ন হাফিযগণের গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে।[৭২]

তিনি তাঁর এ গ্রন্থে বলেন ঃ

'আমি ইমাম তাহাভী (র.)-কে ইমাম মুসলিম (র.)-এর কোন কোন শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পেয়েছি। তন্মধ্যে ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা অন্যতম। আমি অনেক হাদীসেই দেখেছি যে, ইমাম তাহাভী (র.) ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (র.) অবিকল এই একই হাদীস ইমাম তাহাভী (র.)-এর অনুরূপ সনদেই তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র শপথ! হাফিয বায়হাকী (র.) ইমাম তাহাভী (র.)-এর এ গ্রন্থ সম্পর্কে যে সকল উক্তি করেছেন. আমি এর কিছুই এতে খুঁজে পাই নি। এছাড়া আমাদের শায়খ কাযীউল-কুযাত আলাউদ্দীন 'সুনানল কুব্রা'-কে কেন্দ্র করে একটি অতি উত্তম গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তিনি এতে উল্লেখ করেছেন যে, বায়হাকী (র.) তাহাভী (র.) সম্পর্কে যে ধরনের অপবাদ দিয়েছেন তিনি স্বয়ং তাঁর নিজের গ্রন্থে সে সব কাজ করতে প্রয়াসী পেয়েছেন। এতে দেখা যায়, তিনি তাঁর আপন মাযহাবের অনুকূলে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে হাদীসের সনদ দুর্বল। কিন্তু তিনি এ দুর্বল সনদকেই বলে প্রত্যয়ন করেছেন। অথচ তিনি আমাদের মাযহাবের অনুকূলের একটি তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেন আর সেখানে এই একই রাবীর উপস্থিতির কারণে তিনি সে হাদীসকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন যে রাবীকে তিনি অন্যত্র বিশ্বস্ত বলে প্রত্যয়ন করেছেন। এরূপ ঘটনা তাঁর গ্রন্থের অনেক স্থানেই ঘটেছে।[৭৩] হাজী খলীফা (র.) 'কাশফুয্ যুনূন'-এ তাহাভী

---

৭১. তুরকমানী ঃ জাহারুন-নাকী, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), ১ম খঃ, পৃঃ ৩৯।

৭২. মুহাম্মাদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৪-৫৫। তাঁর মূল বক্তব্যটি এই ঃ

وحاشالله إن الطحاوى رحمه الله تعالى يقع فى هذا ، فهذا الكتاب الذى أشار اليه هو الكتاب المعروف بمعانى الأثار و قد تعلمت على اسانيده وعزوت أحاديثه ، واسناده الى الكتب الستة و المصنف لابن ابى شيبة وكتب الحفاظ و سميته بالحاوى بيان اثار الطحاوى

৭৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫।

বক্তব্যটি নিম্নরূপ ঃ

ووجدت الطحاوى قد شارت مسلما فى بعض شيوخه كيونس بن عبد الأعلى ، فوقع لى فى كيثرمن الاحاديث ان الطحاوى يروى الحديث عن يونس بن عبد الأعلى يرقه ، ومسلم يرويه بعينه عن يونس بن عبد الاعلى بسند الطحاوى ، ووالله لم ارى فى هذا الكتاب شيئا مما ذكره

www.pathagar.com

(র.)-এর প্রতি হাফিয বাযহাকী (র.)-এর অভিযোগ উল্লেখ করার পর বলেন ঃ

"আমার জীবনের শপথ! ইমাম বায়হাকী (র.)-এর এই বক্তব্য এই উস্তাদের ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট অতিরঞ্জন উক্তি, যাঁর উপর বড় বড় শায়খগণ নির্ভর করেছেন।[৭৪] বায়হাকী তাঁর উল্লেখিত বক্তব্যে তাহাভী (র.)-এর সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং তিনি তাঁকে হাদীসবেত্তাগণের দলেও অন্তর্ভুক্ত করা পসন্দ করেন না। অথচ 'রিজালুল হাদীস' অথবা 'হুফ্ফাযুল হাদীস'-এর বর্ণনা সম্বলিত এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া দুষ্কর যাতে ইমাম তাহাভীর বিশেষ স্থান নেই। আল্লামা যাহাবী (র.) সম্ভবত তাহাভীর বিরূপ সমালোচকদের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলছেন ঃ

"যে ব্যক্তি এই ইমামের গ্রন্থাবলী গভীরভাবে লক্ষ্য করবে তিনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবস্থান ও তাঁর জ্ঞানের প্রশস্ততা সম্পর্কে অবহিত হবে।"[৭৫] এছাড়া হাদীস শাস্ত্রে বিষয়ের আলিমগণের পদমর্যদা নিরূপণের জন্য যে সব স্তর নির্ধারণ করা হয়েছে ইমাম তাহাভীর ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য। স্তরগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) আল-মুসনিদ ঃ যিনি সনদ সহ হাদীস বর্ণনা করেন। সনদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকা শর্ত নয়। তবে বর্ণিত রিওয়ায়াত সম্বন্ধে তাঁর যথোপযুক্ত জ্ঞান অপরিহার্য।[৭৬]

(খ) আল-মুহাদ্দিস ঃ যিনি হাদীসের সনদ ও মতনের দোষত্রুটি এবং কোন সনদটি উচ্চ ও কোনটি নিম্ন পর্যায়ের এবং রিজাল ইত্যাদি সম্পার্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এই সংগে হাদীসের পর্যাপ্ত পরিমাণ মতনও তাঁর সম্পূর্ণ আয়ত্তে।[৭৭]

(গ) আল-হাফিয ঃ এটি হাদীস শাস্ত্রে একটি গুরুত্বপুর্ণ উপাধি। 'হাফিয' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাহ্ ও এর সনদ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন এবং সর্বসম্মতভাবে যে সব হাদীস সহীহ্ বলে স্বীকৃত সেগুলো এবং যেগুলোর

البيهقى عن الطحاوى وقد اعتنى شيخنا قاضى القضاة ملاذ الدين ووضع كتابا عظيما نفيسا على السنن الكبرى له ، وبين فيه انواعا مما ارتكبها من ذلك النوع الذى رمى به البيهقى الطحاوى فيذكر حديثا لمذهبه و سنده ضعيف فيوثقه ، ويذكر حديثا على مذهبنا و فيه ذلك الرجل الذى وثقه ، فيضعفه ، ويقع هذا فى كثير من المواضع.

৭৪. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয্ যুনূন, ২য় খঃ (দারুল ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২ পৃঃ ১৭২৮)।
هذا لعمرى ! تحامل ظاهرمن هذا الامام فى هذا الشان هذا الاستاذ الذى اعتمده اكابر المشائخ.

৭৫. যাহাবী ঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১ম সং, ১৫শ খঃ (বৈরূত, ১৪০৩/১৯৮৩) পৃঃ ৩০।
মূল বক্তব্য এই ঃ من نظر فى تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه

৭৬. ড. সুবহী আস সালিহ্ ঃ উলূমু'ল হাদীসি ওয়া মুসতালাহুহু, ১ম সং, (দারুল ইল্‌ম, বৈরুত, ১৯৮৪) পৃঃ ৭৫।

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ৭৫

www.pathagar.com

সহীহ্ হওয়া সম্পর্কে ইখ্তিলাফ রয়েছে সে সবগুলো কণ্ঠস্থ রাখেন। মোটকথা 'আসমাউর রিজাল' সম্পর্কে তাঁর বিপুল জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে।[৭৮]

সকল নির্ভরযোগ্য আলিম ইমাম তাহাভী (র.)-কে হাফিয উপাধিতে ভূষিত করেছেন এবং হাফিয থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন যাঁদের থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম এবং আসহাবুস্ সুনানুন্ নাসাঈ, মু'আত্তা প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু হাফিয বায়হাকী (র.)-এর নিকট জামি' তিরমিযী, সুনানু ইব্ন মাজা এবং মুসনাদে আহ্মাদ ছিল না।[৭৯] ফলে, বায়হাকীর মুকাবিলায় হাদীস সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.) অধ্যয়নের অধিক সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইমাম তাহাভী (র.)-এর পূর্ব পর্যন্ত হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে হাদীসের রিজাল তথা রাবীগণের আলোচনাই ছিল মূখ্য। তাহাভীই (র.) সর্বপ্রথম সনদের সাথে সাথে মতনকেও যাঁচাই বাছাই করার নতুন পদ্ধতি ও উপায় উদ্ভাবন করেন। অতএব, নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, হাদীস শুধু তাঁর বিষয়বস্তুই ছিল না বরং তাঁর স্থান ছিল এ বিষয়ের একজন মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারকের সম পর্যায়ের।

ইব্ন তাইমিয়্যার সমালোচনার সারকথা

ইব্ন তাইমিয়্যা তাঁর উপরিউক্ত বক্তব্যে ইমাম তাহাভী (র.) সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার সারকথাও ৩টি ঃ

(ক) তিনি বিপুল হাদীসের অধিকারী, একজন ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ এবং আলিম ছিলেন।

(খ) তিনি শুধু কিয়াসের আলোকে একটি হাদীসকে অপর হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করতেন।

(গ) হাদীস শাস্ত্রবিদগণের ন্যায় 'ইসনাদ' সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না।

হাদীসে ইমাম তাহাভী (র.)-এর বিপুল জ্ঞানের স্বীকৃতি দেয়ার পর শুধুমাত্র কিয়াসের আলোকে একটি হাদীসকে অপর হাদীসের উপর প্রাধান্য দানের এবং এ বিষয়ের আলিমগণের ন্যায় 'ইসনাদ' সম্পর্কে তাঁর দক্ষতা না থাকার যে অভিযোগ তাঁর উপর উত্থাপন করা হয়েছে, বাস্তবতার আলোকে তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় না। তাঁর রচিত 'শারহু মা'আনিল আসার' এবং 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থ এ দাবীর পক্ষে সুস্পষ্ট দলীল। আমরা নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি ঃ

ইমাম তাহাভী (র.) 'নিকাহুল মুহ্রিম' অনুচ্ছেদে তাঁর সনদে আবান ইব্ন উসমান

---

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭৫-৭৬।

৭৯. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২১; সুবকী ঃ তাবাকাতুশ্ শাফিঈয়্যাহ, ৩য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৩, ৫।

www.pathagar.com

থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, আমি আমার পিতা উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "মুহ্রিম ব্যক্তি বিবাহ করতে পারবে না, করাইতেও পারবে না এমন কি বিবাহের পয়গামও দিতে পারবে না।[৮০] ইমাম তাহাভী (র.)-এর হাদীসটি সামান্য শব্দের পরিবর্তনসহ ৪টি ভিন্ন ভিন্ন সনদে বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীসের প্রেক্ষিতে একজন আলিম অভিমত পোষণ করেন যে, ইহ্রাম রত অবস্থায় নিজে বিয়ে করা, অপরকে করানো এবং বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া কোনটাই জায়িয নয়।[৮১]

অন্যান্য আলিমগণ তাঁদের বিরোধিতা করে বলেন, উল্লেখিত কাজগুলোতে কোন দোষ নেই। তবে বিয়ে করার পর ইহ্রাম থেকে অবসর হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করা বৈধ নয়। তাঁরা ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিম্ন হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহ্রিম অবস্থায় হারিসের কন্যা মাইমূনা (রা.)-কে বিবাহ করেন। তারপর তিনি মক্কায় আরও তিনদিন অবস্থান করলেন। এরপর হুওয়াইত ইব্ন আবদুল উয্যা কয়েকজন কুরায়েশসহ তৃতীয় দিন আল্লাহ্র নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, "আপনার সময় কাল তো শেষ হয়ে গিয়েছে। অতএব আমাদের এখান থেকে চলে যান'। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'তোমরা যদি আমাকে সুযোগ দিতে, তাহলে তোমাদেরকে নিয়ে বিবাহ উৎসব পালন করতাম এবং তোমাদের জন্য প্রীতি ভোজের আয়োজন করতাম, আর তোমরা সবাই তাতে অংশগ্রহণ করতে। উত্তরে তারা বলেন, আমাদের জন্য আপনার প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানের কোন দরকার নেই। সুতরাং আমাদের কাছ থেকে আপনি চলে যান।" এরপর আল্লাহ্র নবী (সা.) মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে যান এবং 'সারিফ নামক স্থানে এসে হযরত মায়মূনা (র.)-কে নিয়ে বাসর যাপন করেন।[৮২] ইমাম তাহাভী (র.)

---

৮০. আত্ তাহাভী ঃ শারহু মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং (এডুকেশনাল প্রেস, করাচী, ১৩৯০/১৯৭০)

قال سمعت أبى عثمان بن عفان رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح و لا يخطب

৮১. আত্ তাহাভী ঃ শারহু মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫১১-৫১২। প্রসংগত উল্লেখ্য তাহাভী 'মুশকিলুল আসার' এ বলেন ইমাম শাফিঈ (র.) অধিকাংশ হিজাযবাসী এবং ইমাম মালিক (র.)-এর মতে মুহারিমের জন্য এসব কাজ জায়িয নয়।
কাযী আবুল মুহসিন ঃ আল-মুতাসার মিনাল মুখ্তাসার মিন মুশকিলিল আসার, ১ম খঃ, ২য় সং (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, হিঃ ১৩৫২), পৃঃ ২৮৬।

৮২. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫১২। তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৮৭।

عن ابن عباس رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو

www.pathagar.com

এ হাদীসটি তাঁর পৃথক পৃথক আরো চারটি সনদে ইব্ন আব্বাস (র.) থেকে শব্দের কিছু পার্থক্যসহ বর্ণনা করেন। তাঁর একটি সনদের রাবী আমর ইব্ন দীনার বলেন ঃ

আমাকে ইব্ন শিহাব ইয়াযীদ ইবনুল আসম্মা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইয়াযীদ (র.)-এর খালা মায়মুনা (রা.)-কে নবী করীম (সা.) হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। আমার (র.) বলেন, আমি ইমাম যুহরীকে বললাম যে, আসম্মের পুত্র ইয়াযীদ একজন বেদুঈন ছিলেন। আপনি কি তাঁকে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর সমমর্যাদা সম্পন্ন রাবী বলে মনে করেন।[৮৩] এরপর ইমাম তাহাভী (র.) আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহ্রিম অবস্থায় তাঁর কোন এক স্ত্রীকে বিবাহ করেছিলেন।[৮৪] আবার আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও একটি হাদীস তিনি বর্ণনা করেন।

"তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'মুহ্রিম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন'।[৮৫] যে সকল আলিম ইহ্রাম রত অবস্থায় নিকাহ্ না জায়িয মনে করেন তাহাভী (র.) তাঁদের দলীল স্বরূপ আবূ রাফি' (রা.) এবং মায়মূনা (রা.) এর হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ রাফি' (র.)-এর হাদীসটি এই ঃ তাহাভী (র.) বলেন, আমাদেরকে ইব্ন মারযূক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাদেরকে হিব্বান ইব্ন হিলাল থেকে, হিব্বান হাম্মাদ ইব্ন যায়িদ থেকে, হিলাল হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন আমাদেরকে হাম্মদ ইব্ন যায়িদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি মাতার থেকে, তিনি রাবিয়া ইব্ন আবূ আবদুর রহমান থেকে, তিনি সুলাইমান ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে, তিনি আবূ রাফি' থেকে, আবূ রাফি' বলেন, নবী করীম (সা.) হালাল অবস্থায় মায়মুনা (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন এবং হালাল অবস্থায়ই বাসর যাপন হয়েছিল। আর আমি উভয় পক্ষেরই মাঝে ঘটক ছিলাম।[৮৬]

حرام ، فاقام بمكة ثلثا فاتاه ، هو يطب بن عبد العزى فى نفر من قريش فى اليوم الثالث ، فقالوا إنه ، قد انقضى اجلك فاخرج عنا، فقال وما عليكم لو تركتمونى فعرست بين أظهركم فضنعنا لكم طعاما فحضرتموه ، فقالوا : لا حاجة لنا فى طعامك فاخرج عنا ، فخرج نبى الله صلى الله عليه وسلم وخرج ميمونة رضى الله عنها حتى عرس بها بسرف

৮৩. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১২

حدثنى إبن شطب عن يزيد بن الأصم رض ان النبىﷺ.. نكح ميمونة وهى خالته ، وهو حلال ، قال عمرو فقلت للزهرى : وما يدرى يزيدبن الأصم اعرابى بوال ا تجعله ، مثل ابن عباید

৮৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১২ । قالت تزوج رسول الله .. بعض نسائه وخو محرم

৮৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১২ । قال تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محرم

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১২ ।

حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال حمادبن زيدعن مطرعن ربيعة أبى عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبى رافع رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلا لا و كنت الرسول بينهما

www.pathagar.com

মায়মূনা (র.)-এর হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

"ইয়াযীদ ইবনুল আসম্ম (রা.) বর্ণনা করেন, মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'সারিফ' নামক স্থানে বিবাহ করেন। আমরা দু'জনেই তখন হালাল অবস্থায় ছিলাম। মক্কা শরীফ থেকে ফিরার পরে এ ঘটনা ঘটেছিল। তবে ইব্ন খুযায়মা যে রেওয়ায়েত এনেছেন, তাতে তিনি 'মক্কা থেকে ফিরার পর' কথার উল্লেখ করেন নি।[৮৭]

ইমাম শাফিঈ (র.) স্বীয় 'ইখতিলাফুল হাদীস' গ্রন্থে ইয়াযীদ ইবনুল আসম্ম (র.) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) এবং সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ মতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেন।[৮৮] ইমাম তাহাভী (র.) এ সব দলীলের জবাবে বলেন ঃ

১. সনদের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আবূ রাফি' (র.)-এর হাদীস মা'তার আল-ওয়ার্‌রাক থেকে বর্ণিত। আর মা'তার তাদের নিকট এমন একজন রাবী যার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না।

২. মা'তার-এর স্থলে আর একটি সনদে এ হাদীসটি যদিও ইমাম মালিক (র.) থেকে বর্ণিত আছে, কিন্তু তিনি হাদীসটি মাকতূ' হিসেবে বর্ণনা করেন।

৩. ইয়াযীদ ইবনুল আসম্ম-এর হাদীসকে আমর ইব্ন দীনার 'যাঈফ' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি যুহরীর নিকট ইয়াযীদ ইবনুল আসম্মকে বেদুইন এবং প্রশ্রাবকারী) اعرابى بوال (বলে আখ্যায়িত করেন। যদি কোন রাবী সম্পর্কে এর চেয়ে অনেক কম সমালোচনা করা হয় এবং আমর ইব্ন দীনার ও যুহরী (র.) থেকে আরও কম মর্যাদা সম্পন্ন মুহাদ্দিসও সমালোচনা করেন। তবুও হাদীস বিশারদগণের দৃষ্টিতে তাকে দুর্বল রাবী হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

অতএব, যখন তাঁরা উভয়ই ইয়াযীদ সম্পর্কে উল্লেখিত মন্তব্যে একমত পোষণ করেন তখন তার হাদীস কি করে গ্রহণ করা যেতে পারে?

৪. তাহাভী (র.) বলেন, প্রতিপক্ষ আলিমগণ মায়মূন ইব্ন মিহরানের হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করতে প্রয়াস পান। কিন্তু এ হাদীসটিও মুনকাতি'। হাদীসটি হচ্ছে এই ঃ

তাহাভী (র.) বলেন, আমাকে ফাহদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে আবূ নঈম হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন আমাকে জা'ফর ইব্ন বুরকান

---

৮৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১২-৫১৩।

عن يزيد بن الأصم عن ميمونة رضى الله عنه بنت الحارث قالت : تزوجنى رسول الله صلى الله عليه و سلم بسرف ونحن حلا لان بعد ان رجع من مكة، ولم يقل ابن خزيمة بعد ان رجع من مكة

৮৮. ইমাম শফিঈ ঃ কিতাবু ইখতিলাফিল হাদীস, হস্তলিখিত, (ক্রমিক নং ৩৭৬, খোদা বখ্‌শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাট্‌না) পৃঃ ৪৬।

www.pathagar.com

হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মায়মুন ইব্ন মিহরান থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। মিহরান বলেন, আমি একদিন আতা (র.)-এর নিকট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, মুহ্রিম ব্যক্তি বিবাহ করতে পারে? তখন আতা (র.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহকে হালাল করার পর আর কখনো হারামের ঘোষণা দেন নাই। মায়মুন বলেন, আমি তখন আতা (র.)-কে বললাম উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র.) আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মায়মূনা (রা.)-কে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন না মুহারিম অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন এ সম্পর্কে যেন আমি ইয়াযীদ ইবনুল আসম্মকে জিজ্ঞেস করি। ইয়াযীদ তখন বলেন যে, হালাল অবস্থায় তিনি তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। তখন আতা (র.) বলেন, আমরা মায়মূনা (রা.)-এর হাদীসের মুকাবিলায় ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (র.)-এর হাদীসকে গ্রহণ করি না। কেননা স্বয়ং মায়মূনা (রা.) থেকেই আমরা শুনেছি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে 'মুহরিম' অবস্থায়ই বিবাহ করেছিলেন।[৮৯]

এখানে জা'ফর ইব্ন বুরকান বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর শায়খ মায়মুন ইব্ন মিহরান কি ভাবে হাদীসটি ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম (র.)-এর নিকট থেকে জানতে পেরেছেন। এখানে তিনি একথাও বলেছেন যে, এ হাদীসে মায়মূনা (রা.)-এর বিয়ের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে তা ইয়াযীদের উক্তি। এটা মায়মূনা (রা.) বা অপর কারো বর্ণনা নয়। এছাড়া এ হাদীসে দেখা যায় যে, 'ইহ্রাম' অবস্থায় বিয়ে করা যাবে কিনা মায়মূনা (রা.) এ সম্পর্কে আতা-এর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁর নিজের অভিমতের পক্ষে শুধুমাত্র ইয়াযীদের উক্তি উল্লেখ করেন। যদি এ পর্যায়ে তাঁর নিকট আর কোন বর্ণনা থাকতো তবে তিনি তার দলীলকে আরও শক্তিশালী করার জন্য অবশ্যই তার উল্লেখ করতেন। এটাই এ হাদীসের মূলকথা এবং হাদীসটি শুধুমাত্র ইয়ায়ীদ থেকেই বর্ণিত আছে অন্য আর কারো থেকে নয়।

৫. যারা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'ইহ্রাম' অবস্থায় বিয়ে করেছেন তাঁরা বিশেষ জ্ঞানী এবং ইব্ন আব্বাসের একান্ত সহচর। এঁরা হচ্ছেন সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা এবং জাবির ইব্ন যায়িদ। তাঁরা সবাই ফকীহ্ এবং ইমাম। তাঁদের বর্ণনা এবং মতামত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়। এ সকল আলিম থেকে

---

৮৯. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৩।

حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كنت عند عطاء فجاء ه رجل فقال : هل يتزوج المحرم ؟ فقال عطاء : ماحرم الله عزوجل النكاح منذ احله – قال ميمون: فقلت له : ان عمر بن عبد العزيز كتب الى ان يسل يزيد بن الأصم اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة حلالا او حراما ؟ فقال يزيد : تزوجها و هو حلال ، فقال عطاء : ماكنا نأخذ هذا الا من ميمونة رضى الله عنها كنا نسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها و هو محرم .

www.pathagar.com

পরবর্তী যাঁরা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন তাঁরাও ছিলেন যুগের ইমাম এবং তাঁদের বর্ণনার অনুসরণ করা হতো। যেমন আমর ইব্ন দীনার, আইয়ুব সুখ্তিয়ানী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ নুজায়হ।

৬. আয়েশা (রা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীস ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। আয়েশা (রা.)-এর হাদীস যে সকল রাবী বর্ণনা করেছেন তাঁরা সবাই সমালোচনা থেকে মুক্ত। এ হাদীসটি আবূ আওয়ানা মুগীরা থেকে তিনি আবূয্ যুহা থেকে এবং তিনি মাসরূক থেকে বর্ণনা করেন। এঁরা সবাই ইমাম এবং তাঁদের বর্ণনা থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়। সুতরাং তাঁরা যা বর্ণনা করেছেন তা এমন রাবীগণের বর্ণনা থেকে উত্তম যারা স্মরণশক্তি, সংরক্ষণ, সততা, ফিকহ্ এবং আমানতের ক্ষেত্রে তাঁদের অনুরূপ নয়।

৭. উসমান (রা.) এ হাদীস নাবীহ্ ইব্ন ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন। তিনি আমর ইব্ন দীনার অথবা জাবির ইব্ন যায়িদ-এর মত শক্তিশালী রাবী নন এবং তিনি মাসরুকের মাধ্যমে আয়েশা (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী কোন রাবীর সমান মর্যাদারও অধিকারী নন। এ ছাড়া উপরোল্লিখিত কোন রাবীর মত হাদীস শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান নেই। অতএব, তাঁর বর্ণিত হাদীস দ্বারা তাঁর বিপরীত বর্ণিত হাদীসের মুকাবিলা করা বৈধ প্রতীয়মান হয় না।

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) আরও বলেন, হাদীসের সনদের দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করলে এ অনুচ্ছেদের হুকুম এ-রূপই হবে।[৯০]

এ আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় যে, ইমাম তাহাভী (র.) যেমন হাদীসের বিপুল জ্ঞান ছিল তেমনি হাদীসের রিজাল সম্বন্ধেও তাঁর জ্ঞান ছিল এ শাস্ত্রের বিশেষ জ্ঞানের মত। তিনি শুধু কিয়াসের আলোকেই হাদীসকে প্রাধান্য দেন নি বরং তিনি হাদীস শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করতে অনেকখানি সক্ষম হয়েছিলেন। সুতরাং ইব্ন তাইমিয়্যা যে দাবী করেছেন যে, হাদীসের 'ইসনাদ' সম্পর্কে এই বিষয়বস্তুর বিশেষজ্ঞগণের মত তাহাভীর অভিজ্ঞতা ছিল না এ দাবী সঠিক নয়। তবে প্রত্যেক হাদীস যাঁচাই করা তাঁর রীতি ছিল না। এ ক্ষেত্রে তাঁর একটি নিজস্ব রীতি পদ্ধতি ছিল। যখন কোন রাবীর যাঁচাই ও পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে দেখা দিত তখনই তিনি তা করতেন। যেমন কোন একটি সনদকে প্রাধান্য দিতে হলে তিনি রাবীর তানকীদ করতেন। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে ও তাঁর অনুভূতি ছিল যে তিনি তাঁর অনুসৃত রীতি থেকে বের হয়ে পড়েছেন আর এজন্য তিনি রীতি মতো ওযর পেশ করতেন।[৯১] যেমন, "রুকূ'তে যেতে, রুকূ' থেকে উঠতে এবং সিজ্দায় যেতে তাক্বীরের সাথে হাত উত্তোলন করতে হবে কি হবে না?" অনুচ্ছেদে তিনি প্রতিপক্ষের হাদীসের তানকীদ

---

৯০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫১৩।

৯১. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২২৩।

www.pathagar.com

করার পর বলেন, "এর দ্বারা কোন জ্ঞানী ব্যক্তির (মুহাদ্দিসের) দুর্বলতা প্রকাশ করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং এটা আমার রীতি বহির্ভূত। তবে এর দ্বারা আমি আমাদের প্রতিপক্ষের অধ্যায়টা চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছি।[৯২] অনুরূপভাবে তিনি গুপ্তাংগের স্পর্শে অযূ ওয়াজিব হবে কি না? অনুচ্ছেদে বলেন, প্রতিপক্ষগণকে বলা যায় যে, কি ভাবে আপনারা এখানে ইব্ন লাহী'আহ্ এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করছেন? অথচ যখন আপনাদের বিপক্ষ দল তাঁর হাদীস দিয়ে আপনাদের বিপক্ষে দলীল গ্রহণ করেন তখন আপনারা তাকে দলীল হিসেবে গ্রাহ্য করেন না।

এরপর তাহাভী (র.) বলেন, আমি আমার এ বক্তব্য দ্বারা আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর ইব্ন লাহী'আহ্ এবং এধরনের অন্য কাউকে দোষারোপ করতে চাচ্ছি না, বরং আমাদের প্রতি প্রতিপক্ষের যে অন্যায় আচরণ তা প্রকাশ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।[৯৩] অনুরূভাবে তিনি 'রক্ত সম্পর্কিত ওয়ালী ছাড়া বিবাহ প্রসংগ' শীর্ষক অনুচ্ছেদে বিভিন্ন হাদীস সম্পর্কে তার মতামত প্রদানের পর বলেন ঃ

"উপরোল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমার এই আলোচনা নয় এবং আমার এরূপ বক্তব্যকে আমি কারো প্রতি দোষারোপও মনে করি না, বরং এই দলীল গ্রহণকারীর অন্যায় আচরণ এবং তার উত্থাপিত দলীল যে তারই বিপক্ষে দলীল স্বরূপ একথা বর্ণনাই আমার মূল উদ্দেশ্য।[৯৪]

ইমাম তাহাতী (র.)-এর উপরোল্লেখিত বক্তব্য থেকে সনদ এবং রাবীর তানকীদ বা বিরূপ সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর মাযহাব কি ছিল তা সুস্পষ্ট হয়। কোন ব্যক্তির দুর্বলতা বর্ণনা বা কোন হাদীস বর্ণনাকারীর দোষ ত্রুটি করা তাঁর ততোটা উদ্দেশ্য ছিল না।[৯৫]

---

৯২. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, এডুকেশনাল প্রেস করাচী, ১৩৯০/১৯৭০, পৃঃ ১৫৬।

৯৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৬

قيل لهم كيف تحتجون فى هذا بابن لهيعه ؟ و انتم لا تجعلونه حجة لخصمكم فيما يحتج به عليكم و لم أردشئ من ذلك الطعن على عبد الله بن أبى بكر ولا على ابن لهيعة ولا على غير هما ، ولكنى اردت بيان ظلم الحضم

৯৪. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৭।

وما كلامى فى هذا ارادة منى الازدراء على احد ممن ذكرت ولا اعد مثل هذا طعنا ، ولكنى أردت بيان ظلم هذا المحتج والز امه ، من حجة نفسه ما نكرت

৯৫. ইমাম তাহাতীর পূর্বসূরী একদল আলিমের নিকট রাবীর জারহ্ (সমালোচনা) করা মাকরূহ ছিল। খাতীব বাগদাদী এ প্রসংগে জনৈক কবির নিম্ন কবিতা উল্লেখ করেন ঃ

ولإبن معين فى الرجل مقالة — سيسأل عنها و المليك شهيد

فان تك حقا فهى فى الحكم غيبة — وان تك زورا فالقصاص شديد

খাতীব আল-বাগদাদী ঃ আল-কিফায়া ফী ইসমির রিওয়ায়া (হিন্দুস্থান) ১৩৫৭/১৯৩৮) পৃঃ ৩৭-৩৮।

www.pathagar.com

প্রতিপক্ষের জবাব দানই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণে তিনি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট হাদীস এবং নির্দিষ্ট সনদের পর্যালোচনা করতেন। তবে এর অর্থ এ নয় যে, সনদ সম্পর্কে তাঁর তেমন জানাশুনা ছিল না। বরং এ বিষয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতোই তিনি ছিলেন দক্ষ ও সিদ্ধহস্ত। নিম্নে আমরা রিজাল শাস্ত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

রিজাল শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞানের উৎস

রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের উৎস ছিল ৩টি।

ক. এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থমালা।

খ. এ শাস্ত্রের পূর্বসূরী অভিজ্ঞ আমিল যেমন সুফিয়ান সাওরী (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিভিন্ন রাভী সম্পর্কে যে সকল মূতামত প্রকাশ করেছেন এবং তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিগণের মুখে এ সম্পর্কে যতদূর খবর লাভ করেছেন তা থেকে তিনি রাবীগণের পর্যালোচনা করতেন।

গ. তাঁর নিজস্ব প্রতিভা এবং লব্ধজ্ঞান।

রিজাল শাস্ত্রে ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) যে সকল গ্রন্থ রচনা করেছেন সেগুলো সম্পর্কে ইমাম তাহাতী (র.) অবহিত ছিলেন। যেমন নামাযে বৈঠকের পদ্ধতি কি? এ অনুচ্ছেদে তিনি প্রতিপক্ষের জবাবে বলেন ঃ

"আমাদের আলোচনা থেকে আবূ হুমায়দের হাদীস দলীলযোগ্য নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেননা, সে হাদীসটি মুহাম্মদ ইব্ন আমর জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইসনাদ বিশারদগণ এ ধরনের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন না। অতঃপর প্রতিপক্ষ আলিমগণ যদি আত্তাফ ইব্ন খালিদকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেন, তবে তাঁদেরকে বলা হবে যে, আপনারা আবদুল হামীদকে আত্তাফের তুলনায় অধিক দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ছাড়া আপনারা আত্তাফ-এর সকল হাদীসকে প্রত্যাখান করেন না। আপনাদের মতে তাঁর প্রথম জীবনের সকল হাদীসই বিশুদ্ধ। তবে তাঁর জীবনের শেষাংশে বর্ণিত হাদীস সমূহে অনভিপ্রেত কিছু প্রবেশ করেছে বলে আপনাদের ধারণা। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) ও তাঁর গ্রন্থে আত্তাফ সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করেছেন। আর আবূ সালিহ্ আত্তাফ-এর একেবারেই প্রথম জীবনে তাঁর থেকে এ হাদীস শুনেছেন। অতএব, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবূ মুঈন (র.) আত্তাফের যে হাদীসগুলোকে সহীহ্ বলে চিহ্নিত করেছেন এই হাদীসটি সেগুলোরই অন্তর্ভুক্ত।[৯৬]

---

৯৬. তাহাতী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৭৮-১৭৯।

قال ابو جعفر : فقد فسد بما ذكرنا حديث أبى حميد لأنه صارعن محمد بن عمر و عن رجل و اهل الإسناد لامحتجون بمثل هذا فان ذكر وا فى ذلك ضعف العطاف بن خالد ، قيل لهم : وانتم ايضا تضعفون عبد الحميد اكثر من تضيفكم للعطاف مع أنكم لا تطرحون حديث العطاف

www.pathagar.com

তাহাভী (র.) মুহাম্মদ ইব্ন সাঈদ এর 'তাবাকাত' সম্বন্ধেও মোটামুটি অবহিত ছিলেন। তিনি

بيان مشكل ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى التقليس فى الا عياد

অনুচ্ছেদে কায়স ইবন সা'দ-এর মৃত্যু সম্পর্কে বলেন ঃ

কায়স ইব্ন সা'দ অনেক পরে ইন্তিকাল করেছেন। অতএব, তাঁর সাথে ইমাম শা'বী (র.)-এর সাক্ষাতটা অসম্ভবের কিছু নয়। ওয়াকিদীর সাথী মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ তাঁর 'তাবাকাত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, মু'আবিয়া (রা.)-এর খিলাফত কালে কায়স ইব্ন সা'দ (র.) মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[৯৭]

অনুরূপভাবে তাহাভী (র.) ইমাম বুখারী (র.)-এর 'তারীখুল কাবীর' সম্পর্কেরও অবগত ছিলেন এবং তিনি তার 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থে এর কিতাবের প্রচুর বরাত দিয়েছেন।

যেমন তিনি بيان مشكل ما روى عن رسول صلى الله عليه وسلم فى المرأة التى يتزوجها ، فلما ادخلت عليه رأى بكشحها بياضا و ماكان منه فى أمره

অনুচ্ছেদে মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাফস সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র.)-এর তারীখ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

"আমরা ইমাম বুখারী (র.)-কে দেখেছি যে, তিনি (ইমাম বুখারী) তাঁর তারীখে এই মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাফস (র.)-এর বর্ণনা এনেছেন। তিনি বলেন, আবূ হাফস কূফার অধিবাসী ছিলেন। আবূ নাঈম তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং আবূ গাস্সান তাঁর নিকট থেকে আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৯৮]

ইমাম তাহাভী (র.) যে সকল রিজাল বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উল্লেখ করে তাঁর গ্রন্থে

كله – انما تزعمون ان حدثيه فى القديم صحيح كله ، وان حديثه ، با خره قد دخله شئ هكذا قال يحيى بن معين فى كتابه فابوصالح سماعه من العطاف قديم جدا ، فقد دخل ذلك فيما صححه ، يحيى من حديثه

৯৭. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং (দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩৩৩) পৃঃ ২১০-২১১।

قال أبو جعفر : و قيس بن سعد متأخر الوفاة ، ليس بمستنكر لقى الشعبى اياه ، ذكر محمد بن سعد صاحب الواقدى فى كتابه فى الطبقات و قال : قيس بن سعد توفى بالمدينة فى خلافة معاوية

৯৮. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৬৮।

فوجدنا البخارى قد ذكر فى تاريخه محمد بن أبى حفص هذا فقال : هو كوفى سمع منه أبو نعيم وحدثنا عنه ابو غسان

www.pathagar.com

রাবীগণের পর্যলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) শু'বা (র.) ওয়াকী' (র.) ইব্ন মাহদী (র.) ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) প্রমুখ। যেমন তিনি

بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المساجد التى لا تشد الرحال الا اليها ومن فضل الصلواة فيها على غيرها من المساجد و فى تساويها فى ذلك أوفى فضل بعضها بعضا فيه

অনুচ্ছেদে মসজিদে নববীর নামায বায়তুল মুকাদ্দাস-এর নামাযের তুলনায় চারগুণ বেশী মর্যাদা সম্পন্ন হাদীসের একজন রাবী সাঈদ ইব্ন বাশীর (র.) সম্পর্কে বলেন ঃ

"তারপর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাঈদ ইব্ন বাশীরের মর্যাদাও অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাইলাম। অনুসন্ধানের পর আমরা আবূ যুর'আ আদ-দিমাশ্কী (র.)-এর নিকট শুনেছি, তিনি হায়াত ইব্ন শুরায়হ্ (র.)-এর নিকট শুনেছেন। তিনি বাকিয়ার নিকট শুনেছেন যে তিনি হযরত শু'বাহ্ (র.)-এর নিকট সাঈদ ইব্ন বাশীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন শু'বাহ্ (র.) তাঁকে একজন সত্যবাদী রাবী বলে বর্ণনা করেন। আবূ যু'রআ আরও বলেন, "আমি আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.)-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তখন তিনি উত্তরে বললেন, তিনি একজন সিকাহ বা বিশ্বস্ত রাবী। তাঁর কাছ থেকে আমাদের শায়খ ওয়াকী' (র.) এবং ইব্ন মাহদী (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব এই হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে নববীর এক রাক'আত নামায মসজিদের আক্সার আড়াইশ' রাক'আত নামাযের সমতুল্য।[৯৯]

অনুরূপভাবে তাহাভী (র.) রুকূ'ত যেতে রুকূ' থেকে উঠতে এবং সিজ্দায় যেতে তাক্বীরের সাথে হাত উত্তোলন করতে হবে কি হবে না।" অনুচ্ছেদে তাঁর সনদে হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রথম তাক্বীর ব্যতীত নামাযে আর 'রাফি ইয়াদায়ন' বা হাত উত্তোলন করতেন না। এরপর তিনি এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হযরত উমার (রা.) নিজেও প্রথম তাক্বীর ছাড়া অন্য কোন তাক্বীরে হাত উত্তোলন করতেন না। এই হাদীসটি সহীহ্। কেননা, এই হাদীসটি যদিও হাসান ইব্ন আইয়াশ (র.) কর্তৃকই বর্ণিত কিন্তু তাতে কোন দোষ নেই। কারণ, তিনি একজন সিকাহ্ এবং হুজ্জাহ রাবী। ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুঈন (র.) এবং

---

৯৯. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ৯ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪৮।

ثم طلبنا الوقوف على مقدار سعيد بن بشير فى الرواية ، فوجدنا ابازرعة الدمشقى قد حدثنا قال : حدثنا حيوة بن شريح الحضرمى سمعت بقية يقول سألت شعبة عن سعيد بن بشير فقال : إن ذلك الصدوق (وقال لنا) ابؤ زرعة و سألت عنه ، أحمد بن حنبل فقال : ثقة ، قدروى عنه شيوخنا وكيع و ابن مهدى فكان ما فى هذا الحديث يدل على ان الصلواة فى مسجد الاقصى

www.pathagar.com

অন্যান্য সমালোচকগণ একথা বলেছেন।[১০০]

ইমাম তাহাভী (র.) রচিত 'মা'আনিল আসার' এবং 'মুশকিলুল আসার' কিতাব দু'টিতে বিভিন্ন রাবী সম্পর্কে তার বহু আলোচনা পর্যালোচনা রয়েছে। এসব কিছু এ কথা প্রমাণ করে যে, সনদ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অগাধ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। এছাড়া রিজালশাস্ত্রে তিনি পৃথকভাবে গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচিত 'তারীখুল কবীর' যদিও আর পাওয়া যায় না, কিন্তু বহু গ্রন্থ এ কিতাব থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। ইব্ন হাজার এবং খাতীব-এর ন্যায় দক্ষ আলিমগণ রিজালশাস্ত্রে তাঁর বক্তব্যের উল্লেখ করে থাকেন।[১০১]

কারাবীসী এর 'কিতাবুল মুদাল্লিসীন' এর খণ্ডনে তাঁর রচিত 'নাকযু কিতাবুল মুদাল্লিসীন' গ্রন্থ হাদীস বর্ণনাকারীগণের জীবনী সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক অবগতির আর একটি অকাট্য দলীল। কেননা, কখনও একজন মুদাল্লিস সমকালীন মুহাদ্দিস এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই তার থেকে হাদীস শ্রবণের দাবী করে থাকেন। আবার কেউ কেউ বিশিষ্ট কোন মুহাদ্দিসের সাক্ষাৎ পেয়েছেন সত্য কিন্তু সরাসরি তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ না করেই তাঁর থেকে শ্রবণ করেছেন বলে বর্ণনা করে থাকেন। হাদীস শাস্ত্রে এ সকল বিষয় অতি সূক্ষ্ম। এ সম্পর্কে এমন ব্যক্তিই অবগতি লাভ করতে পারেন যিনি এ বিষয়ের

---

১০০. তাহাভী ঃ মা'আনিল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৫৬।

قال ابو جعفر فهذا عمر رضى الله عنه لم يكن يرفع يديه ايضا الا فى التكبير الأولى ، فى هذا الحديث وهو حديث صحيح لان الحسن بن عياش وان كان هذا الحديث إنما دار عليه ، فانه ، ثقة حجة ، قد ذكر ذلك يحيى به معين و غيره

১০১. যেমন ইব্ন হাজার তাঁর 'তাহযীবুত্ তাহযীব' গ্রন্থে জা'ফর ইব্ন রাবী'আহ আল-কিন্দী আল-মিসরী-এর জীবনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ আবূ সালমাহ থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন বলে আমার জানি না। হাসান ইব্ন আইয়াশ আল-আসাদী-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ তিনি ছিলেন একজন সিকাহ্ এবং হুজ্জাহ। আবদুর রহমান ইব্ন হারমালাহ আল-আসলামী-এর জীবনীতে ইব্ন হাজার বলেন, ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ আবূ আলী আল-হামাদানী-এর নিকট থেকে তিনি হাদীস শুনেছেন এ কথা খ্যাত নয়। খাতীব আত-তিবরীযী (র.) তাঁর তারিখ গ্রন্থে মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.)-এর অনেক মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারাহ (র.)-এর জীবনী বর্ণনা এ সংগে কাযী ইউসুফ ইবনুল কাসিম মিয়াজী এর বরাতে বলেন যে, তিনি আবূ জা'ফর তাহাভী (র.)-এর নিকট থেকে শুনেছেন, তিনি বলেন, তিনজন মুহাদ্দিস সম্পর্কে সকল আলিম একমত হয়ে বলেছেন যে, তাঁদের যুগে তাঁদের সমকক্ষ আর কোন মুহাদ্দিস পৃথিবীতে ছিলেন না। এই তিনজন মুহাদ্দিস হচ্ছেন, আবূ যুর'আহ, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারাহ এবং আবূ হাতিম আর-রাযী।

মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানিল আহবার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৮ এবং ৫৪।

www.pathagar.com

একনিষ্ঠ সাধক ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন গবেষক এবং রাবীগণের জীবনীও তাঁদের সকল অবস্থা সম্বন্ধে সর্বতোভাবে জ্ঞাত। ইমাম তাহাতী (র.) যখন এ বিষয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব 'আত্ তারীখুল কাবীর' রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তখন এ অপবাদ তাঁর উপর কি করে দেয়া যেতে পারে যে, "তিনি রিজাল সম্পর্কে তেমন জ্ঞাত ছিলেন না।"[১০২]

ইমাম নাসাঈ (র.) এর একটি হাদীসের সমালোচনা

ইমাম তাহাভী (র.)-এর হাদীস গ্রন্থ অধ্যয়নে আমরা এমন অনেক উপমা উৎপ্রেক্ষা লাভ করি যেখানে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিভা এবং লব্ধ জ্ঞানের বলে বিভিন্ন রাবী এবং হাদীস সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক এমন ফয়সালা প্রদান করেছেন যে কোন এ বিষয়ের অপেক্ষাকৃত যশস্বী এবং খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সন্দেহ বা ভুল ভ্রান্তি এতে নিপতিত হয়েছেন। এ প্রসংগে ইমাম তাহাভী (র.) এবং ইমাম নাসাঈ (র.)-এর মধ্যে বিতর্কিত নিম্ন হাদীসটি উল্লেখযোগ্য ঃ

তাহাভী (র.) তাঁর 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থে

بيان مشكل لن يؤتى اثنا عشر الفا من قلة اذا صبر وا صدقوا

অনুচ্ছেদে বলেন ঃ ইব্ন মারযুক তাঁর সনদে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ "সাহাবীগণের মধ্যে উত্তম সাহাবী হলেন চারজন।[১০৩]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.)-এর হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন ঃ

"আমাদের জানা মতে এ হাদীসটি ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ-এর নিকট থেকে একমাত্র জারীর ইব্ন হাযিমই বর্ণনা করেছেন। ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ ছাড়া ইমাম যুহরী (র.)-এর অপর কোন শিষ্য তাঁর থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তবে আহ্মাদ ইব্ন শু'আইব আন-নাসাঈ (র.) এ বিষয়ে আমাদের সাথে মত পার্থক্য করেছেন। তাঁর বর্ণনানুযায়ী এ হাদীসটি এ সনদেই ইমাম যুহরী (র.) থেকে তাঁর শিষ্য আকীল ইব্ন খালিদও বর্ণনা করেছেন। যেমনভাবে ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর ইমাম তাহাভী (র.) সেই সনদটির উল্লেখ করেন যে সনদে ইমাম নাসাঈ (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আহ্মাদ ইব্ন সুলায়মান

---

১০২. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জাফ'র তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩১।

১০৩. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৩৮।

মূল হাদীস ঃ

حدثنا ابن مرزوق حدثنا وهب بن جرير عن ابيه سمعت يونس بن يزيد لحدث عن الزهرى عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة اربعة ،

www.pathagar.com

তাঁকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হিব্বান ইব্ন আলী থেকে, তিনি আকীল থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি উবায়দুল্লাহ্ থেকে এবং তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ঃ সর্বোত্তম সাহাবী হচ্ছেন চারজন। সেই সারিয়্যাহ বাহিনীই সর্বোত্তম যাতে সৈন্যের সংখ্যা থাকে চারশ'। আর এমন সেনাবাহিনীই উত্তম যাতে সেনাসংখ্যা থাকে চার হাজার। এ হাদীস বর্ণনার পর আহ্মাদ ইব্ন শুআইব (র.) বলেন, এ সনদে উল্লেখিত হিব্বান ইব্ন আলী শক্তিশালী রাবী নন।

এ বর্ণনা দেয়ার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে ইমাম নাসাঈ (র.) -এর বিপক্ষে আমাদের দলীল এই ঃ

হিব্বান ইব্ন আলী এ হাদীসটি ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ থেকে এবং তিনি আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি সনদের উল্লেখ করে বলেন ঃ আমাদিগকে ফাহদ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন আমাদিগকে হামাসানী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদিগকে মিনদাল এবং হিব্বান হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ থেকে এবং তিনি আকিল থেকে এবং তিনি ইব্ন শিহাব খেকে এবং তিনি উবায়দুল্লাহ্ থেকে আর তিনি ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, উত্তম সাহাবী হচ্ছেন চারজন ...।

এরপর ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, এ সনদ থেকে প্রমাণিত হল যে এই হাদীসটি হিব্বান থেকে তিনি ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ থেকে এবং তিনি আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন আর হিব্বান হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাবী নন। আহ্মাদ ইব্ন শু'আইব এবং অন্যান্য সনদ বিশ্লেষণে আলিমগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তার ভাই মিনদাল ও মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী রাবী নন। এ অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁর ভাই মিনদালও মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর থেকে কম নির্ভরযোগ্য। অতএব, যখন এ সনদটির এ অবস্থা তখন জারীর ইব্ন হাযিম এককভাবে ইউনুস থেকে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেটি গ্রহণযোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত।

তাহাভী (র.) এ প্রসংগে আরও বলেন, যদি বলা হয় যে, মিন্দাল হিব্বান ছাড়া অন্য আর কোন ব্যক্তি কি এ হাদীসটি আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন? তবে এর জবাবে বলা হবে, হ্যাঁ লায়স ইব্ন সা'দ ও এ হাদীসটি আকীল থেকে বর্ণনা করেছেন। আর সনদ বিশেষজ্ঞগণের নিকট তিনি একজন বিশ্বস্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠিত এবং তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন রাবী। এরপর তিনি সনদটির উল্লেখ করে বলেন ঃ

"আমাদিগকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ দাউদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদিগকে ইব্ন সালিহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদিগকে লায়স হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদিগকে আকীল ইব্ন খালিদ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইব্ন শিহাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইবন শিহাব বলেন, আমাদের নিকট এ সংবাদ পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন ..... ।

www.pathagar.com

এ হাদীসের মতন ইব্ন মারযূক (র.)-এর হাদীসের মতনের অনুরূপ। শুধু সনদটি ভিন্ন। অতএব দেখা যায় ইউনুস ইব্ন ইয়াযীদ-এর সনদে বর্ণিত হাদীসটি মুস্তাসিল বা সনদের সকল স্তরের রাবী বর্তমান আছে। আর লায়স (র.)-এর সনদে আকীল থেকে বর্ণিত হাদীসটি মুনকাতি'।[১০৪]

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, হাদীস এবং একই হাদীসের বিভিন্ন সনদ সম্পর্কে ইমাম তাহাভী (র.) বিপুল জ্ঞান তাঁকে ইমাম নাসাঈ (র.)-এর ন্যায় মুহাদ্দিসের মুকাবিলায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম ও সাহসী করে তুলেছে।

আমরা ইতিপূর্বে একথাও উল্লেখ করেছি যে, হাদীসের মতন এর যাঁচাই-বাছাই করা ছিল ইমাম তাহাভীর বৈশিষ্ট্য। কোন হাদীসের মতন এর যাঁচাই করতে হলে অবশ্যই সে হাদীসের সনদের যাঁচাই ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন হাদীস মহাগ্রন্থ আল-কুরআন অথবা শরী'আতের কোন নির্দেশের সাথে সংঘাতপূর্ণ হতে পারে না। কাজেই বুঝা যায়, এমন হাদীসের সনদে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। এজন্যই তাহাভী (র.) হাদীসের মতনের পর্যালোচনার সময় স্বাভাবিকভাবেই সনদেরও পর্যালোচনা করতেন। নিম্নে একটি উপমা পেশ করা হলো ঃ

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়-এর মৃত্যুর পর তার জানাযার নামায পড়েছেন কিনা? এ অনুচ্ছেদে তাঁর সনদে ইব্ন আব্বাস (র.)-এর মাধ্যমে হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ যখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ইব্ন সালূল মারা যায় তখন তার যানাযার নামায পড়ানোর জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে অনুরোধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন তার জানাযার নামায পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান, তখন আমি বললাম আপনি এর জানাযার নামায পড়বেন? অথচ সে উমুক উমুক দিনে এ-ধরনের কথাবার্তা বলেছে। আমি বারবার এই কথাগুলো বলে যাচ্ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মৃদু হেসে বলেন, উমর! আমার নিকট থেকে সরে যাও। কিন্তু আমি যখন আরও বেশী করে ঐ কথাগুলো বলতে থাকলাম, তখন তিনি বললেন, আমাকে (নামায পড়ার এবং না পড়ার) ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে। আর আমি তার জানাযার নামায পড়ব বলেই ঠিক করেছি। শুন! আমি যদি জানতাম যে, সত্তরবারেরও বেশী তার জানাযার নামায পড়লে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, তাহলে আমি সত্তরবারেরও বেশী তার জানাযার নামায পড়তাম। উমর (রা.) বলেন, তারপর তিনি তার জানাযার নামায পড়েন। ইমাম তাহাভী (র.) বলেন, ইয়াযীদ এবং ইব্ন আবূ দাউদও আমাদের নিকট এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন আবূ দাউদ তাঁর হাদীসে কিছু অধিক বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নামায শেষে সেখানে অতি সামান্য সময় অপেক্ষার পরই প্রস্থান করেন।[১০৫]

---

১০৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৩৮-২৩৯।

১০৫. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১২-১৩।

www.pathagar.com

আর এর অব্যবহিত পরেই 'সুরাতুল বারা'আহ' এর নিম্নে বর্ণিত আয়াত দু'টি নাযিল হয় ঃ

لَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ..... وَهُمْ فٰسِقُوْنَ [১০৬]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) তাঁর সনদে ইব্ন উমার (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর ইব্ন উবায়-এর জানাযার নামায পড়েন নি। তবে এ হাদীসে হযরত উমর (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত 'আপনি কি তার জানাযার নামায পড়বেন'? অথচ সে উমুক উমুক দিনে এমন এমন কথা বলেছে। এর পরিবর্তে আপনি কি তার জানাযার নামায পড়বেন? অথচ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তার জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে।[১০৭] এরপর ইমাম তাহাভী (র.) এ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন ঃ

ইব্ন উমর (রা.)-এর হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি উমর (রা.)-এর যে বক্তব্য, তার তুলনায় ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের বক্তব্য আমাদের নিকট অধিক গ্রহণীয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি কোন কাজের নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর তাঁর পক্ষে সেই কাজ করা অসম্ভব। অতএব, ইব্ন উমরের হাদীসে উল্লেখিত বক্তব্য আমাদের মতে কোন রাবীর 'ওয়াহাম' তথা সন্দেহ বৈ অন্য কিছু নয়। এভাবে তাহাভী (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর হাদীসকে ইব্ন উমার (রা.)-এর হাদীসের উপর প্রাধান্য দান করেন। এরপর তাহাভী (র.) বলেন, আমাদের বর্ণনা করা এ সব আসারের মাধ্যমে যেমন বোঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায়-এর জানাযার নামায পড়েছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র নবী (সা.) থেকে এমন হাদীসও বর্ণিত আছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তার জানাযার নামায পড়েন নি।[১০৮] তাহাভী (র.) এ প্রসংগে হযরত জাবির (রা.) থেকে তিনটি হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন ঃ

এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানাযার নামায পড়েন নি, জানাযায় উপস্থিতও হন নি, এমনকি তিনি ইতিপূর্বে তার কাছেও আসেন নি। আর নবী করীম (সা.) যখন দেনাদার, গনীমতের মাল হরণকারী, প্রমুখ সাহাবী জানাযার নামায নিজে পড়েন নি তখন তাঁর পক্ষে ইব্ন উবায়-এর জানাযার নামায না পড়াই অধিক যুক্তি সংগত।[১১০]

---

১০৬. আত্-তাওবা ঃ ৮৪-৮৫।
১০৭. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৩-১৪।
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৪।
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।
১১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।

www.pathagar.com

কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে সকল ঈমানদারের জানাযার নামায পড়তেন আল্লাহ্ পাক তাঁদের প্রতি তাঁর রহমত বর্ষণ করতেন। এ প্রসংগে তাহাভী (র.) নিম্নের হাদীস দু'টি বর্ণনা করেন ঃ

(ক) যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, এমন কোন মু'মিন ব্যক্তির সাথে যেন আমার পরিচয় না ঘটে যিনি ইন্তিকাল করেছেন অথচ তাঁর জানাযার নামাযের জন্য তোমরা আমাকে সংবাদ দাওনি, কারণ, আমার নামায তাদের জন্য রহমত স্বরূপ।[১১১]

(খ) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন নবী করীম (সা.) একটি কবর স্থান গমন করেন এবং দাফন করা হয়েছে এমন এক ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়েন। এরপর তিনি বলেন, এ সকল কবর ছিল অন্ধকারে নিমর্জ্জিত, এরপর এগুলো আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।[১১২]

তাহাভী (র.) বলেন ঃ উল্লেখিত হাদীস দু'টি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'সালাতুল জানাযা' উল্লেখিত কারণেই ঈমানদার ব্যক্তিগণের জন্যই ছিল। কিন্তু ইব্ন উবায় যেহেতু ঈমানদার ছিল না, অতএব, তাঁর মুক্তি কল্পে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জানাযা পড়ানো অসম্ভব। এমনকি গণীমতের মাল থেকে চুরি করার অপরাধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জনৈক সাহাবীর জানাযা নিজে পড়ান নি বরং সাহাবীগণকে পড়ানোর সদয় অনুমতি দিয়েছেন। অথচ এই সাহাবী তাঁর সাথে জিহাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর আর কোন দোষ-ত্রুটি ছিল বলেও জানা যায় নি।[১১৩] এ প্রসংগে তাহাভী (র.) তাঁর ভিন্ন ভিন্ন সনদে খালিদ আল-জুহানী থেকে সমার্থবোধক দু'টি হাদীস বর্ণনা করেন। একটি হাদীস এই ঃ

যায়িদ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, খায়বারের যুদ্ধে আহত একজন সাহাবী ইন্তিকাল করেন। তখন, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাঁর ইন্তিকালের সংবাদ পৌঁছান। যায়িদ (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবাগণকে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযার নামায পড়ে নাও। এতে উপস্থিত সাহাবীগণের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ তোমাদের এ সাথী আল্লাহ্র পথে এসে গণীমতের মাল থেকে চুরি করেছে।

এরপর আমরা তার মালামাল খোঁজ করি এবং তার মালের মধ্যে ইয়াহুদীদের একটি মুক্তা খুঁজে পাই, যার মূল্য ছিল দুই দিরহামের সমপরিমাণ।[১১৪] এ হাদীস বর্ণনা করার পর ইমাম তাহাভী (র.) বলেন ঃ নবী করীম (স.)-এর রীতি ছিল, তিনি এমন ঈমানদার ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তেন না যিনি গণীমতের মাল চুরি করেছেন।

---

১১১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।
১১২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫।
১১৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫-১৬।
১১৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।

www.pathagar.com

কেননা, গণীমতের মাল হরণ করে তিনি নবী করীম (সা.) কর্তৃক জানাযার নামায প্রশংসা পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। এছাড়া এ ধরনের কাজ থেকে মুক্ত পবিত্র ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) জানাযার নামাযে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যে প্রার্থনা করে থাকেন তিনি তা পাওয়ারও যোগ্য নয়। নবী করীম (সা.)-এর এ নীতির প্রেক্ষিতে এমন মুনাফিকদের জানাযার নামায পড়ানো তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব যাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ তাঁকে অবহিত করেছেন। অনুরূপভাবে নবী করীম (সা.) আত্মহত্যাকারী মুসলমানের জানাযার নামাযও পড়াতেন না।[১১৫] এভাবে ইমাম তাহাভী (র.) বিভিন্ন সনদে হাদীস বর্ণনা করে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইব্ন উবায়-এর জানাযা পড়ান নি এবং এ সকল দলীল প্রমাণের আলোকে জানাযা না পড়ানোর হাদীসকে ইব্ন আব্বাস (রা.) এবং ইব্ন উমার (রা.)-এর হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টতঃই প্রতিভাত হয় যে, তাহাভী (র.) হাদীস শাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। 'ইসনাদ' এবং 'রিজাল' সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান গরিমা ছিল এ বিষয়ের পণ্ডিতগণেরই অনুরূপ। আর 'মতন' এর পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সম্ভবত তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।

হাদীসকে প্রাধান্য দানের রীতি, তার সম্পর্কে ইব্ন তাইমিয়্যার সমালোচনার কারণ

ইব্ন তাইমিয়্যা তাঁর 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ্'[১১৬] গ্রন্থে আলী (রা.)-এর জন্য সূর্য প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত হাদীসকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার বড় কারণ হচ্ছে, তাহাভী (র.) এ হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। আর এতে শী'আ সম্প্রদায়ের একটি শক্তিশালী দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়।[১১৭]

ইবনুল জাওযী (র.)-এর মতে আলী (রা.)-এর ফযীলত সম্পর্কে অনেক সহীহ্ হাদীস বর্ণিত আছে। কিন্তু রাফিযী সম্প্রদায়ের এতে মনঃপূত হয়নি। তারা তাঁর ফযীলত বর্ণনায় জাল হাদীস মনগড়া সৃষ্টি করে।[১১৮] ইব্ন তাইমিয়্যা (র.)-এর কঠোর

---

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬।

فاذا كان من سنته انه لا يصلى على على من غل من المؤمنين لأنه ، يغلوله غير مسحق للمدح فى صلواته عليه و لا مستحق لسو اله ربه ما يساله فى صلواته عليه ، ممن هو برى من مثل ذلك كان صلواته ، على المنافقين الذين قد أخبره الله بكفرهم أبعد و بتركها أحق ، وكذالك ماروى عنه فى ترك الصلواة على من قتل نفسه مثل كان ينتحل الا سلام .

১১৬. ইব্ন তাইমিয়্যা ঃ মিনহাজুস্ সুন্নাহ্, (প্রাগুক্ত)।

১১৭. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪৭।

১১৮. মুহাম্মদ আযাদ আল-খাতীব ঃ আস সুন্নাতু কাবলাহ তাদভীন (মাতাবা 'আহ মুখায়মার, ১৩৮৩/১৯৬৩) পৃঃ ৯৯৬।

www.pathagar.com

সমালোচনা করেন এবং তাঁর 'মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ্ ফী নাকযি কালামিশ শী'আ ওয়াল কাদারিয়্যা' গ্রন্থটি তাদের আকীদা-এর খণ্ডন কল্পে রচনা করেন। ইমাম তাহাভী (র.) 'রাদ্দুশ্ শামস' এর হাদীসকে সহীহ্ বলায় ইব্ন তাইমিয়্যার আক্রোশ তাঁর উপরও নিপতিত হয়। ইহা অনেকটা উদারপিণ্ডি বুদুর ঘাড়ে চাপানোর মতোই। কিন্তু এ হাদীসটি হযরত আলীর (রা.) প্রশংসা করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি মু'জিযা বর্ণনা এবং 'রাদ্দুশ্ শামস' সম্পর্কিত দু'টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য।[১১৯] তিনি অনুচ্ছেদের যে শিরোনাম বেঁধেছেন তা থেকে সহজেই একথা বুঝা যায়। শিরোনামটি এই ঃ

بيان مشكل ماروى عن رسول الله ﷺ فى مسالة الله عزوجل رد الشمس عليه بعد غيوبتهاورد الله عزوجل إياها عليه و اروى عنه مما توهم (من توهم) مضار ذلك [১২০]

তর্কের খাতিরে 'রাদ্দুশ্ শামস্' এর হাদীসকে যদি যাঈফ অথবা মাওযূ' তথা জাল বলে ধরে নেয়া হয় তবুও কি ইব্ন তাইমিয়্যার পক্ষে ইমাম তাহাভীকে রিজাল শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করা যাবে? যদি তাই হয় তাহলে তো ইমাম বুখারী (র.) মুসলিম (র.) আবূ দাউদ (র.) নাসাঈ (র.) তাঁর গ্রন্থে তিরমিযী (র.) আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল (র.) বায়হাকী (র.) প্রমুখ সর্বজন স্বীকৃত রিজাল শাস্ত্র বিশারদগণকে ও এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বলে ভূষিত করা অন্যায় হবে না। কারণ, ইবনুল জাওযী (র.) তাঁর গ্রন্থে যে সকল হাদীসকে মাওযূ' বলে চিহ্নিত করেছেন তন্মধ্যে বুখারী শরীফে এবং মুসলিম শরীফে একটি করে এবং মুসনাদু আহ্মাদ, সুনানে আবূ দাউদ, মুসতাদরাকুল হাকিম, বায়হাকীর হাদীস গ্রন্থাদি, সাহীহু ইব্ন খুযায়মা, সাহীহু ইব্ন হিব্বান, মুসনাদুদ্ দারিমী প্রভৃতি গ্রন্থে বহু হাদীস রয়েছে। এ সকল ইমামকে রিজাল শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ আখ্যা দিলে আমরা আর কাকে এ বিষয়ের অভিজ্ঞ ও পরদর্শী বলে আখ্যায়িত করতে পারবো?[১২১]

•

'রাদ্দুশ্' শামস্ হাদীসের পর্যালোচনা

প্রসংগক্রমে এখানে 'রাদ্দুশ্ শামস্' এর হাদীস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপরিহার্য। 'মুশকিলুল আসার' গ্রন্থের দু'টি[১২২] স্থানে হাদীসটি আলোচিত হয়েছে। তাহাভী (র.) ভিন্ন ভিন্ন সনদে আসমা ইবনাতু উমায়স (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করার পর সনদে উল্লেখিত কয়েকজন রাবী সম্পর্কে বলেন ঃ

---

১১৯. আবদুল মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর তাহাভী, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ২৪৭।
১২০. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৮।
১২১. সুয়ূতী ঃ আত্ তা'আককুবাত আলাল মাওযূ'আত, (প্রকাশ স্থল ভারত, ১৩০৩)।
১২২. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, পৃঃ ৮-১৪, ৪র্থ খঃ, পৃঃ ৩৮৮-৩৮৯।

www.pathagar.com

"এ হাদীসের সনদে উল্লেখিত একজন রাবী মুহাম্মদ ইব্ন মূসা (র.) সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে চেষ্টা করি। তিনি হচ্ছেন 'আল-ফিত্‌রী' নামে খ্যাত মুহাম্মদ ইবন মূসা আল-মাভানী। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একজন প্রশংশিত রাবী। এ হাদীসের সনদে উল্লেখিত আর একজন রাবী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন আবূ তালিব। এরপর এ হাদীসের অপর বর্ণনাকারিণী স্ত্রী লোকটির সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। আর তিনি হচ্ছেন মহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন আবূ তালিব-এর কন্যা উম্মি জা'ফর (র.)।[১২৩]

এরপর ইমাম তাহাভী (র.) দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে ইউশা ইব্ন নূন (আ.)-এর জন্য সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর পুনরায় প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত দু'টি হাদীস বর্ণনা করে আসমা বিন্ত উমায়স (রা.)-এর হাদীসের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেন। তারপর তিনি এসকল হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ

উল্লেখিত হাদীসগুলে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবূওয়াতের পক্ষে দলীল ও প্রমাণ স্বরূপ। এ প্রসংগে আলী ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন আল-মুগীরা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আহ্মাদ ইবন সালিহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তির জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম রয়েছে তার পক্ষে আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস মুখস্থ করা থেকে পিছিয়ে থাকা অনুচিত। কারণ, এটি নবূওয়াতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও মহান আলামত স্বরূপ।[১২৪] আল্লামা সুয়ূতী (র.)-এর মতে 'রাদ্দুশ্ শামস্' এর হাদীস সহীহ্ এবং এটাকে মাওযূ'আত এ অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক নয়। তিনি এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (র.)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে তা খণ্ডন করেন। ইবনুল জুওযীর মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ

'সূর্য প্রত্যাবর্তন' সম্পর্কিত আসমা বিনত উমায়স (রা.)-এর হাদীসের সনদে ফুযাঈল ইব্ন মারযূক নামক ব্যক্তি একজন দুর্বল রাবী। এ হাদীসের আর একটি সনদ রয়েছে। এ সনদে আবদুর রহমান ইব্ন শুরায়ক নামক একজন রাবী আছেন। তাঁর সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন যে তিনি একজন অনবিজ্ঞ রাবী (واهى الحديث) এ

---

১২৩. তাহাভী ঃ মুশকিলুল আসার, ২য় খঃ, ১ম সং, পৃঃ ৯।

فأحتجنا ان نعلم من محمد بن موسى المذكور فى إسناد هذا الحديث فاذا هو محمد بن موسى المدنى المعروف ؛ .. بالفطرى وهو محمود فى روا يته ، و احتجنا ان نعلم من عون بن محمد المذكور فيه فاذا هو عون بن محمد بن على به أبى طالب واحتجنا أن نعلم من أئمة التى روى عنها فى هذا الحديث فاذا أم جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبى طالب

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১।

মূল আরবী ঃ

قال أبو جعفر : وكل هذه الأ حاديث من علامت النبوة وقد حكى على بن عبد الرحمن بن المغيرة عن أحمد بن صالح أنه كان يقول لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء الذى روى لنا عنه لأ نه من اجل علا مات النبوة

www.pathagar.com

হাদীসের অপর বর্ণনাকারী আল-আব্বাস ইব্ন উকবা সম্পর্কে ইবনুল জাওযী বলেন, তিনি রাফিযী মতাবলম্বী এবং তার প্রতি মিথ্যার অপবাদ দেয়া হয়েছে।

এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা (র.)-এর হাদীসের সনদ সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, এ সনদের ও দাউদ ইব্ন ফারহীজ নামক একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন।[১২৫]

আল্লামা সুয়ূতী (র.) ইবনুল জাওযী (র.)-এর এ মন্তব্যের খণ্ডন করে বলেন ঃ আমার মতে ফুযায়ল একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী রাবী। সুনানে আরবা'আ-এর প্রণেতাগণ এবং ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। আর ইব্ন শুরায়ককে আবূ হাতিম ছাড়া অন্যান্য সবাই সিকাহ্ বা বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেছেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর 'আল-আদাব' গ্রন্থে তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ইব্ন উকবা হচ্ছেন হাদীসের মহান হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। সবাই তাঁকে বিশ্বস্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সমসাময়িক এবং নিজস্ব মতে মোহগ্রস্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তাঁকে দুর্বল রাবী বলে উল্লেখ করেন নি। আর এ হাদীসকে সহীহ্ বলে এক জামা'আত আলিম তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কাযী ইয়ায (র.) অন্যতম।[১২৬] আল্লামা সুয়ূতী (র.) হাদীসটি সহীহ্ প্রমাণ করতে গিয়ে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর এ কিতাবের নাম 'কাশফুল লাবস ফী হাদীসি রাদ্দিশ্ শামস্'।[১২৭]

কাযী ইয়ায (র.) তাঁর 'শিফা' গ্রন্থে হযরত আলী (রা.)-এর জন্যে সূর্য প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত হাদীস দু'টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বর্ণনাকারীগণকে বিশ্বস্ত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"এ দু'টি হাদীসই সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উভয়ের রাবীগণও বিশ্বস্ত। এরপর তিনি এ

---

১২৫. সুয়ূতী ঃ আত-তা'আককুবাত আলাল মাওয়ূ'আত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৭।

মূল বক্তব্য ঃ

حديث أسماء بنت عميس فى را لشمس : فيه فضيل بن مرزوق ضعيف ، وله طريق ثان، فيه عبد الرحمن بن شريك ، قال ابو حاتم ! واهى الحديث و فيه العباس بن عقبه رافضى رمى بالكذب ، وحديث أبى هريرة رضى الله عنه كذلك فيه داؤد بن فرهيج ضعيف

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৭।

قلت : فضيل ثقة صدوق، احتج به مسلم و الأربعة وابن شريك و ثقة غيرابى حاتم و رى عنه البخارى فى الأدب، و ابن عقبة من كبار الحفاظ و ثقة الناس و ما ضعفه الا عصرى متعصب ، والحديث صرح جماعة بتصحيه منهم القاضى عياض رحمة الله عليه

১২৭. হাজী খলীফা ঃ কাশফুয যুনূন, ২য় খঃ, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ১৪৯৪।

www.pathagar.com

হাদীস সম্পর্কে আহ্মাদ ইব্ন সালিহ্[১২৮] (র.) যে মন্তব্য করেছেন, তা উল্লেখ করেন। আল্লামা সুয়ূতী (র.) 'শিফা' এর হাদীস সমূহের তাখরীজ করতে গিয়ে আসমা (রা.) এর হাদীস[১২৯] সম্পর্কে বলেন ঃ

হযরত আলী (রা.)-এর জন্যে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তা প্রত্যাবর্তন করা সম্পর্কিত আসমা বিন্ত উমায়স (রা.)-এর হাদীস ইমাম তাবরানী (র.) বেশ কয়েকটি সনদে বর্ণনা করেছেন। আর এর বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।[১৩০] আল্লামা সাখাভী (র.) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন, হযরত আলী (রা.)-এর জন্যে সূর্য প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম আহ্মাদ (র.) বলেন যে, এর কোন ভিত্তি নেই। ইবনুল জাওযী (র.) তাঁরই অনুসরণ করে এ হাদীসকে তাঁর মাওযূ'আত এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইব্ন মানদাহ্ (র.) তাঁদের নিজ নিজ হাদীস গ্রন্থে আসমা বিনত উমায়স (রা.) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আর ইব্ন মারদুয়াহ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীসটি তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১৩১]

শিহাবুদ্দীন আহ্মাদ আল-খাফ্ফাজী (মৃঃ ১০৬৯/১৬৫৮) (র.) 'শারহুশ শিফা' গ্রন্থে বলেন ঃ

---

১২৮. তিনি সিকাহ, হাফিয এবং ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

هو ثقة ، مارايت احدا يتكلم فيه لحجة

আবূ যুর'আহ (র.) বলেন ঃ

سالنى احمد بن حنبل : من بمصر ؟ فقلت : أحمدبن صالح فسر بذكره ودعاله

আস্ সুবকী ঃ আত্ তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যা, ২য় খঃ, ১ম সং (মিস্র ১৩৮৩/১৯৬৪, পৃঃ ৬-২২।

১২৯. কাযী ইয়ায ইব্ন মূসা আন্দলুসী ঃ আশ শিফা বিতবীরকি হুকূকিল মুস্তাফা। ১ম খঃ। বৈরুত, তা, বি, পৃঃ ৫৪৯।

وهذان الحديثان ثابتان ، ورواتها ثقات ، وحكى الطحاوى أحمد بن صالح كان يقول : لايتلغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء ، لأنه من علامات النبوة

১৩০. সুয়ূতী ঃ মানাহিলুস সফা ফী তাখরাজিশ্ শিফা (হিন্দুস্থান, হিঃ ১২৭৬/১৮৬০), পৃঃ ৩৮।

حديث أسماء بنت عميس فى ردا لشمس على رضى الله عنه بعد ماغربت الطبر انى بأسايند رجال بعضهاثقات

১৩১. সাখাভী ঃ আল-মাকাসিদুল হাসানাহ্ ফী বায়নি কাসীরিম মিনাল আহাদীসিল মুশ্তাবিহাতি আলাল আলসিনাহ্ (হিন্দুস্থান, হিঃ ১৩০৪/১৮৮৭), পৃঃ ১০৭।

حديث رد الشمس على على رضى الله عنه قال احمد لا أصل له وتبعه ابن الجوزى فاورده فى الموضوعاته و لكن قد صححه الطحاوى وصاحب الشفاء واخرجه إبن منده وابن شاهين من حديث اسماء بنت عميس و ابن مردويه من حديث أبى هريرة

www.pathagar.com

"কোন কোন ব্যাখ্যাকারক 'রাদ্দুশ্ শামস্' এর হাদীসকে মাওযূ' বর্ণনাকারীগণকে সমালোচিত, মিথ্যাবাদী এবং জাল হাদীস রচনাকারী বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু বিষয়টি যে এর বিপরীত তা এ সকল মন্তব্যকারী ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। এ হাদীস সম্পর্কে ইবনুল জাওযী (র.)-এর মন্তব্য হয়তো তাঁদের প্রতারিত করেছে। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, ইবনুল জাওযী (র.)-এর 'মাওযূ'আত' গ্রন্থের অনেকাংশই প্রত্যাখ্যাত।[১৩২]

হাফিয আবুল ফাযাল ইব্ন হাজার (র.) 'রাদ্দুশ্ শামস্' এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন ঃ এ হাদীসকে তাঁর মাওযূ'আত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ভুল কাজ করেছেন। অনুরূপভাবে ইব্ন তাইমিয়্যার ও তাঁর 'কিতাবুর রাদ্দি আলার রাওয়াফিয' গ্রন্থে এ হাদীসকে মাওযূ' অভিহিত করে চরম ভুল করেছেন।[১৩৩]

মুদ্দাকথা 'রাদ্দুশ্ শামস'-এর হাদীস 'খাবর ওয়াহীদ'। কোন কোন শাস্ত্রবিদ-এর দৃষ্টিতে এ হাদীসটি দুর্বল। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস এবং হাদীস সমালোচকের মতে এ হাদীসটি সহীহ্ বা হাসান পর্যায়ের।[১৩৪]

---

১৩২. মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানি'ল আহবার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

১৩৩. পূর্বোক্ত মূল বক্তব্য ঃ

اخطأابن الجوزى بايراده له فى الموضوعات ، و كذاابن تيمية فى كتاب الرد على الروافض فى زعم وضعه

১৩৪. ইমাম তাবরানীর মতে, এটি হাসান হাদীস। সূত্র ঃ মুহাম্মদ ইউসুফ ঃ মুকাদ্দামাতু আমানিল আহবার, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৫৬।

www.pathagar.com

উপসংহার

আবূ জা'ফর তাহাভী (র.) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন প্রখ্যাত ইমাম, হাদীস ব্যাখ্যায় এক মহান দিক নির্দেশক ও সংস্কারক এবং ফিকহ্ শাস্ত্রের মুজতাহিদ। তিনি ছিলেন খুব উচ্চ পর্যায়ের ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী (কামিলুয্ যাবত), প্রত্যুৎপন্নমতি, দৃঢ়চেতা, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তিনি এক অতি সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতামাতা উভয়ই ছিলেন উচ্চস্তরের হাদীস শাস্ত্রবিদ। তাঁর পিতা মুহাম্মদ ইবন সালামাহ্ (র.) সর্বদা হাদীস শিক্ষা দানে নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর মাতা ইমাম শাফিঈ (র.)-এর নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেন ও এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ফিকহ্ শাস্ত্রে ইমাম শাফিঈ (র.)-এর শিষ্য ছিলেন (ফকীহাহ্) তাঁর মামা ইমাম মুযানী (র.) ছিলেন ইমাম শাফিঈ (র.)-এর ঘনিষ্ট সহচর একান্ত আপনজন। তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ এবং শাফিঈ মাযহাব প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ মিসরের রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[১] তাঁর অধস্তন বংশধরগণও হাদীস সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন।[২]

শিক্ষিত পিতামাতার প্রভাবে তাহাভী (র.) বাল্যকাল থেকেই একাগ্রচিত্তে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মৌলিক জ্ঞান আহরণে ব্রতী হন। এরপর আপন মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর সান্নিধ্যে এসে হাদীস ও ফিকহ্ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ এবং ইসলামী জ্ঞান গবেষণার আত্মনিয়োগ করেন।

পরবর্তী জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর উপর মামা ইমাম মুযানী (র.)-এর প্রভাব ছিল বিরাজমান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইমাম তাহাভী (র.) তাঁরই ধারা অনুসরণ করেই তাঁর অবিস্মরণীয় ও অনবদ্য গ্রন্থ 'মুখতাসারুত্ তাহাভী' প্রণয়ন করেন।[৩]

যৌবনের প্রথম উন্মেষে ইমাম তাহাভী (র.)-এর জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে। বিশেষ একটি সমস্যা (মাস'আলাকে)-কে কেন্দ্র করে নিজ মামার সাথে তাঁর মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এরই ফলশ্রুতিতে তিনি শাফিঈ মাযহাব পরিহার করে হানাফী মাযহাব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বিখ্যাত ফকীহ্ আহ্মাদ ইব্ন আবূ ইমরান (র.)-এর নিকট ফিকহ্ শাস্ত্র এবং প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কাযী বাক্কার ইব্ন কুতায়বা

---

১. ২য় অধ্যায়।

২. ২য় অধ্যায়।

৩. এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থকে 'মুখ্তাসারুল ফিকহ্'ও বলা হয়।

www.pathagar.com

(র.)-এর নিকট অনন্য মনে হাদীস ও ফিকহ্ অধ্যয়ন করে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি কাযী বাক্কার (র.)-এর সংস্পর্শে এসেই গ্রন্থাবলী রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেন।

তাঁর বয়স যখন আনুমানিক ত্রিশ বছর তখন মিসরের শাসনকর্তা আহ্মাদ ইব্ন তূলূন-এর সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্কে গড়ে উঠে। তাঁরই নির্দেশে তিনি দিমাশ্কের প্রধান কাযী, বিশিষ্ট ফকীহ্ ও ফারাইয শাস্ত্রবিদ আবূ খাযিম (র.)-এর নিকট গমন করেন। তাঁর নিকট থেকে তিনি হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

হাদীস সংগ্রহের উদগ্র বাসনা নিয়ে পরবর্তীতে আল্লামা তাহাভী (র.) দেশ-বিদেশে অনেক হাদীসবেত্তার সংস্পর্শে আসেন। তাঁর শিক্ষকগণের সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে এমন স্তরের মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন যাঁদের নিকট থেকে সিহাহ্ সিত্তা সংকলকগণ তাঁদের নিজ নিজ সহীহ্ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র.) ইব্ন সুলায়মান আল-জাযী (র.) হারুন ইব্ন সাঈদ আল-আয়লী (র.) মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মায়মূন (র.) আবদুল গনী ইব্ন রিফ'আহ (র.) ইব্রাহীম ইব্ন মারযূক (র.) প্রমুখ। প্রসংগত উল্লেখ্য মুহাদ্দিস ইউনুস ইব্ন আবদুল আ'লা (র.)-এর নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন কালে তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম (র.)-এর সহপাঠী ছিলেন। একারণেই তাঁর জগদ্বিখ্যাত 'শারহু মা'আনিল আসার' নামক গ্রন্থে বর্ণিত অনেক হাদীসই সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইমাম তাহাভী (র.)-এর পূর্ব পর্যন্ত হাদীস সংকলনের ধারার প্রতি লক্ষ্য করলে সাধারণত দেখা যায় যে, বিশেষজ্ঞগণ হাদীসের যথার্থতা নিরূপণের ক্ষেত্রে হাদীসের সনদকেই প্রধান মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৪] তাঁরা হাদীসের মতনের প্রতি তেমন গুরুত্বারোপ করেন নি। অথচ হাদীসের যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সনদ এবং মতন উভয়ই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম তাহাভী (র.) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে হাদীস শাস্ত্রে একটি নব দিগন্তের উন্মোচন করতে প্রয়াস পান। তিনি আপন

---

৪. যেমন ইমাম মুসলিম (র.) তাঁর সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থের ভূমিকায় হাদীসকে নিম্নে বর্ণিত তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ

ক. এমন হাদীস যা তীক্ষ্ণ ধীশক্তি সম্পন্ন হাফিয এবং বিশ্বস্ত রাভী কর্তৃক বর্ণিত

(مارواه الحفاظ المتقنون)

খ. এমন হাদীস যার বর্ণনাকারী দোষত্রুটি মুক্ত এবং স্মরণশক্তি ও বিশ্বস্ততা মধ্যম স্তরের

(مارواه المستورون المتوسطون فى الحفظ و الاتقان)

গ. এমন হাদীস যাকে দুর্বল ও প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিগণ বর্ণনা করেছেন ঃ

(مارواه الضعفاء المتروكون).

মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আস-সহীহ্ লি-মুসলিম (শায়খ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, তাজিরান ই-কুতুব, লাহোর, ১৩৭৬/১৯৫৬) পৃঃ ৩-৫; মুহ্ইদ্দীন নববী ঃ আল-মুকাদ্দিমাতু আলাল মুসলিম, শায়খ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, লাহোর) পৃঃ ১৫।

www.pathagar.com

সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'শারহু মা'আনিল আসার' এ সনদের প্রয়োজনীয় পর্যালোচনার সাথে সাথে মতনের পর্যালোচনা করেন।

নবী করীম (সা.)-কে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দানের ক্ষমতা .(جوامع الكلم) প্রদান করা হয়েছে। তাঁর মুবারক মুখনিঃসৃত অনেক হাদীসের অন্তর্নিহিত মর্ম ও ভাব উপলব্ধি করা সুকঠিন ও দুরূহ। এর ধরনের হাদীসের ব্যাখ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইমাম তাহাভী (র.) ছিলেন পথিকৃৎ। এ কারণেই সম্ভবত ইবনুল-আসীর (র.) তাঁকে 'মুজাদ্দিদ' বলে আখ্যায়িত করেন।[৫] ইসলামের শত্রুদের একটা চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো পবিত্র ইসলামের সমালোচনা ও ছিদ্রান্বেষণ। অতএব, শরী'আতের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হাদীস ও তাদের অমূলক সমালোচনা থেকে রেহাই পায় নি। তারা এতেও ছিদ্রান্বেষণের বারবার প্রচেষ্টা চালাতে একটুও কসূর করে নি, বরং নানান অজুহাত উত্থাপন করে হাদীসকে অস্বীকার করতে প্রয়াস পেয়েছে বিভিন্নরূপে।[৬] ইমাম তাহাভী (র.) তাদের এই সব অজুহাত খণ্ডনকল্পে এগিয়ে আসেন সুদৃঢ় ও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে। তিনি নাসিখ এবং মানসূখ হাদীসকে উসূলে হাদীসের নিরিখে চিহ্নিত করেন। যে-সব হাদীস বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী বলে প্রতীয়মান হয় তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং যুক্তির আলোকে সেই সকল হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন।

আহ্‌কাম সম্পর্কিত সকল হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে ইমাম তাহাভী (র.) বিশেষ সফলতার পরিচয় দেন। তিনি তাঁর 'শারহু আ'আনিল-আসার' গ্রন্থের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে এসব হাদীস সন্নিবেশিত করেন। পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরী সকল আলিম ও ফকীহ্‌-এর

---

৫. আবদুল-হালীম চিশ্‌তী ঃ আল-বিযা'আতুল মুযজাত, (প্রাগুক্ত), পৃঃ ৪৭।

৬. এ প্রসংগে নিম্নোদ্ধৃত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য ঃ

عن المقدام بن معديكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انى اوتيت القران و مثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته ، يقول عليكم بهذ القران ، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، و ان ما حرم رسول الله ﷺ كما حرم الله ،

মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, সতর্ক হও! আমাকে আল-কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপ একটি বস্তুও দান করা হয়েছে। সতর্ক থাক! অতি সন্নিকট সময়ে কতেক পরিতপ্ত ব্যক্তি আপন আসনে উপবিষ্ট হয়ে বলবে, ঐ কুরআনই তোমাদের জন্য যথেষ্ট। তোমরা তাতে যা যা হালাল পাও, তাই হালাল জান। আর তাতে তোমরা যা যা হারাম পাও, তাই হারাম হিসেবে গ্রহণ কর। অথচ রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) যা যা হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন সে সব বস্তুও হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলার কর্তৃক হারামকৃত বস্তুর ন্যায়।

ওয়ালি উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ্‌ (কাশমীরী বাজার, লাহোর, ১৯৫৫) পৃঃ ২৯।

www.pathagar.com

মতামত সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্যকভাবে অবিহিত। ফলে, তিনি তাঁর এ গ্রন্থে আহ্কাম সম্পর্কিত মাস'আলায় অভিনব পদ্ধতিতে সকল আলিম ও ইমামের মতামত উল্লেখ করেন এবং প্রয়োজনবশত সনদের পর্যালোচনা ও হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। একটি মতকে অন্যান্য মতের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি নক্লী এবং আক্লী উভয় প্রকার দলীলের সহায়তা গ্রহণ করেন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের উপসংহারে শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করে থাকেন।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস থেকে অতি সূক্ষ্মভাবে আহ্কাম উদ্ভাবন (ইস্তিন্বাত) করার ক্ষেত্রে হযরত আল্লামা তাহাভী (র.) ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি হাদীসের একজন ইমাম, হুজ্জাত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত রাবী। আর হাদীস বর্ণনা, রিজাল শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, অধিক শিক্ষক মণ্ডলী থেকে হাদীস গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.) প্রমুখ সিহাহ্ গ্রন্থ সংকলকগণের সমপর্যায়ের। তিনি একই বিষয়ে বিভিন্ন সনদে বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করে জটিল ও দুরূহ হাদীসের ভাব ও অর্থ সহজতর করে তোলেন। ফিকহ্ শাস্ত্রেও তিনি ছিলেন একজন ইমাম। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর সমপর্যায়ের (طبقة) মুজতাহিদ। ইব্ন হাজার আসকালানী (র.) তাঁর 'আবনাউল গুমার' গ্রন্থে আল্লামা তাহাভী (র.)-কে পূর্ণাংগ হাফিয(الحافظ الكامل)উপাধিতে ভূষিত করেন। কারণ, তিনি ছিলেন হাদীস এবং ফিকহ্ উভয় শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী। এই দুই বিষয়েই তাঁর রচিত গন্থরাজি তাঁর অগাধ পান্ডিত্য ও গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। কোন কোন সমালোচক হাদীস শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না বলে যে সমালোচনা করেছেন আমরা ইতিপূর্বে এই গবেষণা গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে তা খণ্ডন করেছি।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম

আইউব মুহাম্মদ, হাকীম, মওলানা ঃ তারাজিমুল-আহ্বার মিন রিজালি শারহি মা'আনিল আসার
১ম সং, ১ম খঃ, মাকতাবাতুল খালীলিয়্যাহ, সাহারানপুর, ইউ.পি., ভারত, তা. বি.।

ঃ আল-ফাতহুস্-সামাভী ফী মীলাদিত্-তাহাভী (সংক্ষিপ্ত), আল-মাকতাবাতুল-ইমদাদিয়্যাহ, মুলতান থেকে প্রকাশিত শারহু মা'আনিল-আসার-এর ভূমিকায় সংযোজিত।

আইউব আলী, আবুল খায়ের, মুহাম্মদ, মাওলানা, ডক্টর ঃ আকীদাতুল-ইসলাম ওয়াল-ইমামুল মাতুরীদী
১ম সং, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৪০৪/১৯৮৩।

আবদুর রহীম, মুহাম্মদ, মাওলানা ঃ হাদীস সংকলনের ইতিহাস
১ম সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২, ১৯৭০ খৃঃ।

আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল হিকাম ঃ ফাতূহ্ মিস্র ওয়া আখবারিহা
মাতবা'আহ ব্রীল, লিডেন, ১৯২০ খৃঃ।

আবদুল আযীয, শাহ্ ঃ বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন
১ম সং, মাতবা'আহ মুজতাবায়ী, দিল্লী, ১৩৩৪/১৯১৫।

আবদুল-আযীয, আল-খাওলী ঃ মিফ্তাহুস-সুন্নাহ্
২য় সং, মাতবা'আতুল-আরাবিইয়্যাহ, মিস্র, ১৩৪৭/১৯২৮।

আবদুল-ওয়াহ্হাব ইব্ন তাকিইয়্যুদ্দীন, আস-সুব্কী ঃ তাবাকাতুশ-শাফিঈয়্যাহ্ আল-কুব্রা
১ম সং, আল-মাতবা'আতুল-হুসায়নিয়াহ, মিস্র।

ঃ মুঈদুন-নি'আম ওয়া মুবীদুন-নিকাম, তাহ্কীক মুহাম্মদ আলী নাজ্জার, দারুল-কুতুবিল আরাবী, মিস্র, ১৯৬৭/১৯৪৮।

www.pathagar.com

আবদুল ওয়াহ্যাব, আশ-শা'রানী ঃ কিতাবুল মীযান, ১ম সং,
আল-মাতবা'আতুল-হুসাইনিয়্যাহ্, মিস্‌র,
১৩২৯/১৯১১।

আবদুল-করীম, আস-সাম'আনী ঃ আল-আনসাব
(LEYDEN : E, J, BRILL IMPRMERIE
ORIENTAL LONDON : LUZAC & CO., 46,
GREAT RUSSELL STREET, 1912.

আবদুল-কাদির, আল-কুরাশী ঃ আল-জাওয়াহিরুল-মুযিয়্যাহ্,
১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ,
ডিকান, ১৩৩২/১৯১৪।

আবদুল-গনী, আল-গুনায়মী ঃ শারহুল-আকীদাতিত্-তাহাভিয়্যাহ্,
২য় সং, দারুল-ফিক্‌র, দিমাশ্‌ক,
১৪০২ হিঃ।

আবদুল-ফাত্তাহ্, আস-সাইয়িদ, আজমী ঃ হিদায়াতুল-কারী ইলা তাজবীদি
কালামিল-বারী,
১ম সং, সাউদী আরব, ১৪০২/১৯৮২।

আবদুল-মাজীদ মাহমূদ ঃ আবূ জা'ফর আত-তাহাভী ওয়া আসারুহু
ফিল-হাদীস,
১ম সং, আল-মাজলিসুল-আ'লা
লিরি'আয়াতিল-ফুনূন ওয়াল আদাব ওয়াল
উলূমিল ইজতিমাইয়্যাহ্, কায়রো,
১৩৯৫/১৯৭৫।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ঃ সীরাতু আহ্‌মাদ ইব্‌ন তূলূন,
মাতবা'আতুত-তারাক্কী, দিমাশ্‌ক,
১৩৫৮/১৯৩৯।

আবদুল-হক, শায়খ, মুহাদ্দিস ঃ মুকাদ্দিমাহ্
মাকতাবাহ্ মুস্‌তফা'ঈ, কাশ্মীরী
বাজার, লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৫৫ খৃঃ।

আবদুল-হাই লক্ষ্মৌভী, মাওলানা ঃ আস-সিভায়াহ ফী শারহি শারহিল-কিফায়াহ্
১ম সং, মাতবা'আহ্ মুস্‌তাফাঈ, ভারত,
১৩০৬/১৮৮৯।

ঃ ফাওয়াইদুল-বাহিয়্যাহ্ ফী
তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ্,
১ম সং, মাতবা'আতুস সা'আদাহ্, মিস্‌র,
১৩২৪/১৯০৬।

www.pathagar.com

	ঃ	আত-তা'লীকাতুস-সানিয়্যাহ আলাল ফাওয়াইদিল-বাহিয়্যাহ, ১ম সং, স্মাতর্ব্য আতুস-সা'আদাহ, মিস্‌র, ১৩২৪/১৯০৬।
আবদুল হালীম, চিশ্‌তী	ঃ	আল-বিযা'আতুল-মুযজাত লিমান ইউতালি'উল-মিরকাত, ১ম সং, মাজলিসু ইশা'আতিল-মা'আরিফ, মূলতান, পাকিস্তান, ১৩৯০/১৯৭০।
আবূ আমর খলীফাহ, ইব্‌ন খাইয়্যাত	ঃ	কিতাবুত-তাবাকাত ২য় সং, দারু তায়্যিবাহ, রিয়াদ, ১৪০২/১৯৮২।
আবূ আবদিল্লাহ, আয-যাহাবী	ঃ	মীযানুল-ই'তিদাল, ১ম সং, দারু ইহ্‌ইয়াইল-কুতুবিল্‌-'আরাবিয়্যাহ, মিস্‌র, ১৩৮২/১৯৬৩।
আবূ বকর ইব্‌ন হিদায়াতুল্লাহ	ঃ	তাবাকাতুশ্‌-শফিঈয়্যাহ মাতবা'আহ, বাগদাদ।
আবুল-ফিদা	ঃ	আল-মুখ্‌তাসার ফী আখ্‌বারিল বাশার, ১ম সং, ১ম সং, দারুত-তাবা'আতিল-আরাবিয়্যাহ্‌, বৈরুত, তা. বি.।
আবুল হাসান, আস-সাখাভী	ঃ	তুহ্‌ফাতুল-আহ্‌বাব ওয়া বুগয়াতুত্‌ তুল্লাব ফিল-খিতাতি ওয়াল-মাযারাত ওয়াত-তারাজুম ওয়াল বুকা'ইল মুবারাকাত, মাতাবা'উল-উলূম ওয়াল আদাব, কায়রো, ১৩৫৬/১৯৩৭।
আবুল হাসান, আলী, নদভী	ঃ	তারীখ-ই-দাওয়াত ওয়া'আযীমত ২য় খ, ৫ম সং, মাজলিস-ই-তাহকীকাত ওয়া নাশরিয়াত-ইসলাম, লক্ষ্ণৌ, ১৪০৩/১৯৮৩।
আলাউদ্দীন ইব্‌ন আলী আল-মারদীনী	ঃ	আল-জাওহারুন-নাকী ফির-রাদ্দি আলাল-বায়হাকী, ১ম সং।
আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-বুযদূবী	ঃ	আল-উসূলুল-বুযদূবী পাকিস্তান।

www.pathagar.com

আলী, আল-কারী, মুল্লা	ঃ	মিরকাতুল-মাফাতীহ ফী শারহি মিশকাতিল-মাসাবীহ, ১ম সং, মাজলিসু ইশা'আতিল মা'আরিফ, মূলতান, ১৩৮৬/১৯৬৬।
আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ্ আত্-তাহাভী	ঃ	শারহু মা'আনিল-আসার ১ম সং, এডুকেশনাল প্রেস, করাচী, ১৩৯০/১৯৭০।
	ঃ	মুশকিলুল-আসার ১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৩৩/১৯১৫।
	ঃ	আল-আকীদাতুত্-তাহাভিয়্যাহ, ১ম সং, আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৪।
	ঃ	মুখতাসারুত্-তাহাভী ১ম সং, দারু ইহ্ইয়াইল-উলূম, বৈরুত, ১৪০৬/১৯৮৬।
	ঃ	আল-জামিউল-কাবীর ফিশ্-শুরূত প্রকাশক, ইউসুফ শাখ্ত, আহ্মাদ ইহ্সান প্রেস, ১৯২৯।
	ঃ	ইখতিলাফুল-ফুকাহা ১ম সং, মাতবা'আতু মুহাদিল-আবহাসিল-ইসলামিয়্যাহ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, ১৩৯১/১৯৭১।
আহ্মদ আবূ আব্বাস আল-কাল কাশান্দী	ঃ	কিতাবু সুবহিল-আ'শা আমীরিয়্যাহ প্রেস, কায়রো, ১৩৩২/১৯১৪।
আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-মাকরীযী	ঃ	খিতাতুল-মাকরীযিয়্যাহ নতুন সং, দারু সাদির, বৈরুত, তা. বি., ১৩২৪/১৯০৬।
আহ্মাদ ইব্ন আলী আল-খাতীব	ঃ	তারীখু বাগদাদ ১ম সং, মাকতাবাতুল-খাঞ্জী, কায়রো, ১৩৪৯/১৯৩১।
	ঃ	আল-কিফায়াহ্ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ্, ভারত, ১৩৫৭/১৯৩৮।

www.pathagar.com

আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবিদল্লাহ্‌ সফিয়্যুদ্দীন খাযরাজী ঃ খুলাসাতু তাযহীব তাযহীবিল-কামাল ফী আসমাইর-রিজাল
৩য় সং, মাকতাবাতুল-মাতবু'আতিল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯।

আহ্‌মাদ ইব্‌ন আবদিল হালীম আবুল আব্বাস তাকীয়্যুদ্দীন ইব্‌ন তায়মিয়্যা ঃ মিনহাজুস্‌-সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ্‌
বুলাক, মিসর, ১৩২২/১৯০৪।

আহ্‌মাদ আবূ বকর আল-বায়হাকী ঃ কিতাবু মা'রিফাতিস-সুনান ওয়াল-আসার
প্রকাশক, আবূ সালমাহ শফী আহ্‌মাদ বিহারী, পাটনা, ভারত।

আহ্‌মাদ আমীন ঃ যহুরুল-ইসলাম
৩য় সং, মাতবা' আতুল-লাজনাহ ওয়াত-তালীফ, কায়রো, মিস্‌র।

ঃ যুহাল-ইসলাম
৭ম সং, মাকতাবাতুন-নাহয়া ওয়াল মিসরিয়্যাহ, কায়রো।

আমীমুল ইহ্‌সান, সাইয়্যিদ, মুহাম্মদ ঃ তারীখ-ই-ইসলাম
প্রকাশক সাইয়িদ মুহাম্মদ নু'মান, কলুটোলা, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃঃ।

ইউসুফ ইব্‌ন আবদিল বার ঃ জামিউ বায়ানিল-ইল্‌ম ওয়া ফাযলিহী
১ম সং, ইদারাতুত-তাবা'আহ্‌ আল-মুনীরিয়্যাহ, মিস্‌র।

ইউসুফ, মুহাম্মদ, মাওলানা, কান্দলুভী ঃ মুকাদ্দিমাত আমানিল-আহ্‌বার
১ম সং, মাকতাবাহ্‌ কান্দলুভী ইয়াহইয়াভিয়্যাহ, সাহারাপুর, ইউ,পি, হিন্দোস্তান, ১৩৯৭/১৯৭৭।

ঃ আমানিল-আহ্‌বার
১ম সং, মাকতাবাহ্‌ ইয়াহ্‌ইয়া-ভিয়্যাহ, সাহারাপুর, ইউ,পি, হিন্দুস্তান, ১৩৯৭/১৯৭৭।

ইউসুফ মুহাম্মদ বিন্নৌরী ঃ মা'আরিফুস্‌-সুনান
১ম সং, আল্‌ মাকতাবাতুল বিন্নৌরিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান, ১৩৮৩/১৯৬৪।

ইব্‌ন আবদ রাব্বিহী মুহাম্মদ ইব্‌ন তালহাহ, আল-কুরাশী ঃ আল-ইক্‌দুল-ফারীদ

www.pathagar.com

ইব্‌ন আবী হাতিম আবদুর রহমান, আবূ মুহাম্মদ আর-রাযী	ঃ	কিতাবুল-জারহ্ ওয়াত-'তাদীল ১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ,ডিকান, ১৩৭২/১৯৫২।
ইব্‌ন আসাকির আলী ইবনুল হাসান	ঃ	তারীখু দিমাশ্‌ক ২য় সং, দারুল মাসীরাহ, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯।
ইব্‌ন কাসীর	ঃ	আল-বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ নতুন সং, দারুল-ফিক্‌র, বৈরুত, ১৩৯৮/১৯৭৮।
ইব্‌ন কুতায়বাহ	ঃ	কিতাবু তাবীলি মুখ্‌তালাফিল হাদীস ১ম সং, মাত বা'আতু কারদিস্তান আল-ইলমিইয়াহ, মিস্‌র, ১৩২৬/১৯০৮।
ইব্‌ন খালদূন	ঃ	আল-ইবার
	ঃ	মুকাদ্দিমাহ্, দারুল-কলম, বৈরুত, ১৯৮১।
ইব্‌ন খাল্লিকান	ঃ	ওয়াফায়তুল-আইয়ান ওয়া আম্বাই আবনাইয্-যামান
ইব্‌ন তাইমিয়াহ্	ঃ	মিনহাজুস সুন্নাতি নাবাবিয়্যাহ্
ইব্‌ন তাগরী বারদী	ঃ	আল-নুজূমুয-যাহিরাহ্ ফী মুলুকি মিস্‌র ওয়্যাল-কাহিরাহ্ ওয়াযারাতুস্-সাকাফাহ্,মিস্‌র, ৮৫৫/১৪৮০।
ইব্‌ন জারীর তাবারী	ঃ	তারীখুল-উমামি ওয়াল-মূলূক
ইব্‌ন নাদীম	ঃ	আল-ফিহরিস্ত মাকতারাতুল-খাইয়াত, বৈরুত, ১৯৭২ খৃঃ।
ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলী, আশ-শীরাযী	ঃ	তাবাকাতুল-ফুকাহা বাগদাদ প্রেস, ১৯৫৬/১৯৩৭।
ইসমাঈল পাশা	ঃ	হাদইয়াতুল-আরিফীন আসমাউল-মুআল্লিফীন ওয়া আসাসরুল-মুসান্নিফীন মিন কাশফিয্-যুনূন, দারুল-ফিক্‌র, ১৪০২/১৯৮২।
ইসমাঈল ইবনুল-মালিক ইমামুদ্দীন	ঃ	তাকভীমুল-বুলদান দারুত-তাবা'আতিস-সুলতানিয়্যাহ, প্যারিস, ১৮৪০ খৃঃ।
ইব্‌ন ফূরাক মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আবূ বকর	ঃ	কিতবু মুশকিলিল-হাদীস ওয়া বায়ানিহী, দারুল-কুতুবিল-ইলমিইয়াহ, বৈরুত, ১৪০০/১৯৮০।

www.pathagar.com

ইব্‌ন হাজার

ঃ তাহ্‌যীবুত্‌-তাহ্‌যীব, ১ম সং,
দাইরাতুল-মা'আরিফ আন্‌ নিযামিয়াহ্‌,
হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩২৬/১৯০৮

ঃ তাকরীবুত-তাহযীব
আল-মাকতাবাতুল ইলমিইয়্যাহ, মদীনা,
১৩৮০/১৯৬০।

ঃ হুদা আস্‌-সারী
দারু ইহইয়াইত্‌-তুরাসিল আরাবী, বৈরুত,
১৪০২ হিঃ।

ঃ রাফউল-ইসরআন কুযাতি মিস্‌র
১ম সং, ওয়াযারাতুত-তারবিইয়াহ্‌
ওয়াত-তা'আলিম, মাতবা'আতুল
আমীরিয়াহ, কায়রো, ১৩৭৬/১৯৭৫।

ঃ আর-রাহমাতুল গাইসিইয়াহ্‌
বিত-তারজুমাতিল-লায়সিইয়াহ
১ম সং, বুলাক, ১৩০১/১৮৮৪।

ঃ লিসানুল-মীযান
১ম সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ,
ডিকান, ১৩২৯/১৯১১

ঃ ফাতহুল-বারী, ২য় সং, দারু ইহ্‌ইয়াইত্‌
তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, ১৪০২ হিঃ।

ইবনুল-আসীর

ঃ তারীখুল-কামিল
১ম সং, মাতবা'আতুল-আযহারিইয়াহ্‌, মিস্‌র,
১৩০১/১৮৮৪।

ঃ গাইয়াতুল-বাইয়ান ফী তাবাকাতিল-কুর্‌বা,
মাতবা'আতুস-সা'আদাহ্‌, মিস্‌র,
১৩৫১/১৯৩২।

ঃ আল-বাব ফী তাহযীবিল আনসাব,
মাতবা'আতুস-সা'আদাহ্‌, মিস্‌র,
১৩৫৬/১৯৩৭।

ঃ উসদুল-গাবাহ্‌
জামইয়্যাহতুল মা'আরিফিল মিসরিইয়্যাহ্‌,
মিস্‌র, ১২৭৮।

www.pathagar.com

ইবনুল-ইমাদ, আবদুল হাই, আবুল ফালাহ্	ঃ	শাযারাতুয-যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব মাকতাবাতুল-কুদ্সী, কায়রো, ১৩৫০/১৯৩২।
ইবনুল-কাইয়্যিম, মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর	ঃ	ইলামুল-মুকিঈন আন্ রাব্বিল-আলামীন, মাতবা'আতুস্-সা'আদাহ্, মিসর, ১৩৭৪/১৯৫৫।
ইবনুল জাওযী, আবদুর রহমান ইব্ন আলী	ঃ	আল-মুনতাযিম ফী তারীখিল মুলুকি ওয়াল উমাম ১ম সং, দাইরাতুল মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ১৩৫৭/১৯৩৮।
ইয়াকূত হামাভী	ঃ	মু'জামুল বুলদান ১ম সং, মাকতাবাহ খানজ্বী, কায়রো।
ইয়ায ইব্ন মূসা, আন্দালুসী, আল-কাযী	ঃ	আশ্ শিফা বিতারীকি হুকূকিল-মুস্তাফা বৈরুত, তা. বি.।
ইয়াহ্ইয়া ইব্ন শারফ আবূ যাকারিইয়া আন-নববী	ঃ	তাহযীবুল আসমা ওয়াল লুগতা মিস্র।
উমর রিযা কাহ্হালাহ্	ঃ	মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, মাকতাবাতুল-মাসনা, বৈরুত, তা.বি.।
উসমান ইব্ন আবদির রহমান, আবূ উমার	ঃ	মুকাদ্দিমাতু ইবনিস-সলাহ্ ফী'উলূমিল-হাদীস হিন্দুস্তান, হি, ১৩৫৭।
ওয়াসী আহ্মাদ	ঃ	তারজুমাতুল-ইমাম আবূ জা'ফর, মাকতাবাতু আসাফিয়্যাহ্, দিল্লী, ১৩৪৮/১৯২৯।
কাসিম ইব্ন কাতলুবাগা	ঃ	তাজুত-তারাজিম ফী তাবাকাতিল-হানাফিয়্যাহ্, মাক্তাবাতুল-'আনী, বাগদাদ, ১৯৬২ খৃঃ।
কারদ আলী, মুহাম্মদ	ঃ	আল-ইসলাম ওয়াল-হাযারাতুল আরাবিয়্যাহ্ মাক্তাবাতু দারিল-কুতুবিল-মিসরিয়্যাহ্, ১৩৫৪/১৯৩৬।

www.pathagar.com

খাযরী বেক, মুহাম্মদ ঃ মুহাযারাতু তারীখিল-উমামিদ-দা'ওয়াতিল আরাবিয়্যাহ্
দারুল-ফিকরিল আরাবী, মিস্‌র, তা, বি, ।

ঃ তারীখুত্-তাশরীইল-ইসলামী
১ম সং, দারু ইহ্ইয়াইল-কুতুব,
১৩৩৯/১৯৩০ ।

খায়রুদ্দীন, ইউসুফ, আল্লামা ঃ আল-মু'তাসার মিনাল-মুখ্তাসার মিন মুশকিলিল আসার
২য় সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ,
ডিকান, ১৩৬২/১৯৪৩ ।

জালালুদ্দীন, সুয়ূতী, আল্লামা ঃ হুসনুল-মুহাযারাহ্ ফী আখবারি মিস্‌র ওয়াল কাহিরাহ্
মাতাবা'আতু ইদারাতিল ওয়াতান, মিস্‌র,
১২৯১/১৮৮২ ।

ঃ দুররুস্-সাহাবাহ্ ফী মান দাখালা মিস্‌র মিনাস-সাহাবাহ্
মূল ঃ হুসনুল-মুহাযারাহ্ ।

ঃ লুববল-লুবাব ফী তাহরীরিল আনসাব,
LUGDUNI BATAVORUM, APHDB E. J. BRILL, CADEMIAE TYPOGRHPHUM, 1851.

ঃ আল-ইত্কান ফী উলূমিল কুরআন
৩য় সং, মাতবা'আহ্ মুস্তাফা আল-বাবী,
মিস্‌র, ১৩৭০/১৯৫১ ।

ঃ আত-তা'আককুবাত আলাল মাওযূ'আত,
হিন্দুস্তান, ১৩০৩/১৮৮৯ ।

ঃ মানাহিলুস-সাফা ফী তাখরীজিল শিফা,
হিন্দুস্তান, ১২৭৬/১৮৬০ ।

ঃ তাদরীবুর-রাবী শারতু তাকরীবিন-নববী
আল-মাতবা'আতুল-খায়রিয়্যাহ, মিস্‌র,
১৩৫৭/১৯৩৮ ।

তাকিইয়ূদ্দীন নদভী, মাওলানা ঃ ইলমু রিজালিল-হাদীস
১ম সং, মাতবা'আতু নদওয়াতিল উলামা,
লক্ষ্ণৌ, ১৪০৫/১৯৮৫ ।

www.pathagar.com

তাহির ইব্ন সালিহ্ ইব্ন আহ্মাদ আল-জাযাইরী, আল্লামা	ঃ	কিতাবু তাওযীহিন-নযর ইলা উসূলিল-আসার আল-মাতবা'আতুল- জামালিয়্যাহ্, মিস্র, ১৩২৯/১৯১১।
নিজাম, শায়খ	ঃ	ফাতাওয়া আলমীগীরী এডুকেশন প্রেস, দারুল ইমারাহ্, কলকাতা, ১২৪৩/১৮২৮।
ফু'আদ সিয্গীন	ঃ	তারীখুত-তুরাসিল-ইসলামী অনুবাদ ঃ মাহ্মুদ ফাহমী হিজাযী, ইদারাতুস সাকাফাহ্ ওয়ান-নাশ্র, জামি'আতু মুহাম্মদ ইব্ন সা'উদ, সা'উদী আরব, ১৪০৩/১৯৮৩।
ব্রোকেলম্যান	ঃ	তারখিল-আদাবিল আরাবী আরবী অনুবাদ ঃ ৪র্থ সং, দারুল-মা'আরিফ, মিস্র।
মালিক ইব্ন আনাস, ইমাম	ঃ	মু'আত্তা আশরাফী বুক ডিপু, হিন্দুস্তান।
মুজীবর রহমান, মুহাম্মদ, মাওলানা, ডক্টর	ঃ	মুহাদ্দিস প্রসংগ ১ম সং, ইউনিক প্রেস, রাণী বাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ১৯৭৫।
মুহাম্মদ ইব্ন আবিদুল্লাহ যিরাকসী	ঃ	আল-বুরহান ফী উলূমিল-কুরআন
মুহাম্মদ ইব্ন আবদির রহমান, সাখাভী, আল্লামা	ঃ	আল-মাকাসিদুল-হাসানাহ ফী বায়ানি কাসীরিম্ মিনাল আহাদিল-মুশতাহারা আলাল আলসিনাহ হিন্দুস্তান, ১৩০৪/১৮৮৭।
মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মাদ, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী	ঃ	তাযকিরাতুল-হুফফায ১ম সং ও ৩য় সং, দাইরাতুল-মা'আরিফ, হায়দারাবাদ, ডিকান, ১৩৭৬/১৯৪৬।
	ঃ	সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা ১ম সং, বৈরুত, ১৪০৩/১৯৮৩।
মুহাম্মদ ইবন আহ্মদ, আল-মাক্দাসী	ঃ	আহসানুত-তাকীসীম ফী মা'রিফাতিল-আকালীম মাতবা'আতুবীল, লাইডন, ১৯০৬ খৃঃ।

www.pathagar.com

মুস্‌তফা ইব্‌ন আবদিল্লাহ, হাজ্জী, খলীফা, কাতিব সালফী	ঃ	কাশফুয্-যুনূন আন্ আসামিল-কুতুবি ওয়াল-ফুনূন ১ম সং, মাতরা আতুল আলম, মিস্‌র, ১৩১০/১৮৯৩।
মুহাম্মদ ইবন আহ্‌মাদ, আবু মুহাম্মদ, বদরুদ্দীন, আইনী	ঃ	উমদাতুল-ক্বারী দারুল-ফিক্‌র, মিসর।
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-কিন্দী	ঃ	আল-বুলাত ওয়াল কুযাত LEYDEN: E. J. IMPRIMER IE ORIENTALE, LONDON: LUZAC & CO., 46, GREAT, RUSSELL STRET, 1912.
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস, শাফিঈ, ইমাম	ঃ	কিতাবুল-উম্ম দারুল মা'রিফাহ, বৈরুত, ১৩৯৩/১৯৭৩।
মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল, বুখারী, ইমাম	ঃ	আল-জামিউস্-সহীহুল মুসনাদুল-মুখ্‌তাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি ওয়া সুনানিহী ওয়া আইয়ামিহী ৩য় সং, নূর মুহাম্মদ আসাহুহল মাতাবি, করাচী, ১৩৮১/১৯৬১।
মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা, আবূ ঈসা, আত-তিরমিযী, ইমাম	ঃ	আল-জামিউত্-তিরমিযী নুর মুহাম্মদ আসাহ্‌হুল মাতাবী, করাচী।
মুহাম্মদ তাহির, মাওলানা	ঃ	মাজমা'উ বিহারিল-আনওয়ার ফী গারাইবিত-তানযীল ওয়া লাতাইফিল-আখ্‌বার, ১ম সং, প্রকাশক-নেওল কিশোর, গুজরাট, হিন্দুস্তান, ১২৮৩/১৮৬৬।
মুহাম্মদ ইবনুল-হাসান, ইমাম	ঃ	কিতাবুল-আসার ১ম সং, ইদারুতুল-কুরআন, করাচী, পাকিস্তান, হি, ১৪০৭।
মুহাম্মদ যাহিদ, আল-কাওসারী	ঃ	আল-হাভী ফী সীরাতিত্-তাহাভী, মাতবা'আতুল-আনওয়ার, কায়রো, ১৩৬৮/১৯৪৯।
গ্রন্থাকারের নাম নেই	ঃ	শারহুল-আকীদাতিত্ তাহাভিয়্যাহ্, ৫ম সং, আল-মাকতাবুল-ইসলাম, বৈরুত, ১৩৯৯/১৯৭৯।

www.pathagar.com

সাঈদ আহ্‌মাদ, মাওলানা, পালনপুরী	ঃ	হায়ত-ই-ইমাম তাহাভী ১ম সং, মাকতাবাহ্ হিজাজ, দিওবন্দ, ইউ. পি, ভারত, হিঃ ১৪০১।
সুবহী সালিহ্, ডক্টর	ঃ	উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসত্তলাহুহু ১ম সং, দারুল-ইলম, বৈরুত, ১৯৮৪।
সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সং, ১৪০২/১৯৮২।
হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ আবুল কাসিম, রাগিব	ঃ	আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল-কুরআন, মায়মূনিয়াহ প্রেস, মিসর, ১৩২৪/১৯০৬।

মাখতূতাত (হস্তলিপি)

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আস'আদ, আবূ মুহাম্মদ, আল-ইয়াফি'ঈ	ঃ	মিরআতুয্-যামান ওয়া ইবরাতুল-ইয়াকযান ক্রমিক নং-২২২৭, প্রগ্রেস নং-২৪২৮, খোদা বখ্‌শ ওয়ারিইন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।
আমীর কাতিব ইব্‌ন আমীর উমর, আল-ইতকানী, আল্লামা	ঃ	গাইয়াতুল-বায়ান ওয়া নাদিয়াতুল-আকরান ক্রমিক নং-৯৭০, প্রগ্রেস নং-১১০২, কেটালগ নং ১৬৩৫এ, খোদা বখশ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।
আলী, আল-কারী, মোল্লা	ঃ	আল-আসমারুল-জানিইয়াহ্ ফী আসমাইল-হানাফিয়্যাহ্ নং-২৪৫১, খোদা বখ্‌শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।
ইব্‌ন কামাল পাশা, আল্লামা	ঃ	ফী বায়ানি আকসামিত্ তাবাকাতিল-উলামা নাদ্‌ওয়াতুল-উলামা লাইব্রেরী, লক্ষ্মৌ, ভারত
মুহমাদ ইব্‌ন আহ্‌মাদ, আবূ মুহাম্মদ, বদরুদ্দীন, আইনী	ঃ	মুগানিল-আখবার ফী রিজালি মা'আনিল-আসার হাদীস নং-৭২, দারুল-কুতুব, মিস্‌র।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্রীস, আশ-শাফিঈ, ইমাম	ঃ	কিতাবু ইখ্‌তিলাফিল-হাদীস, ক্রমিক নং ৩৭৬, খোদা বখ্‌শ্‌ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।
মুহাম্মদ বাহিলী	ঃ	তাসহীহুল-আসার নং-৫৪৮, খোদা বখ্‌শ ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, পাটনা, ভারত।
D. Lacyo, Leary		Arabic thought and its place in History, Ront ledge and kegan paul Itd, London, 1958,
Philip P,K, Hitti		History of Arabs, (Seventh Edition), SMARTIN,S PRESS, London. 1961.

মাসিক বুরহান

নাদ্‌ওয়াতুল-মুসান্নিফীন, করুলবাগ, দিল্লী	ঃ	শাওয়াল ১৩৬১ ,নভেম্বর ১৯৪২।
		যুল-কা'দাহ্‌ ১৩৬১, ডিসেম্বর ১৯৪২।
		যুল-হিজ্জাহ্‌ ১৩৬১,জানুয়ারী ১৯৪৩।
		মুহার্‌রাম ১৩৬২,ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩।
		সফর ১৩৬২ ,মার্চ ১৯৪৩।
		রাবীউল-আখির ১৩৬২ ,এপ্রিল ১৯৪৩।
		জুমাদাল উলা ১৩৬২ ,মে ১৯৪৩।
		জুমদাল উখ্‌রা ১৩৬২ ,জুন ১৯৪৩।
		রামাযান ১৩৬২ ,সেপ্টেম্বর ১৯৪৩।
		শাওয়াল ১৩৬২ ,অক্টোবর ১৯৪৩।
		যুল-কা'দাহ্‌ ১৩৬২,নভেম্বর ১৯৪৩।
		যুল-হিজ্জাহ্‌ ১৩৬২,ডিসেম্বর ১৯৪৩।
		মুহার্‌রাম ১৩৬৩,জানুয়ারী ১৯৪৪।
		সফর ১৯৬৩,ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪।

www.pathagar.com

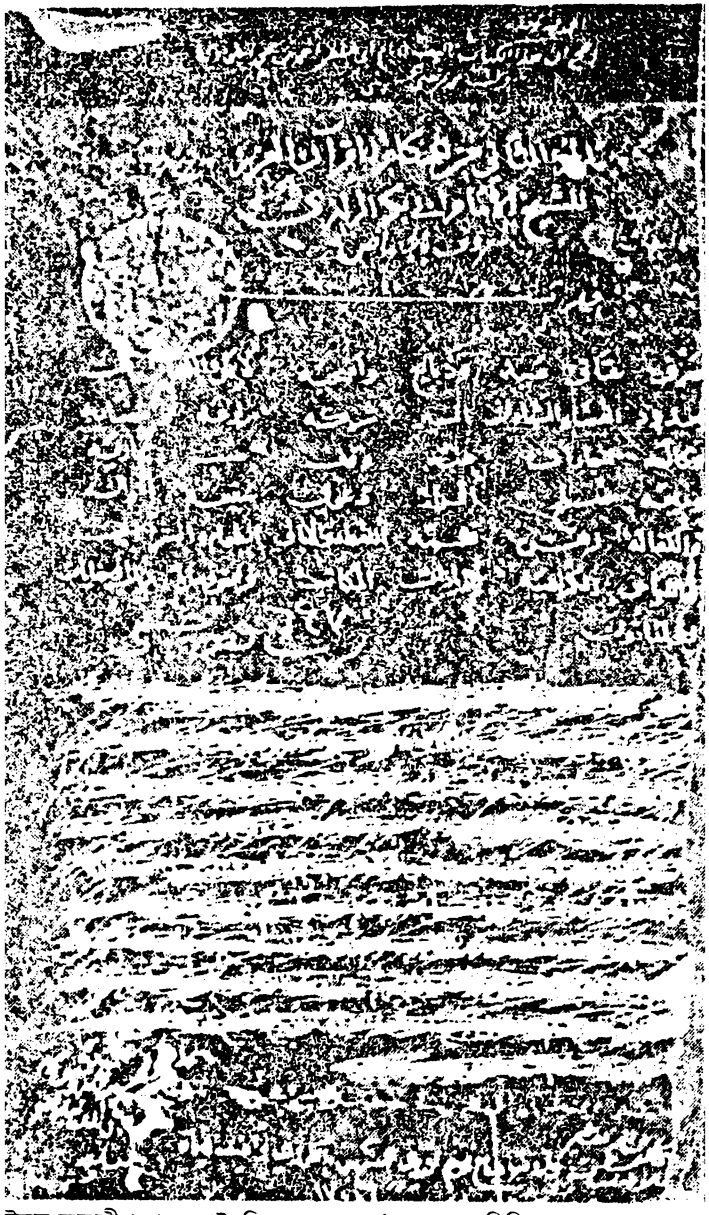
থিসিস

আ. হা, ইয়াহ্ইয়ার রহমান	ঃ	মাওয়ালী এবং ইসলামী উলূমে তাঁহাদের অবদান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ডক্টর আফতাব আহ্মাদ, রহমানী, মাওলানা	ঃ	Hafiz Ibn Hajar al-Asqualani and his contribution to Hadith Literature Rajshahi University, 1967.

ক্যাটালগ

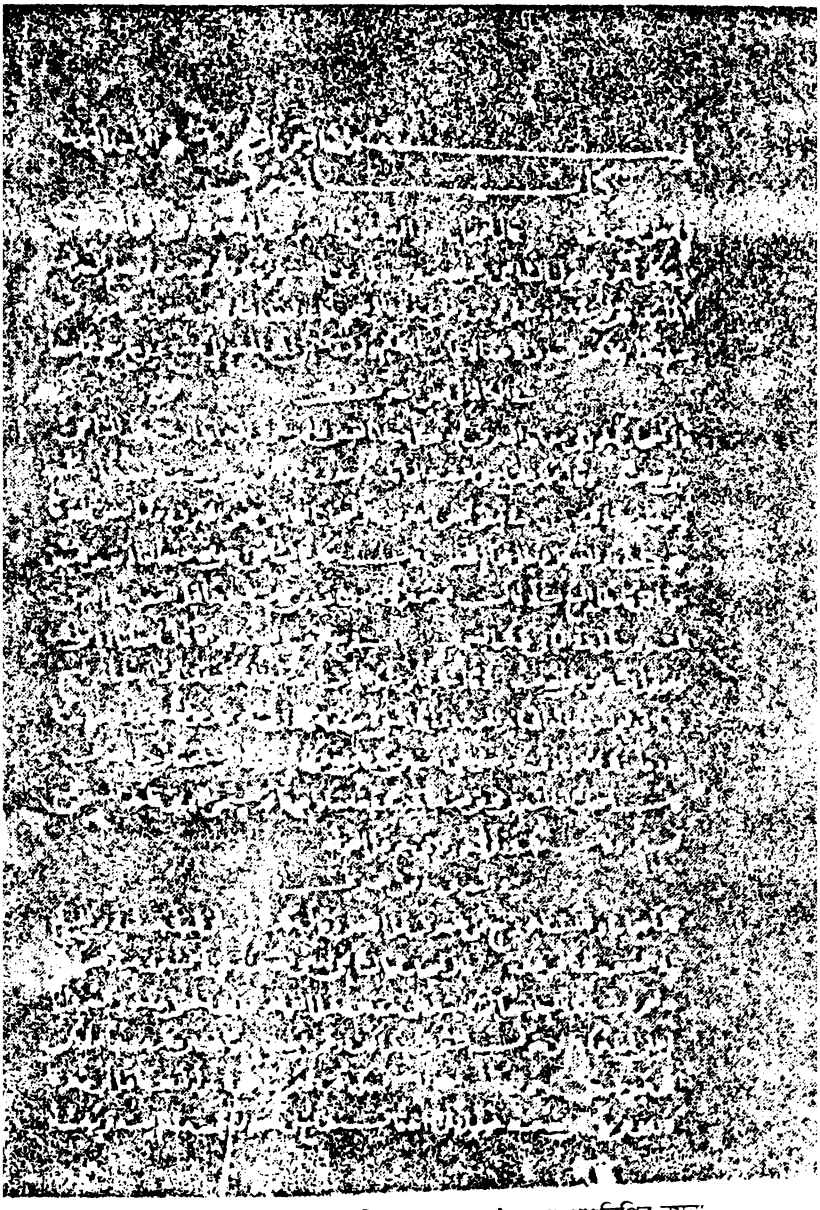
Moulovi Abdul Hamid	Catalogue of the Arabic and Persion Manuscripts in oriental public library al-Bankipur v.v. Arabic Mes. addition part 11, 1925.

www.pathagar.com



ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'ইখ্‌তিলাফুল ফুকাহা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির নমুনা

www.pathagar.com



ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'ইখ্‌তিলাফুল ফুকাহা' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির নমুনা

www.pathagar.com



শারহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com



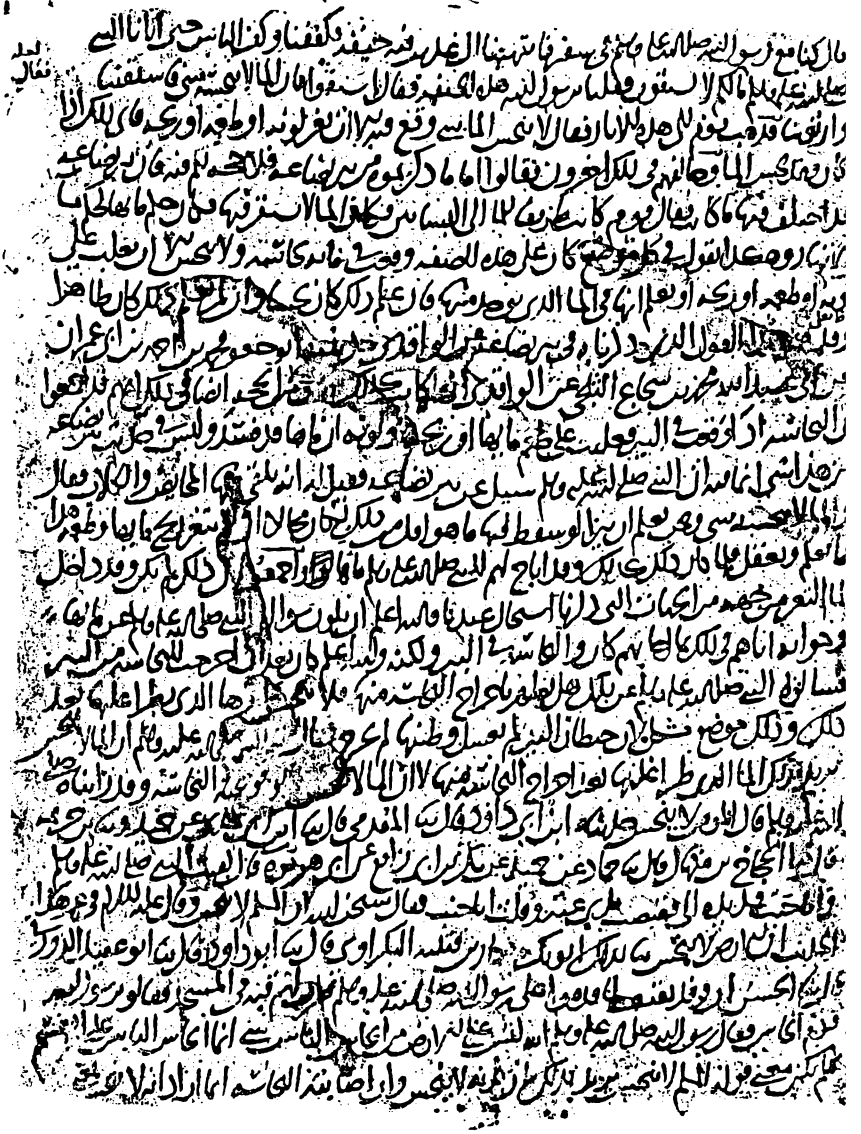
শারহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com



শারহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com

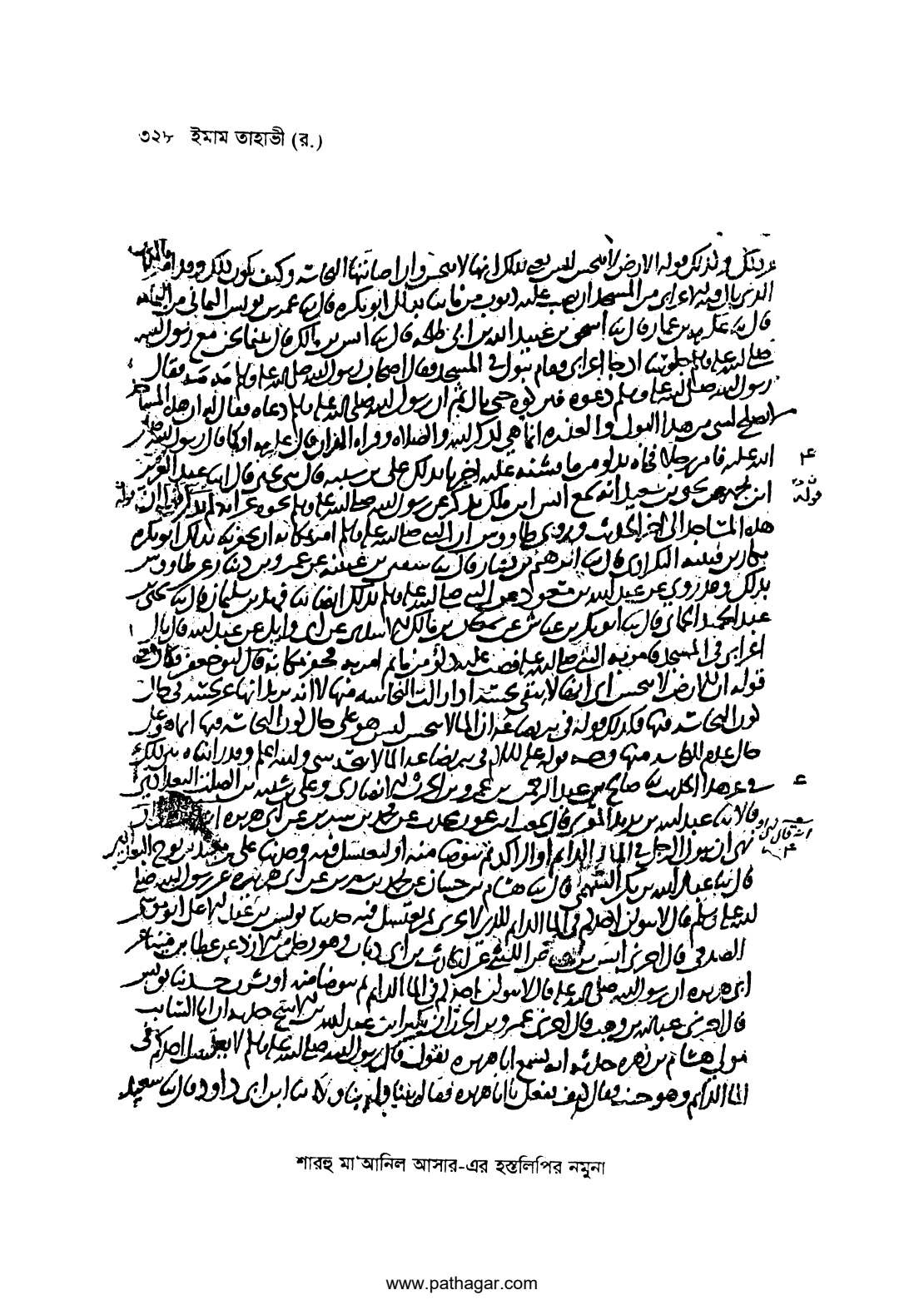


শারহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপির নমুনা

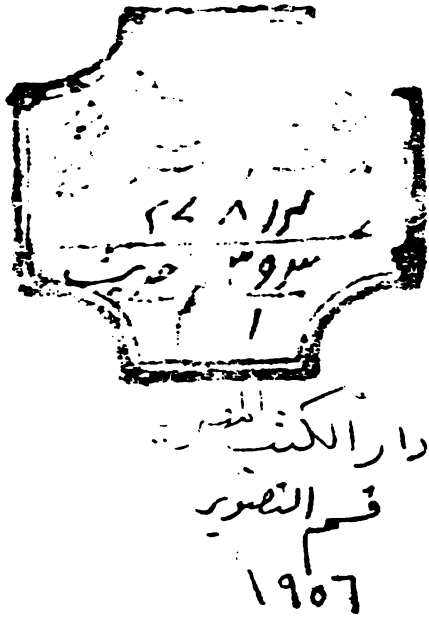
www.pathagar.com

শারহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com



www.pathagar.com



www.pathagar.com

مهرست الجزء الاول من شرح معاني الآثار

باب صفة الطبيخ فيه النجاسة	باب صفة ٢٥ سؤر الهر	باب صفة ٣٣ سؤر الكلب
باب صفة ٣٦ سور بني آدم	باب صفة ٤٠ التسمية على الوضو	باب صفة ٤٥ الوضوء مرة مرة وثلاثا ثلاثا
باب صفة ٤٩ فرض مسح الراس في الوضوء	باب صفة ٥٦ حكم الاذنين	باب صفة ٥٩ فرض الرجلين في الوضو
باب صفة ٧٣ الوضوء هل تجب لكل صلاة ام لا	باب صفة ٨٣ الرجل يخرج منه ما كره للذي يتوضا فعل	باب صفة ٨٦ حكم المني هل هو طاهر ام نجس
باب ٩٣ الرجل الذي يجامع ولا ينزل	باب صفة ١٠٢ اكل ما غيرت النار هل يوجب وضوء ام لا	باب ١١٢ مس الفرج هل يجب فيه الوضوء ام لا
باب ١٣٠ المسح على الخفين كم وقته للمقيم وللمسافر	باب صفة ١٣٩ ذكر الحيض والحائض وما لذي ليس على وضو وقراءتهما القران	باب صفة ١٢٩ حكم بول الغلام والجارية قبل ان يا كلا الطعام
باب ٥٥ الرجل يجد الماء بعد ما يتيمم هل يتوضا ويعيد او يتيمم	باب صفة ٩٦ المسح على النعلين	باب ١٦١ المستحاضة كيف تتطهر للصلاة

www.pathagar.com

باب ص ١٧٣ حكم ابوال ما يوكل لحمه	باب ص ١٧٨ صفة التسبيح كيف هي	باب ص ١٨٩ عشر [illegible]
باب ص ١٩٧ الاستنجاء	باب ص ٢٠١ الاستنجاء بالطعام	باب ص ٢٠٥ الجنب يريد النوم او الاكل او الشرب او الجماع
كتاب ص ٢١٣ الصلوة	باب ص ٢١٥ الاذان كيف هو	باب ٢١٩ الاقامة كيف هي
باب ص ٢٢٥ قول المؤذن في اذان الصبح الصلوة خير من النوم	باب ص ٢٢٧ التاذين الفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك	باب ص ٢٣٣ الرجلين يؤذن احدهما ويقيم الاخر
باب ص ٢٢٥ ما يستحب للرجل ان يقوله اذا سمع الاذان	يكره الفجر الثاني اذا [illegible]	

www.pathagar.com



www.pathagar.com

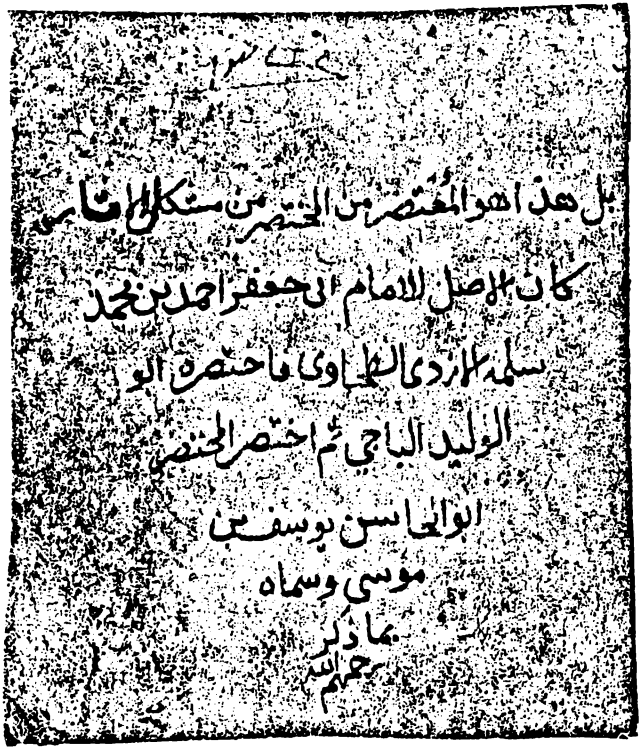


গ. নুখাবুল-আফকার ফী শারহি মা'আনিল-আসার

www.pathagar.com



www.pathagar.com


بل هذا هو المختصر من المختصر من مشكل الآثار
كان على الأصل للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد
سلمة الأزدي الطحاوي فاختصره أبو
الوليد الباجي ثم اختصر المختصر
أبو العباس يوسف بن
موسى وسماه
بما ذكر
رحمهم الله

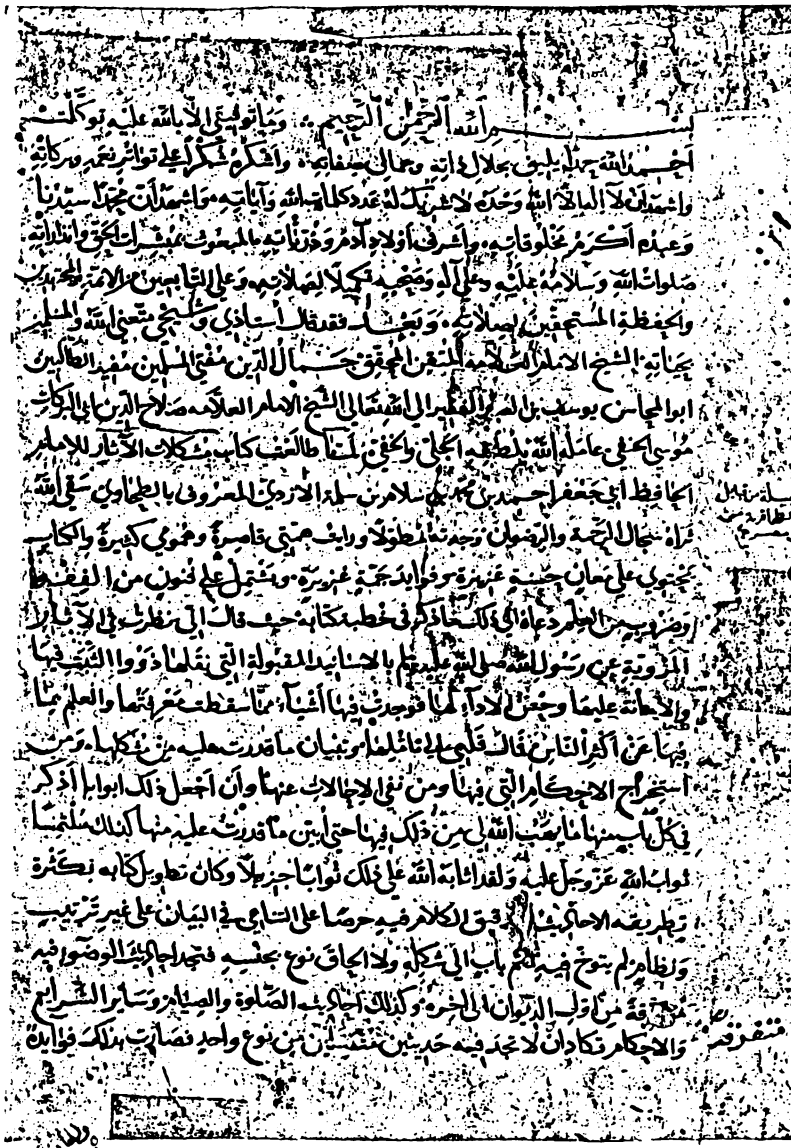
আল-মু'তাসার মিনাল মুখ্‌তাসার মিন্ মুশকিলিল আসার'-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com



আল-মু'তাসার মিনাল মুখ্‌তাসার মিন্ মুশকিলিল আসার'-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com



আল-মু'তাসার মিনাল মুখ্‌তাসার মিন্ মুশকিলিল আসার'-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com



আল-মু'তাসার মিনাল মুখ্‌তাসার মিন্ মুশকিলিল আসার'-এর হস্তলিপির নমুনা

www.pathagar.com

أصح معاني الآثار 548



www.pathagar.com

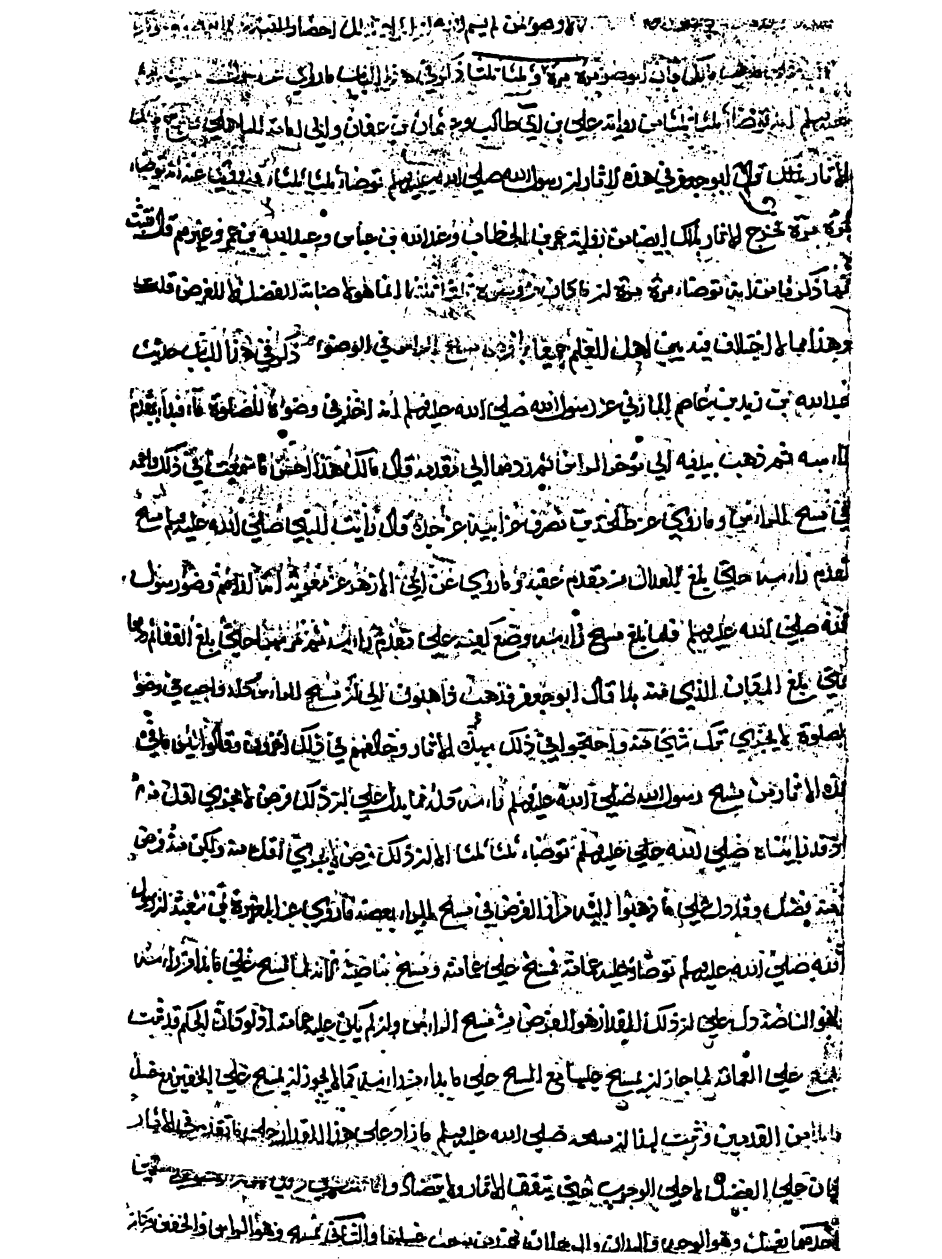


www.pathagar.com



তাসহীহু মা'আনিল আসার-এর হস্তলিপি

www.pathagar.com



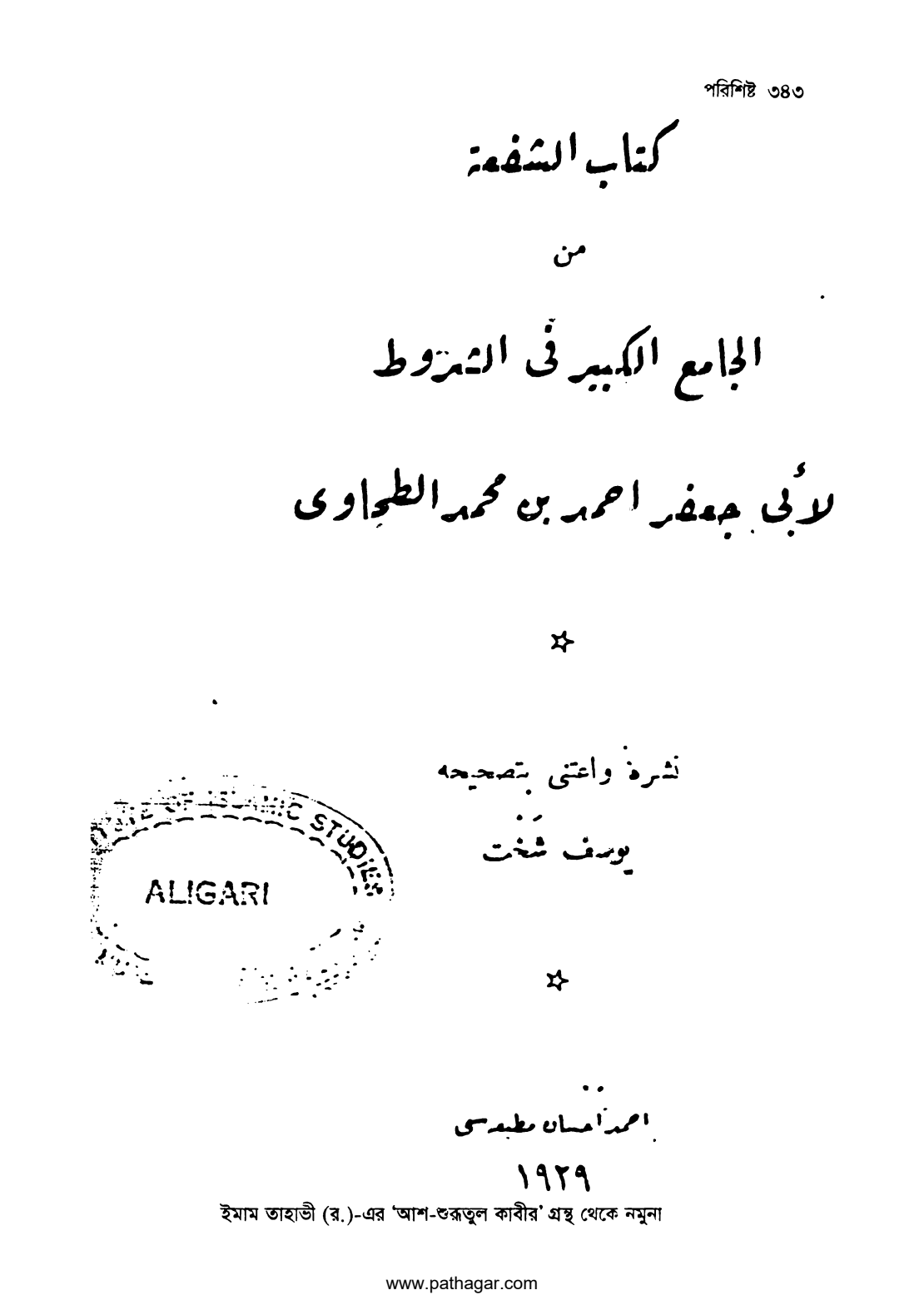
www.pathagar.com

كتاب الشفعة

من

الجامع الكبير فى الشروط

لأبى جعفر احمد بن محمد الطحاوى



نشره واعتنى بتصحيحه

يوسف شخت

احمد امسان مطبعسى

١٩٢٩

ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'আশ-শুরূতুল কাবীর' গ্রন্থ থেকে নমুনা

www.pathagar.com

الجزء الأول من كتاب الشفعة من -

كتاب شروط الكبير

تأليف ابى جعفر احمد بن محمد

ابن سلامة بن سلمة الأزدى الطحاوى

الشفعة بشركة فى الطريق فلا يوجبون فى هذا شفعة . — وجملة a I 1
شفعة وأبى يوسف وزفر و محمد انّ اولى . . . . . الذى لم
من بعده الشريك الذى قد قسم وبقى له . . . الطريق ثم من
الملازق . — وجملة قول البصريين الذين ذكرنا عنهم ما ذكرنا فى b
ان اولى الشفعاء بما وجبت فيه الشفعة الشريك الذى لم
يقاسم بعده الشريك الذى قاسم وبقيت له الشركة فى الطريق ، فلا
يحد من الناس غيرهم فى مبيع بعد هذين الشفيعين . — وجملة c
قول ابى حنيفة ومحمد بن ادريس الشافعى وممن ذكرنا موافقته لهما
فى هذا من الشفعة فى هذا الباب ان لا شفعة عندهما الا لشريك
شائع ، فاذا وقع البيع على ما يجب فيه الشفعة بما وصفنا فاشهد
الشفيع على ما وجب فيه على شفعته . — وقد حكى ابن الحصاف عن d
ابى حنيفة ان الذى يوجب الشفعة لا يكون الا بمحضر من المبيع الذى فيه
الشفعة يجب اخذه منه بحق الشفعة فيه ، ولا اعلم من اصحابه احدا
وافقه . — وعسى ان يكون اخذه من قول الحسن اللؤلؤى او من e
قول حكاية عنه وفيها خلاف كثير لروايات ابى يوسف ومحمد ،
فالشرط فى هذا وفى غيره الاحتراز من قول كل من امكن الاحتراز
منه لئلا يكون لطاعن مطعن فيما يكتب من ذلك ان شاء الله . —

ইমাম তাহাভী (র.)-এর 'আশ-শুরূতুল কাবীর' গ্রন্থ থেকে নমুনা

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - ৯৬-৯৭-গবেষণা/৫৩৭৫ (উন্নয়ন)-৩২৫০

তামরীন বিলতে মুজাহিদ
www.pathagar.com



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
গবেষণা বিভাগ